বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৮ সংখ্যা-০১ জানুয়ারি- ২০২৫

কালের কণ্ঠ NEW AGE The Daily Star

Workers use moulds to shape rectangular cubes out of clay to dry under the sun before those are baked inside kilns to be hardened into bricks. These brickworks in Sanyashgachha village of Jashore's Keshabpur upazila pay wages of Tk 250 per 1,000 bricks and a worker can end up making anywhere from 1,500 to 1,800 in a day. The photo was taken recently.

PHOTO: HABIBUR RAHMAN

প্রথম আলো দৈনিক ইত্তেফাক বাংলাদেশ প্রতিদিন দেশ রূপান্তর

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী :	পৃষ্ঠাঃ
শোভন কাজ	০৩ - ৫৪
শ্রম বাজার	৫৫ - ৯৯
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	১০০ - ১২০
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	১২১ - ১২৮
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১২৯ - ১৪৮
সংবাদপত্রে বিল্স	১৪৯ -১৫৪

শোভন কাজ

সূত্র : এনসিসি ব্যাংক ও ট্রেডিং ইকোনমিকস

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। বুধবার। ১ জানুয়ারি ২০২৫। ১৭ পৌষ ১৪৩১। ২৯ জমাদিউস সানি ১৪৪৬

অর্থনীতি এগিয়ে নিতে হবে এলডিসি থেকে উত্তরণে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

এ বছর পার হলেই অর্থাৎ ২০২৬ সালে বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণ হওয়ার সময় ঠিক করা হয়েছে। পতিত হাসিনা সরকার ২০২৬ সালেই এলডিসি উত্তরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীরা এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন। তবে সরকার বলছে, এটা করতে হবে। ২০২৬ না ২০৩০, তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে, কিন্তু এটা করতেই হবে। যথাযথ নীতি তৈরি করতে পারলে এটা সম্ভব।

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'আমি জাতিসংঘের বিভিন্ন দেশ নিয়ে কাজ করি। আমি বলতে চাই, এটা (বাংলাদেশ) এলডিসি গ্রুপে থাকার মতো দেশ নয়। আমাদের সক্ষমতা, যোগ্যতা, স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা—এসব দিক দিয়ে এলডিসি গ্রুপে থাকার মতো কারণ নেই।'

তিনি বলেন, 'যদি কোনো কারণে ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণ হতে না পারি, তাহলে তিনি (সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) বলবেন, সোনার সংসার রেখে গিয়েছিলাম, এটা নষ্ট করেছে দুই বছরে। যাঁরা (বাজার সুবিধাপ্রাপ্ত রপ্তানিকারক) এলডিসি উত্তরণ পিছিয়ে দিতে তদবির করেন, তাঁদের গোড়া কোথায়, তা দেখুন। তাঁরা সংসদে প্রভাবশালী ছিলেন, রাজনীতিতে প্রভাবশালী ছিলেন। আমরা দেখেছি, একটি রপ্তানি খাতকে কিভাবে একচেটিয়া সুবিধা দেওয়া হয়েছে।'

তাঁর মতে, 'জাতিসংঘের ২০২৪ সালের ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ, জলবায়ু ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা—এই তিন সূচকেই বাংলাদেশ উত্তীর্ণ হয়েছে। অথচ আমাদের পাশের দেশ নেপালের দুটি সূচক নেতিবাচক। এর পরও দেশটি মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় যাচ্ছে। আমরা কেন পিছিয়ে থাকব?'

হাসিনা সরকারের মনগড়া তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বানানো উন্নয়ন বয়ানের সমালোচনা করলেও একই উপাত্তের ওপর ভর করে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের বের হওয়ার পক্ষে মত দিচ্ছে শ্বেতপত্র কমিটি। যুক্তি হিসেবে নেপালের উদাহরণ টেনে কমিটিপ্রধান বলছেন, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন না করলে পতিত সরকার সমালোচনার সুযোগ পাবে। তবে এ ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করার পরামর্শ ব্যবসায়ীদের। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উন্নয়শীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরণ তিন থেকে ছয় বছর পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা। তাঁরা বলছেন, খুব দ্রুত এলডিসি থেকে উত্তরণ হলে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

এ বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি শামস মাহমুদ বলেন, 'বর্তমান প্রেক্ষাপটে অর্থায়নের সুযোগ ও জিএসপি প্লাসের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ এবং সেই বিনিয়োগের জোগান দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই দেশের ব্যাংকিং খাত। ফলে এখন এলডিসি থেকে উত্তরণের দরকার নেই।'

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান বলেন, 'আমরা কখনোই গরিব দেশ হিসেবে পরিচিত হতে চাই না। তবে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন থেকে উত্তরণে তাড়াহুড়া না করে তথ্য-উপাত্ত নিয়ে আরো বিচার-বিশ্লেষণ করা উচিত। দেশের বর্তমান শিল্প ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এলডিসি থেকে উত্তরণে পর্যাপ্ত সময় প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে।'

ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফআইসিসিআই) সভাপতি জাভেদ আখতার বলেন, '২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ হওয়ার দরকার আছে কি না, সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলো নেওয়া যাবে কি না, এখনই তা ভেবে দেখা দরকার।'

বাণিজ্য সুবিধা হারানোর ভয় না করে গ্র্যাজুয়েশনের পথে থাকা উচিত বলে মনে করেন সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, 'রপ্তানিকারকদের প্রণোদনা অল্প অল্প করে কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল; কিন্তু তাঁরা সেটি মানতে নারাজ। তবে এটি এখনই কমানো না হলে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর সমস্যা হতে পারে।'

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, 'আগে বলতাম বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি আছে। এখন আর ঝুঁকি নয়, বাংলাদেশ আসলে মধ্যম আয়ের ফাঁদে পড়ে গেছে। বাংলাদেশের পদ্ধতিগত সংস্কার দরকার। হিসাব-নিকাশ ও তথ্য-উপাত্তে ওপরের লেভেলের যে হস্তক্ষেপের সংস্কৃতি, সেটির সব দরজা বন্ধ করে দিতে হবে।'

সমকাল | বুধবার | ১ জানুয়ারি ২০২৫

দেশে সবুজ কারখানার সংখ্যা বেড়ে ২৩২

তৈরি পোশাক খাত

২০২৪ সালে লিড সনদ পেয়েছে ২৬ পতিষ্ঠান

■ সমকাল প্রতিবেদক

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও ২০২৪ সালে দেশের তৈরি পোশাক খাতে বেড়েছে পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানার সংখ্যা। বিদায়ী বছরে পরিবেশসম্মত সবুজ কারখানার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন বা লিড সনদ পেয়েছে আরও ২৬টি কারখানা। এ নিয়ে লিড সনদ পাওয়া কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩২টি। ২০২৩ সালের তুলনায় গত বছর এ ধরনের কারখানা বেড়েছে ৯ শতাংশ।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালে লিড সনদ পাওয়া কারখানাগুলোর মধ্যে ১৬টি প্লাটিনাম এবং ১০টি গোল্ড ক্যাটেগরিতে এ স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের যেসব পোশাক কারখানা লিড সনদ পেয়েছে, তার ১১ শতাংশই পেয়েছে গেল বছর। ২০২৪ সাল ছিল এ ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতির বছর।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) এ সনদ দিয়ে থাকে। শিল্প কারখানা ছাড়াও বাণিজ্যিক ভবন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাড়িসহ অন্যান্য স্থাপনার ক্ষেত্রেও এ সনদ দেওয়া হয়। শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে ভবন নির্মাণ থেকে শুরু করে পণ্য উৎপাদন পর্যন্ত ছোট-বড় সব পর্যায়ে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি কতটা মানা হলো, তার কঠিন তদারকি ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সর্বোচ্চ মানের কারখানাকে এ সনদ দেওয়া হয়।

ডেনিম এক্সপার্টের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দীন রুবেল এ বিষয়ে সমকালকে বলেন, দেশের পোশাক খাতে লিড সনদপ্রাপ্ত কারখানার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এটা এ খাতে বড় ধরনের একটি অর্জন। দেশের পোশাক খাত টেকসই উৎপাদনের ক্ষেত্রে সারাবিশ্বে নজির স্থাপন করছে। এই সাফল্য সম্মানের। লিড সনদ পাওয়া বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলো টেকসই উৎপাদনের মডেল।

বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলোর লিড সনদ প্রাপ্তির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১১ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্লাটিনাম ক্যাটেগরিতে সনদ পেয়েছে ৯২টি কারখানা, যা দেশের লিড সনদ পাওয়া মোট কারখানার ৪০ শতাংশ। গোল্ড ক্যাটেগরিতে পেয়েছে ১২৬টি কারখানা। মোট লিড সনদ পাওয়া কারখানার যা ৫৪ শতাংশ। বাকি ৬ শতাংশ সিলভার ও সাধারণ ক্যাটেগরিতে সনদ পেয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলো উচ্চ মানের লিড সনদই পেয়েছে বেশি।

কালের কণ্ঠ ঢাকা। বুধবার। ১ জানুয়ারি ২০২৫

পোশাকশিল্পে ভুল নীতিমালার সংশোধন চান ব্যবসায়ীরা

এম সায়েম টিপু ▷

রপ্তানিতে ইতিবাচক ধারায় থেকেও সদ্যোবিদায়ি ২০২৪ সালে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে দেশের রপ্তানি আয়ের শীর্ষ খাত তৈরি পোশাকশিল্প। এ সময় শ্রম অসন্তোষ, জ্বালানি সংকট আর ব্যাংকিং খাতের অব্যবস্থাপনায় ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে এই খাতের উদ্যোক্তাদের। ফলে একদিকে যেমন রপ্তানি আয় ক্ষতির মুখে পড়েছে, একই সঙ্গে কর্মহীন হয়েছে হাজারো শ্রমিক।

পোশাকশিল্পের এই সংকটের পেছনে কারণ হিসেবে ভুল নীতিমালার কথা উল্লেখ করেন নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, ২০২৪ সালজুড়েই ব্যাংকের অসহযোগিতা ছিল চরম পর্যায়ে। ১০-১১টি ব্যাংক টাকা দিতে পারেনি। ফলে ঋণপত্র খোলা যায়নি। ব্যাংকে টাকা থাকার পরও টাকা পাননি ব্যবসায়ীরা। এ ছাড়া আগের কিছু ভুল নীতিমালা ব্যবসায়ীদের কঠিন চাপে ফেলেছে।

তিনি বলেন, এই নীতিমালাগুলো শিগগিরই সংশোধন করা না হলে আগামী দিনগুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। ঋণখেলাপি নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রজ্ঞাপনকে তিনি ভয়ংকর মনে করেন।

মোহাম্মদ হাতেম বলেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে শ্রম অসন্তোষ, জ্বালানি সংকট আর ব্যাংকঋণে সুদের হারে চাপে ছিল এ খাত। এ সময় কার্যাদেশ কম পাওয়া, ক্রেতাদের বিকল্প উৎসের সন্ধান এবং উৎপাদন সক্ষমতা কমার ফলে প্রায় ১০ বিলিয়ন বা এক হাজার কোটি ডলারের ক্ষতির মুখে পড়েছে তৈরি পোশাকশিল্প। তবে শ্রম অসন্তোষ আর নানা দাবি নিয়ে রাস্তায় জনদুর্ভোগ তৈরি করার পেছনে পোশাক খাত ধ্বংস করার জন্য দেশি-বিদেশি চক্রান্ত সক্রিয় ছিল।

সদ্যোবিদায়ি বছরে মজুরি, জ্বালানি এবং ব্যাংকঋণে সুদের হার বেড়েছে উল্লেখ করে বিকেএমইএর সভাপতি বলেন, সাম্প্রতিক শ্রম অসন্তোষের ফলে বড় বড় ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো আশুলিয়ার কারখানায় কাজ দিতে চাচ্ছে না। তারা আতঙ্কিত। এ ছাড়া গত জুলাই-আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, হরতাল অবরোধে প্রতি মাসে এক বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আরো এক বিলিয়ন ডলার হতে পারত, তা হয়নি। আসন্ন মৌসুম শীত ও গ্রীষ্মের কার্যাদেশ হারিয়েছে প্রায় চার-পাঁচ বিলিয়ন ডলার। সব মিলিয়ে ২০২৪ সালে পোশাক খাতে আট-দশ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তবে এত কিছুর পরও পরিসংখ্যান বলছে, চলতি অর্থবছর এখন পর্যন্ত তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাসে এক হাজার ৬১২ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। গত অর্থবছরে একই সময়ে রপ্তানি হয়েছিল এক হাজার ৪৩৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। তার মানে চলতি অর্থবছর তৈরি পোশাকের রপ্তানি বেড়েছে ১২ শতাংশ।

- রপ্তানি খাতে ২০২৪ সাল ছিল শ্রম অস্থির
- অনেক কারখানা মজুরি দিতে পারছে না
- ১০ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে

“২০২৪ সালজুড়েই ব্যাংকের অসহযোগিতা ছিল চরম পর্যায়ে। ১০-১১টি ব্যাংক টাকা দিতে পারেনি। ফলে ঋণপত্র খোলা যায়নি

মোহাম্মদ হাতেম
সভাপতি, বিকেএমইএ

এ ছাড়া পোশাকের ক্রয়াদেশের গতি-প্রকৃতি জানার অন্যতম উৎস কাঁচামালের আমদানি প্রাপ্যতা বা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি)। পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, সংগঠনটির সদস্য কারখানাগুলোর পক্ষে চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) পোশাক তৈরির কাঁচামাল আমদানি প্রাপ্যতা (ইউডি) নেওয়া ১৯ শতাংশ বেড়েছে। গত অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে এক হাজার ৭০ কোটি ডলারের ইউডি নেওয়া হয়েছিল। চলতি অর্থবছরের একই সময়ে এক হাজার ২৭৫ কোটি ডলারের ইউডি ইস্যু করা হয়। তার মধ্যে গত দুই মাসে (অক্টোবর-নভেম্বর) ৪৯৭ কোটি ডলারের ইউডি ইস্যু হয়েছে।

বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি মো. ফারুক হাসান বলেন, নানা প্রতিকূলতার পরও দেশের পোশাক খাত তার ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রেখেছে। সবুজ প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে, কারখানায় কর্মপরিবেশ উন্নতি হয়েছে এবং পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ করা হয়েছে। নতুন বাজার এবং নতুন পণ্য প্রবৃদ্ধি ভালো। এটা আরো বাড়াতে হবে।

কালের কণ্ঠ

শোভন কাজ

। বৃহস্পতিবার। ২ জানুয়ারি ২০২৫

তৈরি পোশাক রপ্তানির নতুন সুযোগ কাজে লাগাতে হবে

নিরঞ্জন রায়

তৈরি পোশাক রপ্তানির যে নতুন সুযোগ শুল্কযুদ্ধকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হতে চলেছে, তা বাংলাদেশ বেশ ভালোভাবেই গ্রহণ করতে পারত। কেননা তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে এবং এই খাতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়

আমাদের সমাজে একটি কথা বহুল প্রচলিত আছে যে ঝড়ের সময় আম সংগ্রহ করতে হয়। ঝড় চলে গেলে আর আম পাওয়া যায় না। আবার এ কথাও ঠিক যে ঝড়ের সময় আম সংগ্রহের জন্য নিজেকে ভালোভাবে প্রস্তুত রাখতে হয় এবং এর ভালো কৌশলও জানতে হয়। তা না হলে আমতলায় শুধু দাঁড়িয়েই থাকতে হবে আর অন্যরা সব আম সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে। কথাগুলো ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবনে যেমন প্রযোজ্য, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সমানভাবে প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মাঝেমধ্যেই বাণিজ্যঝড় তৈরি হয় এবং সেই ঝড়ে যেমন অনেক দেশ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তেমনি অনেক দেশ আবার ভালো সুবিধাও পেয়ে থাকে। যেমন—২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাবপ্রাইম মর্টগেজ কেলেঙ্কারি নিয়ে বিশ্বব্যাপী এক ভয়ংকর অর্থনৈতিক মন্দার ঝড় উঠেছিল, যার ফলে দীর্ঘদিন উন্নত বিশ্বে সুদের হার শূন্যের কাছাকাছি ছিল। এই অল্প সুদের হার কাজে লাগিয়েছে বিশ্বের অনেক দেশ, যার মধ্যে তুরস্ক, লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশ এবং এশিয়ার কিছু দেশ উল্লেখযোগ্য। একইভাবে ২০২২ সালে যখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে উচ্চ সুদের হার এবং ডলার সংকটের ঝড় শুরু হয়েছিল, তখনো ডলারনির্ভর অনেক দেশ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যার মধ্যে আমাদের বাংলাদেশও ছিল। অথচ যদি আগে থেকে ভালো প্রস্তুতি থাকত এবং সঠিক কৌশল নির্ধারণ করে রাখা হতো, তাহলে একদিকে যেমন বিশ্বব্যাপী আর্থিক ঝড়ের কারণে সৃষ্ট সুযোগের সদ্ব্যবহার করে লাভবান হওয়া সম্ভব ছিল, অন্যদিকে তেমনি এর ক্ষতিকর প্রভাবও খুব সহজে এড়ানো যেত।

শুল্কযুদ্ধ নামে বিশ্বব্যাপী এ রকম আরো একটি ঝড় শুরু হতে যাচ্ছে শিগগিরই। যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার নির্বাচনী প্রচারণার শুরু থেকেই বলে আসছেন যে তিনি নির্বাচিত হলে চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বা ট্যারিফ আরোপ করবেন। তিনি শুধু যে চীন থেকে আমদানির বেলায় উচ্চ শুল্ক আরোপ করবেন তেমন নয়। বিশ্বের যে দেশ থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য আমদানি হবে, সেখানেই তিনি উচ্চ হারে শুল্ক ধার্য করবেন। তবে তার প্রধান লক্ষ্য থাকবে সেসব দেশ, যাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি আছে। তবে এটি আর বুঝতে বাকি নেই যে ট্রাম্পের আলোচিত বাণিজ্যযুদ্ধের প্রধানতম লক্ষ্য হবে চীন। এর কারণও আছে। কেননা চীন এরই মধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যার অবস্থান বিশ্ববাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পরেই। এই বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র বেশ ভালো করেই জানে এবং ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব ট্রাম্প আরো ভালো জানেন। তাই তিনি এ ব্যাপারে যে সব রকম ব্যবস্থা নেবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ট্রাম্পের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা-গ্রহণের এখনো তিন সপ্তাহ বাকি আছে, কিন্তু তার আলোচিত উচ্চ শুল্কের ঝড় এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। ট্রাম্পের সঙ্গে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সাক্ষাতের পর কানাডার উচ্চ পর্যায়ের এক প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছে ট্রাম্পের ক্ষমতা গ্রহণের দায়িত্বে নিয়োজিত টিমের সদস্যদের সঙ্গে উচ্চ শুল্ক হারের বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ গুরুত্বের সঙ্গেই ভাবছে যে কিভাবে ট্রাম্পের দ্বিতীয় বাণিজ্যযুদ্ধ সামলানো যায়। উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশ, যাদের রপ্তানি ব্যাপকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের ওপর নির্ভর করে, তারাও চিন্তিত হয়ে পড়েছে যে এই বাণিজ্যঝড়ে তাদের রপ্তানি আয়ে ভাটা পড়ে কি না।

ট্রাম্পের প্রস্তাবিত উচ্চ শুল্ক হারের যে ঝড়, সেটি মোটেই প্রথম নয়। এই শুল্কযুদ্ধ ট্রাম্প ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে প্রথম শুরু করেছিলেন। সেই বাণিজ্যযুদ্ধে যেমন অনেক দেশে, বিশেষ করে চীনের রপ্তানি বাণিজ্য কিছুটা ধাক্কা খেয়েছিল, তেমনি ইমার্জিং মার্কেটের অনেক দেশ লাভবানও হয়েছিল। সে সময় হাতে গোনা যে কয়েকটি দেশ ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধের কারণে লাভবান হয়েছিল, তাদের অন্যতম হচ্ছে ভিয়েতনাম। প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০১৬ সাল থেকে ভিয়েতনামের ব্যাবসায়িক প্রবৃদ্ধি হয়েছে বছরে ৮ শতাংশ করে। সে সময় চীনের ওপর আরোপিত উচ্চ শুল্কের বিকল্প হিসেবে অনেক আন্তর্জাতিক কম্পানি ভিয়েতনামে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করে বিভিন্ন উৎপাদন কারখানা গড়ে তোলে এবং সেখান থেকে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়েছে।

২০১৬ সাল থেকে ভিয়েতনামে ২৯০ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে। এই বিনিয়োগের শীর্ষে আছে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া। সেখানে সিঙ্গাপুরের আছে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ, যার পরিমাণ ৫৮ বিলিয়ন ডলার। পিছিয়ে নেই চীন ও হংকং, যাদের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৪ বিলিয়ন ডলার। অনেক চায়নিজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ভিয়েতনামে বিনিয়োগ করে কারখানা গড়ে তুলেছে সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির জন্য। এ ক্ষেত্রে তারা কিছুটা কৌশলেরও আশ্রয়ও নিয়েছে। চীনের উৎপাদনকারীরা সরাসরি ভিয়েতনামে বিনিয়োগ না করে, প্রথমে সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ে সহযোগী বা সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তার মাধ্যমে ভিয়েতনামে বিনিয়োগ করেছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সরাসরি চীনের সম্পৃক্ততা এড়িয়ে চলা, যাতে চীন থেকে রপ্তানির ওপর উচ্চ হারে শুল্ক ধার্যের প্রভাব না পড়ে।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের যে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে, সেখানে ভিয়েতনামের মতো দেশ সমস্যায় পড়তে চলেছে। কেননা ভিয়েতনামের মতো দেশকে রপ্তানির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুল্ক হার এবং অন্যান্য বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি এখন বেশ আলোচিত এবং ট্রাম্প প্রশাসনের সবাই এটি জানে। ফলে তারা এসব ফাঁকফোকর বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেই হুঁশিয়ারি দিয়েছে। তা ছাড়া ট্রাম্পের উচ্চ শুল্ক হার প্রয়োগের যে ঘোষণা, তাতে ভিয়েতনাম সরাসরি টার্গেটে পরিণত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। ট্রাম্প স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, যেসব দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি আছে, সেসব দেশ থেকে

যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানির ওপর উচ্চ শুল্ক ধার্য করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভিয়েতনামের রপ্তানির পরিমাণ আমদানির আট গুণ এবং বাণিজ্য ঘাটতির দিক থেকে ভিয়েতনামের অবস্থান চতুর্থ অর্থাৎ চীন, মেক্সিকো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরেই তাদের স্থান।

এসব কারণে ভিয়েতনাম যে ট্রাম্পের প্রস্তাবিত উচ্চ শুল্ক হারের শিকার হবে, তা আঁচ করতে পেরে অনেক ব্যবসায়ী বিকল্প সাপ্লাই সোর্স অনুসন্ধান করতে শুরু করেছেন। এরই মধ্যে তাইওয়ানের অনেক বিনিয়োগকারী ভিয়েতনামে তাদের প্রস্তাবিত বিনিয়োগ পুনর্বিবেচনা করতে শুরু করেছেন। অনেক ইলেকট্রনিক সামগ্রী এবং যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থাইল্যান্ডে ফ্যাক্টরি স্থানান্তর করতে শুরু করেছে। অনেক তৈরি পোশাক রপ্তানির আদেশ অন্যত্র সরতে শুরু করেছে। এসব রপ্তানি আদেশ নেওয়ার জন্য অনেক দেশ বেশ প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছে এবং তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে আছে ভারত। সুতরাং একটি বিষয় পরিষ্কার যে ট্রাম্পের উচ্চ শুল্ক হারকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী যে নতুন বাণিজ্যঝড় শুরু হবে, তার প্রভাবে ভিয়েতনামের মতো অনেক দেশ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তেমনি অনেক দেশ রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগও কাজে লাগাতে পারবে।

তৈরি পোশাক রপ্তানির যে নতুন সুযোগ শুল্কযুদ্ধকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হতে চলেছে, তা বাংলাদেশ বেশ ভালোভাবেই গ্রহণ করতে পারত। কেননা তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে এবং এই খাতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। কিন্তু এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের যে প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন ছিল, তা মোটেই নেই। উল্টো অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো তৈরি পোশাক খাতও মারাত্মক এক সমস্যার মধ্য দিয়ে চলছে। শ্রমিক অসন্তোষ এবং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কারখানায় অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এসব কারণে বিশ্বের তৈরি পোশাক আমদানিকারকরা উদ্বেগের মধ্যে পড়ে গেছেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে নতুন সুযোগ কাজে লাগানো তো দূরের কথা, অনেক রপ্তানি আদেশ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে যদি অবস্থার দ্রুত উন্নতি না হয়।

এ কথা অনস্বীকার্য যে আমাদের দেশ এখনো এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে চলছে এবং কবে নাগাদ স্বাভাবিক অবস্থা নিশ্চিত হবে, তা-ও বুঝে ওঠা কষ্টকর। তার পরও আমাদের দেশের তৈরি পোশাক খাতের দিকে দ্রুতই বিশেষ নজর দিতে হবে। তৈরি পোশাক যে শুধু দেশের বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী খাত তা-ই নয়, সেই সঙ্গে বিশাল কর্মসংস্থানেরও জোগানদার। তাই এই খাত যদি সমস্যায় পড়ে, তাহলে দেশের অর্থনীতি এবং সামাজিক অবস্থার ব্যাপক ক্ষতি হবে, যা খুব সহজে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। অনেক দেরি হয়ে গেলেও এখনো যদি তৈরি পোশাক খাতকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা যায়, তাহলে এই খাত ভালোভাবেই ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। এর ফলে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকরা একদিকে যেমন পোশাক রপ্তানি অব্যাহত রাখতে পারবেন, অন্যদিকে তেমনি পর্যাপ্ত রপ্তানি বৃদ্ধির যে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তা-ও বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন। এ কথাও ঠিক যে ট্রাম্পের উচ্চ শুল্ক হার পাশ কাটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হলে বিশেষ কিছু কৌশলী পদক্ষেপ নিতে হবে, যা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে গেলে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, যার সুযোগ এখানে নেই।

লেখক : সার্টিফায়েড অ্যান্টি মানি লন্ডারিং স্পেশালিস্ট ও ব্যাংকার, টরন্টো, কানাডা
nironjankumar_roy@yahoo.com

সমকাল
বৃহস্পতিবার। ২ জানুয়ারি ২০২৫

ন্যূনতম ৩০ হাজার টাকা মজুরি চান হোটেল শ্রমিকরা

■ মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকার দাবি আদায়ে সরব মৌলভীবাজারের হোটেল শ্রমিকরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সংগঠনের নেতাকর্মীরা এ দাবির পক্ষে জেলা সদরের চৌমোহনায় সমবেত হন।

ইউনিয়নের নেতাদের নেতৃত্বে এদিন সরকারের মজুরি বোর্ডের মাধ্যমে বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সংগতি রেখে বেতন বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবি আদায়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা করা হয়।

সভায় নেতারা বলেন, সরকারের মজুরি বোর্ডের মাধ্যমে ন্যূনতম ৩০ হাজার টাকা মজুরি ঘোষণা, নিয়োগ ও পরিচয়পত্র প্রদান, দৈনিক ৮ ঘণ্টা কর্মঘণ্টা ও সাপ্তাহিক ছুটি কার্যকরসহ শ্রম আইনের বিধিবিধানের আলোকে বিভিন্ন দাবি বাস্তবায়নে মৌলভীবাজার জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন এই কর্মসূচি পালন করেছে।

চৌমোহনার দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি তারেশ চন্দ্র দাস। বক্তব্য দেন– এনডিএফ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রজত বিশ্বাস, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ জেলা কমিটির সহসভাপতি সুহেল মিয়া প্রমুখ।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ১৭ পৌষ ১৪৩১
Dhaka : Wednesday 1 January 2025

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক নিরাপত্তা

বিগত বছরগুলোর তুলনায় ২০২৪ সালে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক হতাহতের সংখ্যা কমেছে, যা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন। বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেইফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (ওশি) ফাউন্ডেশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরে কর্মক্ষেত্রে নিহত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৯০৫ জন এবং আহত হয়েছেন ২১৮ জন। ২০২৩ সালের তুলনায় নিহতের সংখ্যা ৩৬.৮ শতাংশ এবং আহতের সংখ্যা ৫৬.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তবে, এই পরিসংখ্যান স্বস্তিদায়ক হলেও বাস্তবতা হলো, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি এখনও অনেকাংশে উপেক্ষিত।

বাংলাদেশের শ্রম আইন এবং বিধিমালায় কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য যথেষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এর যথাযথ প্রয়োগ এবং পর্যবেক্ষণের অভাবে শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে সেইফটি কমিটি গঠন এবং সেইফটি অডিট চালুর বিধান থাকা সত্ত্বেও, বাস্তবায়নে নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতগুলোতে পরিস্থিতি আরও খারাপ, যেখানে শ্রমিকদের অধিকাংশই নিরাপত্তাহীন অবস্থায় কাজ করেন।

শ্রমিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কেবল সরকার বা শ্রম আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নয়। শিল্প মালিক, ব্যবস্থাপক, এবং শ্রমিকদের সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন। শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ খাতগুলোতে বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন করা জরুরি।

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের জীবন রক্ষায় এখনই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা শুধু মানবিক দায়িত্ব নয়, এটি দেশের অর্থনীতির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকের নিরাপত্তা মানে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, যা শিল্প ও অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে; তাই এই সংকট নিরসনে এখনই দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত উদ্যোগই পারে একটি নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে।

প্রথম আলো •
শুক্রবার, ৩ জানুয়ারি ২০২৫,

সুন্দরবনের অসীম পেশাই বদলে ফেললেন

নাজনীন আখতার, *সুন্দরবন থেকে ফিরে*

বাবার সঙ্গে ১১ বছর বয়সে প্রথম মাছ ধরতে গিয়েছিলেন অসীম মণ্ডল। সুন্দরবনের হাওয়ায় বেড়ে ওঠা অসীম জানতেন, এটাই তাঁর আসল কাজ। বাবা প্রভাস মণ্ডলের মতো তিনিও একদিন জেলে হবেন। হলোও তা-ই। পরে পাঁচ বছরের ছোট ভাই প্রসাদ মণ্ডলও যোগ দিলেন একই পেশায়। মাসের ২০-২২ দিন নৌকায় কাটিয়ে জোয়ার-ভাটা হিসাব করে মাছ ধরতেন তাঁরা।

অসীম জানান, দিনরাত নৌকায় থাকার সময় নদীর পানিতে কোনো ঢেউ না তুলে নিঃশব্দে চলাচল করা কুমির তাঁকে ভীত করতে পারেনি কখনো। অথচ মানুষের ভয়ে পেশা বদলে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন তিনি ও তাঁর ভাই।

অসীম মণ্ডলের (৩৬) সঙ্গে দেখা হয় গত ২১ ডিসেম্বর খুলনার দাকোপ উপজেলার খেজুরিয়া গ্রামে। পাঁচ বছর ধরে তিনি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালান। স্ত্রী লিপিকা মণ্ডল ও একমাত্র সন্তান টোকন মণ্ডলকে (১২) নিয়ে অসীমের ছোট্ট সংসার।

অসীম বলেন, ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে তীব্র শীতের মধ্যে মাছ ধরতে ১০ দিনের জন্য ছোট ভাইকে নিয়ে বাড়ি ছাড়েন। বাবা অসুস্থ থাকায় তাঁদের সঙ্গে যাননি। নদীতে ১২টি নৌকায় প্রতিবেশী, স্বজনসহ ছিলেন ৩৬ জন। বাড়ি ছাড়ার দুই দিন পরের ঘটনা। বন্দুকধারী জলদস্যুরা ১০টি নৌকায় করে এসে অসীম, তাঁর ভাইসহ আটজনকে জিম্মি করে নিয়ে যায়। সেবার তাঁরা ছয় দিন জিম্মি ছিলেন।

কী পরিমাণ মুক্তিপণ দিতে হয়েছে জানতে চাইলে অসীম বলেন, দস্যুরা দুই লাখ টাকা, পাঁচটা ফোন আর একটা চেইন চেয়েছিল। এক লাখ টাকা দিতে চাইলে তারা রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত দেড় লাখ টাকা, পাঁচটা মুঠোফোন ও একটি সোনার চেইন দিয়ে তাঁরা আটজন ছাড়া পান বলে জানান অসীম।

এর আগে ও পরে একাধিকবার জলদস্যুদের হাতে জিম্মি হয়েছিলেন বলেন জানান অসীম। তিনি বলেন, তখন জলদস্যুদের খুব উৎপাত ছিল। জিম্মি হওয়া জেলেরা যেসব মহাজনের অধীনে কাজ করতেন, তাঁরাই মুক্তিপণ দিয়ে তাঁদের জিম্মিদশা থেকে ছাড়াতেন। পরে মাছ বা নগদ অর্থ দিয়ে মহাজনের দেওয়া সেই অর্থ ধাপে ধাপে পরিশোধ করতেন জেলেরা।

অসীম জানান, মাছ ধরা ছাড়া কোনো কাজ তিনি জানতেন না। তাই জিম্মিদশা থেকে উদ্ধার হওয়ার পর খুব কষ্টে পড়ে যান। অনটনে দিন কেটেছে। এ অবস্থায় ২০১৯ সালে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ঋণ করে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা কেনেন। তাঁর ছোট ভাই আসবাব তৈরির কাজ করেন।

অসীম বলেন, 'আমরা আর জেলে পেশায় ফিরব না। তবে সুন্দরবনের হাওয়া-বাতাসে মাছ ধরার নেশা সহজে কাটে না। মাঝেমধ্যে নিজেদের জন্য মাছ ধরি, তবে সেটা নদীর কিনার থেকে।'

শোভন কাজ

NEW AGE Thursday, January 2, 2025,

LOOKING BACK 2024

Exports follow RMG-dependent, low diversification patterns

Moinul Haque

BANGLADESH'S export sector in 2024 has reflected a mixed bag of performance, marked by fluctuations, but the sector has largely followed its traditional patterns — heavy dependency on the readymade garment sector and very limited diversification.

Breaking stagnancy, the exports gained momentum in October and November, though the year overall has shown little in terms of any ground-breaking shifts or significant transformation in the export landscape.

Bangladesh readymade garment industry has been a remarkable success, but the other sectors have failed to achieve any significant growth.

This heavy reliance on the RMG has left Bangladesh's export portfolio imbalanced, making the economy vulnerable to sector-specific shocks and global market fluctuations.

Citing examples from the other countries, experts said that exports from Bangladesh and Vietnam were roughly the same in value, at about $2 billion in 1990.

However, by now Bangladesh's annual exports have grown to about $40 billion, while Vietnam's exports have surged to $270 billion.

Economists said that after independence, several sectors, including pharmaceuticals, jute and jute goods, leather and leather products and light engineering made significant strides in meeting local demand.

However, these industries have struggled to become globally competitive.

The pharmaceutical sector now meets approximately 98 per cent of the local demand, yet its share in the $600 billion global market remains minimal.

Similarly, while the private-sector jute industry has developed, its annual exports have stagnated at $1 billion for several years.

The leather and leather goods industry also satisfies a substantial portion of domestic demand, but like jute, its annual export value has remained steady at about $1 billion for more than five years.

'The country's export performance gained momentum in October and November, but remained within a traditional pattern, without any notable or encouraging changes,' Zahid Hussain, former lead economist of the World Bank's Dhaka office, told New Age.

Although export earnings picked up in the last quarter of 2024, the country made no progress in diversifying its products to reduce

Exports follow RMG-dependent

Continued from page 1

reliance on the RMG sector, he said.

Zahid said that the gas crisis had hindered the country's export performance throughout the year, while recent political instability and labour unrest had resulted in new uncertainties for the export sector.

'Export diversification has not been happening in the country due primarily to limitations in the trade policies, as the existing policies have made the domestic market more profitable than the export market,' the economist said.

According to Export Promotion Bureau data, the country's export earnings for the financial year 2023-24 reached $44.47 billion, reflecting a 4.22-per cent decline.

Of the total, the readymade garment sector accounted for $36.14 billion, or 81.3 per cent, the data showed.

The EPB data also showed that Bangladesh's RMG exports in January-November of 2024 increased by 6.23 per cent to $34.71 billion compared with those of $32.68 billion in the same period of 2024.

According to a recent Asian Development Bank report, export concentration for Bangladesh has emerged as a major and long-standing challenge, as the success of RMG exports has not been replicated in the other sectors.

The report mentioned that Bangladesh's exports were predominantly composed of knitwear (44.6 per cent) and woven garments (37.2 per cent), while the other significant products included home textiles 3.3 per cent, footwear 2.3 per cent, jute products 1.9 per cent and fish 1 per cent.

'This overwhelming dependence on one particular export product means that the Bangladesh export basket is among the world's least diversified,' said the ADB report released in July 2024.

Research and Policy Integration for Development chairman Mohammad Abdur Razzaque recently said that anti-export bias in the trade policy regime was the key challenge for promoting export diversification.

He emphasised the need for addressing policy-induced anti-export bias through tariff rationalisation and the implementation of the National Tariff Policy 2023.

To enhance overall export competitiveness, he outlined key strategies, including sustaining macroeconomic stability, strengthening infrastructure and trade logistics, prioritising skill development, attracting more foreign direct investment, improving product quality and standards and enhancing labour and environmental compliance.

Bangladesh Chamber of Industries president Anwar-Ul-Alam Chowdhury Parvez said that country's export sector had been struggling with crisis of gas, deteriorated law and order situation, labour unrest and growing bank interest rate.

He said that following the ouster of the Awami League government through a student-led mass uprising in August, the law and order situation was yet to be normal, which had hurt the confidence of global buyers.

At the same time, Vietnam and the other competitors of Bangladesh gained the confidence of buyers and secured a significant share of export orders, Parvez said.

Parvez, also a former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said that in 2024, the country's manufacturing sector faced a severe gas crisis, high inflation, soaring bank interest rates, rising dollar prices, political instability and labour unrests.

'Now we are looking towards 2025 for better prospects. Hopefully, the government will prioritise the sustainability of the industry to maintain employment and create new jobs in the new year,' he said.

Centre for Policy Dialogue distinguished fellow Mustafizur Rahman said that the country's exports had turned around in recent months, driven largely by the performance of traditional RMG products.

He emphasised that Bangladesh now needs to pursue export diversification both within and beyond the RMG sector.

Mustafiz said that alongside product diversification, Bangladesh should tap the potential of regional markets like India and China.

While India imports $670 billion and China $2,600 billion annually, Bangladesh is missing these opportunities due to a lack of diverse products, he said.

The economist said that the triangulation of investment, connectivity and trade should be prioritised for Bangladesh to improve its competitive edge on the global market.

'With the LDC graduation approaching in 2026, we must gradually shift from a preference-driven competitiveness model to one that is driven by skills and productivity,' Mustafiz said.

Zahid Hussain said that in 2025 many multinational companies would shift from China to US-friendly countries due to the friend shoring policy of Donald Trump, the newly elected president of the US.

Most of the companies are making preparations to shift their investments to Vietnam, Indonesia and the Philippines, he said.

Zahid said that Bangladesh could have grabbed the investments relocating from China if the investment climate had been more favourable in the country.

'If the country can improve its investment climate, 2025 could be a year of attracting foreign investments. The influx of FDI would bring new technologies, fostering diversification across sectors,' the economist added.

বণিক বার্তা
শনিবার, জানুয়ারি ৪, ২০২৫

ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে প্রায় পাঁচ হাজার ছোট-বড় কারখানা রয়েছে

ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

ভৈরব ক্লাস্টার

সম্ভাবনার পাদুকা শিল্পে সংকট অর্থায়ন ও দক্ষ কর্মীর

ফারিন জাহান সিগমা ■ ভৈরব থেকে ফিরে

কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলায় অবস্থিত 'লেস ফুটওয়্যার' নামক জুতা তৈরির কারখানায় ঢুকতেই চোখে পড়ে কর্মব্যস্ত পরিবেশ। শ্রমিকরা তৈরি করছেন বাহারি জুতা। কারখানাটির স্বত্বাধিকারী মো. এরশাদ আল আকাশ। মাত্র পাঁচ-সাতজন নিয়ে এবং ৬ লাখ টাকা অর্থায়নে শুরু করা কারখানাটির বর্তমানে বার্ষিক টার্নওভার ৮ কোটি টাকা। তার অধীনে রয়েছে ২৫০-৩০০ জন শ্রমিক। দেশের বড় বড় ব্র্যান্ডের কাছে সরবরাহের পাশাপাশি রফতানি হচ্ছে তার জুতা। এমন আরো প্রায় পাঁচ হাজার ছোট-বড় কারখানা রয়েছে ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে। দেশের অভ্যন্তরীণ জুতার চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি হাজারো মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হচ্ছে এ কারখানাগুলোর মাধ্যমে। তবে ব্র্যান্ডিং, বাজারজাত, দক্ষ কারিগর, পুঁজিস্বল্পতা ও আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে দেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখতে পারছে না এ শিল্প। ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাসহ সংশ্লিষ্টরা বলছেন, যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সহজ শর্তে ঋণ পেলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে এখানকার জুতা রফতানি বাড়ানোও সম্ভব।

'লেস ফুটওয়্যার' কারখানাটির স্বত্বাধিকারী রাজশাহীর মো. এরশাদ আলী আকাশ পড়েছেন ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে। চাকরি করতেন একটি স্বনামধন্য জুতা কারখানায়। চার বছর পর ছেড়ে দেন চাকরি। এরপর ২০১৬ সালে নিজেই দেন জুতা তৈরির কারখানা। এরশাদ আলী আকাশ বলেন, 'আমি ২০১৬ সালে ৫-৭ লাখ টাকা পুঁজি নিয়ে এ কারখানা প্রতিষ্ঠা করি। তখন চার-পাঁচজন লোক কাজ করত। ২০২১ সালে জাপানে চার-পাঁচ হাজার জোড়া জুতা রফতানি করি, যার আনুমানিক মূল্য ৬ হাজার ডলার।'

তিনি আরো বলেন, 'ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে দক্ষ জনবলের অভাব। কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) নেই। ব্যাংক ঋণের সুদহার কমানো উচিত। সঠিকভাবে পরিকল্পনা করলে এ শিল্প দেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখবে। তবে এসএমই ফাউন্ডেশন কিছু ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছে এবং সেই ট্রেনিংয়ে আমরা উপকার পেয়েছি।'

নানা সীমাবদ্ধতায় এ শিল্প সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারছে না বলে জানিয়েছেন এ ক্লাস্টারের উদ্যোক্তারা। চাহিদা অনুযায়ী পণ্য তৈরি করতে পারলে রফতানি বাড়ানো সম্ভব বলে জানান তারা। এজন্য দরকার দক্ষ জনবল, সিএফসি, অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণ।

ভৈরব পাদুকা শিল্প সমিতির সভাপতি আমিন মিয়া বলেন, 'এটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ক্লাস্টার। তবে বর্তমানে তা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সিন্ডিকেটের কবলে পড়ে। আমাদের বেশির ভাগ কাঁচামাল আসে চীন থেকে। করোনার প্রকোপ, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে কাঁচামালের দাম বাড়ছে। এছাড়া বিদ্যুতের সমস্যার কারণে জুতা উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।'

বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি এ ক্লাস্টার দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। ভৈরব ক্লাস্টারের বার্ষিক টার্নওভার প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। ক্লাস্টারটি ভৈরব ও এর আশপাশের পাঁচ-ছয় কিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত। এখানে সব বয়সী মানুষের জন্য

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সম্ভাবনার পাদুকা শিল্পে সংকট

বিভিন্ন ধরনের স্যান্ডেল, কেডস, ফরমাল জুতা, বেল্ট, মানিব্যাগ ইত্যাদি উৎপাদন হয়। ব্যবহার করা হয় চামড়া, পেস্ট, সলিউশন, রেক্সিন, ফোম, রাবার, সুতা, রঙসহ ইত্যাদি কাঁচামাল। সুদহার বেশি হওয়ায় এ খাতে ব্যাংক ঋণ নিতে অনাগ্রহ রয়েছে উদ্যোক্তাদের মধ্যে। ঝিনুক ফুটওয়্যারের স্বত্বাধিকারী মো. মুর্শিদ মিয়া বলেন, 'আমি প্রথমে এখানে জুতা তৈরির কাজ শিখি। এরপর ঢাকায় কয়েক বছর কাজ করি। তারপর আবার নিজের উপজেলায় এসে জুতার কারখানা দিই। আমি প্রথমে শুধু স্যান্ডেল তৈরি করতাম। পরে এসএমই ফাউন্ডেশনের ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে লোফার তৈরি করা শিখি। এখন তা তৈরি হচ্ছে। ৩০ হাজার টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করি। এখন মাসে ৩-৪ লাখ টাকার জুতা বিক্রি করি। আমার অধীনে বর্তমানে ১০-১২ জন কাজ করে। নোয়াখালী, জামালপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, ভৈরব, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুরে সরবরাহ করি। আমি ব্যাংক থেকে ১২ শতাংশ সুদে ঋণ নিই। তবে কিস্তি পরিশোধ করতে এখন হিমশিম খেতে হয়।'

এসএমই ফাউন্ডেশন ২০১৫ সাল থেকে ক্লাস্টারটির উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে যাচ্ছে। ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এ ক্লাস্টারে ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, অগ্নিনিরাপত্তা, পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, কমপ্লায়েন্স ও সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী বলেন, 'এখানে চার হাজার উদ্যোক্তা আছেন। যারা নিচের দিকে আছেন তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। আমরা এ বছরে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা ঋণ দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। আমরা মাত্র ৬-৭ শতাংশ সুদে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে এ ঋণ বিতরণ করব। ভৈরবে একটি সিএফসি স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। চলতি অর্থবছরের মধ্যে আমরা এ উদ্যোগ নেব।'

NEW AGE

THURSDAY, JANUARY 2, 2025,

Deplorable absence of effective steps to ensure workplace safety

THE absence of effective mechanisms to contain workplace accidents and consequent death and injuries is deplorable. When hardly there goes a day when workplace accidents do not leave workers dead, the authorities appear nonchalant towards the issue, a reason Bangladesh is considered one of the worst countries in terms of worker safety. A Safety and Rights Society report says that at least 758 workers died in 639 accidents in 2024. The report, based on news published in 15 national and 11 local newspapers, shows that the transport sector recorded the highest number of worker fatalities totalling 379 while 129 died in workshops, gas and electricity supply establishments and 92 workers died in construction, among others. Reviewing the causes of death, the report finds that 464 workers died in road accidents, 81 died by electrocution, 30 died in fires and explosions, 50 in the construction sector and 69 in the agricultural sector, among others. The actual number is believed to be higher as there were many workplace casualties that did not make the headlines. In 2023, the Safety and Rights Society listed at least 875 deaths in 772 workplace accidents and the Bangladesh Occupational Safety, Health and Environment Foundation put the figure at 1,432.

At least 967 casualties in workplace accidents were reported in 2022 and at least 1,053 workers died in workplace accidents in 2021. Such a situation is gravely concerning because while workplace accidents and consequent death and injuries have continued to increase every year, all that the authorities have come up with are mere promises and no effective action. Occupational safety has all along been a neglected area. After every major disaster, the authorities routinely promise action, but the promises are rarely kept. Besides, labour rights violation of other sorts is also rampant. It is no wonder that the Global Rights Index, conducted and published by the International Trade Union Confederation, has ranked Bangladesh among the 10 worst countries for workers for eight consecutive years since 2017. The ITUC Global Rights Index in the past few years specified a severe lack of workplace safety measures, violent repression of worker movements, mass dismissals and arrests of union leaders and labour rights activists and restricted rights to unionisation as worrying signs of labour rights violations in Bangladesh. What is also concerning is the lack of oversight in the informal sector, where laws are largely ignored and accidents abound.

The government should, therefore, attend to the issues that have contributed to the alarming state of workplace safety. The government needs to ensure labour rights and improve legal and policy frameworks, systems and services related to labour rights. The government also needs to investigate all workplace accidents, bring negligent employers and authorities to justice and compensate the victims and their families.

প্রথম আলো • শুক্রবার, ৩ জানুয়ারি ২০২৫,

কেয়া গ্রুপের ৪ কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা

গাজীপুর

চার কারখানার শ্রমিক প্রায় পাঁচ হাজার। তাঁদের মধ্যে প্রায় এক হাজার শ্রমিক শ্রবণ ও বাক্‌প্রতিবন্ধী।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

গাজীপুর নগরের জরুন এলাকার কেয়া গ্রুপের চারটি কারখানা আগামী ১ মে থেকে স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে কেয়া কসমেটিকস লিমিটেডের চেয়ারম্যান (নিট কম্পোজিট ডিভিশন), প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালক স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত একটি নোটিশ কারখানার প্রধান ফটকে সাঁটিয়ে দেওয়া হয়।

নোটিশে বলা হয়, কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড (নিট কম্পোজিট গার্মেন্টস ডিভিশন, নিটিং বিভাগ, স্পিনিং ডিভিশন, কটন ডিভিশন) ও কেয়া ইয়ার্ন মিলস লিমিটেডের (জরুন, কোনাবাড়ী, গাজীপুর) শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের জানানো যাচ্ছে, বর্তমান বাজার অস্থিতিশীলতা, ব্যাংকের সঙ্গে হিসাবের অমিল, কাঁচামালের অপর্যাপ্ততা ও কারখানার উৎপাদন কার্যক্রমের অপ্রতুলতার জন্য আগামী ১ মে থেকে কারখানার সব কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হলো। শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সব পাওনা বাংলাদেশ শ্রম আইনের বিধি অনুযায়ী কারখানা বন্ধের পরবর্তী ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করা হবে।

এই চার কারখানার শ্রমিক প্রায় পাঁচ হাজার। তাঁদের মধ্যে প্রায় এক হাজার শ্রমিক শ্রবণ ও বাক্‌প্রতিবন্ধী।

গত ২৯ ডিসেম্বর থেকে জরুন এলাকায় অবস্থিত কেয়া গ্রুপের কারখানার শ্রমিকেরা নভেম্বর মাসের বকেয়া বেতনসহ ১০ দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন। ওই দিন কয়েক হাজার শ্রমিক কারখানার সামনে কোনাবাড়ী এলাকায় কাশিমপুর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করেন। শ্রমিকদের বেতন না দিয়ে কারখানা বন্ধের নোটিশ দিলে শ্রমিকেরা একপর্যায়ে মিছিল নিয়ে কোনাবাড়ী ফ্লাইওভারের পাশে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন।

শ্রমিক ও শিল্প পুলিশ জানায়, আন্দোলনের জেরে ৩০ ডিসেম্বর রাত দেড়টার দিকে যৌথ বাহিনীর সদস্যের কেয়া গ্রুপের চেয়ারপারসন আবদুল খালেক পাঠানকে নিয়ে আসেন। রাতেই শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠক করে কয়েক ধাপে বেতন পরিশোধের সিদ্ধান্ত হয়। ওই সিদ্ধান্তের পর বুধবার কারখানা খুলে দেওয়া হয়। খুলে দেওয়ার এক দিন পরই গতকাল স্থায়ীভাবে কারখানা বন্ধের নোটিশ দেওয়া হলো।

এদিকে কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্তে সেখানে কাজ করা শ্রবণ ও বাক্‌প্রতিবন্ধী প্রায় এক হাজার শ্রমিক হতাশ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের ভাষা বোঝেন এমন একজন শ্রমিক আরাফাত হোসেন। তিনি বলেন, শ্রবণ ও বাক্‌প্রতিবন্ধী শ্রমিকেরা বলতে চাইছেন, নতুন করে কাজ না পেলে কী করে খাবেন?

এসব শ্রবণ ও বাক্‌প্রতিবন্ধী শ্রমিকের চাকরি পেতে সহযোগিতা করার জন্য তাঁদের সহকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন কেয়া গ্রুপের চেয়ারপারসন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, কারখানায় কাজ করলে ছোটখাটো সমস্যা হতেই পারে। দাবি আদায়ে রাস্তাঘাট বন্ধ করে মানুষকে কষ্ট না দিয়ে কারখানার ভেতরেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বা কর্মসূচি পালন করতে শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

কালের কণ্ঠ ঢাকা। রবিবার। ৫ জানুয়ারি ২০২৫

সৌদি বিশ্বকাপ ফুটবলের কর্মযজ্ঞ

শ্রমিক প্রশিক্ষণে সরকারি উদ্যোগ

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

সৌদি আরবে ২০৩৪ সালে অনুষ্ঠিত হবে ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসর 'ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ'। এই আসর ঘিরে তৈরি হবে নতুন নতুন স্থাপনা। নির্মাণকাজে যাতে বাংলাদেশি শ্রমিকরা যোগ দিতে পারেন, তা নিশ্চিতে বাংলাদেশ সরকারও প্রস্তুতি নিচ্ছে। সৌদি প্রবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা আরো বাড়াতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে সরকার। একই সঙ্গে সৌদি আরবে শ্রমিক হিসেবে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

- সৌদিপ্রবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা আরো বাড়াতে প্রশিক্ষণ দেবে সরকার
- শ্রমিক হিসেবে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে

> 'বিশ্বকাপ ঘিরে বিশাল পরিসরে নির্মাণকাজ চলবে। প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য এটা একটা সুযোগ
>
> **মো. এ জেড এম নুরুল হক**
> যুগ্ম সচিব, কর্মসংস্থান বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সৌদি প্রবাসীদের জন্য সুযোগ : সৌদি আরবের পাঁচটি শহরে তৈরি করা হবে ১৫টি স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়ামগুলো ঘিরে গড়ে উঠবে আরো অনেক স্থাপনা। এগুলোর নির্মাণকাজে যোগ দেবেন সৌদি প্রবাসী শ্রমিকরা। তাঁরা এটাকে বড় সুযোগ হিসেবে দেখছেন বলে মন্তব্য করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মসংস্থান বিভাগের যুগ্ম সচিব মো. এ জেড এম নুরুল হক। তিনি বলেন, 'বিশ্বকাপ ঘিরে বিশাল পরিসরে নির্মাণকাজ চলবে। আমাদের প্রবাসী শ্রমিকরা সেখানে কয়েক দশক ধরেই সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। এটা তাঁদের জন্য একটা সুযোগ।' শুধু নতুন স্থাপনা তৈরিই নয়, পুরনো স্টেডিয়াম সংস্কার, হোটেল, রিসোর্ট তৈরি ও বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণেরও প্রয়োজন হবে।'

দেশের বাইরে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি এখন সৌদি আরবে বসবাস করেন। এই সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ। এর মধ্যে বিশালসংখ্যক শ্রমিক রাজমিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, পানির মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করছেন।

এ জেড এম নুরুল হক আরো বলেন, 'ওয়ার্ল্ডকাপ ঘিরে নির্মাণকাজ শুরু হলে সেখানকার প্রবাসীরা সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারবেন। সৌদি আরবে বসবাসরত প্রবাসীদের আরো দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। এতে করে প্রবাসীরা কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবেন। বেশি পরিমাণ আয়ও করতে পারবেন।'

সম্ভাব্য কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ : বিশ্বকাপ ছাড়াও পর্যটনশিল্পকে কেন্দ্র করে সৌদি আরবে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে। 'ভিশন ৩০ প্রকল্প'-এর আওতায় দেশটিতে দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন। ফলে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে দেশটি। এরই মধ্যে আমাদের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সৌদি আরবের সরকারি সংস্থা তাকামলের সঙ্গে কাজ শুরু করেছে। শ্রমিকদের দক্ষতা বিষয়ক সনদ দিয়ে থাকে তাকামল। সৌদি আরবে কোন কোন খাতে কর্মীর চাহিদা রয়েছে তা উল্লেখ করে বাংলাদেশের ১১৩ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে তালিকা দিয়েছে সংস্থাটি।

প্রবাসী শ্রম কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখার উপসচিব মো. শাহ জুলফিকার হায়দার বলেন, 'প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলো শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করে। প্রশিক্ষণ শেষে সম্ভাব্য অভিবাসীরা তাকামলের তরফ থেকে সনদ গ্রহণ করতে পারেন। এই সনদকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে সৌদি আরব সরকার।' তিনি আরো বলেন, 'তাকামলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরো জোরদার করতে চাই। বর্তমানে কিছু প্রশিক্ষণকেন্দ্র কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে কাজ করছে। অচিরেই প্রশিক্ষণকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হবে। সেখানে সৌদি আরবের শ্রম বাজারকে কেন্দ্র করেই দক্ষ শ্রমিক তৈরি করা হবে।'

সূত্র : আরব নিউজ

NEW AGE

SUNDAY, JANUARY 5, 2025

Labour leader Shahidullah Chy buried

Tributes pour in

Staff Correspondent

POLITICIANS, academics, labour leaders and people from all walks of life Saturday morning paid tributes to veteran labour leader and freedom fighter Shahidullah Chowdhury at the Central Shaheed Minar in the capital Dhaka.

Later he was buried at the Demra graveyard.

The body was kept on the Central Shaheed Minar premises for one hour starting at 10:00am on the day and leaders of different political parties, labour organisations and socio-cultural organisations paid tributes by placing wreaths on the body of the late labour leader who died on Friday noon due to old-age complications. He was 84.

Leaders of his labour rights body Bangladesh Trade Union Centre, Communist Party of Bangladesh, Gono Forum, Socialist Party of Bangladesh, Left Democratic Front, Sramik Karmachari Oikya Parishad, World Trade Union Federation, Bangladesh Jasod, Workers Party Bangladesh and others placed wreaths on the body.

Earlier on the day the body was kept at the CPB central office in the capital for one hour starting at 9:00am, where the central leaders and activists showed their respect.

From the Central Shaheed Minar the body was taken to his house at Demra where on behalf of the deputy commissioner of Dhaka, a police contingent gave him official guard of honour as a freedom fighter on the Bawyani High School ground.

ইত্তেফাক ৬ জানুয়ারি ২০২৫

শ্রম আইন সংস্কার বিষয়ে আইএলও প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) প্রশাসক আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কান্ট্রি ডিরেক্টর টুমো পাউটিয়েনেন। রবিবার রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে তাদের মধ্যে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে বিজিএমইএ সাপোর্ট কমিটির সদস্য আ ন ম সাইফুদ্দিনও উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা, শ্রমিকদের অধিকার, শ্রম আইন সংস্কার এবং পরিবেশগত সাসটেইনেবিলিটিসহ বাংলাদেশের পোশাক শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। বৈঠকে আইএলও-এর নেতৃত্বে চলমান উদ্যোগসমূহ, বিশেষ করে বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা করা হয়। কাজের পরিবেশ উন্নত করা এবং পোশাক কর্মীদের জন্য পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। আলোচনায় পাউটিয়েনেন ও আনোয়ার হোসেন উভয়েই পোশাক শিল্পে নিরাপদ, ন্যায্য এবং আরও টেকসই কর্মক্ষেত্র তৈরির জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ওপর জোর দেন। আলোচনায় আইএলও এবং বিজিএমইএ-এর মধ্যে ভবিষ্যত সহযোগিতার সম্ভাবনা, বিশেষ করে সাপ্লাই চেইন জুড়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানবাধিকার এবং পরিবেশগত প্রভাবগুলোর জন্য দায়বদ্ধ রাখার লক্ষ্যে ইউওরোপীয় ইউনিয়ন যে ডিউ ডিলিজেন্স নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে, তা প্রতিপালনে কারখানাগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে আইএলও ও বিজিএমইএ কীভাবে একসঙ্গে কাজ করতে পারে— তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিজিএমইএ প্রশাসক আনোয়ার হোসেন পোশাক শিল্পে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, শ্রমিকদের অধিকার, পরিবেশগত সাসটেইনেবিলিটি প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিল্পের অগ্রগতিগুলো তুলে ধরেন। তিনি এসব ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার বিষয়েও শিল্পের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২২ পৌষ ১৪৩
Dhaka : Monday 6 January 2025

আট বছর পর

মোবারকগঞ্জ চিনিকলের শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন ঘোষণা

প্রতিনিধি, কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ)

নানা জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে দীর্ঘ ৮ বছর পর ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে অবস্থিত দক্ষিণবঙ্গের ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠান মোবারকগঞ্জ চিনিকল শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ নিয়ে চিনিকল এলাকায় ছিল উৎসবের আমেজ। প্রচারণায় পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে চিনিকলটির চারপাশ। রবিবার সকাল ৮টা হতে ভোট গ্রহণ শুরু হবে। চলবে বিরতিহীনভাবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

জানা গেছে, গত ২৫ ডিসেম্বর নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। এরপর ৩০ ডিসেম্বর মোবারকগঞ্জ চিনিকল শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ নির্বাচন-২০২৫ স্থগিত আদেশ দেওয়া হয়েছিল। পরে গত ১ জানুয়ারি মোচিক শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিরন্ময় বিশ্বাস (মহাব্যবস্থাপক অর্থ) স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে স্থগিত আদেশ প্রত্যাহার ও পূর্ব ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ৫ জানুয়ারি ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে ঘোষণা দেন।

এই নির্বাচনে সভাপতি পদে ৩ জন, সহ-সভাপতি পদে ২ পদের বিপরীতে ৫ জন, সাধারণ সম্পাদক পদে ৪ জন, সহ-সাধারণ পদে ২ পদের বিপরীতে ৫ জন, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ২ জন, কোষাধ্যক্ষ পদে ৩ জন, দপ্তর সম্পাদক পদে ২ জন, প্রচার সম্পাদক পদে ৩ জন ও ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এছাড়া ১২ জন সদস্য পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ১৯ জন প্রার্থী।

কয়েকজন প্রার্থী জানান, দীর্ঘদিন পর মোবারকগঞ্জ চিনিকল শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিগত সরকারের আমলে সাধারণ শ্রমিকরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি। জোরপূর্বক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এবার দ্বি-বার্ষিক সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিকরা তাদের পছন্দের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবেন।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব জামাল উদ্দিন জানান, নির্বাচনে প্রার্থিতা যাচাই-বাছাই শেষ হয় ২৯ ডিসেম্বর। প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয় ৩০ ডিসেম্বর। দ্বি-বার্ষিক এ সাধারণ নির্বাচনে ২৩টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ৪৯ জন প্রার্থী। তিনি আরও জানান, মোট ৫৯১ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এরমধ্যে নারী ভোটার রয়েছেন ১০ জন।

এদিকে দ্বি-বার্ষিক সাধারণ নির্বাচনে মিলের হাউজ ও বিদ্যুৎ বিভাগে সদস্য পদে রিয়াজ উদ্দিন ও ওয়ার্কসপ ও বয়লিং হাউজের সদস্য পদে ফারুক হোসেন আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিরন্ময় বিশ্বাস বলেন, ইতোমধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট হবে বলে আশা করছেন। এ কারণে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

MONDAY JANUARY 6, 2025
POUSH 22, 1431 BS
The Daily Star

Unemployment rate climbs

Women bear the brunt

STAR REPORT

Bangladesh's unemployment rate rose to 4.49 percent in the July-September quarter of 2024 from 4.07 percent a year earlier, with women bearing the brunt of the downturn, according to official data, as political turmoil and security concerns took a toll on the labour market.

The jobless rate for women surged to 7.16 percent from 6.15 percent year-on-year, while the unemployment rate for men edged higher to 3.81 percent from 3.46 percent over the same period, data from the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) showed.

In total, the number of unemployed individuals reached 26.6 lakh in the third quarter of last year, an increase of 1.7 lakh from a year earlier.

Of the total unemployed population, jobless men accounted for 17.9 lakh, up from 16.4 lakh in the same period the previous year, while the number of unemployed women reached 8.7 lakh, compared with 8.5 lakh a year earlier.

Experts have attributed the rise to widespread layoffs and safety concerns in urban areas, particularly affecting women.

"The political unrest in July and August likely exacerbated the unemployment situation," said Selim Raihan, executive director of the South Asian Network on Economic Modeling, a research organisation. "For women, the security challenges in urban areas could also be a significant factor."

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Unemployment

Towfiqul Islam Khan, a senior research fellow at private think-tank the Centre for Policy Dialogue (CPD), said the overall demand fell during the July-September quarter as industries faced a challenging time.

"It was a volatile time. Both labour supply and demand decreased significantly," he said.

The figures were compiled using the global standards outlined by the 19th International Conference of Labour Statisticians (ICLS), hosted by the International Labour Organization.

This marks the first time Bangladesh's statistical agency has adopted the updated methodology in its quarterly labour report, alongside the data under the 13th ICLS, aiming to provide more precise and timely employment data. Most countries have transitioned to using the 19th ICLS standards to improve the accuracy of their labour force surveys.

As per the 13th ICLS, the unemployed population was 25.50 lakh, or 3.64 percent of the total in the July-September period, up from 24.3 lakh or 3.31 percent a year ago.

CPD's Towfiqul welcomed the publication of labour data in line with the 19th ICLS to portray a better picture. "However, BBS did not publish its sectoral data. So, it would not actually help the policymakers," he said.

However, Prof Raihan questioned the definition of the unemployed, saying the BBS data does not reflect the actual picture of the labour market.

According to the definition followed by the BBS, a person is to be considered unemployed if he or she did not work at all during the previous week (not even for an hour) or was temporarily absent from work.

"Our national labour market condition is not quite good.' While the unemployment rate is reported to be below 5 percent – often referred to as the natural rate of unemployment. It is confusing and fails to provide an accurate picture of the labour market," said Prof Raihan.

The real situation would have been evident if individuals who fall under the condition known as "disguised unemployment" were counted, he said.

"In any case, if we take into consideration the disguised unemployed, the unemployment rate would likely be 10 percent," he said.

"Our economic growth is not effectively helping us for sufficient job creation because it is heavily reliant on a few specific sectors, such as ready-made garment and remittance," Prof Raihan explained.

The World Bank in its development update report in October 2024 said Bangladesh's economic progress over the last decade did not translate into a sufficient number of urban jobs in industry. "As a result, Bangladesh is at risk of missing out on a historical opportunity to take advantage of demographic dividends," the report said.

সমকাল ■ সোমবার। ৬ জানুয়ারি ২০২৫।

সাংবাদিকদের ক্ষতিপূরণের দাবি যৌক্তিক, ন্যায্য

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময়

অর্থনৈতিক নিরাপত্তার পাশাপাশি জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতের সুপারিশ

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদ বলেছেন, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক কারণে যারা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন, সেসব সাংবাদিকের ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের ক্ষতিপূরণের দাবিটাও যৌক্তিক এবং ন্যায্য। একইভাবে হয়রানিমূলক মামলায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত, জেল খেটেছেন, দিনের পর দিন কাজ করতে পারেননি, তাদের মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বলা দরকার।

গতকাল রোববার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চট্টগ্রামের সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন কমিশনপ্রধান। সভায় সাংবাদিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার পাশাপাশি জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে সুপারিশ তুলে ধরেন সাংবাদিকরা।

সভায় কামাল আহমেদ বলেন, পেশার জন্য রাজনৈতিক দলবাজি বন্ধ করা দরকার। কারণ সাংবাদিকতা এবং দলীয় রাজনীতির আদর্শ থেকে খবর সেন্সর করা অথবা বিকৃত করা, এগুলো সাংবাদিকতাকে প্রভাবিত করছে। আমরা সম্পাদক পরিষদকে বলেছি, আসলে একটা জাতীয় নীতিমালা হওয়া দরকার। আপনারা একটা মান নির্ধারণ করেন– এই ন্যূনতম মান আমাদের মেনে চলা দরকার। আশা করছি, সম্পাদক পরিষদ সে উদ্যোগ নেবে।

তিনি বলেন, 'হকার্সদের পত্রিকা বিক্রির হিসাবের সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। ঢাকা শহর থেকে ৩০২টি পত্রিকা মিডিয়া লিস্টে আছে; সারাদেশে পত্রিকা ৫৯২টি। কিন্তু আমরা হকারদের তালিকায় দেখেছি, ৪৬টি কাগজ তারা লেনদেন করে। বাকি কাগজগুলোর কোনো নথি নেই। তাহলে এটা সরকারের মিডিয়া লিস্টিংয়ের মধ্যে ঢুকল কী করে? এসব সমস্যার সমাধান জরুরি।'

ডিএফপির পত্রিকার প্রচারসংখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'পত্রিকার প্রচার সংখ্যার দিক থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিবের একার নামেই চারটি পত্রিকার ডিক্লারেশন ছিল। একটি পত্রিকার সার্কুলেশন ৬ হাজারেরও কম, সেটাকে তিনি ২ লাখ ৯৯ হাজার দেখিয়েছেন; দেখাতে বাধ্য করেছেন।'

কামাল আহমেদ বলেন, 'দেশে ৪৬টি টেলিভিশন চলার মতো বাজার নেই। তারপরও ৪৬টি টেলিভিশনকে সরকার অনুমতি দিয়েছে। যেহেতু বাজার নেই, সেহেতু তারা আয়ও করতে পারে না। আবার নিয়োগ দেয় বিনা বেতনে, কার্ডের ব্যবসায় চলে যায়। এগুলো ভেঙে শৃঙ্খলা আনতে হবে।'

তিনি বলেন, 'একটা যৌক্তিক সমাধান হতে পারে, সারাদেশে সাংবাদিকদের জন্য একটা ভালো ন্যূনতম বেতনের ব্যবস্থা রাখা। যে শহরে খরচ বেশি, বিশেষ করে ঢাকা আলাদা করে একটা ভাতা বা বাড়তি বেতন দিতে হবে। এ ধরনের সমাধান আমরা সাংবাদিকদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করছি। তার ভিত্তিতেই আমরা সুপারিশমালা তৈরি করব। আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকেও লিখিত সুপারিশ চেয়েছি।'

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সদস্য অধ্যাপক গীতিআরা নাসরীন, শামসুল হক জাহিদ, আখতার হোসেন খান। সভায় জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক, টেলিভিশন ও অনলাইনে কর্মরত সম্পাদক, প্রকাশকসহ চট্টগ্রামের সাংবাদিকরা নানা পরামর্শ, মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেন।

যুগান্তর | বুধবার ৮ জানুয়ারি ২০২৫
২৪ পৌষ ১৪৩১

পোশাক শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে

—শ্রম উপদেষ্টা

যুগান্তর প্রতিবেদন

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, পোশাক শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। মঙ্গলবার রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে বাংলাদেশ গার্মেন্টিস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) চক্ষু সেবা-উৎপাদনশীলতার ওপর প্রভাব মূল্যায়ন শীর্ষক কর্মশালায় এসব কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, গার্মেন্টিস ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়োজিত শ্রমিকরা দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গার্মেন্টিস সেক্টরে নারী শ্রমিক বেশি। তাদের অবদান আমাদের স্বীকার করতে হবে। এখানে শ্রমিকদের বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। গার্মেন্টিস শ্রমিকদের জন্য সমন্বিত চক্ষুসেবা বিষয়ক হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল এর উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। হেলেন'স তহবিল দ্বারা অর্থায়ন করা গার্মেন্টিস সেক্টরে শ্রমিকদের চোখের স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টির সমস্যাগুলোর সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গার্মেন্টিস সেক্টর নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ভেতরে ও বাইরে কীভাবে সরকারকে দুর্বল করা যায় সে ষড়যন্ত্র বানচাল করে আমরা চেষ্টা করছি গার্মেন্টিস সেক্টরে সুস্থ কর্মপরিবেশ ফিরিয়ে আনার। কর্মশালায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান, হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধিরা, বিজিএমইএ-এর সাপোর্ট কমিটির সদস্যবৃন্দ, অপথালমোলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধি এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

DHAKA TUESDAY JANUARY 7, 2025
POUSH 23, 1431 BS
The Daily Star

Govt must focus on creating jobs

Latest BBS data shows a bleak state of unemployment

Rising unemployment remains a cause for grave concern in Bangladesh, as highlighted once again by the latest data from the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). According to the BBS, the unemployment rate rose to 4.49 percent in July-September 2024, up from 4.07 percent the previous year. This means the number of unemployed individuals increased by 1.7 lakh in a year, totalling 26.6 lakh. Among them, 17.9 lakh are men and 8.7 lakh women. The data has been compiled using the latest methodology, giving us a more accurate picture of the situation.

This rise in unemployment has been attributed to economic and political instability, particularly during the July-August uprising, which disrupted industrial activities and caused a significant decline in both labour supply and demand, alongside security concerns, especially for women. However, while this data is more precise, experts believe it still doesn't fully represent the real scenario. In fact, one expert estimates that if the assessment were more accurate, the unemployment rate could be closer to 10 percent.

Indeed, we have known for a while that unemployment is worse than what the official data suggests. A major contributor to this crisis has been the stagnation in job creation. It is deeply frustrating that the economic growth experienced over the past decade under the Awami League regime was not geared towards creating employment. For example, while the manufacturing sector grew by 9.1 percent per year on average between 2016 and 2022, jobs in the sector paradoxically decreased by 9.6 percent. What is the point of such growth if it fails to generate employment? Another key factor is the continued lack of private sector investment, driven by political uncertainty and a still shaky law and order situation.

This growing crisis must be addressed promptly with well-planned, effective solutions. Authorities must first properly assess the situation to gather the most accurate unemployment data, which is critical for effective policymaking. Special attention must be given to understanding why women are falling behind in economic activities. The interim government should also take focused steps to restore investor confidence and encourage private sector investment. Upskilling our youth is also essential, as many are struggling to meet the demands of today's job market.

We urge the government to take these issues seriously and explore all options for creating equitable job opportunities for both men and women, so that we can get the wheels of our economy moving again.

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ৭ জানুয়ারি ২০২৫

দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুন

দেশে বেকার বেড়েছে

বাংলাদেশের বড় সমস্যা হচ্ছে বেকারত্ব। আমরা সমন্বিত উন্নয়নের দিকে যেতে পারিনি। অবকাঠামোগত অনেক উন্নয়ন করলেও আমরা মানবসম্পদের মানসম্পন্ন উন্নয়ন করতে পারিনি। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কর্মসংস্থান। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, দেশে শ্রমশক্তির তুলনায় কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি কম। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে একটি বড় অংশই এখন বেকার। পড়াশোনা শেষ করে বছরের পর বছর চাকরির জন্য অপেক্ষা করছে তারা। আজকের তরুণদের জন্য যথাযথ ও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান নেই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রকাশিত শ্রমশক্তি জরিপের তৃতীয় প্রান্তিকের প্রতিবেদনের তথ্য নিয়ে কালের কণ্ঠে গতকাল প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়ে এখন ২৬ লাখ ৬০ হাজার। আর বেকারত্বের হার বেড়ে হয়েছে ৪.৪৯ শতাংশ। গত বছর একই সময়ে তা ছিল ৪.০৭ শতাংশ। আগের বছরের একই সময়ে দেশে বেকার জনগোষ্ঠী ছিল ২৪ লাখ ৯০ হাজার।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, গত এক বছরে দেশে তেমন কোনো বিনিয়োগ হয়নি। সরকারি-বেসরকারি সব বিনিয়োগই কমেছে। এর সঙ্গে গত জুলাই থেকে শুরু হওয়া রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাবও পড়েছে বিনিয়োগে; যার ফলে অনেক মানুষ কাজ হারিয়েছে, বেকারত্বের হারও বেড়েছে। শিল্প খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বর্তমানে বিনিয়োগের কোনো পরিবেশ নেই। গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকটের ধারাবাহিকতার কারণে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। তা ছাড়া বিনিয়োগের বাধার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যাংকের উচ্চ সুদহার। এমন পরিস্থিতিতে বেকারত্বের হার আরো বাড়বে বলে মনে করছেন তাঁরা। গত এক বছরে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ না থাকা আর গত জুলাই থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতাকে দায়ী করেছেন অর্থনীতিবিদরা। তাঁদের মতে, দেশে যত বেশি উৎপাদন বাড়বে, কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাবে। গত বছর কিংবা গত জুলাই বা আগস্টের শেষেও নতুন কোনো বিনিয়োগ হয়নি। বিনিয়োগ বাড়লেই দেশে উৎপাদন বাড়বে, ক্যাপাসিটি বাড়বে। তখন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, বেকারত্বের হারও কমবে। শিল্প খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন, দেশে বিনিয়োগ না আসায় অনেক কারখানা এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে পড়েছে, কর্মসংস্থানের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে বিনিয়োগ আরো কমবে, অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে পড়বে, বেকারত্বের হার আরো বাড়বে।

দেশের অনেক তরুণ এখন অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত। তাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাটাই এখন জরুরি। উচ্চশিক্ষিত তরুণদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিলে দেশ এগিয়ে যাবে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে মেধা। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম মেধাবী। অথচ চাহিদা অনুযায়ী কর্মসংস্থান না হওয়ায় প্রতিবছর কর্মক্ষম মানুষ নতুন করে বেকার হচ্ছে। কারণ প্রবৃদ্ধির সমান্তরালে কর্মসংস্থান হচ্ছে না। ফলে দেশের কর্মক্ষম শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ কাজের বাইরে থেকে যাচ্ছে। অথচ দেশের সার্বিক উন্নয়নে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। ইউএনডিপি তাদের এক প্রতিবেদনে জানাচ্ছে, বাংলাদেশ এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অতিক্রম করছে। একটি জাতির জীবনে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থা একবারই আসে এবং তা সাধারণত ৩০ বছর স্থায়ী হয়। আমাদের এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি নতুন কর্মপরিবেশের উপযোগী একটি শ্রমশক্তিও তৈরি করতে হবে। উচ্চশিক্ষিত তরুণদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিলে দেশ এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কর্মসংস্থান। তরুণদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যথাযথ কাজে লাগাতে হবে। তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাটাই এখন জরুরি। বেকারত্ব ঘুচিয়ে তরুণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা গেলে সমাজে আস্থার সংকট কেটে যাবে। উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিলে দেশ এগিয়ে যাবে।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ১০ জানুয়ারি ২০২৫,

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে তুরস্কের বাণিজ্যমন্ত্রী ওমের বোলাত সাক্ষাৎ করেন। গতকাল রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায়। ছবি : পিআইডি

বাংলাদেশে কারখানা স্থানান্তর করতে তুরস্কের প্রতি আহ্বান

প্রতিনিধিদলকে প্রধান উপদেষ্টা

বাসস, *ঢাকা*

বাংলাদেশে শিল্পকারখানা ও প্রযুক্তি স্থানান্তর, আরও বেশি বিনিয়োগ নিয়ে আসা এবং যুবশক্তিকে কাজে লাগাতে তুরস্কের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় তুরস্কের বাণিজ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ওমের বোলাতের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রধান উপদেষ্টা এ আহ্বান জানান।

বাংলাদেশকে বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশ উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে কাজ করছে। এ ব্যাপারে তুরস্কের সহায়তা চেয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের তরুণদের সুযোগ দিতে আমরা আপনার সহায়তা চাই। এটি আমার দেশের জন্য আপনাদের কাছে আবেদন।'

প্রতিনিধিদলকে প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, 'আপনার কারখানা পরিচালনার জন্য আমাদের তরুণদের ব্যবহার করুন, যাতে আপনারা এই অঞ্চলে পণ্য সরবরাহ করতে পারেন।'

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, বাংলাদেশ ও তুরস্ক পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি স্বপ্নের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ও তুরস্কের সম্পর্ক অত্যন্ত উষ্ণ। আমরা এটি সব ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে চাই।'

তুরস্কের প্রতিনিধিদলের উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের অনেক কিছু করার আছে। কিছু ক্ষেত্রে আমরা আপনাদের সমর্থন, আপনাদের প্রযুক্তি ও আপনাদের বিনিয়োগ চাই।'

তুরস্কের বাণিজ্যমন্ত্রীকে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'আপনারা প্রযুক্তির নেতৃত্ব দিচ্ছেন; আপনারা এখানে প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তুলতে পারেন। আসুন শুরুটা করি; আমরা আপনাদের যে কোনো প্রয়োজনে প্রস্তুত রয়েছি।'

বাংলাদেশ ও তুরস্ক দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা পোশাকশিল্পের বাইরেও প্রসারিত করতে পারে উল্লেখ করে তুরস্কের বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা প্রতিরক্ষা শিল্প, স্বাস্থ্যসেবা, ওষুধ এবং কৃষি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে পারি।'

ওমের বোলাত বলেন, 'বাংলাদেশের আমদানির ক্ষেত্রে আমরা ভারত ও অন্যান্য বাজারের স্থলাভিষিক্ত হতে পারি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সব পর্যায়েও পারস্পরিক সহযোগিতা হতে পারে।'

তুরস্কের বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশ ও তুরস্কের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে পারে।

DHAKA MONDAY JANUARY 6, 2025
POUSH 22, 1431 BS
The Daily Star

RMG accessories expo to begin in Dhaka from Jan 8

STAR BUSINESS REPORT

The 14th edition of the International Garment Accessories and Packaging Expo (GAPEXPO) 2025 will be held in Dhaka from January 8 to 11.

The four-day exhibition will showcase garment accessories such as buttons, packaging products, hangers, zippers, machinery, yarn and fabrics at the International Convention City Bashundhara (ICCB) in Dhaka.

Commerce Adviser to the interim government Sk Bashir Uddin is scheduled to inaugurate the event.

Around 250 exhibitors from 18 countries will present their products, machinery and technologies at the event, said Md Shahriar, president of the Bangladesh Garments Accessories and Packaging Manufacturers and Exporters Association (BGAPMEA), during a press conference at the La Vinci Hotel in Dhaka yesterday.

In addition to participants from Bangladesh, exhibitors from countries, including India, Japan, Vietnam, China, South Korea, and Germany, will join the expo, he added.

At present, over 2,200 companies are operating in Bangladesh's garment accessories sector, with a total investment of Tk 40,000 crore and employment of more than 7 lakh workers, Shahriar said.

The amount of deemed exports from the sector is $8 billion and the direct export is $1.5 billion to more than 21 countries, and the local manufacturers make 60 kinds of garment accessories.

With a strong footing in the sector, the local manufacturers can now meet nearly the entire demand for the export-oriented garment sector, reflecting a shift from the dependence of imports from mainly China, Hong Kong and other countries.

A few seminars on the garment accessories sector and sustainable fashion will also be held on the sidelines of the exhibition, Shahriar added.

TUESDAY JANUARY 7, 2025
POUSH 23, 1431 BS
The Daily Star

RMG exports grew moderately in 2024 despite headwinds

PHOTO: STAR/FILE

Garment exports rose 7.23 percent year-on-year to $38.48 billion in 2024.

REFAYET ULLAH MIRDHA

In spite of turbulent times prevailing both at home and abroad, garment exports from Bangladesh grew by 7.23 percent year-on-year to $38.48 billion in 2024, according to the Export Promotion Bureau (EPB).

This is due to an increasing demand for clothing with the fall of inflation in major export destinations.

Last year, the local garment sector witnessed demonstrations, national election-related movements, factory closures and production halts amid massive labour unrest after the fall of the Sheikh Hasina-led administration on August 5.

Goods shipment was severely affected in July, August, September and October due to a student-led mass movement culminating in Awami League's ouster and widespread labour unrest demanding wage hikes and an end to workplace discrimination.

On the international front, high inflation has persisted over the past few years because of far-reaching implications of the Russia-Ukraine war that began just after the pandemic, affecting consumer demand.

But Western economies have been rebounding gradually with rising demand, for which retail sales have also been growing with the clearance of inventories of previous years in Europe and the US.

Exports from the sector grew although many had thought that shipments would be negatively affected by domestic and external challenges.

For instance, garment exports in fact declined by 6.62 percent year-over-year to $2.38 billion in April, which came as a surprise given that the export trend was enjoying positive momentum.

Similarly, garment shipments declined last June by 10.48 percent year-on year to $2.97 billion after increasing by 1.45 percent in January and 4 percent in March.

In July, apparel exports grew by only 2.89 percent year-on-year to $3.17 billion, as per the EPB data.

However, the exports rebounded strongly from September, growing by 14.61 percent to $3.01 billion that month and by 22.80 percent to $3.29 billion in October.

The trend did not stop there as the garment shipments grew by 16.25 percent to $3.30 billion in November before expanding again by 17.45 percent to $3.77 billion in December.

Exports started rebounding from September as normalcy gradually returned to the industrial zones after the labour unrest ended with factory owners accepting the 18-point demands of garment workers.

Moderate retail sales growth continued in November even as two of the holiday season's busiest shopping days bumped over into December and were not included in the month's totals, according to National Retail Federation (NRF), the largest US retail association.

"November sales increased on top of a strong October and would have been even higher if Thanksgiving Sunday and Cyber Monday hadn't fallen in December," NRF President and CEO Matthew Shay said in a statement.

"Year-over-year gains were solid even as retail prices in many categories are lower this year, showing that consumers are buying more merchandise as the economy continues to grow. We remain confident in our holiday forecast," Shay said.

Total retail sales, excluding automobiles and gasoline, were up 0.15 percent seasonally adjusted month-over-month and up 2.35 percent unadjusted year-over-year in November, according to the Retail Monitor.

That compared with increases of 0.74 percent month-over-month and 4.13 percent year-over-year in October.

In 2023, the garment export sector aimed for $50 billion in 2024 but adjusted expectations to $38.48 billion, marking a 7.23 percent increase from 2023.

The industry confronted challenges like wage protests leading to a 56 percent wage hike, said Mohiuddin Rubel, a former director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and additional managing director of Denim Expert.

Even after uncertainties from the national election, there was a 1.45 percent year-on-year growth in garment exports in January, he said.

A 60 percent cut in export incentives, compounded by global economic instability and volatile oil prices, affected consumer behaviour, he said.

Rising energy and transportation costs, along with high bank interest rates, hurt small and medium enterprises, causing closures, he added.

Despite a slight increase in exports in July and August compared to the same months of 2023, the figures for 2024 lagged behind those of 2022.

Rubel also said the outlook for 2025 depends on improved industrial relations and political reforms.

Former BGMEA president Faruque Hassan said garment exports would have been much higher had the challenges not been there. However, he expects 2025 will be a better year as normalcy is returning to the sector.

Exports grew not only in volume, but also value as international retailers' and brands' confidence in Bangladesh has been boosted, and the local currency was devalued, he added.

যুগান্তর শুক্রবার ১০ জানুয়ারি ২০২৫

ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

পোশাকশিল্পের সংকট নিরসন জরুরি

পোশাকশিল্পে বিরাজমান সমস্যাগুলো সম্পর্কে দেশবাসী কমবেশি অবগত আছেন। ঢাকার গাজীপুর, আশুলিয়াসহ নানা অঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে শতাধিক কারখানা অচল হয়ে পড়েছে। শ্রমিকদের বেতন কাঠামো ও ন্যায্য মজুরিপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাদের এ ধরনের আন্দোলন-সংগ্রাম দীর্ঘকালই চলে আসছে। কতিপয় মালিকপক্ষ বিভিন্ন অজুহাতে নিয়মিত বেতন ও অতিরিক্ত শ্রমের মূল্য পরিশোধে প্রায়ই গড়িমসি করে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। ব্যাংক খাতের সীমাহীন দুর্বলতা সমস্যাকে আরও ঘনীভূত করেছে। পর্যাপ্ত সুবিধা পেতে মালিকপক্ষ হিমশিম খাচ্ছে বলেও খবর রয়েছে। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, শ্রমিক অসন্তোষের কারণে অস্থির শিল্পাঞ্চলে বিদেশি ক্রেতারা ক্রয়াদেশ স্থগিত করছেন। অনেক ক্ষেত্রে আস্থাহীনতায় তারা নতুন করে ক্রয়াদেশও দিচ্ছেন না। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সরকার পতন এবং শ্রমিক অসন্তোষের জেরে তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশের একটা অংশ প্রতিবেশী ভারতসহ বিভিন্ন দেশের বাজারে চলে যাওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে কারখানাগুলো এক ধরনের সচলতা-অচলতার দোদুল্যমানতায় সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় রয়েছে। সেনবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতায় অস্থিরতা বা বিরোধ-সংঘাত কিছুটা প্রশমিত হলেও কোনো না কোনোভাবে তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। অতিসম্প্রতি গাজীপুরে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ করেছে। আশপাশের কয়েকটি কারখানায় এর আঁচ অনুভূত হলে কারখানাগুলোয় ছুটি ঘোষণা করা হয়।

শ্রমিক অসন্তোষের পাশাপাশি বিভিন্ন কারণে দেশের পোশাক খাত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। খাতসংশ্লিষ্টদের অভিযোগ—জ্বালানি সংকট, শ্রমিক অসন্তোষ ও ব্যাংকের অস্থিতিশীলতা, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, গ্যাস-বিদ্যুতের ঘাটতি, বিশ্বব্যাপী উচ্চমূল্যস্ফীতিসহ বেশ কয়েকটি কারণে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ঝুঁকি বাড়ছে। আর্থিক সংকটে পড়েছে বেশির ভাগ গার্মেন্ট কারখানা এবং কিছু কারখানা এরই মধ্যে বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে অতীতে ভালো অবস্থানে থাকা কারখানাগুলোও এখন সমস্যায় নিপতিত। অনেক উদ্যোক্তার মতে, চলমান অস্থিতিশীলতায় অন্তত ১০ শতাংশ রপ্তানি আদেশ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বায়াররা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারত, পাকিস্তানসহ অন্য দেশে চলে যাচ্ছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ জানায়, বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সেপ্টেম্বরে ভারতের তৈরি পোশাক (আরএমজি) রপ্তানি বার্ষিক ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়েছে। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) তথ্য অনুযায়ী, ৬ মাসে পোশাক খাতে ১০০ কারখানা বন্ধ হয়েছে। বেকার হয়েছে ৫০ থেকে ৬০ হাজার শ্রমিক। শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করতে পারছে না ১৫৮টি প্রতিষ্ঠান।

তাছাড়া বিদেশি ক্রেতারা বাংলাদেশি পোশাকের দাম কমিয়ে দিচ্ছে। ইউরোপীয় পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের প্রতিবেদন অনুসারে, বিদায়ি বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর ১০ মাসে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের তৈরি-পোশাকের দাম কমিয়েছে ৪ দশমিক ৯২ শতাংশ। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলসের (ওটেক্স) পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাকের দাম বর্তমানে ৩ দশমিক ৮ থেকে ৭ দশমিক ৭ শতাংশ কমেছে। বিশেষ করে ছেলেদের কটন ওভেন ট্রাউজার ৪ দশমিক ৪, কটন ওভেন শার্ট ৩ দশমিক ৮ এবং কটন নিট টি-শার্টের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ। এক বছর আগে এসব পণ্যের যে দাম ছিল, এখন সেসব পণ্য তার থেকে প্রায় ৭ দশমিক ৭ শতাংশ কম দামে আমদানি করছে দেশটি।

প্রসঙ্গত, বিজিএমইএ-এর সাবেক পরিচালক গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে আমাদের সক্ষমতা কমে গেছে। বেশির ভাগ কারখানার মালিক লোকসান দিয়ে ব্যবসা টিকিয়ে রেখেছেন। বড় লোকসান থেকে বাঁচতে বেশির ভাগ কারখানার মালিক কম দামে পোশাক বিক্রি করছেন। আগে যে পোশাক বিক্রি করে আমরা ১০০ টাকা পেতাম, এখন সেই একই পোশাক বিক্রি করে পাচ্ছি ৯৫ টাকা। অথচ আগে যে পোশাক তৈরি করতে আমাদের খরচ ১০০ টাকা হতো, এখন সেই পোশাক তৈরি করতে খরচ হচ্ছে ১৫০ টাকা। ৫০ শতাংশের মতো উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় এ খাতের বেশির ভাগ উদ্যোক্তার মুনাফা হচ্ছে না। হয়তো হাতেগোনা কেউ কেউ ১ থেকে ২ শতাংশ প্রোফিট করছেন। এ পরিস্থিতিতে পোশাকের দাম বাড়ানো জরুরি ছিল, কিন্তু ক্রেতারা উলটো দাম কমিয়েছে। এতে অনেক কারখানা, বিশেষ করে ছোট এবং মাঝারি সাইজের প্রতিষ্ঠানগুলো এখন লোকসানে চলছে।'

মূলত উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশে কম বলেই এখানে ক্রেতাদের আগ্রহ সবসময় বেশি। জন-অধ্যুষিত বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের প্রচণ্ড অভাবে কম পারিশ্রমিকেও শ্রমিকরা কাজ পেতে ইচ্ছুক। জীবনযাত্রার কঠিন বাস্তবতায় দুর্মূল্যের দুর্ভোগে বিকল্প কোনো পথ তাদের সামনে খোলা নেই। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিদেশি ক্রেতারা দরকষাকষির মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে পোশাক উৎপাদনে বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছে। একদিকে তাদের লভ্যাংশের পরিমাণ বেশি, অন্যদিকে মালিকপক্ষের লাভ-লোকসানের ভারসাম্যে শ্রমিকরা নিয়মিত নিষ্পেষিত হচ্ছে। তবুও কর্মসংস্থানের আকাল, বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের প্রাধান্য পোশাকশিল্পকে এ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়েছে। দেশব্যাপী কর্মক্ষম নারীদের কর্মযোগী করার অপার সম্ভাবনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে এ শিল্প সর্বত্রই সমাদৃত। কম শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত নারীরা স্বল্পসময়ের মধ্যে কারিগরি দক্ষতা অর্জন করে নিজেদের যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে এ শিল্পকে

বিভিন্ন কারণে দেশের পোশাক খাত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। খাতসংশ্লিষ্টদের অভিযোগ—জ্বালানি সংকট, শ্রমিক অসন্তোষ ও ব্যাংকের অস্থিতিশীলতা, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, গ্যাস-বিদ্যুতের ঘাটতি, বিশ্বব্যাপী উচ্চমূল্যস্ফীতিসহ বেশ কয়েকটি কারণে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ঝুঁকি বাড়ছে। আর্থিক সংকটে পড়েছে বেশির ভাগ গার্মেন্ট কারখানা এবং কিছু কারখানা এরই মধ্যে বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে অতীতে ভালো অবস্থানে থাকা কারখানাগুলোও এখন সমস্যায় নিপতিত। অনেক উদ্যোক্তার মতে, চলমান অস্থিতিশীলতায় অন্তত ১০ শতাংশ রপ্তানি আদেশ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বায়াররা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারত, পাকিস্তানসহ অন্য দেশে চলে যাচ্ছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

করেছেন অধিকতর সমৃদ্ধ। দুঃখজনক হলেও সত্য, দেশের পোশাক কারখানাগুলোয় নারী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। বিজিএমইএ-এর গবেষণায় দেখা যায়, ১৯৮০ সালে এ শিল্পে নারী শ্রমিকের হার ছিল ৮০ শতাংশ, ২০২১ সালে যা ৫৩ দশমিক ৭ শতাংশে নেমে আসে।

দেশের রপ্তানি খাতের প্রধান শিল্প হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ২০২৩-২৪ সালের তথ্যমতে, তৈরি পোশাকের রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষস্থানে আছে। ওই অর্থবছরে বাংলাদেশ ৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পোশাক রপ্তানি করেছে, যা জাতীয় জিডিপিতে ১০ দশমিক ৩৫ শতাংশ অবদান রেখেছে। ৩ জানুয়ারি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত উল্লিখিত সংস্থার অপর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে হওয়া প্রায় ১৩ শতাংশ রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রেখেছে তৈরি পোশাক। এ সময়ে ২ হাজার ৪৫৩ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানির মধ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ১ হাজার ৯৮৯ কোটি ডলারের।

আর্থসামাজিক বিবেচনায় এ খাতের অবদান এখনো সর্বাধিক। ইতোমধ্যে শ্রমবাজারে বাংলাদেশের অবস্থানও অনেকটা সুদৃঢ় হয়েছে। ফলে রেমিট্যান্স প্রবাহের উর্ধ্বগতি আশানুরূপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। গণমাধ্যম সূত্রমতে, বিদায়ি বছরের ডিসেম্বরে প্রবাসীরা রেকর্ড ২৬৩ কোটি ৯০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। আগে দেশে এক মাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ রেমিট্যান্স ২৫৯ কোটি ডলার এসেছিল ২০২০ সালের জুলাইয়ে। তাছাড়া চলতি মাসের প্রথম চারদিনে রেমিট্যান্স এসেছে ২২ কোটি ৬৭ লাখ মার্কিন ডলার। এ সময়ে গড়ে প্রতিদিন রেমিট্যান্স এসেছে ৫ কোটি ৬৬ লাখ ডলার। রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের দেশে পাঠানো অর্থের জোগান বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তৈরি পোশাক রপ্তানি এবং রেমিট্যান্সের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বিগত যে কোনো সময়ের তুলনায় আশাজাগানিয়া অবস্থানে রয়েছে। ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ ২৬ দশমিক ০৯ বিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুসারে এর পরিমাণ ২ হাজার ১৩৩ কোটি বা ২১ বিলিয়ন ডলার।

বিজ্ঞজনদের দাবি, সৌহার্দ-সম্প্রীতি-পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এ শিল্পের প্রসার কর্মসংস্থানের জন্য অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছে। দেশের পোশাকশিল্পের বর্তমান সংকট মোকাবিলায় সরকার এবং শিল্প মালিকদের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। রপ্তানিমুখী এ শিল্পকে বাঁচাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও মালিকদের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতা, শ্রমিক নেতা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে এ শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। দেশের অর্থনীতিও পঙ্গু হবে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি লিড সার্টিফায়েড সবুজ কারখানার দেশ। পরিবেশবান্ধব এ উৎপাদন পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশ সচেতন আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আস্থা বৃদ্ধি ও আকৃষ্ট করতে হবে। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায়, কর্মসংস্থানের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরিতে ব্যর্থ হলে তরুণ প্রজন্মের কর্মক্ষেত্রে বেকারত্ব ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি করবে। শ্রমের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদেশি দূতাবাসগুলোসহ সবরকম সুযোগ কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্য। এক্ষেত্রে দূতাবাসগুলোর অধিকতর সক্রিয় হওয়া জরুরি। প্রায় লন্ডভন্ড বিশ্বের সর্বত্রই একই অবস্থা পরিলক্ষিত হলেও কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের পাশাপাশি কম জনসংখ্যার দেশগুলোয় শ্রমবাজার বিস্তারের বিষয়টি অবশ্যই বিবেচ্য।

ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী : *শিক্ষাবিদ, সমাজ-অপরাধবিজ্ঞানী*

বণিক বার্তা শুক্রবার, জানুয়ারি ১০, ২০২৫

শিল্পে গ্যাসের মূল্য ও পণ্যের শুল্কহার বৃদ্ধি

বিনিয়োগের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শিল্পে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি ও ৪৩টি পণ্যের শুল্কহার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বাণিজ্য ও বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সংগঠনটি বলছে, নিরবচ্ছিন্ন গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত না করেই দাম দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধির প্রস্তাব নিঃসন্দেহে দেশের শিল্প খাতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে ব্যবসার ব্যয় কয়েক গুণ বাড়বে। এতে সামগ্রিক বিনিয়োগের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

গতকাল গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় ডিসিসিআই।

সম্প্রতি শিল্প ও ক্যাপটিভের প্রতি ইউনিট গ্যাসের দাম যথাক্রমে ৩০ টাকা ও ৩১ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ৭৫ টাকা ৭২ পয়সা বাড়িয়ে দ্বিগুণের বেশি করার প্রস্তাব দিয়েছে পেট্রোবাংলা। এছাড়া প্রায় ৪৩টি পণ্যের ভ্যাট ও শুল্ককর দ্বিগুণ করার উদ্যোগের পাশাপাশি মোটরসাইকেল, রেফ্রিজারেটর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) ও কম্প্রেসর শিল্পের আয়কর ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা চেম্বার জানিয়েছে, এ সিদ্ধান্তের জেরে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে পণ্যের মূল্য বাড়বে। পরিণামে মূল্যস্ফীতি বাড়বে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে দীর্ঘমেয়াদি কর সুবিধার পাশাপাশি নীতি ধারাবাহিকতার প্রতিশ্রুতি রক্ষার মাধ্যমে স্থিতিশীল ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখা আবশ্যক বলে মনে করছে তারা।

ডিসিসিআই মনে করে, বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিতে সামগ্রিক বিনিয়োগের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে যেমন নতুন শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা কমবে, তেমনি বিদ্যমান বিনিয়োগকারীদের ব্যবসা পরিচালনা বিঘ্নিত হবে। এতে রফতানিমুখী শিল্পের উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে। দুর্বল হবে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা; কমবে স্থানীয় ও বিদেশী বিনিয়োগ।

বিজ্ঞপ্তিতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিদ্যমান নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে মোটরসাইকেল, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার ও কম্প্রেসর নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের করহার দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত উদ্বেগজনক বলে মনে করছে ডিসিসিআই। এসব খাতের প্রতিশ্রুত কর সুবিধা ২০৩২ সাল পর্যন্ত বহাল থাকার কথা থাকলেও তা হঠাৎ যে পরিবর্তন করা হলো, তা বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

বিদ্যমান এ পরিস্থিতিতে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব এবং বিভিন্ন পণ্যের ভ্যাট ও করহার বৃদ্ধি সামগ্রিক অর্থনীতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে। ডিসিসিআই মনে করে, দেশে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিদ্যমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ উত্তরণের লক্ষ্যে সরকার, বেসরকারি খাতসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্মিলিত উদ্যোগ জরুরি। এ অবস্থায় দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক অগ্রগতির কথা বিবেচনায় রেখে পেট্রোবাংলা প্রস্তাবিত শিল্প খাতে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির উদ্যোগ পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছে ডিসিসিআই। ব্যবসা পরিচালন ব্যয় ও মূল্যস্ফীতির চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে এ মুহূর্তে ভ্যাট ও করহার বাড়ানোর উদ্যোগ পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে তারা।

THE BUSINESS STANDARD
WEDNESDAY 08.01.2025

Govt announces 9% annual increment for RMG workers

RMG - BANGLADESH

JASIM UDDIN

The government has issued a gazette fixing the annual increment for the readymade garment (RMG) workers at 9%.

The government has recommended an increase of 9% in the annual increment of the garment industry sector by adding another 4% hike to the existing 5%, reads the notification issued by the Ministry of Labour and Employment on 5 January.

The gazette comes following an announcement by Adviser M Sakhawat Hussain on 9 December, where he said, "RMG workers will receive a 9% salary increase starting this month."

He clarified that any worker who is supposed to get a yearly increment in December will enjoy the additional increase. Those not supposed to get an increment in December will still get a 4% rise in their wages.

The ministry issued the gazette in light of the recommendations of the Minimum Wage Revaluation and Annual Increment Committee formed on 29 September 2024. The 4% additional hike in the annual increment recommended by the committee has been effective from 1 December 2024, which will be paid with the wages payable in January 2025.

According to the gazette, other benefits related to the Bangladesh Labour Act, 2006 (as last amended) will also be relevant along with the wage hike.

This increment hike will continue until the government revalues it or the Minimum Wage Board announces the next minimum wage, the notification added.

However, the manufacturers of the RMG sector of the country said that it would be difficult for them to pay the increment because the industry's capacity is not that high. Production costs have increased, but income has not increased in the same way.

প্রথম আলো • বুধবার, ৮ জানুয়ারি ২০২৫,

কর্মশালায় তথ্য

চোখের চিকিৎসা পাওয়া পোশাকশিল্পের কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বেড়েছে

তৈরি পোশাকশিল্পের কারখানায় চোখের চিকিৎসাসেবা পাওয়া কর্মীদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'কম্প্রিহেনসিভ আই কেয়ার ফর গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স : অ্যাসেসিং দ্য ইম্প্যাক্ট অন প্রোডাকটিভিটি' প্রকল্পের এক কর্মশালায় এ কথা জানানো হয়। হেলেন'স ফান্ডের আর্থিক সহযোগিতায় ও হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের আয়োজনে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিকদের চোখের চিকিৎসা দেওয়ার উদ্যোগ খুবই সময়োপযোগী।' এতে উপস্থিত ছিলেন শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান, বিজিএমইএ প্রতিনিধি এনামুল হক খান ও মিরান আলী, খেয়া ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা নাহিদ ফেরদৌসি প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য দেন হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর মো. মাহমুদুল হাসান। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও শিক্ষণীয় দিক তুলে ধরেন সংস্থাটির পুষ্টি ও স্বাস্থ্যপ্রধান আফসানা হাবিব শিউলী। **বিজ্ঞপ্তি**

প্রথম আলো • শনিবার, ১১ জানুয়ারি ২০২৫

গাজীপুর

শ্রমিক লীগ নেতার মৃত্যু

গাজীপুর জেলা কারাগারে বন্দী শ্রীপুর উপজেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ জহিরুল ইসলামের (৪৬) মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেছেন বলে নিশ্চিত করেন গাজীপুর জেলা কারাগারের সুপার মোহাম্মদ রফিকুল কাদের। জহিরুল শ্রীপুরের সিংদিঘী গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে। তিনি গত ৯ আগস্টের শ্রীপুর থানার একটি মামলায় গত ৫ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হয়ে বন্দী ছিলেন। রফিকুল কাদের বলেন, জহিরুল হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে কারাগারে তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেন। তাঁকে দ্রুত কারাগারের ভেতরে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাঁর অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা শেখ ফরহাদ বলেন, বিকেলে তাঁকে মৃত অবস্থায় আনা হয়।
প্রতিনিধি, গাজীপুর

প্রথম আলো • রোববার, ১২ জানুয়ারি ২০২৫,

মাতৃত্বকালীন ভাতা লোপাট

প্রতারক চক্র ও সহযোগীদের ছাড় নয়

আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষায় সরকার সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে নানা ধরনের আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। এর মধ্যে আছে নারী ও শিশুর জন্য কল্যাণমূলক কিছু কর্মসূচিও। আমরা দেখে থাকি, নানা সময়ে এসব সহায়তার অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে কিছু প্রতারক চক্র। সবশেষে রাজশাহীর বাগমারায় প্রায় আড়াই হাজার নারীর মাতৃত্বকালীন ভাতা ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাতিয়ে নিয়েছে একটি প্রতারক চক্র। ভুক্তভোগীরা মা ও নবজাতক হওয়ায় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর।

মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর 'মা ও শিশুসহায়তা কর্মসূচি'র আওতায় অন্তঃসত্ত্বা নারীদের জন্য মাসিক ভাতা হিসেবে ৮০০ টাকা করে দেওয়া হয়। সুবিধাভোগী নারীরা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সেই ভাতার টাকা পেয়ে থাকেন। ভাতাভোগীরা স্থানীয় পরিবেশকদের কাছে গিয়ে সেই টাকা তুলে নেন। বাগমারা উপজেলা মহিলাবিষয়ক দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রতি মাসে ৯৮ জন অন্তঃসত্ত্বা নারীকে নতুন করে ভাতার আওতায় আনা হয়। বর্তমানে বাগমারার সব ইউনিয়ন ও পৌরসভা মিলিয়ে মোট ৫ হাজার ৩৯৩ জন নারী এ কর্মসূচির আওতায় সুবিধা ভোগ করছেন।

কিন্তু তিন থেকে পাঁচ মাস ধরে প্রায় আড়াই হাজার ভাতাভোগী নারী সেই ভাতা আর পাচ্ছেন না। প্রথম আলোর অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ভাতাভোগীর হিসাব নম্বর পরিবর্তন করে সেই টাকা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার মানে ভাতার টাকা ঠিকই ছাড় হয়েছে কিন্তু সেই টাকা ভাতাভোগীর কাছে আসেনি। সেই টাকা চলে গেছে প্রতারক চক্রের মোবাইল ব্যাংকিং নম্বরে।

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ও প্রতারিত নারীদের সঙ্গে কথা বলে স্পষ্ট হয় যে কেন্দ্রীয়ভাবে এই অনিয়ম করা হয়। একমাত্র অধিদপ্তর ছাড়া হিসাব নম্বর পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাঁদের ভাষ্য, ভাতার টাকা আসার আগমুহূর্তে হিসাব নম্বর পরিবর্তন করা হয়। টাকা ওই প্রতারকদের হিসাবে চলে যাওয়ার পরেই আবার সুবিধাভোগীর হিসাব নম্বর দেওয়া হয়।

ভাতার এই টাকা সুবিধাভোগী নারীরা নিজের পুষ্টিকর খাবার ও নবজাতকের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার কাজে ব্যয় করেন। অনেকে শিশুসন্তানের খাবারও কেনেন ভাতার এই টাকায়। ফলে কয়েক মাস ধরে এ টাকা না পেয়ে অনেকে শিশুসন্তানের খাবার জোগাতে চরম অসুবিধায় পড়েছেন। শিশুস্বাস্থ্যের জন্য এটি অবশ্যই উদ্বেগজনক।

উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা ভাতা লোপাটের এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। বিষয়টি তিনি কেন্দ্রীয় দপ্তরকে মানে ঢাকায় অধিদপ্তরের অফিসে প্রয়োজনীয় প্রমাণসহ জানিয়েছে। কেন্দ্র থেকেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এখন আমরা দেখতে চাই, এই প্রতারণার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রতারক চক্রটিকে তো ধরতেই হবে; কেন্দ্রীয়ভাবে কাদের সহায়তায় এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে, তাদেরও কোনোভাবে ছাড় দেওয়া যাবে না।

যুগান্তর
রোববার ১২ জানুয়ারি ২০২৫
২৮ পৌষ ১৪৩১

পোশাক কারখানায় হামলা

ফতুল্লায় ৩৪ জন শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ফতুল্লায় আইএফএস টেক্স ওয়্যার নামে একটি রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় হামলা চালিয়ে মারধর ও লুটের অভিযোগে ৩৪ জন শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলার করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে কারখানার কর্মকর্তা আহত জাভেদ বাদী হয়ে এ মামলা করেন। মামলায় উল্লেখ করা হয়, ফতুল্লার ৬৩১ কুতুবপুর এলাকায় আইএফএস টেক্স ওয়্যার প্রাইভেট গার্মেন্টে ৩-৪ মাস আগে কিছু শ্রমিক গ্রুপিং করে উৎপাদন কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। এতে প্রতিষ্ঠান যথাসময়ে বায়ারদের অর্ডারকৃত মালামাল শিপমেন্ট করতে না পারায় প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এর মধ্যে ৮ জানুয়ারি সকাল ৯টায় ৩০-৩৫ জন শ্রমিক অযৌক্তিক দাবি-দাওয়া উপস্থাপন করে কাজ বন্ধ রাখেন। তখন আন্দোলনরত শ্রমিকদের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে কারখানার ডিজিএম এইচআর অ্যাডমিন জাভেদকে মারধর করে তার পকেট থেকে সাড়ে ১৩ হাজার টাকা লুটে নেয়। এ সময় কারখানার আরও দুই শ্রমিক প্রতিবাদ করলে তাদেরও মারধর করে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় আন্দোলনকারীরা। তখন অন্যান্য সাধারণ শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করলে কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে চলে যায় আন্দোলনকারীরা। ফতুল্লা মডেল থানার ওসি শরিফুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

THE FINANCIAL EXPRESS
Tuesday • January 14, 2025

RMG imbroglio

It was no coincidence that the simmering discontent of garment workers burst into full blown labour unrest to synchronise with the July-August mass uprising. Workers who could not press home their demands earlier under a repressive regime known for patronising crony capitalism considered it was their best chance to align their protests with the anti-discrimination mass movement spearheaded by students. The country was in turmoil and labour unrest continued to deteriorate with both management and workers refusing to see to the greater interest of the RMG industry. Notably, of the more than 4,500 apparel factories, there are 229 LEED-certified green garment factories---highest in the world. These and some other factories boast sound labour-management relations because the authorities there have been considerate enough to pay higher wages and provide various facilities deemed fit to keep workers contended. Unfortunately, the owners of the rest of the garment factories are not equally smart in running their factories.

An incisive government report prepared to identify where things have gone wrong and suggest how the malaise can be addressed does the job more or less comprehensively. The lead story prepared on the basis of the report titled, 'special report on labour unrest in garment sector' and published in The FE's Sunday issue presents quite a disconcerting picture. As if the 1108 incidents of labour unrest that took place between August and December were not enough, there is apprehension of more to come. Of the several reasons that have soured management-workers relations, unpaid wages, retrenchment and refusal to regularise jobs stand out. On the part of management, presumably the smaller and not so well run, the problems stem from shortage of raw materials and work orders. In a competitive market, the smaller units are always at a disadvantage. When industries are restive, their disadvantages compound with dollar crisis leading to limited import of raw materials.

Before RMG makes its downhill slippery journey when rivals like Vietnam and India are gaining grounds, let every stakeholder cooperate to realise the high potential of the garment industry

Yet good management tries not to accumulate arrears of wages. As many as 67 factories were closed sine die and 77 temporarily during the period, according to the report. The fact is unrest in the RMG belts never got defused ---even notwithstanding the higher wage agreed upon. Many of the factories did not comply with the payment of outstanding dues to their workers within the stipulated time. Then the termination of thousands of workers' jobs from the closed factories owned by some disgraced industrialists of the past regime has not helped the matter. Its socio-economic implications, as hinted at the report, may be dangerous. At a time when industries in general are facing difficulty, such closures have to be avoided at any cost. Getting the mechanism right to run those would be wiser.

The report has indicated instigation by some labour leaders as one of the factors responsible for the unrest. Well, if workers do not get their overdue arrears and wages regularly on a fixed date, they cannot help taking to the street. In this time of outrageous market volatility, even their regular wages hardly prove more than a pittance. If the industry falters, the sign of which is there, both management and workers will suffer. The country's economy will be affected as well because RMG is the number one foreign exchange earner. Before it makes its downhill slippery journey when rivals like Vietnam and India are gaining grounds, let every stakeholder cooperate to realise the high potential of the garment industry.

THE FINANCIAL EXPRESS

Dhaka • Sunday • January 12, 2025

Vol XXXII No. 64• Regd No. DA 1589 • Poush 28, 1431 BS • Rajab 11, 1446 Hijri • 16 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd

31,000 WORKERS OF 16 BEXIMCO RMG FACTORIES ARE NOW UNEMPLOYED

Unpaid wage issues, provocation rock RMG industry

Labour unrest in RMG belts
August uprising to Dec 2024

1108 Total incidents

142 RMG factories shut until Dec 26

158 Incidents in Nov

Ashulia-Savar	33
Tongi-Gazipur	98
Dhaka metropolis	20

Reasons for unrest include

- Shortage of raw materials, termination of workers, irregular wage payments

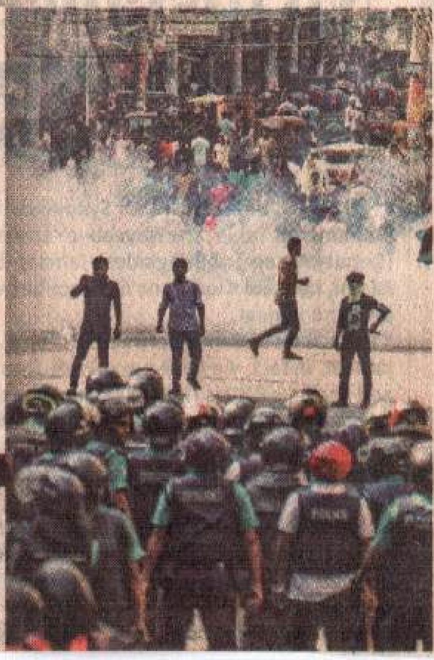

An official report fears more troubles, calls for vigilance

MONIRA MUNNI AND REZAUL KARIM

Over a thousand of incidents like work abstention, road blockade, attacks and vandalism have roiled Bangladesh's potential readymade garment industry since August uprising to December last year, according to a report.

The report has recorded some 1108 such incidents during the period across major industrial belts while a total of 158 labour unrest reported in November with the highest 98 incidents in Tongi- Gazipur belt followed by 33 in Ashulia and Savar and 20 in Dhaka metropolitan city over issues of due wage payments, among others.

It is also noted that a total of 142 readymade garment (RMG) factories were shut until December 26, last year, out of which some 67 factories were closed permanently while the rest 77 closed temporarily.

Permanently closed units are located in Ashulia, Gazipur and Narayanganj industrial belts while the temporary closures took place in factories located in Chattogram and Mymensingh areas, according findings of the report.

The report has cited labour unrest because of shortage of raw materials, termination of workers and irregular wage payments and a short of work orders as major reasons for factory closure.

Another 93 non-RMG factories were also closed during the period-46 permanently and rest 47 temporarily.

The report also attached a list of 35 individuals, mostly labour leaders, some were employed in garment factories while the rest had political affiliation, who allegedly

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

THE FINANCIAL EXPRESS
January 15, 2025

Unpaid wage issues, provocation

instigated the labour unrest and recommended the government to enhance its vigilance on those labour leaders and bring the identified ones to book fast.

Another list of labour organizations has also included in the 'special report on labour unrest in garment sector' by home ministry which was also sent to industries, labour and commerce ministries' top officials on January 05.

The report that cited Industrial Police data showed some 74 garment factories failed to pay wages for the month of October in November while it apprehended that a total of 77 apparel units might not be able to pay December wages in the current month of January. "As a result, labour unrest might take place in those units," reads the report.

According to it, some 31,000 garment workers lost jobs due to closure of 16 garment factories under Beximco Group and suggested labour migration abroad as alternative to avert any untoward incident.

"Otherwise, those jobless workers might be engaged in criminal activities," it apprehends.

To avert any untoward incident in the country's largest foreign-currency- earning sector that fetched US$36.13 billion in the last fiscal year, the report has made a number of other recommendations that include measures to pay workers who are yet to get their monthly wages through discussion with respective factory authorities and workers and stop worker termination violating labour law.

"A fixed date should be announced in a planned manner for dues and wage payments in factories that yet to pay workers," according to the report's recommendations.

It also suggests exploring any political intention by the factories that failed in making timely wage payment and identifying any foreign engagement with rights organizations in creating labour unrest and increase vigilance accordingly.

A total of 31 cases had been filed since August 01 to December 27 over labour unrest and 171 were arrested while 41 are on bail, it said, adding two instigators out of listed 35 have been found while on another 92 workers there no regular vigilance.

Other suggestions include active role by law-enforcing agencies in addressing unrest centering around jhut/ garment waste trade and measures so that all workers get TCB cards to buy essentials at a fair price.

When asked, commerce ministry acting secretary Md Abdur Rahim Khan said, "We have received the report and working on it."

He said they would sit with relevant stakeholders shortly regarding the issue. He, however, would not go through further details.

munni_fe@yahoo.com
rezamumu@gmail.com

Ensuring minimum wage for workers

Fixing minimum wage for workers is a tricky issue regardless of the sector of the economy they are employed in. Going by experience, the work of settling minimum wage, even for those in the industries including garment workers, who constitute organised section of the workforce, has proved to be very challenging. Since the minimum wage for RMG workers was first fixed in 1986, it's a long history of struggles that they have been waging to arrive at a wage structure that is rational and humane. The struggle has often been violent and, sometimes, bloody. But had there been recognised workers' unions, or an alternative dispute resolution mechanism for settling emerging issues through negotiations with the factory owners, the atmosphere would be more peaceful, the workers happier and industries more productive. But such an ideal condition is yet to be created in the formal sector of the economy, let alone in the informal one. Laws on workers' rights framed both by the governments and the International Labour Organization (ILO) are in existence. But, as always, the problem lies in their implementation. It is the goodwill of the employers, seriousness as well as efficiency on the part of the officials in charge of labour department of the government and the existence of an effective mechanism for dispute resolution that are required for settling the minimum wage for workers once and for all. In the informal sector of the economy, implementation of the laws on workers' minimum wage is more challenging. Against this backdrop, the interim government and experts in the related field, reportedly, have thought up an ambitious idea of introducing a national minimum wage for all workers and a uniform labour law. The issues came up for discussion at an event organised jointly by a local policy think tank, namely, the Centre for Policy Dialogue (CPD) and an international donor agency. Attended by the head of the government's labour commission, among others, the discussants at the event suggested, ways to ensure better livelihood, workplace safety and rights of workers.

Issues pertinent to workers and employers of both formal and informal sectors of the economy should feature prominently in any recommendations made for the good of workers

Notably, in November last year, the interim government formed the Labour Reform Commission in a bid to address various issues related to structural, institutional and operational weaknesses concerning workers' livelihood, rights and their welfare. In this connection, the challenges faced by the Commission in performing its tasks, as admitted by its head at the discussion event in question, say it all. Considering the magnitude of the problems facing the working class, the 90 days' time as allocated for the Commission has proved to be quite inadequate for coming up with a set of watertight recommendations to improve workers' condition. Then comes the issue of the quality of labour rights-related data available and the amount of research done on it previously to work on. Add to that the concern of small businesses in the informal sector which employ some 55 million workers. That is about a quarter of the country's total workforce. But the Commission's work may not appear appealing to the employers of the informal sector. They are hardly willing to do justice to the issues of workers' rights, their workplace safety and so on. In fact, theirs is indeed an area where slavery in the form of enforced or bonded labour exists. Obviously, the talks of job protection, maternity leave, etc., sound fanciful there.

In that case, the Commission should assure the employers in the informal sector of required government assistance so they might extend cooperation to fulfil the former's task. In fine, issues pertinent to workers and employers of both formal and informal sectors of the economy should feature prominently in any recommendations made for the good of workers.

NEW AGE THURSDAY, JANUARY 9, 2025

Entrepreneurial hubs to combat unemployment

BANGLADESH is facing a serious unemployment problem, with the number of unemployed individuals rising to 2.66 million in 2024, according to the Bangladesh Bureau of Statistics. Youth unemployment has reached 7.2 per cent, while a mismatch between education and job market demands has left many university graduates without work. Rural areas, where farming remains the dominant occupation, suffer from underemployment and urban centres like Dhaka and Chattogram are overcrowded with job seekers. The reliance on ready-made garments, which accounts for 85 per cent of the country's exports, has further limited job diversity, especially as global demand slows.

Entrepreneurial hubs, if implemented strategically, can provide a solution to this growing problem by creating jobs, promoting innovation and diversifying the economy.

How entrepreneurial hubs work

ENTREPRENEURIAL hubs serve as platforms where entrepreneurs can give their ideas, validate business concepts, access funding and receive ongoing mentorship. The process begins with idea validation, where a panel of experts evaluates the viability of a proposed business idea. If the idea is approved, the entrepreneur is provided with funding, often in the form of government subsidies or low-interest loans.

The hub assigns a monitoring team to oversee the progress of the startup and provide support when challenges arise; it can be coordinated from the central unit. For instance, if a business faces a supply chain issue or natural disaster, emergency funds are allocated to ensure continuity. Once the business achieves profitability, government subsidies are withdrawn and the entrepreneur begins contributing a small tax to reinvest in the hub. For businesses with export potential, the hub offers additional resources to connect them with international markets.

Reducing rural-urban employment divide

ONE of the key strengths of entrepreneurial hubs is their decentralised structure, which ensures equal access to resources for rural and urban entrepreneurs. Hubs located at the district and sub-district levels allow rural communities to benefit from job creation without needing to migrate to overcrowded cities.

For example, a hub in Khulna could focus on agro-processing industries, enabling farmers to produce value-added goods like packaged foods. Similarly, a hub in Sylhet could support tourism-based businesses, helping entrepreneurs establish eco-resorts and cultural tours to attract both domestic and international visitors. By creating jobs locally, these hubs reduce the rural-urban employment gap and contribute to balanced regional development.

Empowering youth and women

YOUTH unemployment is a pressing issue, with 48 per cent of Bangladesh's population under the age of 24. Entrepreneurial hubs can engage young people by offering training, mentorship and funding to start their own businesses. For example, tech-focused hubs can equip youth with skills in e-commerce, app development and software services, preparing them to compete in the global digital economy.

Similarly, hubs can empower women by providing tailored support for women-led businesses in areas like handicrafts, textiles and food processing. Programmes that offer flexible work options and targeted funding for women entrepreneurs can significantly increase female participation in the workforce which currently stands at only 36 per cent.

Diversifying the economy

BANGLADESH'S overreliance on the ready-made garments sector has left the economy vulnerable to global demand fluctuations. Entrepreneurial hubs can promote diversification by supporting startups in high-potential sectors such as information and communication technology, renewable energy, agro-processing and light manufacturing.

For instance, a solar panel assembly startup in Barishal could create jobs in production, installation and maintenance while contributing to the country's renewable energy goals. With proper guidance from the hub, the business could eventually export solar panels to neighbouring countries, boosting both employment and foreign exchange earnings.

Learning from global success stories

ENTREPRENEURIAL hubs have proven successful in other countries, providing valuable lessons for Bangladesh. India's Startup Village in Kerala helped launch over 1,000 IT startups within five years, creating thousands of jobs. Rwanda's youth-focused entrepreneurial hubs reduced youth unemployment by 15 per cent in targeted regions by providing training, seed funding and mentorship. Ethiopia's agro-industrial parks supported rural entrepreneurs, boosting exports and creating jobs in coffee processing and other industries. These examples demonstrate how targeted support can transform local economies.

Economic models supporting hubs

ENTREPRENEURIAL hubs align with economic models that emphasise job creation and economic growth. The Keynesian Multiplier Model also demonstrates the power of government spending. By providing subsidies and support through hubs, the government can create a ripple effect of increased demand and job creation, boosting GDP and reducing unemployment.

Challenges and solutions

WHILE entrepreneurial hubs have immense potential, they also face challenges such as limited awareness, funding constraints and bureaucratic hurdles. To overcome these, the government must launch nationwide awareness campaigns to educate people about the benefits of entrepreneurial hubs. Partnerships with international donors and venture capitalists can ensure consistent funding, while simplifying business registration processes can make it easier for startups to formalise.

Another challenge is ensuring equal access to resources across regions. By standardising facilities and support systems at district and sub-district levels, the government can prevent regional disparities and ensure that entrepreneurs in rural areas receive the same opportunities as those in urban centres.

Way forward

BANGLADESH'S unemployment crisis demands bold and innovative solutions and entrepreneurial hubs offer a practical path forward. By providing a platform for entrepreneurs to turn ideas into businesses, these hubs can create jobs, drive innovation, boost investment and diversify the economy. With the right investments in infrastructure, training and policy support, entrepreneurial hubs can become a cornerstone of Bangladesh's economic future, developing sustainable livelihoods and inclusive growth for all.

DHAKA SUNDAY JANUARY 12, 2025
POUSH 28, 1431 BS
The Daily Star

BEYOND GREEN FACTORIES

Prioritising worker well-being in a climate crisis

Adiba Afros
is an independent researcher/consultant focusing on gender and labour rights in garment value chains.

ADIBA AFROS

Bangladesh has the world's highest number of Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-certified "green" factories. While this may attract foreign buyers, does this pathway safeguard the health and well-being of Bangladeshi workers confronting the climate crisis?

The International Labour Organization recently reported that 71 percent of the global workforce is exposed to excessive heat due to climate change, resulting in 22.85 million occupational injuries and 18,970 deaths annually. This is not a distant, dystopian future—it is happening now.

In Bangladesh, one of the most climate-vulnerable countries in the world, people are grappling with record-breaking temperatures exceeding 40 degrees Celsius, longer periods of warmer months and unprecedented flooding that threatened the livelihoods of nearly six million in 2024.

Combination of extreme heat and humidity can cause dehydration, heat stroke, and even death. It increases the risks of reproductive complications, organ damage and other chronic health issues. This translates to increased absences, lower productivity, fewer working hours—even during peak production months—and an estimated loss of $26.5 billion in potential garment export earnings by 2030.

As a country still heavily reliant on the RMG sector, climate change poses serious challenges to the country's prospects unless adequate measures are taken to adapt to, and mitigate against, climate risks.

A great deal of the initiative in this direction comes from outside. There is increasing pressure on garment manufacturers to meet the recently legislated human rights and environmental due diligence requirements such as the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) required by the European Union (EU), which is the largest destination for Bangladeshi textiles and garments, and also a key destination for footwear, plastics and shrimp exports.

This has fuelled the drive to rebrand the RMG industry through "green" or LEED-certified factories. While this has some benefits, such as reducing carbon emissions and energy usage, building certifications cannot ensure the health and well-being of workers.

LEED certification primarily focuses on energy and water efficiency and waste management. It does not require measures to address extreme heat stress such as providing frequent cooling and water breaks during heatwaves and maintaining adequate workplace temperatures. Nor can LEED certification address workers' health, if they have to endure sleepless nights in low-income housing that lacks uninterrupted electricity and water.

While due diligence legislations are an important step towards ensuring greater transparency and responsibility of business operations across global supply chains, the sharing of costs remains, as in the past, a contentious issue, and workers' engagement in these discussions remains tokenistic, especially at the international level. Cutthroat purchasing prices, even at LEED-

FILE PHOTO: ANISUR RAHMAN

Heat stress due to climate change can lead to increased absences and lower productivity, as workers may have to cut down their working hours.

certified factories, show that international brands continue to capture the largest share of profits from garment value chains and refuse to acknowledge the true cost of their business practices. And of course, their exploitative practices are abetted locally by the fact that Bangladesh has one of the lowest minimum wages for garment workers (Tk 12,500, around $105), lower than key competitors like Cambodia, India, Pakistan and Vietnam.

When I asked Kalpona Akter, former child worker and the executive director of the Bangladesh Center for Workers Solidarity, about the most important priority of workers in light of climate crisis, her response was simple: *"Living wages."* There is an abundance of evidence that the recently increased minimum wage falls far short of meeting workers' basic needs, let alone paying for the additional climate-related health and livelihood risks that endanger workers as well as their children and families. These people are the least responsible for climate change yet they face its worst consequences.

The short- and long-term consequences of climate risks represent not only an occupational health and safety concern but also a public health crisis for Bangladesh. It is necessary to widen the focus beyond a handful of garment factories that can afford LEED certifications. The Global North has to wake up to the fact that its prosperity has been built on a long history of extracting value from the people and environment of the world's poorer countries. Climate justice demands that it assumes responsibility for the costs of reparation that is proportionate to the loss and damage it has inflicted.

But we should not wait for them to wake up. We can also take responsibility ourselves. We can mount a concerted effort to pool resources and expertise to ensure that existing labour protection policies and frameworks prioritise workers' well-being as part of a just transition to environmentally and socially equitable alternatives.

Moreover, implementation of worker protection beyond the RMG sector needs to be prioritised. While the RMG sector contributes the largest share of export earnings, it employs only a fraction of the country's approximately 71-million-strong labour force. Over 80 percent of the workforce is engaged in highly vulnerable informal work, such as agriculture, where many workers are self-employed women in low-paid seasonal jobs.

A risk-based evaluation of key employment sectors, and jobs within those sectors at high risk from climate change, is essential. Establishing sectoral funds to assist with evidence-based adaptation and mitigation efforts that are cost-effective and locally tailored is equally important. Workers and their communities should be empowered through collective forms of representation and grievance channels to foster institutional accountability. Lessons learned from successful community-based climate adaptation solutions such as BRAC's community health clinic model, could support preventative measures and awareness-raising campaigns. Such initiatives could effectively reach vulnerable groups, particularly women, whose double burden of work and household duties leaves little time to recover from extreme heat stress.

A recently drafted white paper prepared by a committee of eminent local scholars, also warns against over-reliance on LEED certification as an industry strategy. Instead, it recommends developing a local framework and certification alternatives to build local capacity, save foreign exchange and create jobs.

Under the current interim government, a labour reform commission has been tasked with proposing reforms to ensure labour rights and improve worker welfare. This presents an opportunity to innovate and imagine beyond "green" certifications and GDP growth at the expense of our people and the environment.

After all, ensuring dignified livelihoods for *all citizens* is fundamental to upholding the values of "anti-discrimination" that inspired the students and workers who led the July uprising. It is also enshrined in our founding constitution. We must strive towards this aim, even though the scale of compounding challenges is colossal. And we must start with vulnerable sections of the country's working people.

সমকাল | শুক্রবার | ১৭ জানুয়ারি ২০২৫

দেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যার অর্ধেকই হিসাবের বাইরে

সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক শ্রমশক্তির বাইরে রয়ে গেছে। দেশের ৪৯ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ বর্তমানে শ্রমবাজারে নেই। বিদ্যমান জনশক্তির মধ্যে আবার নারী-পুরুষ বৈষম্য প্রকট। মোট শ্রমশক্তির ৭৮ দশমিক ৫ শতাংশই পুরুষ। বাকি ২১ দশমিক ২৫ শতাংশ নারী।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আইএলওর সদরদপ্তর থেকে 'বৈশ্বিক কর্মসংস্থান এবং সামাজিক আভাস: ২০২৫' শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

দেশে ১৫ বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সী কর্মী ও বেকার জনগোষ্ঠীর সমষ্টিকে শ্রমশক্তি হিসেবে বিবেচনা করে থাকে বিবিএস। সংস্থার সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, দেশে এ ধরনের জনগোষ্ঠী ৭ কোটি ২২ লাখ ৮০ হাজার। বিবিএসের সর্বশেষ জনশুমারি অনুযায়ী, দেশের জনসংখ্যা এখন ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ৯১১ জন।

আইএলওর প্রতিবেদনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়, বেকারত্বের বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে তরুণ-তরুণীরা। উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে তারা তুলনামূলক বেশি পিছিয়ে আছে, যা অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক সুবিচার ব্যাহত করছে। এর চেয়েও বেশি উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, এনইইটি (নট ইন এমপ্লয়মেন্ট এডুকেশন ট্রেনিং), অর্থাৎ কোনো রকম কর্মসংস্থান, শিক্ষা, প্রশিক্ষণে নেই– এ হার ৩০ দশমিক ৯ শতাংশ। এনইইটির মোট হারের মধ্যেও তরুণীদের হার বেশি।

আইএলওর প্রতিবেদন

কর্মসংস্থান, শিক্ষা, প্রশিক্ষণহীন তরুণের হার ৩১ শতাংশ

মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে সক্রিয় শ্রমবাজার নীতি নিতে হবে: আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর

প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে বাংলাদেশে আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর টুমো পুটিআইনেন এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে সক্রিয় শ্রমবাজার নীতি নিতে হবে। বিশেষ করে, তরুণ, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বিশ্ববাজার ও কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়, সদ্য সমাপ্ত ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী বেকারত্বের হার ছিল ৫ শতাংশ। আগের বছরও একই হার ছিল। কাজের ইচ্ছা ও সুযোগের ব্যবধান, অর্থাৎ কেউ কাজ করতে চায়, কিন্তু পাচ্ছে না– এ রকম মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০ কোটি ২০ লাখ। এর মধ্যে ১৮ কোটি ৬০ লাখ বেকার; ১৩ কোটি ৭০ লাখ কাজ করতে আগ্রহী নন। এ ছাড়া ৭ কোটি ৯০ লাখ মানুষ আছেন, যারা কাজ করতে চান। পারিবারিক দায়িত্বের কারণে যোগ দিতে পারেন না। মহামারি করোনা-পরবর্তী সময়ে কর্মসংস্থান, কাজের ইচ্ছা ও সুযোগের ব্যবধান কিছুটা কমে আসছে। তবে স্বাভাবিক হতে আরও দু'বছর লেগে যেতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজ ও কাজের দারিদ্র্য করোনাকালের আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। স্বল্প আয়ের দেশগুলো নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বেশি বেকায়দায় আছে। এতে বলা হয়, শ্রমবাজার পুনরুদ্ধারের কাজটিও প্রায় অসম্ভব। কারণ, বিশ্ব অর্থনীতিই এখনও মন্থর গতি কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

আইএলও'র প্রতিবেদনে বলা হয়, নতুন বছরেও বিশ্বব্যাপী বেকার মানুষের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কারণ হিসেবে উৎপাদনশীলতার মন্থর গতিকে দায়ী করা হয়। উৎপাদন কাঠামোয় দ্রুত গতির প্রযুক্তির একচ্ছত্র ব্যবহারকেও এ জন্য দায়ী করা হচ্ছে। বিশেষ করে, শ্রম বাজারে যুক্ত হওয়া নবীন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রতিবন্ধকতা মারাত্মক আকার নিতে পারে। বেকারত্বের কারণে আয় বৈষম্যও উদ্বেগের বড় কারণ হতে পারে।

TUESDAY JANUARY 14, 2025
POUSH 30, 1431 BS
The Daily Star

RMG sector must lead renewable energy push

Speakers tell discussion; call on govt to align policies, set timeline to achieve net zero emissions

STAFF CORRESPONDENT

Although not a major carbon-emitting country, Bangladesh can emerge as a global pioneer in carbon reduction as a victim of climate change, experts said at an event yesterday.

They said the RMG sector should lead this effort, given its potential to increase the use of renewable energy in factories. Additionally, they called on the government to align policies and set a timeline to achieve net zero emissions.

The remarks were made during a discussion titled "Pathways to a Just Energy Transition: Balancing Sustainability, Equity, and Industry Growth in the RMG Sector," at The Daily Star Centre in the capital.

The event was jointly organised by The Daily Star and Oxfam.

In his keynote presentation, Dr Mohammad Emran Hasan, head of Climate Justice and Natural Resource Rights (CJNRR), said while Bangladesh contributes minimally to global carbon emissions, it is among the most impacted countries globally.

He said the RMG and textile industries could save approximately 1,159 kilotonnes of oil equivalent (KTOE) of energy annually by adopting energy-efficient machinery and conservation measures.

The overall industrial sector in Bangladesh consumes about 3,740 KTOE per year.

Hasan suggested measures such as introducing Solar PV Systems, Net Metering Policy, energy-efficient machinery and processes, automation and digitalisation, green financing initiatives, and access to green bonds to ensure a just energy transition.

Azad Abul Kalam, manager of Just Energy Transition at ActionAid, said policymakers should prioritise energy sovereignty over energy security.

"If they want energy security, they would plan more energy imports, but if they think about energy sovereignty, they would focus on relying on local resources like gas, solar, and wind," he said.

Azad said the ousted government had showcased the power sector as their greatest success, but the Ukraine war exposed its vulnerabilities.

"During that time, when fuel prices spiked globally, the industries faced the most trouble," he said.

Wasiur Rahman Tonmoy, senior coordinator of capacity development at Manusher Jonno Foundation, said, "We analysed 23 policy papers in Bangladesh's power and energy sector. None of the papers incorporated women's access to energy. Moreover, the rights of marginalised people to energy are also overlooked."

Shahriar Ahmed Chowdhury, head of the Centre for Energy Research at United International University, said there were misalignments in government plans for the power and energy sector.

"Local experts were not involved in the process; the planning was injected. Foreign experts introduced unproven technologies into those papers," he said.

He said transmission and distribution systems are still not ready to handle solar energy.

Sohanur Rahman, executive coordinator at YouthNet Global, stressed the importance of capacity-building for a green transition.

"As zero carbonisation is one of the major goals of the chief adviser, it is time for Bangladesh to take the lead. We need initiatives to develop green skills and jobs, especially for youths and women," he said.

He also called for mass public consultations and worker-level input in future plans.

Former BGMEA president Faruque Hassan said there are inefficiencies in industrial energy use. "Industries are wasting around 28 percent of their energy. SREDA has initiated energy audits, but these efforts need to expand. Energy-saving technologies can help industries save energy and reduce dependence on imported fuel," he said.

Oxfam Country Director Ashish Damle highlighted global shifts back to fossil fuels, which could impact Bangladesh.

"Bangladesh needs a strong policy commitment. This is the right time to collaborate with the most affected countries and demonstrate leadership," he said.

Dr Munjurul Hannan Khan, executive director of NACOM, pointed out the lack of inter-departmental collaboration.

"Policies from the environment ministry are ignored by the energy ministry and vice versa. We also lack a specific timeline for achieving net-zero targets," he said.

He urged the government to remove taxes on renewable energy.

Shariful Islam, Oxfam's head of Influencing, Communication, Advocacy and Media, conducted the discussion.

Among others, Helvetas Bangladesh's Mohammad Mahmudul Hasan, Laudes Bangladesh's programme manager Faiza Tuba, journalist Mahfuzur Rahman Mishu, and The Daily Star's in-charge of NGOs and Foreign Missions Tanjim Ferdous spoke.

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ১৭ জানুয়ারি ২০২৫

কর্মচারীদের নিরাপত্তা কাঠামো তৈরি করবে ডিএনসিসি

নিজস্ব প্রতিবেদক

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বার্থে নিরাপত্তা কাঠামো প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। এজন্য ইতিমধ্যে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে সংস্থাটি। সচিব মাসুদ আলম ছিদ্দিক বিষয়টি গণমাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন।

সচিব জানান, গঠিত টিম বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের মতামত পর্যালোচনার মাধ্যমে একীভূত করে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের জন্য নিরাপত্তার স্বার্থে একটি নিরাপত্তা কাঠামো প্রণয়ন করবেন। এটি সাত কার্যদিবসের মধ্যে সুপারিশমালা উপস্থাপন করতে হবে কমিটিকে।

ডিএনসিসি সূত্রে জানা গেছে, গঠিত এই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে ডিএনসিসির প্রধান প্রকৌশলীকে এবং সদস্য সচিব করা হয়েছে ডিএনসিসির একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে। কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন ডিএনসিসির ড্রেনেজ সার্কেলের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, অঞ্চল-৩-এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৩, ডিএনসিসির প্রোগ্রামার এবং নিরাপত্তা কর্মকর্তা।

নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ৭ জানুয়ারি গুলশান-২-এর ৯০ নম্বর রোডে ডিএনসিসির রাজস্ব বিভাগের পুরনো কার্যালয়ে অস্থায়ীভাবে নির্মিত ব্যাডমিন্টন মাঠে ডিএনসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মকবুল হোসাইনসহ আরও কয়েকজন কর্মকর্তা ব্যাডমিন্টন খেলছিলেন। মাঠে ব্যাডমিন্টন খেলা চলাকালে রাত আনুমানিক পৌনে ৯টার দিকে হেলমেট পরিহিত একজন দুর্বৃত্ত মকবুল হোসাইনকে ডেকে নিয়ে কার্যালয়ের বাইরে রাস্তায় নিয়ে যান। অতঃপর তাকে ধারালো ছুরি দিয়ে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতসহ এলোপাতাড়ি হামলা চালিয়ে গুরুতর জখম করে দ্রুত মোটরসাইকেলযোগে পালিয়ে যান। তার চিৎকার শুনে অন্য সহকর্মীরা এগিয়ে আসেন এবং তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় দেখতে পান। এ সময় তাকে কাছের ইউনাইটেড হাসপাতালে জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়। তার বুকে, ডান হাতের কবজিতে এবং বাহুতে ধারালো ছুরি দ্বারা আঘাত করার চিহ্ন স্পষ্ট, যা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ডিএনসিসির নিরাপত্তার স্বার্থে নিরাপত্তা কাঠামো প্রণয়ন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ১৭ জানুয়ারি ২০২৫

শ্রমশক্তির অর্ধেকই উপার্জনহীন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আইএলওর প্রতিবেদন

২০২৪ সালে বেকারত্বের হার **৫ শতাংশে** স্থির ছিল

অমীমাংসিত ঋণ সমস্যা শ্রমবাজারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে

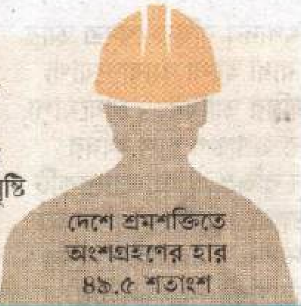

শ্রমশক্তিতে পুরুষদের অংশগ্রহণ ৭৮.৫ শতাংশ

শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ মাত্র ২১.২৫ শতাংশ

বাংলাদেশকে তরুণ, নারী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য মর্যাদাপূর্ণ চাকরির সুযোগ তৈরিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে

বাংলাদেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক শ্রমশক্তির বাইরে। দেশের জনসংখ্যার সম্ভাবনার চেয়ে এই পরিমাণ শ্রমশক্তি অপ্রতুল। এ ছাড়া রাজনৈতিক উত্তেজনা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অমীমাংসিত ঋণ সমস্যা শ্রমবাজারে চাপ সৃষ্টি করায় বৈশ্বিক শ্রমবাজার পুনরুদ্ধার স্থবির হয়ে পড়ছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলও 'বিশ্ব কর্মসংস্থান ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি-২০২৫' এর প্রতিবেদনে এমন তথ্য প্রকাশ করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার আইএলও ঢাকা কার্যালয় থেকে এই প্রতিবেদন গণমাধ্যমে পাঠানো হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালে বৈশ্বিক কর্মসংস্থান স্থবির ছিল। শুধু শ্রমশক্তির বৃদ্ধির কারণে কর্মসংস্থান সামান্য বৃদ্ধি পেলেও বেকারত্বের হার ৫ শতাংশে স্থির ছিল। এতে তরুণ বেকারত্ব খুব বেশি কমেনি। এখনো এই হার ১২.৬ শতাংশের বেশি। এ ছাড়া অনানুষ্ঠানিক কাজ এবং কাজের দারিদ্র্যতা পূর্ব-মহামারি পর্যায়ে ফিরে এসেছে। মর্যাদাপূর্ণ চাকরি তৈরিতে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে নিম্ন আয়ের দেশগুলো।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে আইএলও প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, দেশে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৪৯.৫ শতাংশ, যেখানে নারী-পুরুষ বৈষম্য প্রকট। এতে পুরুষদের অংশগ্রহণ ৭৮.৫ শতাংশ এবং নারীদের মাত্র ২১.২৫ শতাংশ। বিশেষ করে নারীরা কর্মসংস্থানে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ফলে কম উৎপাদনশীল খাতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ ছাড়া লিঙ্গ অনুসারে সংশ্লিষ্ট বয়সের মোট যুবক-যুবতীদের মোট সংখ্যার শতাংশ (এনইইটি) যুবকদের অংশ ৩০.৯ শতাংশে রয়েছে, যেখানে পুরুষের হার ১১.১ শতাংশ এবং নারীদের হার ৪৯.৩ শতাংশ।

এই প্রসঙ্গে আইএলওর বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর টুমো পৌটিয়াইনেন দক্ষতা উন্নয়ন, তরুণদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী শ্রমবাজারের সুশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, সামাজিক সুরক্ষা সম্প্রসারণ ও বেসরকারি তহবিলের কার্যকর ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনটিতে।

পুনরুদ্ধারের চ্যালেঞ্জ : রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং অমীমাংসিত ঋণ সমস্যা শ্রমবাজারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। যদিও মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে, এটি এখনো উচ্চ অবস্থানে রয়েছে এবং মজুরির মান কমিয়ে দিচ্ছে বলে রিপোর্টটি জানিয়েছে। প্রকৃত মজুরি শুধু কিছু উন্নত অর্থনীতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেশির ভাগ দেশ এখনো মহামারি এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব থেকে পুনরুদ্ধারের পর্যায়ে রয়েছে।

শ্রমশক্তিতে তরুণদের অংশগ্রহণ কমছে : নিম্ন আয়ের দেশগুলোর তরুণদের মধ্যে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার কমছে, তবে উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে এটি বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে বয়স্ক কর্মী এবং নারীদের মধ্যে। তবুও লিঙ্গবৈষম্য এখনো প্রকট এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের কম অংশগ্রহণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

তরুণ পুরুষদের মধ্যে অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং অনেকে এখন শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের মধ্যে নেই। এই প্রবণতা বিশেষত নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে প্রকট।

২০২৪ সালে নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে তরুণ পুরুষদের নিট হার এক কোটি ৫৮ লক্ষ (২০.৪ শতাংশ) এবং তরুণ নারীদের নিট হার দুই কোটি ৮২ লাখে (৩৭.০ শতাংশ) পৌঁছেছে, যা ২০২৩ সালের তুলনায় যথাক্রমে পাঁচ লাখ এবং সাত লাখ বেড়েছে।

বিশ্বব্যাপী ২০২৪ সালে তরুণ পুরুষদের নিট হার আট কোটি ৫৮ লাখ (১৩.১ শতাংশ) এবং তরুণ নারীদের নিট হার ১৭ কোটি ৩৩ লাখ (২৮.২ শতাংশ) পৌঁছেছে, যা আগের বছরের তুলনায় যথাক্রমে ১০ লাখ এবং ১৮ লাখ বেড়েছে।

বৈশ্বিক চাকরির গ্যাপ পৌঁছেছে ৪০ কোটি ২০ লাখে : বিশ্বব্যাপী চাকরির গ্যাপ, যা চাকরি করতে ইচ্ছুক কিন্তু কর্মহীন মানুষের সংখ্যা নির্দেশ করে—২০২৪ সালে ৪০ কোটি ২০ লাখে পৌঁছেছে। এর মধ্যে ১৮ কোটি ৬০ লাখ বেকার, ১৩ কোটি ৭০ লাখ হতাশ কর্মী। সাত কোটি ৯ লাখ মানুষ কাজ করতে চাইলেও বিভিন্ন দায়িত্বের কারণে কর্মসংস্থানে অংশ নিতে পারেনি।

ডিজিটাল এবং গ্রিন সেক্টরে নতুন সুযোগ : গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রিন এনার্জি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। সৌরশক্তি এবং হাইড্রোজেন শক্তিতে বিনিয়োগের কারণে নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে চাকরি বিশ্বব্যাপী এক কোটি ৬২ লাখ বেড়েছে। তবে এই চাকরিগুলোর পরিধি বিশ্বব্যাপী অসম, যার প্রায় অর্ধেক পূর্ব এশিয়ায় কেন্দ্রীভূত।

উদ্ভাবনী সমাধান : আইএলওর মহাপরিচালক গিলবার্ট এফ হংবো বলেন, 'সামাজিক ন্যায়বিচার এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে মর্যাদাপূর্ণ কাজ এবং উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান অপরিহার্য।

শোভন কাজ

WEDNESDAY JANUARY 15, 2025
MAGH 1, 1431 BS
The Daily Star

AT A GLANCE

Govt to manage jobs for **40,000** laid-off Beximco workers	Factories inside Beza, Bepza will recruit them	Govt also trying to sell **16** textile, garment units of the group	Bida is trying to find foreign customers	Independent BSEC board to oversee the sale, operations

WELL AND KICKING

Beximco Pharma | Beximco Ceramics | Beximco Limited

FINANCIAL HARDSHIP

- Beximco owes Tk 50,000cr to banks, over half of it defaulted
- The cash-strapped conglomerate cannot pay its workers
- Work orders dry up after Aug 5 political changeover

Govt to find jobs for 40,000 workers laid off by Beximco

REFAYET ULLAH MIRDHA

The government is trying to find jobs for 40,000 laid-off workers of Beximco Group in factories within the Bangladesh Export Processing Zone Authority (Bepza) and the Bangladesh Export Zones Authority (Beza), a senior labour ministry official said.

The group in December last year laid off more than 40,000 workers across its 16 textile and garment units, citing a decline in work orders from international clothing retailers and brands.

In addition to finding jobs for the laid-off workers, the government is also looking for foreign buyers for the textile and garment factories, said AHM Shafiquzzaman, secretary of the Ministry of Labour and Employment.

Finding jobs for the laid-off workers is a decision of the government's advisory council, the labour secretary said, adding that laid-off workers will receive partial salaries from Janata Bank until March this year.

Shafiquzzaman also said that an independent board has recently been formed by the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) to oversee the sale and operation of the group's factory units.

The independent BSEC board reported that the group's pharmaceuticals and ceramics divisions are performing well and are profitable.

These units will continue to operate while the Bangladesh Investment Development Authority (Bida) looks for foreign buyers for the group's 16 textile and garment units, the labour secretary told The Daily Star over the phone.

Following the ouster of the Awami League government in early August last year, the conglomerate landed in hot water.

Its Vice-chairman Salman F Rahman, who is now behind bars, was an influential adviser to deposed prime minister Sheikh Hasina.

Rahman is accused of weaponising his political influence for personal business gain.

After the fall of Awami League, a series of financial irregularities involving Rahman and his business empire came to light.

Recent Bangladesh Bank data showed that Beximco Group owed nearly Tk 50,000 crore in bank loans as of November 2024, with more than half of the amount becoming non-performing.

The amount of defaulted loans owed to the state-owned Janata Bank is more than Tk 23,500 crore, and the bank can sell the group's properties following legal procedures, said the labour secretary.

"We will follow the legal procedures in the sale of Beximco properties," Shafiquzzaman added.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Govt to find jobs for 40,000 workers

He said that the advisory council would meet again on January 20 at the Secretariat to review the progress of the sale of Beximco textile and garment units.

Meanwhile, Osman Kaiser Chowdhury, director of the Beximco Group's finance and corporate affairs division, opposed the government move, saying, "How can another person or the government sell the companies of others?"

"When the government makes a final decision to sell the units, the group will seek legal recourse in court," he said.

He also said the group has sought legal remedy from the court challenging the appointment of directors to three Beximco units.

Recently, the government appointed nine directors to Beximco Pharma, seven directors to Beximco Ceramics, and nine directors to Beximco Limited, he said.

The group used to export $30 million worth of textile and garment items per month before the fall of the Awami League government last year, Chowdhury also said.

If the government allows the group to open letters of credit (LCs), Beximco can resume exporting textile and garment items, as the group had maintained strong relationships with international clothing retailers and brands, he claimed.

A senior Bida official, speaking on condition of anonymity, said the process of selling or divesting units of any personal property by the government could be lengthy due to legal disputes.

Ashik Chowdhury, executive chairman of both the Bida and the Beza, said discussions are underway to rehabilitate the laid-off Beximco Group workers in factories in Beza and Bepza.

"Export-oriented garment factories have a demand for workers and it is expected that the laid off workers can be rehabilitated in these factories, as the work orders previously delivered by the Beximco Group will likely remain within the country."

Regarding the sale of the Beximco Group's textile and garment units, Ashik Chowdhury also said that Bida, as the investment regulatory body, has been assisting the government in selling the units.

Bida is submitting customer proposals to the advisory council, as the body has been assigned to do so, he said.

However, the Bida executive director declined to comment on the number of proposals received from customers so far.

The apparel and textile units of the group are located on Dhaka's outskirts Gazipur.

On December 15 last year, Beximco issued notifications informing the officials, employees and workers that the factories would enforce layoffs from 16 December.

Regarding employee salaries during the 45-day layoff period, the notifications referenced the Labour Law, which stipulates half of the basic payment for workers and some other benefits.

The factories included Shinepukur Garments, Urban Fashions, Yellow Apparels, Prefix Fashions, RR Washing, Beximco Fashions, Bextex Garments, New Dacca Industries, Int'l Knitwear & Apparels, Esses Fashions, Escorp Apparels, Crescent Fashion and Design and Crescent Accessories Limited.

Beximco employs a total of 70,000 workers, making the layoff of over 40,000 workers equivalent to more than 57 percent of its workforce.

The Daily Star JANUARY 17, 2025

Labour leaders call for easier union rules

Seek 20-worker threshold, not 20% of workers

REFAYET ULLAH MIRDHA

Labour union leaders yesterday suggested that the government amend the labour law, easing the condition of a 20 percent workers' participation threshold to only 20 workers to facilitate freedom of association.

Currently, 20 percent of workers' signatures are required to form a union in factories under the labour law, said Nazma Akter, president of Sammilito Garment Sramik Federation, after a meeting.

But the union leaders demanded only 20 workers' signatures instead of 20 percent, said a union leader after the second tripartite consultative committee meeting held at the Bangladesh Secretariat in Dhaka.

The factory owners agreed to reduce the threshold to 10 percent from 20 percent, in tune with demands from international communities, including the International Labour Organization (ILO) and the European Union (EU).

The tripartite consultative committee members include representatives of the government, factory owners, and union leaders.

The discussion was held on proposed amendments to the labour law, as the government has a target to amend the law by March of this year.

At the meeting, the union leaders also demanded that workers be eligible for a basic salary of one month (30 days) when they resign after serving for one year, not 10 years.

Currently, a worker is given 14 days' basic salary when they leave or resign from the job once they have served there for five years in a row.

Currently, 20 percent of workers' signatures are required to form a union in factories under the labour law

If any worker leaves or resigns from his or her job even a day before the completion of 10 years' tenure, they are given 14 days' basic salary with other benefits.

The workers' representatives also demanded that the government offer maternity leave to female workers for six months with full payment.

The international community has been putting pressure on the government also for ensuring uniform labour laws for factories both inside and outside export processing zones (EPZs).

ANM Saifuddin, a representative of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and a tripartite consultative committee member, was present at the meeting.

After the meeting, he said the tripartite consultative committee has been working on 101 issues related to labour law and the committee was able to reach a consensus to reduce the number of proposals from more than 300.

He said the owners have agreed to reduce the threshold to 15 percent, although some of the union leaders at the meeting suggested a 10 percent threshold as per the ILO recommendations.

The reduction of the threshold was a commitment of the owners and, before the amendment of the labour law in 2018, the threshold was 30 percent. It was then slashed to 20 percent, and now 15 percent is being proposed, Saifuddin said.

Regarding maternity leave, the BGMEA representative also said it was initially 112 days, but after consultations, the number of days was increased to 120.

Labour and Employment Secretary AHM Shafiquzzaman, who chaired the meeting, said the tripartite consultative committee was able to reach consensus on 79 out of 101 amendment proposals for the Bangladesh labour act.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Now, the tripartite consultative committee members are arguing over 22 proposals, and it is expected that they will be able to reach a consensus in the third meeting to be held on January 29.

The government's target is to create a labour law of international standard as per the guidelines and recommendations of the ILO, the labour secretary also said.

Earlier, the Sheikh Hasina-led government amended the labour law, and it was sent to the country's president for his approval.

President Mohammed Shahabuddin did not sign the "Bangladesh Labour (Amendment) Bill-2023" and sent it back to parliament for reconsideration, mainly because it was not of international standard and under pressure from international communities.

Bangladesh, at the 352nd session of the ILO Governing Body, held from October 28 to November 7 last year in Geneva, committed to amending its labour law by March this year to align it with international standards.

Last week, the interim government formed a tripartite consultative committee to discuss and make recommendations on issues in the industrial sector.

The 60-member committee—comprising 20 members from the government, 20 factory owners, and 20 union leaders—will hold meetings twice a year, the Ministry of Labour and Employment announced in a circular on January 12.

According to the circular, the tripartite consultative committee will consult with relevant stakeholders to resolve problems in the industrial sector.

যুগান্তর | শনিবার ১৮ জানুয়ারি ২০২৫
৪ মাঘ ১৪৩১

সোনাতলায় ৫ শতাধিক শিক্ষক কর্মচারী বেতন পাচ্ছেন না ৮

বগুড়া ব্যুরো

ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের (ইএফটি) মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেওয়া শুরু হলেও বগুড়ার সোনাতলায় এখন পর্যন্ত ৫ শতাধিক তাদের বেতন-ভাতা পাননি। ফলে এসব শিক্ষক-কর্মচারীরা পরিবার-পরিজন নিয়ে কষ্টে আছেন। সোনাতলা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) গত ১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের ইএফটি মাধ্যমে বেতন-ভাতা প্রদান করে। প্রথম পর্যায়ে ১ জানুয়ারি সোনাতলী উপজেলার দুই শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পেয়েছেন। তবে অধিকাংশ শিক্ষক-কর্মচারী এখনও তাদের বেতন-ভাতা পাননি। এতে ওইসব শিক্ষক-কর্মচারীদের পরিবার আর্থিক কষ্টে আছেন। তাদের মাঝে কিছুটা ভয়ও কাজ করছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সোনাতলা উপজেলায় তিনটি বেসরকারি কলেজ, চারটি কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নয়টি মাদ্রাসা, ২১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আটটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে সাড়ে ৭ শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন। সামান্য ভুল-ত্রুটি যেমন, নামের বানান ভুল, ইনডেক্স নম্বর ভুল, জাতীয় পরিচয়পত্রে নামের গড়মিলের কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের ইএফটিতে বেতন-ভাতা দেওয়া সম্ভব হয়নি। সোনাতলার হরিখালী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল মাসুদ বলেন, তার প্রতিষ্ঠানে ২৮ জন শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে ১৭ জন ইএফটিতে বেতন-ভাতা পেয়েছেন। এখনও ১১ জন বেতন পাননি। মহিচরণ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রায়হান কবীর বলেন, তার বিদালয়ের ২৪ জন শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে মাত্র নয়জন ইএফটিতে বেতন পেয়েছেন। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম বলেন, চলতি সপ্তাহে আরও কিছু শিক্ষক ইএফটিতে বেতন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১৮ জানুয়ারি ২০২৫

এক বছরে বেকার অর্ধলক্ষাধিক শ্রমিক

সংকটে তৈরি পোশাক খাত

- জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশে ইন্টারনেটব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ায় মারাত্মক প্রভাব পড়ে তৈরি পোশাক খাতে
- দেশে কারখানা রয়েছে ২ হাজার ৫৬৪টি

- গত এক বছরে বন্ধ হয়েছে কমপক্ষে ৭৬টি তৈরি পোশাক কারখানা
- ২০২৪ সালে ৩৮ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছেন দেশের গার্মেন্টস মালিকরা

মুহাম্মদ সেলিম, চট্টগ্রাম

যে খাতের হাত ধরে বাংলাদেশ বৃহদাকারে রপ্তানিতে নাম লেখায় সেই তৈরি পোশাক খাত আজ সংকটে পড়েছে। গত এক বছরে বন্ধ হয়েছে কমপক্ষে ৭৬টি তৈরি পোশাক কারখানা। বন্ধ হওয়ার উপক্রম আরও শতাধিক কারখানা। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, নানান সমস্যা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি পোশাকের ক্রমান্বয়ে দাম কমার কারণে লোকসান গুনতে হচ্ছে মালিকদের। ফলে অনেকেই কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছেন। এর প্রভাব পড়েছে শ্রমবাজারেও। গত এক বছরে অর্ধলক্ষাধিক শ্রমিক বেকার হয়ে গেছে। অধিকাংশ নারী। এ পরিস্থিতি চলতে থাকলে আরও কারখানা বন্ধের শঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)-এর সাবেক সভাপতি এস এম ফজলুল হক বলেন, 'দেশের তৈরি পোশাক খাত ধুঁকে ধুঁকে চলছে। বর্তমানে হাতেগোনা কয়েকটি কারখানা ছাড়া কেউ লাভের মুখ দেখছে না। কারখানার মেশিন যত ঘুরছে, দেনা তত বাড়ছে মালিকদের। এ অবস্থা চলতে থাকলে অচিরে আরও বন্ধ হবে অসংখ্য কারখানা।'

জানা যায়, জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশে ইন্টারনেটব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ায় মারাত্মক প্রভাব পড়ে তৈরি পোশাক খাতে। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর শ্রমিক অসন্তোষ ঘিরেও দেখা দেয় অস্থিরতা। এ ছাড়া ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদহার, ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নের কারণে কাঁচামাল আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি, গ্যাসসংকট ও গ্যাট ট্যারিফ বৃদ্ধি, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ না হওয়ায় মারাত্মক প্রভাব পড়েছে এ খাতে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৃহৎ ক্রেতা দেশগুলোতে রপ্তানি ভাটা এবং প্রধান আমদানিকারক দেশগুলোর পোশাকের মূল্য কমানো। গত এক বছরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের দাম কমিয়েছে ৫ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলো পোশাকের দাম কমিয়েছে ৮ শতাংশ।

একই সঙ্গে সার্বিকভাবে গত বছর রপ্তানি অর্ডার কমেছে ৩ শতাংশ। তাই চরম সংকটে পোশাক কারখানা মালিকরা। লোকসান গুনতে গুনতে বন্ধ হয়েছে কমপক্ষে ৭৬টি করাখানা। তবে এমন সংকটের মধ্যেও ২০২৪ সালে ৩৮ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছেন দেশের গার্মেন্টস মালিকরা। এ রপ্তানিতে বড় ভূমিকা রেখেছে নিটওয়্যার পণ্য। এক বছরে নিটওয়্যার পণ্য রপ্তানি হয়েছে ২০ দশমিক ৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। একই সময়ে ওভেন পণ্য রপ্তানি হয়েছে ১৭ দশমিক ৯৫ মার্কিন ডলারের।

বিজিএমইএর তথ্যমতে, পুরো দেশে তাদের আওতাধীন কারখানা রয়েছে ২ হাজার ৫৬৪টি। এর বাইরে আট ইপিজেডে কারখানা রয়েছে ৬ শতাধিক। ২০২৪ সালে সংগঠনটির সদস্যভুক্ত ৭৬টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি এস এম ফজলুল হক বলেন, 'দেশের শিল্প খাতের উন্নয়নে স্থিতিশীল সরকারের বিকল্প নেই। শিল্প খাতে সংকট মোকাবিলায় নির্বাচিত সরকার দরকার।'

THE BUSINESS STANDARD FRIDAY 17.01.2025

Nearly half of Bangladesh's working-age population outside labour force: ILO

ILO DRAWS GRIM UNEMPLOYMENT PICTURE

- Underutilisation of potential of Bangladesh's labour force

GENDER DISPARITIES IN LABOUR FORCE PARTICIPATION

Male **78.5%**

Female **21.25%**

WHAT'S HINDERING PROGRESS?

- Youth vulnerability, particularly among women
- Informal, low-productivity jobs in agriculture
- Rate of "Not in Education, Employment, or Training" in Bangladesh 30.9%
  → 49.3% for females

ILO CALLS FOR PRIORITISING

- Skills development
- Youth employability
- Decent jobs for women, marginalised groups

LABOUR FORCE - BANGLADESH

TBS REPORT

The ILO warns geopolitical tensions, the increasing costs of climate change, and unresolved debt issues are placing additional pressure on global labour markets.

Nearly half of Bangladesh's working-age population remains outside the labour force, underscoring a significant underutilisation of the country's demographic potential, a new report by the International Labour Organization (ILO) has revealed.

According to the ILOSTAT, the labour force participation rate stands at 49.5%, with significant gender disparities – 78.5% for males compared to just 21.25% for females, as noted in the World Employment and Social Outlook 2025, released yesterday.

The report highlights Bangladesh's ongoing challenges such as high youth vulnerability, particularly among women, along with the prevalence of low-productivity jobs and informality, including within the agricultural sector. These issues continue to undermine both economic progress and social justice.

Worryingly, the NEET (Not in Education, Employment or Training) rate has reached 30.9%, with 11.1% for males and 49.3% for females.

Given these challenges, ILO Bangladesh Country Director Tuomo Poutiainen emphasised the need for prioritising skills development, improving youth employability, and establishing effective labour market governance aligned with international standards to promote employment and decent work.

"To achieve inclusive and sustained economic growth, and realise its ambition of becoming a middle-income country, Bangladesh must prioritise active labour market policies and the creation of decent employment opportunities, particularly for youth, women, and marginalised groups," Poutiainen said.

The ILO also warned that geopolitical tensions, the increasing costs of climate change, and unresolved debt issues are placing additional pressure on global labour markets. With the global economy slowing, labour markets are struggling to recover fully.

The report further noted that, despite inflation decreasing, it remains high, eroding the value of wages. Real wages have only seen increases in a few advanced economies, while most countries continue to recover from the effects of the pandemic and inflation.

প্রথম আলো • শনিবার, ১৮ জানুয়ারি ২০২৫

আইএলওর প্রতিবেদন

শ্রমবাজার পুনরুদ্ধার কঠিন হয়ে গেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বৈশ্বিক কর্মসংস্থান গত বছর অনেকটাই স্থবির ছিল। সে কারণে বিশ্বব্যাপী বেকারত্ব স্থির ছিল ৫ শতাংশে। তবে তরুণ বেকারত্বে সামান্য উন্নতি হয়ে তা ১২ দশমিক ৬ শতাংশ হয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্থর গতির কারণে শ্রমবাজারের সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার কঠিন হয়ে পড়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আইএলওর সদর দপ্তর থেকে গত বৃহস্পতিবার 'বৈশ্বিক কর্মসংস্থান ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ২০২৫' শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

আইএলওর প্রতিবেদনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এ দেশে বেকারত্বের বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে তরুণ-তরুণীরা, বিশেষ করে তরুণীরা। উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে তারা তুলনামূলক বেশি পিছিয়ে, যা অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক সুবিচার ব্যাহত করছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মূলত ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ব্যয় ও অমীমাংসিত ঋণ সমস্যা শ্রমবাজারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। বিশ্বব্যাপী কাজের ইচ্ছা ও সুযোগের ব্যবধান, অর্থাৎ কেউ কাজ করতে চায় তবে পাচ্ছে না—এমন মানুষের সংখ্যা ৪০ কোটি ২০ লাখে পৌঁছেছে। এর মধ্যে ১৮ কোটি ৬০ লাখ বেকার। ১৩ কোটি ৭০ লাখ পছন্দসই কাজ না পেয়ে করতে আগ্রহী নয়। এ ছাড়া ৭ কোটি ৯০ লাখ মানুষ যারা কাজ করতে চাইলেও পারিবারিক দায়িত্বের কারণে চাকরি করতে পারে না।

প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার কমছে। তবে উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে এই হার বাড়ছে, বিশেষ করে বয়স্ক কর্মী ও নারীদের মধ্যে। তবু লিঙ্গবৈষম্য এখনো প্রকট। কর্মক্ষেত্রে নারীদের কম অংশগ্রহণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক শ্রমবাজারের বাইরে রয়েছে। তার চেয়ে উদ্বেগজনক হচ্ছে, কোনো রকম কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নেই (এনইইটি) ৩০ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ। এই জনশক্তির মধ্যে আবার নারী-পুরুষ বৈষম্যও প্রকট। মোট শ্রমশক্তিতে পুরুষের অংশগ্রহণ সাড়ে ৭৮ শতাংশ। বাকি ২১ দশমিক ২৫ শতাংশ নারী।

প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর টুমো পৌটিয়াইনেন এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে সক্রিয় শ্রমবাজার নীতি গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে, তরুণ, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দক্ষতা উন্নয়ন, তরুণদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী শ্রমবাজারের সুশাসনের ওপর জোর দেন তিনি।

NEW AGE

SATURDAY, JANUARY 18, 2025

Democratic labour law, national minimum wage demanded

Staff Correspondent

LABOUR leaders at a rally in Dhaka on Friday called on the interim government headed by Professor Muhammad Yunus to formulate a democratic labour law reforming the existing one.

The Socialist Labour Front, labour front of the Socialist Party of Bangladesh organised the rally in front of the National Press Club to mark the 43rd founding anniversary of the organisation where its president Razequzzaman Ratan chaired.

Razequzzaman Ratan called on the interim government to take immediate steps to formulate a democratic labour law reforming the existing one for establishing rights of the workers.

He said that in the country workers were the most deprived people as they got wages by which they could not run their families.

It is also unfortunate that for a long time there has been no national minimum wage in the country, Razequzzaman said, adding that the government must introduce a national minimum wage immediately.

General secretary of the organisation Ahsan Habib Bulbul who conducted the rally said that many workers of the informal sector remained out of the labour law who were deprived of their rights.

Another central leader of the organisation Khalequzzaman Lipon demanded stopping of appointing workers on an outsourcing basis where workers were deprived of their rights.

Central leaders of the organisation Zulfiqur Ali, Abu Sayeem Khan Biplob, Selim Mahmud, Soumitra Kumar Das and others spoke at the rally.

The rally was followed by a colourful procession that paraded different city roads.

সংবাদ

রবিবার ৫ মাঘ ১৪৩১
Sunday 19 January 2025

International Labour Organization

বিশ্বজুড়ে শ্রমবাজার পুনরুদ্ধার কঠিন হয়ে গেছে: আইএলও

সংবাদ ডেস্ক

বৈশ্বিক কর্মসংস্থান গত বছর অনেকটাই স্থবির ছিল। সে কারণে বিশ্বব্যাপী বেকারত্ব স্থির ছিল ৫ শতাংশে। তবে তরুণ বেকারত্বে সামান্য উন্নতি হয়ে তা ১২ দশমিক ৬ শতাংশ হয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্থর গতির কারণে শ্রমবাজারের সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার কঠিন হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আইএলওর সদর দপ্তর থেকে গত বৃহস্পতিবার 'বৈশ্বিক কর্মসংস্থান ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ২০২৫' শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

আইএলওর প্রতিবেদনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এ দেশে বেকারত্বের বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে তরুণ-তরুণীরা, বিশেষ করে তরুণীরা। উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে তারা তুলনামূলক বেশি পিছিয়ে, যা অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক সুবিচার ব্যাহত করছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মূলত ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ব্যয় ও অমীমাংসিত ঋণ সমস্যা শ্রমবাজারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। বিশ্বব্যাপী কাজের ইচ্ছা ও সুযোগের ব্যবধান, অর্থাৎ কেউ কাজ করতে চায় তবে পাচ্ছে নাএমন মানুষের সংখ্যা ৪০ কোটি ২০ লাখে পৌঁছেছে। এর মধ্যে ১৮ কোটি ৬০ লাখ বেকার। ১৩ কোটি ৭০ লাখ পছন্দসই কাজ না পেয়ে করতে আগ্রহী নয়। এ ছাড়া ৭ কোটি ৯০ লাখ মানুষ যারা কাজ করতে চাইলেও পারিবারিক দায়িত্বের কারণে চাকরি করতে পারে না।

প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার কমছে। তবে উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে এই হার বাড়ছে, বিশেষ করে বয়স্ক কর্মী ও নারীদের মধ্যে। তবু লিঙ্গবৈষম্য এখনো প্রকট। কর্মক্ষেত্রে নারীদের কম অংশগ্রহণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক শ্রমবাজারের বাইরে রয়েছে। তার চেয়ে উদ্বেগজনক হচ্ছে, কোনো রকম কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নেই (এনইইটি) ৩০ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ। সেখানে পুরুষের হার ১১ দশমিক ১ শতাংশ আর নারী ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশ। বাংলাদেশে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার সাড়ে ৪৯ শতাংশ। এই জনশক্তির মধ্যে আবার নারী-পুরুষ বৈষম্যও প্রকট। মোট শ্রমশক্তিতে পুরুষের অংশগ্রহণ সাড়ে ৭৮ শতাংশ। বাকি ২১ দশমিক ২৫ শতাংশ নারী।

প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর টুমো পৌটিয়াইনেন এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে সক্রিয় শ্রমবাজার নীতি গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে, তরুণ, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দক্ষতা উন্নয়ন, তরুণদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী শ্রমবাজারের সুশাসনের ওপর জোর দেন তিনি।

THE BUSINESS STANDARD SATURDAY 18.01.2025

1,150 non-bonded RMGs fear closure as LC, raw material access shrinks

RMG – BANGLADESH

REYAD HOSSAIN

Over 100 factories shut due to LC and raw material woes, BGMEA says

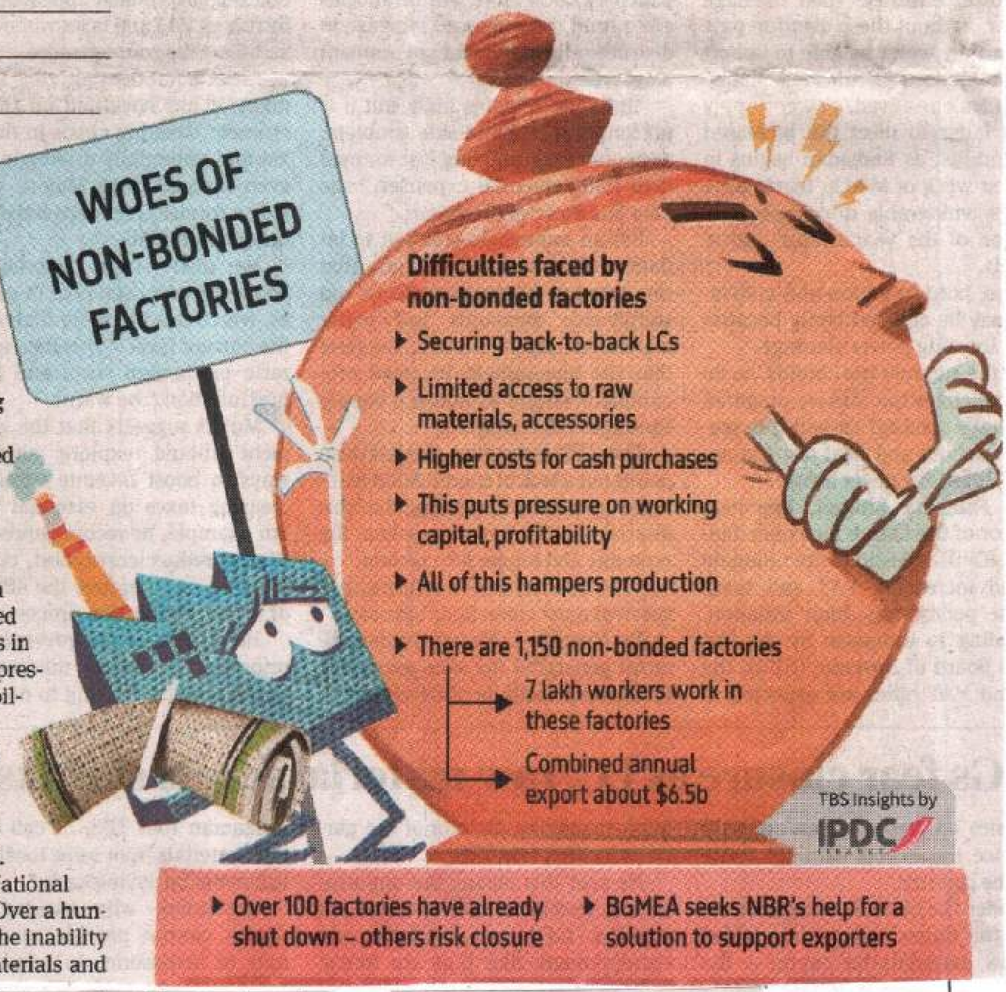

Small garment factories with limited capital, unable to afford a bonded warehouse licence, are struggling to sustain their businesses due to difficulties in securing back-to-back letters of credit (LCs) and procuring raw materials and accessories.

Sector insiders say due to the lack of a bonded warehouse licence, some banks are not opening back-to-back LCs against master LCs under the government's existing regulations.

Additionally, customs policies prevent the purchase of yarn, fabric, or accessories on credit under back-to-back LCs from local bonded licence holders. Even when buying these items in cash, businesses face higher costs, increasing pressure on working capital and reducing profitability, they say.

According to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), there are around 1,150 such factories employing around 7 lakh workers, with a combined annual export value of about $6.5 billion.

On 30 November, in a letter sent to the National Board of Revenue (NBR), the BGMEA stated, "Over a hundred factories have already shut down due to the inability to secure back-to-back LCs or procure raw materials and accessories from bonded companies. The remaining factories are also losing capacity and are on the verge of closure."

According to NBR officials, the government has adopted a strict stance because transactions between bonded and non-bonded entities are difficult to track making it harder to detect irregularities.

However, BGMEA officials argue that it is unreasonable to punish thousands of entrepreneurs due to the actions of a few guilty parties.

"Among the over 1,100 non-bonded factories, perhaps 20 are guilty. They should be identified and punished, but the rest, especially small exporters, must be supported," Anwar Hossain, administrator of the BGMEA, told TBS.

Sources say the BGMEA held a meeting last week with the NBR chairman to seek a solution.

A senior NBR official present at the meeting told TBS, on condition of anonymity, that the NBR is positive about resolving the issue.

Moazzem Hossain, an NBR member, said, "We are exploring ways to facilitate trade while stopping misuse. We are hopeful for a positive resolution."

How bonded warehouse works

The government has been providing back-to-back LC and bonded warehouse facilities to support the country's garment exporters. Through back-to-back LCs, manufacturers can purchase raw materials and accessories on credit, which are paid for once the export earnings come into the country.

Under the bonded warehouse facility, no duties or taxes are levied on raw materials for export – the only conditions are the raw materials must be stored in a designated warehouse and the entire product must be exported.

Exporters without a bonded licence do not have access to these facilities.

There are nearly 3,500 garment factories in the country, employing about 40 lakh workers. The garment sector contributes to nearly 85% of the country's total exports.

Trouble of small factories

Apparel Bangla Sourcing Limited, a small non-bonded factory in Pubail, Gazipur, began production in 2009. While it operated normally until 2019, some banks have since refused to provide it with back-to-back LCs.

It also became increasingly difficult to source raw materials from local bonded companies and the company consequently started losing orders.

In 2019, the factory employed 117 workers, but it now struggles with just 50 workers, said company officials.

"Even when we secure an LC for $50,000, we can't get a back-to-back LC for $25,000. And even if an LC is opened, bonded companies aren't supplying raw materials or accessories to us," Shariful Alam Chowd-

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

as LC, raw material access shrinks

hury, managing director of the garment factory, told TBS.

He said this means the opportunity to purchase raw materials on credit is no longer available and entrepreneurs like him are forced to buy in cash, incurring additional costs.

"Now, I am trying to survive by securing small orders worth $14,000 to $15,000. As a result, the workload is decreasing daily, and the number of workers is also shrinking," he added.

How, then, are these entrepreneurs procuring raw materials for small orders? In response, Shariful said, "With cash. Since I've been in business for a long time, some familiar sources sell me yarn. But I have to pay a higher price for it.

"If the market price of yarn is $2.20 per kg, I am forced to buy it for $2.40. On top of that, there are extra costs for accessories and banking."

He said, "Due to not having a bonded licence, we incur extra costs everywhere. We have to pay additional fees to customs for approval of export-related documents – although I am a legitimate exporter with no irregularities."

He further explained, "I can't even exit the business because I have a bank loan. I have to pay monthly instalments of Tk950,000."

RL Apparels Limited, located in North Badda of the capital, is facing the same trouble. This factory, with 100 workers, exports goods worth nearly $1 million annually.

Its managing director Md Rokonozzaman told TBS, "I can source raw materials from some local establishments by paying cash."

Explaining why bonded companies cannot provide raw materials or accessories to non-bonded companies, he said, "They are not permitted to sell to us. Bonded factories can't settle the accounts with customs authorities at the end of the year. That's why they don't want to sell to us."

He added, "If this continues, small factories like ours will eventually shut down."

He mentioned that this issue is most severe for non-bonded sweater factories.

Why exporters not interested in obtaining bonded licence

Entrepreneurs say there are several conditions that must be met to obtain a bonded licence which are difficult for small-scale entrepreneurs to comply with.

"Specific warehouse size, wide roads in the vicinity, a paid-up capital of Tk1 crore, and other conditions are required. Even if these conditions are met, one has to wait for months, or even years, after applying for a licence," said Rokonozzaman.

Beyond these requirements, entrepreneurs face a major concern – bribery. Business owners have alleged that they have to bribe customs officials at various stages, such as when obtaining the licence, during year-end audits, and while obtaining utility permits.

Shariful Alam Chowdhury said, "About a year ago, I decided to apply for the [bonded warehouse] licence. Later, I was told that the process could be expedited through a third party. Then I learned that getting the licence would require a bribe of Tk30 crore, which would be paid at various stages and to different officials.

"If the bribe is paid, whether the conditions of the licence are met becomes less of a concern."

Reasons for strict regulations

According to NBR officials, it is easier to monitor companies under the bonded licence system as they are under NBR's supervision. Even so, there are allegations of irregularities within these companies.

"When bonded companies sell to non-bonded entities, tracking those transactions becomes difficult," a senior customs official at the NBR, speaking on condition of anonymity, told TBS.

"Due to irregularities, the government faces revenue loss. Besides, local manufacturing companies producing the same products face uneven competition," he added.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), told TBS, "Cutting off the head to cure a headache is not the solution.

Action should be taken against those who commit irregularities, but this should not obstruct the export opportunities of legitimate exporters."

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ১৯ জানুয়ারি ২০২৫।

দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলুন

পেশাজীবী অভিবাসী বাড়ছে না

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাস আয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম উৎস জনশক্তি রপ্তানি। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের বাস্তবতায় বাংলাদেশের শ্রমিকরা তুলনামূলকভাবে অদক্ষ। অনেক পেশায় আমাদের কর্মীরা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। তাই ভালো ও বেশি আয়ের পেশায় বাংলাদেশিদের নিয়োগ কম। আবার দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির বিষয়টি বাংলাদেশ গুরুত্ব দিয়ে কখনো ভেবেছে বলেও মনে হয় না। কালের কণ্ঠে গতকাল প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর রেকর্ডসংখ্যক কর্মী বিদেশের মাটিতে পা রাখলেও বাড়েনি পেশাজীবী কর্মীর সংখ্যা। অভিবাসনবিষয়ক গবেষণা সংস্থা রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১০ বছর ধরে পেশাজীবী কর্মীর সংখ্যা আশানুরূপ নয়। রামরুর প্রতিবেদন বলছে, ২০২৩ সালে মূল জনশক্তির ৪.১৪ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে মূল জনশক্তির ৪.৫৯ শতাংশ পেশাজীবী কর্মী বিদেশে কাজ করতে গেছেন। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের দিক থেকে পার্শ্ববর্তী অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। এর একটি প্রধান কারণ পেশাজীবী জনশক্তি তৈরিতে আমাদের পিছিয়ে থাকা। পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে আরো বেশি রেমিট্যান্স আয় সম্ভব হতে পারে। এর পাশাপাশি নতুন শ্রমবাজারও খুঁজে বের করতে হবে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তন ও দক্ষতার দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। ভালো ও বেশি আয়ের পেশায় বাংলাদেশিদের নিয়োগ কম। আর সে কারণেই আমাদের লক্ষ্য হওয়া দরকার পেশাজীবী কর্মী। দক্ষ পেশাজীবী কর্মী পাঠানোর সুবিধাও অনেক। একজন পেশাজীবী কয়েকজন অদক্ষ শ্রমিকের সমান রেমিট্যান্স বা প্রবাস আয় দেশে পাঠাতে পারেন।

যেকোনো দেশে মানুষই সম্পদ। মানুষের শ্রমে-ঘামে-মেধায়-পরিকল্পনায় একটি দেশ বা জাতির অগ্রগতি নিশ্চিত হয়। দেশের অভ্যন্তরে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা যখন ক্রমেই বাড়ছে, তখন দক্ষ পেশাজীবী গড়ে তোলার বিষয়টি আরো গুরুত্ব নিয়ে সামনে আসছে। বিশ্ববাজারের চাহিদার ভিত্তিতে পেশাজীবীদের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। অনেক দেশ চাকরির বাজার অনুযায়ী বা 'জব মার্কেট ওরিয়েন্টেড' শিক্ষাব্যবস্থা সাজায়। জনশক্তিকে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারলে জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হবে।

জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে বহুবিধ কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। আমূল পরিবর্তন আসতে হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়। শিক্ষার্থীদের গুণগত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জীবনব্যাপী শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারলে অন্তত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সামলাতে পারার মতো দক্ষ জনশক্তি ও পেশাজীবী তৈরি করা যাবে। আমাদের তরুণরা সামান্য সহযোগিতা পেলে পেশাজীবী হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলে বাংলাদেশকে শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্বের জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে। উপযুক্ত পেশাজীবী গড়ে তুলে আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ সামনের সারিতে থাকবে, এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

NEW AGE SUNDAY, JANUARY 19, 2025,

RMG exports to EU soar by 24pc in Nov

Moinul Haque

BANGLADESH'S apparel exports to the European Union increased by 24 per cent in November 2024 compared with those in the same month of the previous year.

The EU's apparel imports from Bangladesh increased by 24.09 per cent to 1.53 billion euros in November compared with those of 1.23 billion euros in the same month of 2023, according to data from the Eurostat, the statistical office of the EU.

The country's exports were 1.75 billion euros in October with growth of 33.83 per cent, 1.54 billion euros in September with 7.39 per cent growth and 1.62 billion euros in August with 4.21 per cent growth.

A strong recovery was evident in the past three months, as exports from September to November in 2024 posted consistent growth, driven by heightened demand during the EU's peak retail season.

Exporters said that global demand for apparel had risen as inflation eased and interest rates declined in western countries.

They said that Bangladesh had been receiving increased orders for higher-value-added products.

Furthermore, exporters expressed optimism about the steady flow of orders, adding that an improvement in the law-and-order situation could attract even more global orders to Bangladesh.

The country's apparel exports to the EU in January-November of 2024 increased by 2.53 per cent, outperforming the global average of 0.34 per cent, mainly due to the consistent growth of past three months on the market.

It increased to 16.72 billion euros in the reporting period compared with those of 16.31 billion euros in the same period of 2023.

A file photo shows a worker sewing clothes at a readymade garment factory at Savar on the outskirts of Dhaka. Bangladesh's apparel exports to the European Union increased by 24 per cent in November 2024 compared with those in the same month of the previous year. — New Age photo

Knitwear exports to the EU during the reporting period increased by 0.89 per cent to 10.05 billion euros from 9.97 billion euros in the same period of 2023, while the woven sector saw a more substantial increase of 5.13 per cent, rising from 6.35 billion euros to 6.67 billion euros over the same period.

Data showed that the overall apparel imports by the EU from different countries in the first 11 months of 2024 slightly increased by 0.34 per cent to 78.60 billion euros from 78.33 billion euros in the same period of the previous year.

Bangladesh remained the second-largest apparel exporter to the EU after China, supported by its cost competitiveness and increased focus on sustainability, exporters said.

China retained its position as the EU's largest apparel exporter in the first 11 months of 2024, with exports rising by 1.19 per cent to 22.11 billion euros from 21.85 billion euros in the same period of 2023.

China's knitwear exports to the EU in the period grew by 3.67 per cent while woven garments saw a slight decline of 1.31 per cent.

The EU's apparel imports from Turkey in the first 11 months of 2024 declined by 6.99 per cent to 8.60 billion euros from 9.24 billion euros in the same period of 2023.

The EU's apparel imports from India increased by 0.70 per cent to 3.91 billion euros in January-November of 2024 compared with those of 3.88 billion euros in the same period of the preceding year.

Vietnam's apparel exports to the EU in the first 11 months of 2024 grew by 2.87 per cent to 3.63 billion euros from 3.53 billion euros in the same period of 2023.

Cambodia and Pakistan emerged as strong performers in exporting readymade garments to the EU during the January-November period of 2024, driven by significant growth in both the knitwear and woven segments.

The EU's apparel imports from Cambodia in the first 11 months of 2024 increased by 19.94 per cent to 3.58 billion euros compared with those of 2.99 billion euros in the same period of the previous year.

Pakistan's apparel exports to the EU increased by 11.16 per cent to 3.20 billion euros in January-November of 2024 compared with those of 2.88 billion euros in the same period of 2023.

সময়ের আলো সোমবার। ২০ জানুয়ারি ২০২৫।

কমছে বিনিয়োগ কর্মসংস্থান স্থবির

● স্থিতিশীলতা আসছে না দেশের অর্থনীতিতে ● দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ পরিস্থিতি নাজুক ● গুটিয়ে বসে রয়েছেন উদ্যোক্তারা ● নানা সংকটে

বন্ধ হয়ে গেছে অনেক শিল্প কারখানা

উদ্যোক্তাদের এখন আগের ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে নতুন বিনিয়োগ কীভাবে করবে

আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী বিসিআই সভাপতি

ব্যবসায়ীরা এখন দেশে নতুন বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে দশবার ভাবছেন

সেলিম রায়হান সানেমের নির্বাহী পরিচালক

● এসএম আলমগীর

স্থিতিশীলতা আসছে না দেশের অর্থনীতিতে। ঠিক একইভাবে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ পরিস্থিতিরও তেমন কোনো উন্নতি নেই। বরং দিনকে দিন বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে। একরকম হাত গুটিয়ে বসে রয়েছেন উদ্যোক্তারা। বর্তমানে যেকোনো খাতে বিনিয়োগকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করছেন তারা। ফলে নতুন বিনিয়োগ না হওয়ায় থমকে আছে নতুন কর্মসংস্থান। এ অবস্থার মধ্যে গ্যাস-বিদ্যুতের অপর্যাপ্ততাসহ বিভিন্ন রকম সংকট, দফায় দফায় ব্যাংক ঋণের সুদহার বৃদ্ধি, উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ার মতো সমস্যার কারণে অনেক শিল্প কারখানা বন্ধও হয়ে যাচ্ছে। এতে বাড়ছে বেকারত্বের হার।

এদিকে গত শনিবার রাজধানীর বিআইসিসিতে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি আয়োজিত 'শ্বেতপত্র এবং অতঃপর : অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, সংস্কার জাতীয় বাজেট' শীর্ষক যে সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়, তাতে দেশের অর্থনীতি খুবই নাজুক বলে উল্লেখ করেছেন দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতা ও অর্থনীতিবিদরা। তারা দেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়েও অনেক উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, প্রবৃদ্ধির হার ধীর হয়ে পড়ছে, বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে না। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও সংকট দেখা যাচ্ছে। ফলে দেশ একটা মধ্যমেয়াদি ফাঁদে ঢুকে পড়েছে।

দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগ পরিস্থিতি, কর্মসংস্থানের যে নাজুক অবস্থার কথা শোনা যাচ্ছে, বাস্তবচিত্র তার চেয়ে আরও বেশি খারাপ-এ মন্তব্য করে সানেমের নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান সময়ের আলোকে বলেন, 'নতুন বিনিয়োগ এখন নেই বললেই চলে। দেশি-বিদেশি উভয় বিনিয়োগকারীই এখন দেশে নতুন বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে দশবার ভাবছেন। এর কারণ দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এখন দেশের ক্ষমতায় অন্তর্বর্তী সরকার, রাজনৈতিক সরকার নেই। দু মাস পর, ছয় মাস পর বা এক বছর পর দেশের পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে, দেশে কি দ্রুত নির্বাচিত সরকার আসবে, নাকি নির্বাচিত সরকার আসতে দেরি হবে-এসব অনেক কিছু নিয়েই ভাবছেন উদ্যোক্তারা। কেননা রাজনৈতিক সরকার দ্রুত এলে উদ্যোক্তা ধরে নেয় মোটামুটি পাঁচ বছর আর রাজনৈতিক অস্থিরতা হবে না। তখন পরিবেশও বিনিয়োগের উপযোগী থাকবে মনে করেন উদ্যোক্তারা এবং বিনিয়োগ বাড়ান। এখন সে রকম পরিস্থিতি না থাকায় বিনিয়োগ কম হচ্ছে। আর নতুন বিনিয়োগ না হওয়ায় কর্মস্থানের স্থবিরতা দেখা দিয়েছে।'

দেশে যে বিনিয়োগ কমছে তার চিত্র দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা বিডার তথ্যে। বিডার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২১ সালের পর থেকেই দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে ভাটা পড়েছে। এমনকি সরকার পরিবর্তনের পরও বিনিয়োগে ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। বিডার তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে ১ হাজার ৮৩টি ব্যবসা প্রকল্পের জন্য ১ হাজার ৩৩৪ কোটি ৫১ লাখ ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব নিবন্ধন হয়েছে। পরের বছর ১ হাজার ৮১টি ব্যবসা প্রকল্প নিবন্ধনের মাধ্যমে ১ হাজার ২৮৮ কোটি ৩৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছিল। ২০২৩ সালে আরও কমে ব্যবসার ৯৯৮টি প্রকল্পে ৮৯৭ কোটি ৮৫ লাখ ডলার হয়। আর ২০২৪ সালে ব্যবসার ৭৪২টি প্রকল্পে ১ হাজার ১৬৩ কোটি ডলার বিনিয়োগ নিবন্ধন হলেও এপ্রিল-জুন প্রান্তিকেই ২৫৪ প্রকল্পে ৬৬৬ কোটি ৮০ লাখ ডলার হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সরকার পরিবর্তনকালীন জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে তা কমে ১৮৬ প্রকল্পে মাত্র ১৮৬ কোটি ৭১ লাখ ডলার হয়।

অপরদিকে বিনিয়োগের বাস্তবচিত্র ফুটে ওঠে প্রধান উপাদান মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ৫ মাস জুলাই-নভেম্বরে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ঋণপত্র বা এলসি খোলা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৬ শতাংশ কমেছে। একইভাবে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ঋণপত্র নিষ্পত্তি কমেছে প্রায় ২২ শতাংশ। এতেই দেশে নতুন বিনিয়োগ কমার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

দেশের উদ্যোক্তারা বলছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সংকোচনমূলক মুদ্রানীতিতে দেশে দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে ব্যবসার পরিধি। মূল্যস্ফীতি কমানোর চেষ্টায় দফায় দফায় নীতি সুদহার বাড়ানোয় ব্যাংকঋণের সুদ অনেক বেড়ে যাওয়ার প্রভাব পড়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা। আর দুর্বল অর্থনীতির সূচকে আটকে গেছে ব্যবসার গতি। সীমিত বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ এবং আকাশচুম্বী সুদের চাপে পড়েছে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতা ও বাংলাদেশ চেম্বার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী পারভেজ সময়ের আলোকে বলেন, 'উদ্যোক্তাদের এখন আগের ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে, নতুন বিনিয়োগ কীভাবে করবে। কারণ শিল্প কারখানায় চাহিদামাফিক গ্যাস-বিদ্যুৎ মিলছে না, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়িয়েই চলেছে। ডলারের বাজার এখনও টালমাটাল। বিগত কয়েক মাসের দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে এবং বহুমুখী সংকটে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই এ পরিস্থিতিতে উদ্যোক্তারা এখন আগের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার লড়াই করছেন, নতুন বিনিয়োগ নিয়ে ভাবছেন না।'

ধারাবাহিকভাবেই কমছে বিনিয়োগ

জানা যায়, আয় ফেরত আনার ভোগান্তি, অস্থিতিশীল বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের নেট ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (এফডিআই) বা বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ আগের বছরের তুলনায় ৮ দশমিক ৮ শতাংশ কমেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সবশেষ তথ্য অনুসারে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নেট এফডিআই প্রবাহ ১ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে এফডিআই প্রবাহ কমেছে ১৪২ মিলিয়ন ডলার।

বাড়ছে বেকারের হার

সম্প্রতি বিবিএসএর প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিনিয়োগ না হওয়ায় দেশে বেকারের হার বাড়ছে। বিদায়ি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে শ্রমশক্তির ২৬ লাখ ৬০ হাজার মানুষ বেকার ছিলেন। এতে বলা হয়, দেশের কর্মে নিয়োজিত বা শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাওয়ায় বেকার লোকের সংখ্যা বেড়েছে।

এক বছরের ব্যবধানে দেশে বেকার মানুষের সংখ্যা ১ লাখ ৭০ হাজার বেড়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। ২০২৪ সালের শুরুতে বেকার মানুষ কম থাকলেও বছর শেষে ধারাবাহিকভাবে এ সংখ্যা বেড়েছে। একই সময়ে কৃষি, সেবা এবং শিল্প-সব খাতেই কর্ম হারিয়ে বেকার হয়েছে অনেক মানুষ। নারীর চেয়ে পুরুষ বেকারের সংখ্যা বেশি বেড়েছে বলে উঠে এসেছে জরিপে।

২০২৪ সালের তৃতীয় প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) শ্রমশক্তি জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিবিএস। এতে দেখা যায়, বর্তমানে দেশে ২৬ লাখ ৬০ হাজার বেকার আছেন। ২০২৩ সালের এ সময়ে গড় বেকারের সংখ্যা ছিল ২৪ লাখ ৯০ হাজার। এর অর্থ আগের বছরের তুলনায় এখন দেশে বেকারের সংখ্যা বেশি।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) নিয়ম অনুসারে, বেকার জনগোষ্ঠী মূলত তারাই-যারা পূর্ববর্তী ৭ দিনের মধ্যে মজুরির বিনিময়ে একঘণ্টা কাজ করারও সুযোগ পাননি এবং পরবর্তী এক মাস ধরে কাজ খুঁজেছেন; কিন্তু মজুরির বিনিময়ে কোনো কাজ পাননি। বিবিএস এ নিয়ম অনুসারেই বেকারের হিসাব দিয়ে থাকে।

বিবিএসের হিসাব অনুসারে, গত সেপ্টেম্বর মাস শেষে দেশে পুরুষ বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭ লাখ ৯০ হাজার, আর নারী বেকার ৮ লাখ ৭০ হাজার।

২০২৩ সালের একই সময়ে পুরুষ বেকার ১৬ লাখ ৪০ হাজার, আর নারী বেকার ছিল ৮ লাখে ৫০ হাজার। সেই হিসাবে পুরুষ বেকার বেড়েছে ১ লাখ ৫০ হাজার এবং নারী বেকার বেড়েছে ২০ হাজার। বিবিএস বলছে, শ্রমশক্তিতে এখন ৫ কোটি ৯১ লাখ ৮০ হাজার নারী-পুরুষ আছেন। অথচ ২০২৩ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে ছিল ৬ কোটি ১১ লাখ ৫০ হাজার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা কমেছে ১৯ লাখ ৫০ হাজার। মোট শ্রমশক্তিতে থাকা জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৫ কোটি ৬৫ লাখ ২০ হাজার লোক কর্মে নিয়োজিত। বাকিরা বেকার।

বিনিয়োগ আকর্ষণে ১৯ খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে বিডা

এদিকে তৈরি পোশাক, বস্ত্র ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ মোট ১৯টি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে কাজ করবে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)। এ জন্য সংস্থাটি একটি হিটম্যাপ অর্থাৎ গতিশীল পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। বিডার পক্ষ থেকে এ হিটম্যাপ বা পরিকল্পনা পাঠানো হয়েছে গণমাধ্যমে। এতে জানানো হয়, সংস্থাটি দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণে আরও কার্যকরভাবে কাজ করবে।

বিডা বলেছে, বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের প্রবাহ কম এবং গত কয়েক বছর ধরে তা একটি স্থির প্রবণতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে গত দুই অর্থবছরে দেশে বিদেশি বিনিয়োগ অনেক কমেছে।

বিডার হিটম্যাপে প্রাথমিকভাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১৯টি খাতকে চিহ্নিত করে এসব খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য কাজ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খাতগুলো হচ্ছে তৈরি পোশাক, বস্ত্র (অ্যাডভান্সড টেক্সটাইল ও টেকনিক্যাল টেক্সটাইল), নবায়নযোগ্য জ্বালানি, চামড়া, অটোমোবাইল ও এর সরঞ্জাম, ওষুধ, প্লাস্টিক, হালকা প্রকৌশল, জুতা, ইলেকট্রনিকস, সেমিকন্ডাক্টর, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, খেলনা, চিকিৎসা সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি, তথ্যপ্রযুক্তি, সরবরাহ ও এপিআই।

রবিবার
৫ মাঘ ১৪৩১, ১৯ জানুয়ারি ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

শ্রমজীবীদের অধিকার রক্ষায় চাই আইন সংশোধন

শ্রমিক সমাবেশে বক্তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বিদ্যমান শ্রম আইন সংশোধন করে ব্যক্তিগত গাড়িচালক, গৃহকর্মী, পর্যটন কর্মীসহ প্রত্যেক শ্রমজীবী মানুষের শ্রমিক অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, জাতীয় ন্যূনতম মজুরি এবং মজুরি নির্ধারণের মানদণ্ড নির্দিষ্ট করা, কর্মক্ষেত্রে জীবনহানি বা অঙ্গহানিতে আজীবন আয়ের মানদণ্ডে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান করাসহ বেশকিছু দাবি করেছে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট।

শুক্রবার বিকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শ্রমিক সমাবেশ ও মিছিল কর্মসূচি থেকে এসব দাবি করা হয়। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের ৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই শ্রমিক সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপ কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের অন্যতম শীর্ষ নেতা রাজেকুজ্জামান রতন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জুলফিকার আলী, কোষাধ্যক্ষ আবু নাঈম খান বিপ্লব, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, আইন সম্পাদক বিমল চন্দ্র সাহা, দপ্তর সম্পাদক সৌমিত্র কুমার দাস, নির্বাহী সদস্য এস এম কাদির, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, আউট সোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদের রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

আয়োজনে আরো যে সব দাবি করা হয় তার মধ্যে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যর্থতায় সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, স্থায়ী ধরনের কাজে আউটসোর্সিং, ঠিকাদার কর্তৃক বা অস্থায়ী নিয়োগ বন্ধ করে বর্তমানে কর্মরতদের স্থায়ী নিয়োগ দেওয়া, শিল্প সম্পর্ক চর্চায় আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮-এর প্রয়োগ নিশ্চিত ও শ্রম অধিদপ্তরের অব্যবস্থাপনা-অনিয়ম দূর করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, শ্রমজীবীদের জন্য রেশন, আবাসন ও বিনা মূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে প্রত্যেকের জন্য ন্যূনতম মানবিক জীবন নিশ্চিত করা, মালিকানা নির্বিশেষে সব খাতে মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস ও হয়রানিমুক্ত নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, সর্বজনীন পেনশন স্কিমে শ্রমজীবীদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে যুক্ত ও বেকার ভাতা চালু করা এবং পাটকল, চিনিকলসহ বন্ধ সব কলকারখানা রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় চালু করা উল্লেখযোগ্য।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২ হাজার ৮২৪ ডলার অর্থাৎ ৪ সদস্যের একটি পরিবারের মাসিক আয় হতে হবে ১ লাখ ১০ হাজার টাকার বেশি। অথচ আমাদের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত নেই, গার্মেন্টস শ্রমিকরা ২৪ হাজার টাকা মজুরি দাবি করায় জীবন দিতে হয়েছে। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি তো দেওয়া হয়-ই না, উলটো মজুরি-গ্র্যাচুয়িটি চুরির সিন্ডিকেট গড়ে তোলা হয়েছে। স্থায়ী কাজে ঠিকাদারি, আউটসোর্সিং, ঠিকা চুক্তিতে কাজ করানো, নিয়োগপত্র-পরিচয়পত্র না দিয়ে চাকরির প্রমাণ গোপন করা, কোথাও পেশিশক্তি ব্যবহার করে কোথাও দালাল নেতৃত্ব ব্যবহার করে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করা, দমন করার অপকৌশলের ব্যবহার এখনো অব্যাহত। সিপিডির গবেষণায় শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবি সত্য প্রতিফলিত হয়েছে যে, দেশের ৮৫ শতাংশ শ্রমিক শ্রম আইনের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। রাষ্ট্রীয় কলকারখানা বন্ধ করে দিয়ে শ্রমের বাজারকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন করে মজুরির অধিকারকে দয়ায় পরিণত করা হয়েছে। এই সব অব্যবস্থাপনা দূর করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, শ্রমিকদের জন্য খাদ্য, আবাসন, চিকিৎসা, বার্ধক্যে নিরাপত্তা, মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা ছাড়া বৈষম্য বিরোধের কথা অপলাপ মাত্র।

সমকাল
রোববার। ১৯ জানুয়ারি ২০২৫

নারী শ্রমিক কমে ৫০ শতাংশ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

পোশাক কারখানায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন কমছে। তিন যুগ আগেও প্রত্যেকটি কারখানায় ৮০ শতাংশ শ্রমিক ছিলেন নারী। বর্তমানে সে সংখ্যা কমে হয়েছে ৫০-৬০ শতাংশ।' গতকাল শনিবার গাজীপুর মহানগরের একটি মিলনায়তনে এক কর্মশালায় এ তথ্য জানানো হয়।

সেন্টার ফর কমিউনিকেশন অ্যাকশন বাংলাদেশ ((সি-ক্যাব) নামে একটি সংস্থা গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়ে এ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে পোশাক কারখানায় কাজ করা নারীদের মধ্যে যারা জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন, তাদের গল্প গণমাধ্যমে তুলে ধরার আহ্বান জানানো হয়।

এইচঅ্যান্ডএম ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে সি-ক্যাব ও ১৪টি সহযোগী সংস্থা 'অপরাজিতা' প্রকল্পের মাধ্যমে নারী কর্মীদের ক্ষমতায়নে কাজ করছে বলে কর্মশালায় জানানো হয়। এ সময় সি-ক্যাবের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার ফারজিয়া আহমেদ ও হাসান জেমস প্রকল্পের কার্যক্রম ও নারী কর্মীদের ওপর পরিচালিত গবেষণার তথ্য তুলে ধরেন।

সি-ক্যাবের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ জেইন আল-মাহমুদ বলেন, দেশে তৈরি পোশাক খাতের মতো অন্য কোনো খাতে এত নারীর কাজের সুযোগ নেই। পুরুষ চাকরি হারালে বিকল্প কাজ পান, কিন্তু নারীদের জন্য সে সুযোগ সীমিত। পোশাক খাতে নারী শ্রমিক কমে গেলে সামাজিক সমস্যা ও অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

THE BUSINESS STANDARD MONDAY 20.01.2025

Why Bangladesh's RMG turns to imported yarn, fabrics despite local supply

Bangladesh's cotton yarn imports increase by 39% in 2024

Garment makers prefer imported yarn, saving significantly

Indian yarn costs $2.90 per kg, while Bangladeshi yarn costs $3.10

Local production costs surge by 30% due to higher gas prices, wages

Over 30 textile mills closed in past year, more expected for high operating costs

Economist says focus should be on reducing operational costs

RMG - BANGLADESH

REYAD HOSSAIN

Bangladesh spent $2.28b in yarn imports in 2024

Bangladesh's textile industry, a cornerstone of its economy, is facing mounting challenges as garment makers, particularly knitwear manufacturers, increasingly turn to imported yarn and fabrics despite significant domestic investments.

Industry insiders warn the growing reliance on imports could place local spinners at considerable risk.

Recent data from the National Board of Revenue shows the scale of the issue. In 2024, Bangladesh's cotton yarn imports surged by 39%, reaching a record expenditure of $2.28 billion. Besides, fabric imports by knitwear factories rose by 38%, costing the country another $2.59 billion.

A significant portion of these imports came from India, heightening competition for domestic suppliers.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Why Bangladesh's RMG turns to imported yarn

This trend is perplexing given the sector's substantial expansion in recent years.

Following the Covid-19 pandemic, local textile millers invested approximately $2 billion to enhance their capacity and meet growing demand. However, these investments now appear to be under strain as the industry grapples with shifting dynamics.

Garment makers point to factors such as price competitiveness as the reason for preference for imports.

For instance, MB Knit Fashions, located in Narayanganj, has recently secured a purchase order worth $48 million. To meet production requirements, the company has decided to import recycled polyester cotton from India, a fabric made from recycled cotton and polyester fibres.

The imported fabric will cost the company $2.19 per kilogram, delivered to the Chattogram port. In comparison, sourcing the same yarn from local spinning mills would cost $2.45.

Mohammad Hatem, managing director of MB Knit Fashions, told The Business Standard that they have calculated that by importing 800 tonnes of yarn, they would save $208,000.

"If we bought yarn locally, the tax incentives would only result in a post-tax saving of $56,000, leaving us with a net savings of $148,000," he explained. "So, why would I choose to purchase yarn from local mills under these conditions?"

MB Knit once imported 20% of their yarn, now nearly 90% is imported, said Hatem, who is also the president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA).

He mentioned that over 80% of last year's yarn imports came from India.

Fakir Kamruzzaman Nahid, managing director of Fakir Fashions, shared similar views, saying, "We save about $0.20 per kg by importing yarn. Sourcing from India has become more viable, with local sourcing now down to 30%, compared to 50% a year ago."

Despite the increase in imports, the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) does not have data on how much local mills' sales have decreased or whether they have declined at all.

However, BTMA data shows that two years ago, local mills supplied around 85% of the yarn for knitwear exports.

Why local mills struggling

Millers said production costs have increased by 30% over the last two years due to higher gas prices, rising wages, and less gas supply. Despite expanding their capabilities, mills are finding it hard to reduce costs.

Moreover, government incentives for using local yarn have been significantly reduced, they said. Cash incentives have dropped from 4% to 1%, while special incentives have fallen from 1% to 0.3%.

These incentives take up to a year to be processed, and after a 10% tax deduction, additional costs are incurred. As a result, garment exporters are less inclined to use local yarn, according to millers.

Local spinning mills are also unable to lower prices due to a sharp 179% rise in gas prices, the implementation of new wage structures, and increased bank loan costs and stringent conditions.

Additionally, textile mill owners have raised concerns about the illegal import of yarn through smuggling and the misuse of bonded warehouse privileges, which flood the market with imported yarn.

Md Khorshed Alam, chairman of Little Star Spinning Mills, told TBS that the production cost of each kg of 30 count yarn, widely used in Bangladesh's garment industry, now exceeds $3.

"We sell it at prices ranging from $3.10 to $3.50, but due to declining demand, some mills are forced to sell at even lower prices to avoid losses," said Alam.

Importers said the same yarn from India is available for $2.90, making them less inclined to purchase from local mills.

Alam, also a director of BTMA, said more than 30 textile mills have shut down in the past year and the number is expected to increase.

MB Knit's Mohammad Hatem said due to the government's flawed policies, Bangladesh's backward linkage industry will become increasingly import-dependent.

"Previous government actions were aimed at strategically handing over the country's textile industry to foreign entities," added Hatem.

According to the Association, Bangladesh has around 1,900 textile mills, including spinning, fabric, dyeing, printing, and finishing mills, with a total investment of $22 billion. According to BGMEA, Bangladesh's garment exports increased by over 7% in 2024, with knitwear exports reaching nearly $20 billion.

Is India exporting in dumping price

India has an advantage over Bangladesh as it has its own cotton supply. However, despite this, the production costs in both countries are comparable, at around $3 per kilogramme.

Saleudh Zaman Khan, vice president of BTMA, said the India provides additional financial and policy benefits to the country's textile exporters, both centrally and at the state level, giving them a competitive edge.

Explaining further, he said, "Textile exporters in India benefit from a negotiable instrument offering 3.88% of the export value or ₹11 per kilogramme, whichever is lower. This scheme is known as the Remission of Duties or Taxes on Exported Products (RoDTEP)."

In addition to this, exporters receive a 2% duty drawback on textile product exports. Combined, these incentives amount to about 6% of their total export value.

According to the Indian Trade Portal, the RoDTEP scheme is designed to help exporters recover the taxes and duties paid on exported goods.

Saleudh alleged, "Taking advantage of these incentives, Indian exporters are selling to Bangladesh at dumping prices."

He called for the imposition of anti-dumping duties on yarn imports from India. However, he could not provide any evidence to support this claim.

'Focus on reducing business costs'

Zahid Hussain, former lead economist at the World Bank's Dhaka office, said garment exporters pay only 12% tax, compared to the standard corporate tax rate of 27.5%.

He believes that long-term support for textile or garment entrepreneurs using taxpayer money is unsustainable as Bangladesh is set to graduate from LDC status.

He suggested that instead of direct financial aid, efforts should focus on reducing business costs.

"Support should aim at lowering logistics, port, banking, customs, and other public service costs to enhance competitiveness," he added.

THE BUSINESS STANDARD
TUESDAY 21.01.2025

Closed jute mills to be converted into fertiliser warehouses: Agri secy

GOVT - BANGLADESH

TBS REPORT

Agriculture Secretary Mohammad Emdad Ullah Mia said closed or abandoned jute mills will be converted into fertiliser warehouses. As part of a long-term plan, steps are being taken to enhance fertiliser storage capacity.

Besides constructing new storage facilities, alternative potential locations are being explored, he said.

This will enable the purchase of fertiliser at lower prices from the global market, potentially saving the country's Tk1,500 crore to Tk2,000 crore annually, he at the closing session of a training programme on agricultural journalism for members of the Bangladesh Agricultural Journalists Forum at the Press Institute of Bangladesh in the capital yesterday.

The agriculture secretary said a project to increase fertiliser storage capacity is currently underway. However, in the future, no additional funds will be allocated to

MONDAY JANUARY 20, 2025
MAGH 6, 1431 BS
The Daily Star

Beximco workers want jobs back

Govt to take a decision on 16 factories today

REFAYET ULLAH MIRDHA

The 40,000 laid-off workers and officials of the 16 textile and garment units of Beximco Group want the factories to remain operational so that they can be reinstated.

The government is preparing to sell these units, as the group is bogged down by a huge amount of default loans. On top of this, uncertainty remains over whether the workers will receive their service benefits.

The group's management body went ahead with the layoffs, citing low inflow of work orders from international clothing retailers and brands, after the ouster of the Sheikh Hasina-led government on August 5 last year.

The conglomerate subsequently landed in hot water. Its vice-chairman, Salman F Rahman, who is now behind bars, was an influential adviser to the deposed prime minister Sheikh Hasina.

Rahman is accused of weaponising his political influence for personal business gain. After the fall of the Awami League, a series of financial irregularities involving Rahman and his business empire came to light.

Recent Bangladesh Bank data showed that Beximco Group owed nearly Tk 50,000 crore in bank loans as of November 2024, with more than half of the amount becoming non-performing.

However, the management is eager to keep the factories operational.

Beximco workers

FROM PAGE B1

They have been lobbying the government to sell a piece of the group's land in Narayanganj for approximately Tk 800 crore to restructure the bank loans, said a senior officer of the group.

However, top government officials are not approving the sale, said the officer, asking not to be named.

"These are not loss-making units, as almost all the internationally reputed clothing retailers and brands are their regular customers," said Shefat Ahmed, a merchandiser in the group's garment division.

Beximco used to export $30 million worth of textile and garment items in a month prior to August 5 last year.

The merchandiser also said Beximco has been doing business with many reputed clothing retailers and brands for many years, and they are still interested in continuing the business.

"So, it is not true that the group's textile and garment factories lack work orders," he added.

The group's clients include all Inditex brands, such as Bershka, Zara-TRF, Zara-Women, Zara-Men, Pull & Bear-Men, Pull & Bear-Women, Lefties-Ladies, Lefties-Kids, and Lefties-Men.

The list also includes C&A, PVH, Marks & Spencer, Michael Kors, Bestseller, Lands' End, Target, American Eagle, Scotch & Soda, Hansae, Primark, Dub, Celio, SSTS (TOP TEN) Total, TJ Maxx, LPP SA, and R-Mixed Fzco.

Centric Brands Holdings LLC, Total World Co, Universal Music, Tank Stream Design, Itochu Muji, Ross Stores Inc, and Splash are also on the list, according to a document.

Ahmed said they were regularly holding meetings with the group's management to ensure the textile and garment units were reopened so that the workers could rejoin their workplaces soon.

However, the management is unsure whether the government will allow the reopening of the closed factories, he said.

Khalid Shahrior, head of human resources (HR) and compliance for the Textile and Garment Division of Beximco Group, said it was important to run the factories, regardless of who owns them.

"In the supply chain of the textile and garment division of the group, a few lakh people are involved, although the number of people directly employed is 40,000," he said.

The suppliers of raw materials, truck owners, transport owners, and even local landlords are also in trouble due to the layoff of workers and the closure of the units, he added.

READ FULL STORY ONLINE

দেশ রূপান্তর
বুধবার, ২২ জানুয়ারি ২০২৫,

গাজীপুরে এক বছরে ৭৯৪ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে

গাজীপুর প্রতিনিধি

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য

গাজীপুরে এক বছরে ৭৯৪টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, ইভটিজিং, বাল্যবিয়ে ও অপহরণের মতো ঘটনা রয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার গাজীপুর জেলা শহরে আইন ও সালিশ কেন্দ্র তাদের কার্যালয়ে গাজীপুরে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতবিনিময় সভায় এসব তথ্য তুলে ধরেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালে গাজীপুরে যৌন হয়রানি ২২টি, যৌতুকের জন্য নির্যাতন ৪০টি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ৩২২টি, গণপরিবহনে নির্যাতন ১৭টি, বাল্যবিয়ে ৫৫টি, ইভটিজিং ১৪৩টি, অনলাইনে যৌন হয়রানি ৩১টি, অপহরণ ১২টি, অপহরণ চেষ্টা ২টি ও অন্যান্য ১৩৬টিসহ ৭৯৪ নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া একই বছরে জেলায় ধর্ষণ ও সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ২৩ জন নারী এবং ধর্ষণচেষ্টার শিকার হন সাত নারী। একই সময়ে গাজীপুরে বিভিন্নভাবে হত্যার শিকার হন ১৪ জন নারী এবং লাশ উদ্ধার করা হয় ১৮ জন নারীর এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন চার নারী। আসকের অগ্নি প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গাজীপুরের পাঁচটি উপজেলার সিএসও সদস্যদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) আয়োজিত 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকারে করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রকল্পের সমন্বয়কারী আসমা খানম রুবা, গাজীপুর জেলা ব্যবস্থাপক মো. আসাদুজ্জামান, মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন অফিসার আনজুম অপি প্রমুখ।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৩ জানুয়ারি ২০২৫,

বড় দুই বাজারে রপ্তানি বাড়ছে

তৈরি পোশাক

বাজার দুটিতে রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে বলে মনে করেন উদ্যোক্তারা।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া তৈরি পোশাকের ৬৯ শতাংশেরই গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলো। বিদায়ী ২০২৪ সালের শেষ দিকে এসে বাজার দুটিতে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে। তাতে দেশের তৈরি পোশাক খাত অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

ইইউর পরিসংখ্যান কার্যালয় (ইউরোস্ট্যাট) ও ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) তথ্যানুযায়ী, গত নভেম্বরে বাংলাদেশ থেকে ইইউতে ১৫৩ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা ২০২৩ সালের একই মাসের চেয়ে ২৪ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে গত নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে ৬১ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা আগের বছরের একই মাসের তুলনায় ৪১ শতাংশ বেশি।

পোশাকশিল্পের একাধিক রপ্তানিকারক বলেন, ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে ইইউ ও যুক্তরাষ্ট্রে নিত্যপণ্যের বাইরে অন্যান্য পণ্যের চাহিদা কমে যায়। পরে সরকারিভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ায় ধীরে ধীরে মূল্যস্ফীতি কমে এবং অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ায়। ফলে বাংলাদেশে বড় বাজার দুটি থেকে তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ কারখানায় বর্তমানে ভালো ক্রয়াদেশ রয়েছে বলে জানান উদ্যোক্তারা।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ১ হাজার ৯৮৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ১৩ শতাংশ বেশি।

> **ইইউ ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি কিছুটা ভালো হওয়ায় তৈরি পোশাকের চাহিদা বেড়েছে। সে কারণে দুই বাজার থেকে ক্রয়াদেশ আগের তুলনায় বেড়েছে।**
>
> **ফজলুল হক**, সাবেক সভাপতি, বিকেএমইএ

ইইউতে টানা চার মাস প্রবৃদ্ধি

বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চীনের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। ইইউর বাজারেও একই চিত্র। গত বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৮ হাজার ৫৩৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছে ইইউ। তার মধ্যে চীন থেকে আমদানি হয় সর্বোচ্চ ২ হাজার ৪০৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১ হাজার ৮১৫ কোটি ডলারের পোশাক যায় বাংলাদেশ থেকে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্যানুযায়ী, ইইউতে গত বছরের শুরুতে টানা তিন মাস বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছিল যথাক্রমে ৩৪, ১৮ ও ৮ শতাংশ করে। তারপর দুই মাস রপ্তানি বাড়লেও আবার দুই মাস কমে। তবে জুলাই থেকে টানা চার মাস প্রবৃদ্ধি হয়। আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত যথাক্রমে ১৬২, ১৫৩, ১৭৫ ও ১৫৩ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ঘিরে নতুন সম্ভাবনা

একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বাজার যুক্তরাষ্ট্রে গত বছরের শুরু থেকে রপ্তানি ধারাবাহিকভাবে কমেছিল। তবে বছরের শেষ দিকে তা বৃদ্ধি পায়। যদিও সার্বিকভাবে এই বাজারে গত বছরের ১১ মাসে ৬৭৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি ২০২৩ সালের একই সময়ের চেয়ে দশমিক ৪৬ শতাংশ কম। বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি গত সেপ্টেম্বরে ১৮, অক্টোবরে ২৬ ও নভেম্বরে ৪১ শতাংশ বেড়েছে।

রপ্তানিকারকেরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রয়াদেশ বেড়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাজারটিতে তৈরি পোশাকের রপ্তানি বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। এদিকে দেশটির নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনা পণ্যে নতুন করে শুল্ক বসানোর কথা বলেছেন। সেটি হলে দেশটির অনেক ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান চীন থেকে ক্রয়াদেশ সরাবে। তাতে বাংলাদেশের কারখানা ভালো ক্রয়াদেশ পেতে পারে।

স্প্যারো গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শোভন ইসলাম বলেন, ইতিমধ্যে চীন থেকে ক্রয়াদেশ সরতে শুরু করেছে। তার একটি বড় অংশ বাংলাদেশ পাচ্ছে। ভারত আর ভিয়েতনামেও কিছু ক্রয়াদেশ গেছে। তবে নতুন করে তাদের ক্রয়াদেশ নেওয়ার সক্ষমতা নেই। কারণ, তাদের কারখানার সক্ষমতা আগেই পূর্ণ হয়েছে।

স্প্যারো গ্রুপ গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ২০ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। তারা আরও ক্রয়াদেশ নেওয়ার সুযোগ থাকলেও তা নিতে পারেনি, এমন তথ্য জানিয়ে শোভন ইসলাম বলেন, 'রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসলে আমাদের তৈরি পোশাক রপ্তানি চলতি বছর ভালো থাকবে।'

অটেক্সার তথ্যানুযায়ী, গত বছরের প্রথম ১১ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ভিয়েতনাম ও ভারত ভালো করেছে। উভয় দেশের রপ্তানি সাড়ে ৪ শতাংশ করে বেড়েছে।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক বলেন, ইইউ ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি কিছুটা ভালো হওয়ায় তৈরি পোশাকের চাহিদা বেড়েছে। সে কারণে দুই বাজার থেকে ক্রয়াদেশ আগের তুলনায় বেড়েছে। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কারণে নতুন করে বাজারটি নিয়ে আশাবাদী হচ্ছেন রপ্তানিকারকেরা। তবে চীন থেকে ক্রয়াদেশ স্থানান্তর হবে কি না বা কতটা হবে, তা অনেকটা নির্ভর করছে ট্রাম্প কী ধরনের পদক্ষেপ নেন তার ওপর।

NEW AGE TUESDAY, JANUARY 14, 2025,

LDC GRADUATION

Bangladesh's to be or not to be moment

by **Anis Chowdhury**

BANGLADESH is scheduled to graduate out of the least developed country status in November 2026. An LDC's graduation status depends on meeting the threshold in terms of income, human asset and vulnerability (economic and environmental).

A country's condition is assessed by the Committee for Development Policy of the United Nations triennially. The Committee also assesses whether a country has an adequate strategy for a smooth transition so that it does not face serious challenges when special support measures for LDCs are withdrawn. That is, a graduated country should not fall back into a condition akin to LDCs.

The Committee for Development Policy then recommends to the United Nations Economic and Social Commission whether a country is ready for graduation and when it should occur. A country may request a deferment based on changed circumstances. The Solomon Islands, which was scheduled to graduate in December 2024, has been granted an additional preparatory period of three years on the request of the government.

Bangladesh passed CDP's triennial graduation thresholds in 2018, 2021 and 2024. This was hailed as a great development achievement.

But it's the data, stupid

SOME respectable economists and international institutions, including development partners, have highly praised Bangladesh and termed it as a role model. For example, the former UK prime minister Rishi Sunak called Sheikh Hasina a 'role model' for growth and said, 'Sheikh Hasina is an inspiration to us… You are an effective leader in the economy. You serve as a wonderful role model for my two girls'.

However, as the draft white paper on the economy revealed, the fascist regime succeeded in fooling domestic and international observers largely by manipulating data to epic proportions. The white paper struggled to explain how 'Bangladesh [was celebrated] as one of the fastest growing countries in the world' and concluded, 'The excess growth paradox is a figment of statistical manipulation' (p. 8).

It is pertinent here to note that the Committee for Development Policy uses, as all other international agencies, the data supplied by the country. Supplying data that discredits a regime is just stupid.

Darrell Huff, in his 1954 book, *How to Lie with Statistics*, showed how manipulating statistics is not as difficult as we might think. Although statistics is about presenting hard numbers, that does not mean that they cannot be skewed or framed in a way to make the data look better to serve a certain purpose. 'The crooks already know these tricks,' Huff wrote.

However, Tim Hartford, the author of the 2022 book *How to Truth with Statistics*, noted, 'Statistics can be used to deceive, but they are also a vital tool in our quest to understand the world around us, like a telescope for an astronomer'.

Bangladesh's Shakespearean dilemma

THE white paper has rightly pointed out the weaknesses in Bangladesh's preparations for a smooth transition out of its LDC status. It notes, 'One major concern is the lack of adequate preparation in promoting private investment to assist the country in overcoming post-LDC graduation challenges… the country runs the risk of being confronted by slower economic growth, less competitiveness, and an inability to adapt to the changing market dynamics worldwide' (p. 135).

It also observes, 'Bangladesh's external trade faces critical challenges, including a gradual decline in trade orientation, limited export diversification, capital flight concerns, RMG sector issues, tariff liberalisation hurdles, and weak participation in FTAs... Unfortunately, the previous government failed to address these issues effectively, leaving Bangladesh's external trade sector vulnerable and hindering its path toward sustained, diversified growth' (p. 168).

The white paper is also aware of the additional challenge posed by Bangladesh's other graduation, ie, from the World Bank's list of low-income countries to a middle-income country (MIC) in 2015. Prior to its middle-income graduation, most loans were on highly concessional terms (p. 313). That is no longer the case.

Of course, the country can negotiate for a mix of concessional and the rates applicable for middle-income countries. However, the white paper doubts whether the country has the necessary professional capacity and institutional strength to negotiate complex borrowings (p. 322).

It also expresses concerns about the lack of a robust and credible statistical ecosystem that would be required to monitor the country's smooth transition, identify lapses in implementation, and respond effectively with agility (p. 357). The paper remains concerned about coordinated implementation of a Smooth Transition Strategy, including the challenge of institutional and policy leadership (p. 380).

Thus, the white paper believes smooth transition 'will require putting forward a transition plan to counteract the negative fallouts of Bangladesh's graduation out of the LDC group and enable the required structural transformation of the economy' (p. 380).

Yet, the white paper concludes, 'Notwithstanding the reservations expressed by certain exporters' groups, there is hardly any plausible reason, as of now, for Bangladesh to request a deferment of the exit date from the LDC group' (p. 380). It posits that this is because, 'It will not be out of place to mention that the postponement or deferment of Bangladesh's LDC graduation date is going to invite political backlash from the expected quarters' (p. 380).

So, the white paper fuzzily concludes, without evidence or explanations, 'Indeed, even the recent dampened economic performance during the current fiscal year is not expected to bring the country down below the stipulated thresholds. Further, the concern raised recently about the inflated nature of certain critical indicators will have little relevance in this case' (p. 380).

Way out of the dilemma

SHOULD fear dictate sound public policy making? Clearly not.

Hamlet, in his famous soliloquy, is torn between perception and reality. He feels it is better to die rather than live and mutely bear the pangs that life has sent him. But he does not know what happens after death, so it seems to him that before diving deeper into the regions of the unknown and unseen, it is better to wait and see.

Instead of passive wait-and-see, the interim government can take some active measures. First, in light of massive data fudging and poor preparations by the previous regime and the downgrading of economic outlook by the World Bank and Moody's, Bangladesh can justifiably request UN bodies such as ESCAP or CDP to do an independent assessment.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Second, it can initiate national dialogue involving all stakeholders, especially the business leaders and workers of the sectors most likely to be affected. The dialogue will discuss preparedness and work out detailed strategies for a smooth transition.

Third, the smooth transition strategy should be complemented by active industry and human resources development policies aimed at dynamic structural transformation of the economy. The interim government needs to give a clear signal that the economy cannot continue to remain in a comfort zone like an infant and never grow to be an adult. So, the government support measures for a smooth transition and economic diversification should have agreed-upon, monitorable performance indicators, as well as gradual but clear end dates.

Fourth, the interim government should request some additional period of preparations — the specific period to be determined by the outcomes of the above processes.

Fifth, the interim government should immediately act to implement reforms of the statistical ecosystem as the white paper recommended. This is critical for monitoring the transition and economic diversification strategies.

These actions will give the newly elected government — likely to be in office less than half a year before graduation — some breathing space for facing the headwinds of graduation. The newly elected government will also inherit well-developed, smooth transition and dynamic structural transformation strategies, including skill development measures.

The authors of the white paper should support the above actions, which will ensure the white paper's domestic buy-in and will constitute an external validation of their findings, especially by the United Nations.

Anis Chowdhury is emeritus professor, Western Sydney University, Australia. He held senior United Nations positions in New York and Bangkok.

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২৩ জানুয়ারি ২০২৫

রাজশাহীতে বেড়েছে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা

গত বছর অন্তত ৪৫০ নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার হয়েছেন

পারিবারিক বিরোধে ১৪ নারী খুন হয়েছেন এবং ১০ নারী আত্মহত্যা করেছেন

এই পরিসংখ্যানের বাইরেও অনেক নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে বেশি ঘটছে পারিবারিক নির্যাতন

সাবিনা ইয়াসমিন
মুখপাত্র, রাজশাহী মহানগর পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহীতে ২০২৪ সালে নারী ও শিশু সহিংসতার ঘটনা বেড়েছে। রাজশাহী ব্লাস্টের তথ্য অনুযায়ী গত বছর অন্তত ৪৫০ নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার হয়েছেন। নারী অধিকার কর্মীরা বলছেন, আর্থিক সংকট, প্রভাবশালীদের চাপ, বিচারহীনতার সংস্কৃতি এবং বিচারের দীর্ঘসূত্রতা এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

গত বছরের ১২ এপ্রিল রাজশাহী নগরীর বর্ণালী মোড় থেকে এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী তরুণীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়। অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হলেও, ভুক্তভোগী তরুণী মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন এবং তার পরিবার এ ঘটনার তদন্ত ও বিচার নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে। তরুণীর মা জানান, ঘটনার পর থেকে মেয়েটি পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে চান না এবং তিনি মানসিক চাপে আছেন।

রাজশাহী ব্লাস্ট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং মহিলা আইনজীবী সমিতির তথ্যমতে, ২০২৪ সালে রাজশাহীতে ২৮ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, ৫টি সংঘবদ্ধ ধর্ষণ এবং ৭টি ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া সাতজন নারী নির্যাতনের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন। যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন ৫৪ জন এবং ৩২ জন প্রতিবাদ করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছেন। পারিবারিক নির্যাতনের শিকার ৩০০ নারী, যাদের মধ্যে ২৪৫ জন যৌতুকের জন্য নির্যাতিত হয়েছেন। পারিবারিক বিরোধে ১৪ নারী খুন হয়েছেন এবং ১০ নারী আত্মহত্যা করেছেন।

রাজশাহী ব্লাস্টের সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট সামিনা বেগম বলেন, 'আমরা নারী ও শিশুর সহিংসতা কমানোর জন্য কাজ করছি, কিন্তু প্রতিনিয়ত নতুন নতুন উপায়ে অপরাধ ঘটছে এবং আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে অপরাধীরা পার পাচ্ছে।'

জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির পরিচালক অ্যাডভোকেট দিলসেতারা চুনি বলেন, 'বেকারত্ব, আর্থিক সংকট, প্রভাবশালীদের চাপ, বিচারহীনতার সংস্কৃতি এবং বিচারের দীর্ঘসূত্রতা এই সহিংসতার মূল কারণ।'

রাজশাহী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট শামসাদ বেগম মিতালী বলেন, 'অপরাধের সংখ্যা কমানোর জন্য আদালতের মামলার জট কমিয়ে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।'

রাজশাহী মহানগর পুলিশের মুখপাত্র সাবিনা ইয়াসমিন জানান, এই পরিসংখ্যানের বাইরেও অনেক নারীর নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে বেশি ঘটছে পারিবারিক নির্যাতন, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা আইনগত সহায়তা চান না। নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা থানায় দায়ের হলে পুলিশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত তদন্ত শেষ করে এবং আসামিদের গ্রেপ্তার করে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৯ মাঘ ১৪৩১, ২৩ জানুয়ারি ২০২৫

রাজারহাটে ডিসেম্বরের বেতন পাননি অর্ধেক শিক্ষক-কর্মচারী

রাজারহাট (কুড়িগ্রাম) সংবাদদাতা

জানুয়ারি মাসের ২২ দিন অতিবাহিত হলেও রাজারহাটের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অর্ধেক শিক্ষক-কর্মচারী এখনও ডিসেম্বর মাসের বেতন-ভাতা পাননি। জানা গেছে, চলতি জানুয়ারি মাস থেকে ইএফটির মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা (মান্থলি পে-অর্ডার) প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। গত ১ জানুয়ারি শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদ উদ্দিন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিওর অর্থ, অবসর ও কল্যাণ সুবিধা অনলাইনে ইএফটি পদ্ধতিতে পাঠানো উদ্বোধন করেন। তবে নতুন নিয়মে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই উপজেলার ৪১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও তিনটি কলেজের ৯১০ জন শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে অর্ধেক শিক্ষক-কর্মচারী বেতন পেলেও অবশিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারী ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত বেতন-ভাতা পাননি।

রাজারহাট আদর্শ মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ শাহাআলম বলেন, তার কলেজের ৪৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে মাসের শুরুতে প্রথম পর্যায়ে ২৯ জন এবং ২য় পর্যায়ে তিন জন বেতন পেলেও এখনো ১৭ জন পাননি। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রব বলেন, রাজারহাট উপজেলার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক শিক্ষক-কর্মচারী বেতন পেয়েছেন, বাকিরা কবে পাবেন এটা আমার জানা নেই।

SUNDAY JANUARY 26, 2025
MAGH 12, 1431 BS
The Daily Star

Who will answer for our migrant workers' deaths?

Authorities must do more to ensure their well-being

We are deeply concerned by the unnaturally high number of deaths of our migrant workers abroad, with the host country authorities failing to provide accurate explanations for them. According to the Wage Earners' Welfare Board (WEWB), 4,813 dead bodies of Bangladeshi migrants arrived in the country from the destination countries in 2024, mostly from the Gulf region. The number of deaths has steadily increased since 2021—with 3,818 in 2021, 3,904 in 2022, and 4,552 in 2023. Reportedly, WEWB received 56,769 dead bodies of migrants from 1993 to 2024, which is shocking. The question is, what is causing the deaths of so many of our workers? Have Bangladeshi authorities sought answers from the destination countries where these individuals met such dire fates?

Every year, many of our workers leave for foreign lands, hoping to improve their financial conditions. Unfortunately, many face severe hardships and return home in coffins, particularly from the Gulf region, the primary destination for Bangladeshi migrant workers. Often, the exact causes of their deaths remain unexplained, with "heart attack" commonly mentioned on their death certificates by the receiving countries. These countries rarely investigate the true reasons for these deaths, and Bangladeshi authorities also fail to find answers. Additionally, our female migrant workers often face physical, psychological, and sexual abuse at the hands of their employers—and many have reportedly died by suicide.

Over the years, our returnee migrant workers have shared the miserable conditions they faced in the Gulf states. Long hours, poor occupational health and safety practices, and exposure to cumulative health risks such as heat, air pollution, abusive conditions, psychosocial stress, hypertension, and chronic kidney disease have been common. The question is, have the Bangladeshi authorities made any effort to improve the living and working conditions of our workers? Additionally, our workers are under constant pressure to send money home to recoup the migration cost, leaving them with no opportunity for adequate rest. Have the authorities taken any steps to lower migration costs?

Why are we overlooking the struggles of our migrant workers, whose labour and remittances form the very backbone of our economy? We urge the authorities to prioritise the lives and welfare of our migrant workers above all else. While Bangladeshi missions abroad must advocate for the rights and welfare of migrant workers, the expatriates' welfare ministry and the foreign ministry should jointly establish a robust monitoring mechanism to ensure workplace safety, improved accommodation, and regular health check-ups for migrant workers. Additionally, they should collaborate with host countries to enforce proper labour laws and hold employers accountable for mistreatment, unsafe conditions, and deaths. The authorities must also demand transparency regarding the exact causes of our workers' deaths.

JANUARY 24, 2025
The Daily Star
FOUNDER EDITOR: LATE S. M. ALI

Deliver on assurances to stranded workers

Govt should work with Malaysia to fast-track their travel

Our heart goes out to the over 18,000 Bangladeshis who missed the deadline to fly to Malaysia for work around eight months ago through no fault of their own, and are still waiting to travel, despite various assurances given to them over time. It can be recalled that Malaysia reopened its labour market to Bangladeshi workers in 2022—after a four-year suspension due to recruitment irregularities—but then announced a freeze on hiring foreign workers in March 2024. This affected prospective workers from 14 countries, including Bangladesh, who were asked to enter the country by May 31. However, despite obtaining clearance from the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET), completing other necessary paperwork, securing visas, and even purchasing plane tickets in some cases, thousands of Bangladeshis failed to enter Malaysia by that deadline.

The failure was primarily due to mismanagement by the previous regime and local recruiting agents. Since June, numerous promises have been made, but none have been fulfilled. To be fair to the current government, it appears to have made sincere efforts to address the grievances of these prospective migrants. However, the reality remains that these individuals have faced significant hardships to prepare for their travel. Many have incurred substantial debts—with some even selling their land—to cover travel-related expenses. As they continue to wait, some have had to take on further loans, while others are struggling to cope with mounting interest on their existing debts. The psychological toll of this prolonged uncertainty has also been immense, with many families facing anxiety about their financial stability and future. Under these circumstances, the longer they have to wait to travel to Malaysia, the more debt-ridden and vulnerable they will become.

Recently, Law Adviser Asif Nazrul assured prospective migrants that they would be sent to Malaysia in phases, starting in late March or early April. He stated that those with BMET clearance and visas would begin travelling by the end of March, while those without BMET cards but with visas would be prioritised next. He further mentioned that individuals without BMET cards or visas should reclaim their passports and funds from the recruitment agencies, with ministry support in the process if necessary.

While we are encouraged by the law adviser's assurance, it is essential that these promises translate into action without further delay and that the timeline is followed without exception. Transparency and regular updates on the progress of the phased travel plan would help rebuild trust among the affected workers. Additionally, the government should ensure strict oversight of recruiting agents and agencies to prevent similar lapses in the future.

সমকাল শনিবার। ২৫ জানুয়ারি ২০২৫

গাজীপুরে গ্রেপ্তার আরও ২৯ শ্রমিক, রিমান্ডে ১৩

■ গাজীপুর ও কালিয়াকৈর প্রতিনিধি

গাজীপুরে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল শিল্পপার্কের শ্রমিকদের তাণ্ডবের তিন মামলায় গতকাল শুক্রবার আরও ২৯ শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে গ্রেপ্তার শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩। এর মধ্যে গতকাল শুক্রবার ১৩ জনকে রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত।

কাশিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম জানান, গত বুধবারের ঘটনার পর পর গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের আশুলিয়ার সভাপতি খোরশেদ আলমসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুড়ে যাওয়া গ্রামীণ ফেব্রিক্স কারখানার মহাব্যবস্থাপক (জিএম) তরিকুল ইসলাম তুহিনের দায়ের করা মামলার প্রধান আসামি খোরশেদ। অন্যরাও ওই মামলার আসামি। তাণ্ডবে তাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পাওয়া গেছে।

ওসি বলেন, গ্রেপ্তারের পর তাদের রিমান্ড চেয়ে আদালতে হাজির করা হয়। আদালত এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গতকাল শুক্রবার তাদের আবার আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে আরও কে কে জড়িত, সেটা বলেছেন। তবে তদন্তের প্রয়োজনে নাম বলা যাচ্ছে না।

গ্রামীণ ফেব্রিক্স, পুলিশের গাড়ি এবং যাত্রীবাহী বাস ও মালবাহী ট্রাকে আগুনের ঘটনায় ৩টি মামলা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাতে ওসি সাইফুল ইসলাম সমকালকে বলেন, 'এই ৩ মামলায় মোট ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের মধ্য থেকে ১৩ জনকে একদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।'

কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি

অবিলম্বে বেক্সিমকোসহ সব বন্ধ কারখানা চালু, শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার ও হয়রানি বন্ধ এবং শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছে ১০টি সংগঠনের জোট গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলন।

গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে জোট নেতারা এই আহ্বান জানান। এতে বলা হয়, বিগত সময়ে গার্মেন্ট মালিকরা হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট ও বিদেশে পাচার করেছেন। সরকারের দায়িত্ব ছিল এসব পাচার করা টাকা ফিরিয়ে এনে এবং লুটপাটকারী মালিকদের সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে শ্রমিকদের মজুরি নিয়মিতভাবে পরিশোধ করা। সরকার সে পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে বরং মালিকদের লুটপাটের দায়ে শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করে। সরকার শ্রমিক স্বার্থবিরোধী তৎপরতা চালাচ্ছে। এ ধরনের তৎপরতার বিরুদ্ধে সব শ্রমিককে সোচ্চার থাকতে হবে।

বিবৃতিতে সই করেছেন জোটের কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটির সমন্বয়ক তফাজ্জল হোসেন, সদস্য সচিব রাজু আহমেদ, মোশরেফা মিশু, অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান ইসমাইল, তাসলিমা আক্তার, শামীম ইমাম, এএএম ফয়েজ, মাহমুদ হোসেন, শহীদুল ইসলাম ও বিপ্লব ভট্টাচার্য।

NEW AGE
SUNDAY, JANUARY 26, 2025,

33pc of RMG factories face wage, working hour violations: QIMA

Staff Correspondent

QUALITY Inspection Management (QIMA), a leading provider of supply chain compliance solutions, has found a troubling rise in labour violations within Bangladesh's readymade garment factories, with critical issues related to working hours and wages nearly doubling from 17 per cent in 2023 to 33 per cent in 2024.

QIMA audit findings, published on Friday, underscored the severity of the issue, revealing that critical violations related to working hours and wages were found in one-third of Bangladeshi factories inspected in 2024 — significantly higher than both the previous year and the region's 2024 average of 26 per cent.

The report titled 'Q1 2025 BAROMETER: Global Supply Chains Prepare for Uncertainty as New Trade Wars Loom' said that despite a challenging year marked by protests, factory shutdowns, and extreme weather, Bangladesh saw double-digit growth in 2024, underscoring its continued significance as a key supplier hub for Western brands.

It said that South Asian sourcing hubs remained vital to the procurement strategies of US-based and European buyers.

Despite mounting disruptions, global supply chains showed resilience in 2024, sustained by stable demand in Western markets that helped trade recover from the 2023 downturn, though the sourcing landscape now faces new uncertainties with the potential rise of tariffs and protectionism in 2025, QIMA report said.

It said that the anticipated US tariffs and ongoing disruptions have forced businesses to diversify their sourcing strategies.

QIMA data showed that China remained a key sourcing partner in 2024, with a 29 per cent year-over-year increase in inspection and audit demand across all major consumer goods categories.

Demand from EU-based buyers rose by 22 per cent, while American businesses increased by 17 per cent, indicating that despite ongoing supply chain shifts, Western brands still view China as a reliable fallback for manufacturing capacity, the report read.

Some Western brands and retailers have been stockpiling made-in-China goods to build inventory buffers and minimize disruptions in case of sourcing re-routing, while others are taking a wait-and-see approach, acknowledging that replacing China as a sourcing hub won't happen quickly, according to the report.

33pc of RMG factories

Continued from page 6

'The next stage of the US/China trade war – which is highly likely, given the current geopolitical climate – is expected to be a major factor in how global supply chains approach China sourcing in 2025,' the report opined.

Vietnam continued to be a major beneficiary of the ongoing sourcing shifts from China, with QIMA data showing a 30 per cent year-on-year increase in demand for inspections and audits in 2024, including a 26 per cent rise from US- and EU-based buyers.

With expected higher US tariffs on Chinese goods, Vietnam could gain an even greater advantage in 2025, the report said.

The report also indicated that Bangladesh could benefit from the shift away from China, as the US might see Vietnam as a 'middleman' for Chinese businesses, which could put Vietnam at risk of tariffs.

QIMA data showed a 25 per cent year-on-year increase in demand for inspections and audits in India, including a 25 per cent growth among Western buyers.

Meanwhile, Pakistan and Sri Lanka also saw a rise in manufacturing orders in 2024 as their economies continued to stabilize after recent economic crises.

প্রথম আলো • শনিবার, ২৫ জানুয়ারি ২০২৫,

আন্দোলনের সুফল পাননি শ্রমিকেরা

সহিদুল্লাহ চৌধুরীর শোকসভায় বক্তারা

আয়োজনের শুরুতে সহিদুল্লাহ চৌধুরীর প্রতিকৃতিতে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুলেল শ্রদ্ধা জানানো হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করলেও তার সুফল কখনো তাঁরা পাননি। শ্রমিকেরা সংগঠিত না হলে দেশের অগ্রগতি দুরাশা হয়ে থাকবে। তাঁদের সংগঠিত করে রাস্তায় নামানো গেলে প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ আটকে দেওয়া সম্ভব।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের (টিইউসি) সভাপতি প্রয়াত সহিদুল্লাহ চৌধুরীর স্মরণে এক শোকসভায় বক্তারা এ কথা বলেন। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর তোপখানা রোডের বিএমএ মিলনায়তনে এই শোকসভার আয়োজন করে টিইউসি। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সহিদুল্লাহ চৌধুরী ৩ জানুয়ারি ইন্তেকাল করেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, সহিদুল্লাহ চৌধুরী আদর্শের প্রতি দৃঢ় থেকে সেটাকে এগিয়ে নিতে প্রতিটি কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। এটার সঙ্গে যুক্ত হলে বিপ্লব থাকবে না—এ ধরনের কথা সহিদুল্লাহ চৌধুরী বলতেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, দেশের কর্মসংস্থানের প্রায় ৮০ শতাংশ ইমারত নির্মাণ, রিকশা-ভ্যানের মতো অনানুষ্ঠানিক খাতে। এই শক্তিকে রাজনীতিতে আনতে পারলে যেকোনো আন্দোলনে ঢাকা শহরে বহু মানুষকে নামানো যাবে। তাঁদের নামানো গেলে প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপগুলোকে আটকে দেওয়া যাবে।

সভাপতির বক্তব্যে টিইউসির সহসভাপতি মাহবুব আলম বলেন, শ্রমিকেরা একসময় ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করেছেন। সেই আন্দোলনের সুফল কেউ কেউ নিশ্চয়ই পেয়েছেন; কিন্তু শ্রমিকেরা কখনো পাননি। যার জন্য শ্রমিকেরা এখন খুব ভয় পান। ইতিহাস জানলে ভয় পান যে আন্দোলন করে চাকরি হারালে কী খাবেন।

প্রয়াত সহিদুল্লাহ চৌধুরীর স্মৃতিচারণা করেন তাঁর সন্তান প্রকৌশলী তারিকুল ইসলাম চৌধুরী। টিইউসির অর্থ সম্পাদক কাজী রুহুল আমিনের সঞ্চালনায় শোকসভায় আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম, বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের প্রেসিডেনশিয়াল কাউন্সিলের সদস্য মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

আয়োজনের শুরুতে সহিদুল্লাহ চৌধুরীর প্রতিকৃতিতে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুলেল শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী প্রথমে শোকসংগীত, পরে গণসংগীত পরিবেশন করে।

NEWAGE SATURDAY, JANUARY 25, 2025,

5,000 people sued over Beximco Group workers' protests

Our Correspondent ·
Gazipur

AT LEAST three cases were filed against 5,000 people, including garment workers and trade union leaders over the workers' unrest at Beximco Group factories at Kashimpur in Gazipur on Friday and early Thursday.

Kashimpur police station officer-in-charge Saiful Islam said that they had arrested so far 33 people and continued arrest drive against the perpetrators.

On January 22, several hundred workers of Beximco Group went to the street and vandalised vehicles, put fire on several others and collided with the police.

The workers also attacked nearby Grameen Fabrics and Fashions LTD and vandalised it.

The police said that Grameen Fabrics director Tarikul Islam filed a case over the incident.

Another case was filed by a bus owner Habibullah Akanda against unnamed 300 people for torching his bus.

Industrial police sub-inspector Rafiqel Islam also filed another case with the Kashimpur police station against 5,000 unnamed people for attacks on the police and obstructing the police in duty.

Over 42,000 workers of Beximco Group employed in 16 units in Gazipur have been demonstrating for reopening their factories.

The factories remained closed since August in the past year over the political changes in the country.

প্রথম আলো • রোববার, ২৬ জানুয়ারি ২০২৫,

গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি

হাজারো শ্রমিকের জীবন অনিশ্চয়তায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কারখানা বন্ধ করে ৫০ হাজারের বেশি শ্রমিকের বেকারত্ব তৈরির পাশাপাশি এখনো বকেয়া মজুরি সমস্যার সমাধান না করায় নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি। অবিলম্বে শ্রমিক ও শিল্প খাতের সমস্যা সমাধানে অন্তর্বর্তী সরকারকে ভূমিকা রাখার দাবিও জানিয়েছে তারা।

গত শুক্রবার কমিটির এক সাধারণ সভায় এ দাবি জানানো হয় বলে গতকাল শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ডা. হারুন উর রশীদ, ডা. গোলাম রাব্বানী, মানবাধিকারকর্মী ইলিরা দেওয়ান, গবেষক মাহতাব আহমেদ, সাংস্কৃতিক কর্মী সুমিতা রায়, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সমকাল রোববার । ২৬ জানুয়ারি ২০২৫

সবুজ সনদ পেল আরও দুই পোশাক কারখানা

সমকাল প্রতিবেদক

পরিবেশবান্ধব হিসেবে আন্তর্জাতিক 'লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন (লিড)' সনদ পেয়েছে দেশের আরও দুই পোশাক কারখানা। এ নিয়ে দেশে সবুজ কারখানার সংখ্যা বেড়ে এখন ২১৩টি দাঁড়িয়েছে। ভবন নির্মাণ থেকে পণ্য উৎপাদন পর্যন্ত সব পর্যায়ে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি বিশ্লেষণ করে গ্রহণযোগ্য মানের কারখানাকে লিড সনদ দিয়ে থাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান 'ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল' (ইউএসজিবিসি)। বাণিজ্যিক ভবন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাড়িসহ অন্যান্য স্থাপনার ক্ষেত্রেও এ সনদ দেওয়া হয়।

সর্বশেষ সনদ পাওয়া কারখানা দুটি হলো গাজীপুরের বাহাদুরপুরে অবস্থিত টিএম জিনস এবং রাজধানীর দক্ষিণখানে অবস্থিত আজমেরি কম্পোজিট নিট। এর মধ্যে টিএম জিনস প্লাটিনাম ক্যাটেগরির সনদ পেয়েছে। ইউএসজিবিসির ১১০ নম্বরের মধ্যে কারখানাটি পেয়েছে ৮১। অন্যদিকে আজমেরি কম্পোজিট গোল্ড ক্যাটেগরির সনদ পেয়েছে এবং প্রাপ্ত নম্বর ৬৩ ।

লিড সনদের সুবিধা হচ্ছে, এ ধরনের কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গায়ে এ সম্পর্কিত একটি ট্যাগ থাকে। এর অর্থ পণ্যটি পরিবেশসম্মত পরিবেশে উৎপাদিত। এ ধরনের দামও অনেক ক্ষেত্রে বেশি পাওয়া যায়। ব্র্যান্ড এবং খুচরা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কাছে লিড সনদপ্রাপ্ত কারখানার কদর বেশি। রপ্তানি আদেশ পেতেও লিড সনদ অনেক সময় সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

THE BUSINESS STANDARD | SUNDAY 26.01.2025

51 factories shut down in Gazipur in 5 months, leaving over 50,000 jobless

GAZIPUR INDUSTRIAL CRISIS AT A GLANCE

FACTORY CLOSURES

- Total factories closed in 5 months: 51
- Permanently: 41
- Temporarily: 10

Over **50,000 workers** affected by closures

Some **10,000** more to be jobless after Keya Group factories close in May

REASONS FOR CLOSURES

- Lack of orders
- Banking complications
- Raw material shortages
- Low production efficiency
- Political instability

BUSINESS - GAZIPUR

ASADUZZAMAN SAAD

Fifty-one industrial factories in Gazipur have ceased operations over the past five months amid unrest over different demands in the wake of the July uprising and subsequent change in government.

Of these, 41 have been permanently closed, and 10 are temporarily shut, affecting more than 50,000 workers and their families.

Earlier this month, Keya Group announced the closure of six additional factories from May, citing financial and operational difficulties. As a result, around 10,000 workers will lose their jobs.

The widespread unemployment has led to uncertainty among workers, with many continuing to protest on highways demanding the reopening of factories and payment of outstanding salaries.

Highways such as Dhaka-Tangail, Dhaka-Mymensingh,

51 factories shut down in Gazipur in 5 months

CONTINUED FROM PAGE 3

and Chandra-Nabinagar remain frequently blocked, disrupting traffic and leaving law enforcement struggling to manage the unrest.

Reports of vandalism, attacks, and arson have surfaced, with a recent arson attack targeting Grameen Fabrics and Fashion Limited, owned by Grameen Telecom Trust.

Gazipur, an industrial hub with affordable housing and plentiful job opportunities, now faces widespread discontent.

Millions of workers depend on the thousands of factories in Gazipur metropolis, Kaliakair, and Sreepur, which also support countless businesses, transport services, and auxiliary industries.

According to the Gazipur Industrial Police, the district has 2,176 registered factories, including 1,154 in the readymade garment (RMG) sector.

However, financial difficulties have led to widespread salary delays. At least 35 garment factories, or 2% of the total, failed to pay workers' wages since November.

By December, 45% of factories faced arrears, with labour unrest affecting 5% of all factories. Additionally, salary increment disputes persist in 9% of the factories. Amidst this turmoil, 41 RMG factories have been permanently closed, and 10 are temporarily shut.

Gazipur Industrial Police-2 Superintendent of Police AKM Johirul Islam, told TBS that factory closures have resulted from various reasons, including financial complexities.

He added, "Many unemployed workers are protesting on the streets, demanding outstanding salaries and factory reopenings. Maintaining law and order remains a significant challenge."

Among the prominent closures are 16 factories at Beximco Industrial Park in Sarabo, TMS Apparels in Tongi, and Niagara Textile and Mahmud Jeans in Kaliakair.

Beximco, owned by Salman F Rahman, an advisor to former prime minister Sheikh Hasina, attributed its closures to a lack of orders and banking complications.

Following a 15 December decision by the advisory council to review labour and business conditions, the park closed its facilities, leaving 42,000 workers jobless.

Beximco Industrial Park Senior General Manager (Administration) SM Abdul Latif, explained, "Laid-off workers are living inhumane lives. We seek the government's cooperation to lift the layoff and resolve banking constraints by reopening back-to-back LCs."

Keya Group, a long-standing entity in Gazipur employing around 15,000 workers, including more than 1,000 speech and hearing-impaired individuals, recently announced that they will be closing down six factories from May.

These include Keya Cosmetics Limited's knitting, spinning, and cotton divisions, as well as Keya Yarn Mills.

The group, which has won the national export trophy five times, cited market instability, banking discrepancies, raw material shortages, and low production efficiency as reasons for the closures.

Sabina Yasmin, Keya Group's Human Resources Manager, said, "All dues of workers, officers, and employees will be paid within 30 working days as per the Bangladesh Labour Act. Political cases filed by the previous government and unresolved banking issues have contributed to this situation."

The closures have turned Gazipur into a city of protests.

Bangladesh Garments Industry Workers Federation's Gazipur metropolitan unit President Shafiul Alam noted, "Several factories closed after 5 August due to salary arrears and other issues. While workers hoped for increased employment opportunities, the opposite has happened.

"Labour unrest continues because the government did not take the necessary tripartite steps to resolve disputes. Workers must be brought to the negotiation table to ensure fair solutions."

NEW AGE MONDAY, JANUARY 27, 2025,

Domestic workers' lives matter

by Md Ziaur Rahman

THE recent revelation of the torture inflicted on a 13-year-old domestic worker in the Bashundhara residential area of Dhaka has reignited the discussion surrounding the plight of domestic workers. The young girl, subjected to relentless physical and mental abuse by her employer, endured unimaginable cruelty, including being burnt with a hair straightener and losing her front teeth. She was starved, forbidden from contacting her family, and forced to live in squalor. Even with severe injuries, she was denied medical care. Born into extreme poverty in Habiganj, her father, a rickshaw puller, and her mother, burdened with six children, sent her to work in an attempt to alleviate their financial hardship. Following media coverage, the police rescued the child, and she is now receiving treatment.

This horrifying case is not an isolated incident. Abuse of domestic workers is pervasive, yet much of it remains unreported. According to the Bangladesh Institute of Labour Studies, over 50 per cent of domestic workers experience physical abuse. Between 2001 and 2020, 578 domestic workers were killed while on duty. Research by Ain O Salish Kendra further reveals that 90 per cent of such deaths are the result of physical abuse. Despite these staggering figures, victims frequently face insurmountable barriers to justice, including power imbalances, prolonged legal processes, financial constraints, and pressure to settle cases outside court. The absence of impartial witnesses further diminishes the likelihood of achieving justice.

The Bangladesh Bureau of Statistics estimates that the country is home to 2.5 million domestic workers, including over 400,000 children. Despite their indispensable contributions to the economy, these workers are excluded from labour laws, leaving them vulnerable to exploitation and mistreatment. Many endure excessive working hours, lack recreation, and face punitive salary deductions, inadequate food, insufficient clothing, and denial of medical care. Such conditions lead to severe mental trauma, hampering their development and, in extreme cases, driving some to suicide. The constitutional guarantees of equality and non-discrimination enshrined in Article 14, 15, 17, 18, 28, 34, and 36 remain unfulfilled for these marginalised workers.

Bangladesh faces growing international criticism for its inability to safeguard workers' rights, ranking 155th in a global workers' rights index. This troubling position highlights widespread violations and raises serious concerns about meeting the UN Sustainable Development Goals 1, 5, 8, and 10. While Bangladesh has signed the International Labour Organisation's domestic workers convention (No 189), it has yet to ratify it. Ratifying this convention is a crucial step towards aligning with international labour standards and fulfilling the commitments outlined in Article 25 of the constitution.

The domestic workers' welfare and protection policy 2015 must be revised and codified into enforceable law. The labour reform commission, currently working on labour issues, should urgently advocate legislation that safeguards domestic workers' rights. A registration and database system for domestic workers is essential, accompanied by mandatory written contracts that define the responsibilities of both employers and workers. Credit point systems could incentivise compliance, with penalties for violations. A coordinated approach involving the ministry of labour and employment, the ministry of law, justice, and parliamentary affairs, and the supreme court is necessary to ensure thorough monitoring and timely resolution of abuse cases. Simplifying legal processes, introducing alternative dispute resolution mechanisms for minor complaints, and ensuring adequate compensation for victims are critical steps.

Community-based initiatives could also play a vital role. Local groups comprising students and volunteers should be established in residential areas to raise awareness and report incidents of abuse. Supporting these groups would encourage accountability. Toll-free complaint numbers, ID cards for domestic workers, and stricter supervision of service providers would further enhance transparency and accountability. Above all, the effective implementation of existing labour policies is imperative.

Without immediate action to protect domestic workers and address entrenched discrimination, the principles of justice and equality enshrined in Bangladesh's Constitution risk becoming meaningless rhetoric. By ensuring fair working conditions, enabling access to justice, and ratifying international conventions, Bangladesh can strive towards building a more equitable society for all.

Md Ziaur Rahman is an MPhil fellow at the Institute of Bangladesh Studies.

NEW AGE TUESDAY, JANUARY 28, 2025,

APPAREL, TEXTILE SECTORS

Trade bodies urge govt not to increase gas price

Staff Correspondent

APPAREL and textile sector trade bodies on Monday wrote to the interim government demanding suspending the plan to increase the price of gas for the industrial sector and captive power plants.

The business bodies called for the formulation of a policy to establish a competitive and sustainable pricing mechanism through consultations with stakeholders.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, Bangladesh Textile Mills Association and Bangladesh Terry Towel and Linen Manufacturers and Exporters' Association in a letter to energy adviser Muhammad Fouzul Kabir Khan demanded taking urgent steps to address the gas crisis prevailing in the industrial sector.

The trade bodies urged the government to formulate a medium-to-long term strategy and time-bound action plan to ensure uninterrupted gas supply in the industrial sector as production in factories by 50-60 per cent due to the shortage of gas.

The joint letter of the trade bodies said that recent media reports indicated that the government planned to raise industrial gas prices by around 150 per cent to Tk 75 per cubic metre.

Such a hike could have long-term adverse effects on industrialisation and the economy, the letter read.

The letter said that over the past five years, factory production costs have increased by 50 per cent, while export incentives have been reduced, disrupting industrial operations.

Challenges such as import-export disruptions, banking sector issues, labour dissatisfaction, and security concerns have further strained production and supply chains, it said.

'The current initiative to increase gas prices comes at a time when our factories are operating under insufficient gas pressure and uncertainty and are suffering from massive financial losses. In our industrially intensive areas, especially in factories located in Gazipur, Mymensingh, Narayanganj and Savar, production has decreased by 50-60 per cent due to gas shortage,' the four trade bodies said.

The letter also mentioned that in January 2023, gas prices for the industrial sector were raised by 150 per cent with a promise of uninterrupted supply, but the industry did not experience the expected benefits.

According to the business bodies, in the fiscal year 2023-24, Bangladesh's total gas supply was 25,947 million cubic metres, with 18 per cent allocated to industries. The garment sector accounted for about 30 per cent of industrial gas usage, amounting to an annual demand of approximately 1,400 MMCM.

If the gas price increases by Tk 45 per cubic metre, it would raise annual costs for the garment sector by Tk 6,300 crore, equivalent to 1.5 per cent of export earnings while textile industry and captive power plants, consuming 10 per cent of the country's total gas supply, would face an added cost of Tk 11,675 crore annually, or 2.7 per cent of export earnings, the letter read.

'This massive increase in costs will exceed the capacity of the industry, resulting in the risk of losing our competitiveness in the international market,' it said.

Considering the contribution of the textile and apparel sector to Bangladesh's economy, particularly in industrialisation, employment, foreign exchange reserves, social development and women's empowerment, the trade bodies requested the government not to increase the price of gas for the industrial sector.

সোমবার
২৭ জানুয়ারি ২০২৫
ইত্তেফাক

দেশে পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানার সংখ্যা বেড়ে ২৩৫

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের আরো দুটি পরিবেশবান্ধব পোশাক কারখানা লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন (লিড) স্বীকৃতি পেয়েছে। যাদের নিয়ে দেশে মোট পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৩৫টিতে।

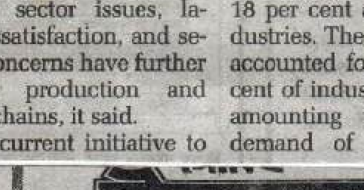

নতুন স্বীকৃতি পাওয়া কারখানা দুটি হলো, গাজীপুরের টিএম জিন্স লিমিটেড এবং ঢাকার দক্ষিণ খানের আজমেরি কম্পোজিট নিট লিমিটেড।

চলতি বছরের প্রথম ২৫ দিনে বাংলাদেশের মোট তিনটি পোশাক কারখানা গুরুত্বপূর্ণ এই সনদ পেল। এর আগে গত ৭ জানুয়ারি স্বীকৃতি পায় গাজীপুরের কনসিস্ট অ্যাপারেলস লিমিটেড। যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) এই সনদ দিয়ে থাকে।

তৈরি পোশাক শিল্পমালিকদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, টিএম জিন্স লিমিটেড ৮১ নম্বর পেয়ে প্লাটিনাম সনদ এবং আজমেরি কম্পোজিট নিট লিমিটেড ৬৩ নম্বর পেয়ে গোল্ড সনদ পেয়েছে।

দেশের ২৩৫টি পরিবেশবান্ধব কারখানার মধ্যে প্লাটিনাম সনদ পাওয়া কারখানার সংখ্যা ৯৪, গোল্ড সনদ পাওয়া কারখানার সংখ্যা ১২৭, সিলভার সনদ পাওয়া কারখানা ১০ ও সার্টিফায়েড সনদ পাওয়া কারখানা চারটি।

২০২৪ সালে মোট ২৬টি কারখানা পরিবেশবান্ধব কারখানার স্বীকৃতি পেয়েছিল। ২০২৩ সালে ২৪টি এবং ২০২২ সালে ৩০টি কারখানা এই স্বীকৃতি পেয়েছিল।

ইউএসজিবিসি থেকে পরিবেশবান্ধব সনদ পাওয়ার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি শর্ত পরিপালন করতে হয়। মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে কোনো কারখানা ৮০-এর বেশি পেলে 'লিড প্লাটিনাম', ৬০-৭৯ পেলে 'লিড গোল্ড', ৫০-৫৯ নম্বর পেলে 'লিড সিলভার' ও ৪০-৪৯ নম্বর পেলে 'লিড সার্টিফায়েড' সনদ দেওয়া হয়। সনদ পেতে একটি প্রকল্পকে ইউএসজিবিসির তত্ত্বাবধানে নির্মাণ থেকে উৎপাদন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে সর্বোচ্চ মান রক্ষা করতে হয়। ভবন নির্মাণ শেষ হলে কিংবা পুরোনো ভবন সংস্কার করেও আবেদন করা যায়।

TUESDAY JANUARY 28, 2025
MAGH 14, 1431 BS
The Daily Star

Workers bear the brunt of political fallout

Factory closures since August leave 1 lakh workers jobless, says a labour leader

REFAYET ULLAH MIRDHA

Tens of thousands of workers and officials have lost their jobs over the last six months following the closure of dozens of mills and factories mainly because of the owners' political affiliations.

Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS) recorded 501 incidents related to layoffs, closures, and protests for wage hikes or back pay in 25 industrial and manufacturing sectors last year.

These incidents, most of which took place after the political changeover in August, include 305 incidents in the garment sector at Ashulia, Savar, Rupganj and Gazipur. Of the garment sector incidents, 85 were related to layoffs, 95 were closures of factories without prior notice, and 125 were protests over back pay.

The layoffs in 16 textile and garment units of Beximco Group in Gazipur in December affected the largest number of workers – 40,000. The company cited insufficient orders from international clothing retailers as a reason behind the decision to shut the factories. The Beximco's textile and garment factories exported $339 million worth of garment items last year.

The company, however, couldn't secure a bailout. Banks curbed finances owing to a huge amount of default loans, alleged to have been taken by the group using the influence of its Vice Chairman Salman F Rahman, who was an adviser to deposed prime minister Sheikh Hasina. Salman is now behind bars.

Another major incident was the burning and looting of Gazi Group's tyre factory and warehouse in Narayanganj's Rupganj last August. Its owner Golam Dastagir Gazi was a minister in Hasina's cabinet.

Three more Gazi Group factories in Rupganj were also looted. All these firms were profitable and made regular payments to the workers. The closures of the Gazi Group factories led to the sudden joblessness of around 8,000 workers, according to officials of the company.

Muhammad Fakhrul Islam, executive director (finance) of Gazi Group, claimed the burning of the tyre factory and warehouse caused the company a damage of Tk 1,100 crore while attacks on Gazi Tank and Gazi Pipe factories led to a Tk 1,000 crore loss.

"We are trying to run our factories and have written to the government

Workers bear the brunt of political fallout

FROM PAGE 1

for financial assistance. We are hopeful in this regard," Fakhrul told The Daily Star.

Anwar Hossain, administrator of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said many factories were closed and some of them later reopened, but he did not have exact data on how many workers were laid off or terminated, and how many factories were shut.

Labour and Employment Secretary AHM Shafiquzzaman also could not provide accurate data on factory closures leading to joblessness of workers after the ouster of the AL government.

Amirul Haque Amin, president of the National Garment Workers Federation (NGWF), said nearly 70 factories, including those of Beximco and Gazi, have been shut since the August political changeover, leading to the joblessness of around one lakh workers and officials.

In the case of Beximco, the government could have formed a committee involving the buyers and union leaders so these units could remain open and repay the loans of the group, he said.

After the Tazreen Fashions fire and Rana Plaza building collapse, several committees were formed with the union leaders, clothing brands, and factory owners to resolve the crises, and solutions were found after discussions.

Nazma Akter, president of Sammilito Garment Sramik Federation, said it was difficult to keep Beximco factories open because of the loans, though the RMG units were performing well.

However, the clothing retailers and brands that used to source from Beximco should come forward to support the laid-off workers.

Khalid Shahrior, head of human resources and compliance for the Textile and Garment Division of Beximco Group, said the group sought help from the government to resume operation of the textile and garment units.

He said the group sent letters to Bangladesh Bank, the finance ministry and the labour ministry, requesting banking support for running the units.

Syed Sultan Uddin Ahmed, chief of the interim government's Labour Reform Commission and former executive director of the BILS, said closure is never a solution to any problem.

He alleged the layoff of Beximco workers was not done lawfully. Also, the workers were being arrested on charges related to violence during protests.

The business should have been kept out of politics, he said.

Supreme Court lawyer Jafrul Hasan Sharif also said workers of some garment factories were not laid off following the law, and the Beximco units should have continued their operations by selling the group's properties.

Labour Secretary Shafiquzzaman said the government cannot run garment factories with taxpayers' money.

He also said that the ministry has mediated the settlement of payment in at least five incidents related to garment factories which were closed and workers were laid off.

The rate of RMG workers migrating within the country is around 6 percent every month. This means that the retrenched workers would gradually be employed by the factories that are still in operation, he added.

The ready-made garment industry of Bangladesh employs around 4 million people, according to government estimates.

Khondaker Golam Moazzem, research director of Centre for Policy

TUESDAY JANUARY 28, 2025
MAGH 14, 1431 BS
The Daily Star

LALMONIRHAT AND KURIGRAM

105 illegal brick kilns pollute environment

S DILIP ROY, *Lalmonirhat*

Illegal brick kilns built on agricultural land in various upazilas of Lalmonirhat and Kurigram are causing severe environmental pollution and health hazards for nearby residents. These unregulated kilns are also significantly affecting crop production in the surrounding areas.

According to the Department of Environment (DoE), 72 out of 108 brick kilns in nine upazilas of Kurigram are operating without legal permission. Similarly, in Lalmonirhat, 33 out of 55 brickfields are illegal, while only 22 have obtained the required no objection certificates.

Locals expressed frustration over the lack of action against these illegal kilns, claiming that the owners are too influential to be challenged.

Many of these kilns are constructed on agricultural land or near residential areas, they said.

Sur Jamal, a 65-year-old farmer from Newashi village in Kurigram's Nageshwari upazila, said crop production and fruit cultivation in the area have been steadily declining due to the toxic smoke emitted by these brick kilns.

At least 33 out of 55 brickfields in Lalmonirhat do not have clearance certificates. PHOTO: STAR

He said while topsoil is being used for brick production every year, residents are reluctant to protest out of fear of harassment.

Delowar Hossain, a 60-year-old farmer from Doljor village in Lalmonirhat's Aditmari upazila, said multiple written complaints have been submitted to the authorities, but no substantial legal actions have been taken.

Mukhlesar Rahman, a 70-year-old farmer from Dhairkhata village in Lalmonirhat Sadar upazila, echoed him.

Rezaul Karim, assistant director of the DoE in Kurigram, said they have been conducting drives against illegal brick kilns on agricultural land.

Over the last month, 16 illegal kilns were fined a total of Tk 32.5 lakh, and two were demolished. "Most of the brick kilns in Nageshwari and Ulipur upazilas are running illegally. We will take legal action against all illegal kilns in due course," he said.

Contacted, Bijan Kumar Roy, assistant director of the DoE in Lalmonirhat, said four illegal kilns were fined Tk 5 lakh in the past week, and efforts to tackle illegal brick kilns are ongoing.

বৃহস্পতিবার
৩০ জানুয়ারি ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

আজ বাড়ি ফিরবে সেই কল্পনা

এবার ইচ্ছা পড়াশোনা করার

■ রাবেয়া বেবী

আজ বৃহস্পতিবার বাড়ি ফিরছে কল্পনা। হাসি ঝলমলে মুখে কল্পনা বলছিল, এবার সে বাড়ি গিয়ে পড়াশোনা শুরু করবে। প্রশ্ন করলাম, 'আগে কতটুকু পড়েছ?' জানাল, 'আগে পড়তে পারিনি, তবে এবার পড়ব।' কল্পনার বাবা শহীদ মিয়া, মা আফিয়া বেগমও মেয়ের সঙ্গে একই কথা বলেন।

প্রিয় পাঠক, কল্পনার কথা হয়তোবা আপনাদের মনে আছে। ১৩ বছর বয়সি কল্পনা রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার এক বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করত। ঐ বাসার গৃহকর্ত্রী দিনাত জাহান কল্পনাকে নির্যাতন করে সামনের চারটি দাঁত ভেঙে দিয়েছিলেন।

হাতসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছিলেন আগুনের ছ্যাঁকা। ১৯ অক্টোবরে গুরুতর জখম নিয়ে যখন হাসপাতালে আসে তখন মা-বাবা শঙ্কায় ছিলেন মেয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবে কি না। ৩ মাস ১০ দিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রসহ বিভিন্ন ইউনিটে চিকিৎসা নিয়ে এখন অনেকটা সুস্থ কল্পনা হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলার সদন গ্রামে ফিরে যাচ্ছে।

গতকাল বুধবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের ষষ্ঠ তলায় ভিআইপি কেবিনে কথা হয় কল্পনা ও তার পরিবারের সঙ্গে।

মা আফিয়া বেগমও জানান, পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলের সংসার তার। স্বামী ছিলেন কাঠমিস্ত্রি, এক দুর্ঘটনায় তার কোমরে আঘাত পান। তারপর থেকে আর আয়-রোজগার করতে পারতেন না। চরম অভাবে পড়ে অনেকটা বাধ্য হয়েই মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন গৃহকর্মীর কাজে।

আফিয়া বেগম আরো জানান, মেয়ের চিকিৎসার জন্য স্বামী আর তিনি এই তিন মাস মেয়ের সঙ্গে হাসপাতালেই ছিলেন। মেয়েকে মারধরের অভিযোগে আফিয়া বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০২০) এর অধীনে ভাটারা থানায় দিনাত জাহানের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। মামলা চলমান আছে। কল্পনার আইনজীবী ফাহমিদা আক্তার জানিয়েছেন, কল্পনাকে নির্যাতনে অভিযুক্ত দিনাত জাহান ও তার ভাই আনান কারাগারে আছেন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, যখন কল্পনা হাসপাতালে আসে তখন নির্যাতনে কল্পনার ওপরের পাটির সামনের চারটি দাঁত ছিল না। হাতসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় মারধর ও ছ্যাঁকার ক্ষত ছিল। একদিকে মারধর, অন্যদিকে রক্তশূন্যতা। শারীরিক সমস্যার সঙ্গে মানসিক ট্রমা সবই ছিল মেয়েটির। বেশ কয়েকটি সফল অপারেশনের পর এখন অনেকটাই সুস্থ কল্পনা।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ইত্তেফাককে বলেন, কল্পনার স্থায়ী দাঁতের ব্যবস্থা করেই তাকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসার জন্য কিছু দিন ব্যবধান রেখে তার তিন দফায় অস্ত্রোপচার করা হয়। প্রতিটি দফায় তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। তিনি জানান, সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরলেও তার ভালো খাবার ও পরিচর্যার প্রয়োজন আছে। তিনি জানান, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় কল্পনার চিকিৎসা ব্যয় বহন করে। বিনা মূল্যে কল্পনা চিকিৎসা পায় এবং সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ তার পড়াশোনাসহ যাবতীয় ব্যয় বহনের দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

THE FINANCIAL EXPRESS
January 28, 2025

Road maintenance and vulnerable women's employment

Conceptually, the programme for pairing the dual jobs of rural road maintenance and employing vulnerable women who head their families for the task is a perfect recipe. In popular parlance it is called the 'food for work' programme. At a time when various social safety-net programmes are mired in nepotism, selection of undeserving recipients in exchange for bribe money and various other irregularities, such a programme also runs the risk of anomalies, but at least a recipient has to do some work to get the benefit of this government support. Also this country is not famous for maintenance of infrastructure. From costly and sophisticated machines and equipment to mega structures ---all are subjected to neglect once they have been installed or constructed. Rural roads are built in many cases on weak or shifting soils with the chance of submersion of lands on one side or both or damage to roads in the rainy season when gushing water even tries to break free.

So, this is a good combination if such roads are monitored constantly and there are maintenance workers who can prove handy to do the repairing either in advance or promptly. From this perspective, the proposal for a 20.99-billion rural road-maintenance project submitted by the Local Government Division (LGD) to the Planning Commission for approval has special merit, particularly at this time of soaring inflation. Following the failure by the Economic Relations Division (ERD) to manage Tk 19.99 billion from external sources, it now suggests mobilisation of the proposed fund from internal sources. Considering the total length of the rural roads estimated at 91,080 kilometres to be covered by the programme and the 45,540 targeted beneficiaries of underprivileged women, the expenditure deserves serious consideration. But the more important question is, if the money---if and when allocated---will be well spent. Whether the implementers are ready to come out of their past dubious implementation method is the crux of the problem.

It will be unfortunate if the civil servants cannot get out of the traditional mentality to look afresh at projects in a country that has literally experienced a rebirth on August 5 last

A few issues have already surfaced. At the meeting of the Agriculture, Water Resources and Rural Institutions Division (AWRRID) scheduled to be held on February 4, the LGD will have to provide satisfactory explanation for those issues. One of the issues is, if Tk 300 fixed as daily wage for vulnerable women is enough for a family. Against such a low wage, the allocation of Tk350 million for training under NGOs hardly looks rational. Again, the chairman of the AWRRID has expressed his serious reservation about the huge allocation, as reported in the FE, for computers, laptops and consultancy. He has not mentioned the amounts allocated on such heads.

If the chairman of the division concerned finds the allocation on such heads beyond proportion of a project meant for maintenance of roads and at the same time an orchestrated move to alleviate poverty, it does not bode well for the project. Many of the projects undertaken to reduce poverty in the country had tremendous merit but all those faltered because the allocated money did not properly reach the targeted beneficiaries. Unnecessary and irrelevant paraphernalia were added to the projects in order to escalate the costs and make room for misappropriation of funds. It will be unfortunate if the civil servants cannot get out of the traditional mentality to look afresh at projects in a country that has literally experienced a rebirth on August 5 last.

THE BUSINESS STANDARD
THURSDAY 30.01.2025

Minimum wage: Tannery workers demand immediate implementation, owners call it 'impossible'

PROTEST - DHAKA

NOMAN MAHMUD

Tannery workers in Dhaka have staged protests for the second day, demanding the immediate implementation of the government-declared minimum wage across five grades.

They held a two-hour work stoppage and demonstration near the main gate of the Savar Leather Industrial Park yesterday from 10am to 12pm, calling for the enforcement of the new wage structure. They also warned of tougher action if the authorities do not act swiftly.

However, tannery owners termed the minimum wage structure unrealistic.

Mozibur Rahman, president of the Leather Industry Development Committee (LIDC), representing 13 tannery owner associations, told The Business Standard, "Implementing this minimum wage is impossible; most tanneries are already closed."

Workers, on the other hand, point to the delay in implementation since the wage was gazetted on 21 November. Abdul Malek, general secretary of the Tannery Workers Union, said, "Our last pay rise was three years ago, and living costs have soared since then. We won't settle for anything less than the declared minimum wage." Apart from the wage issue, workers were demanding the full enforcement of labour laws, issuance of appointment letters, and better working conditions, including a 50-bed hospital and improved waste management.

Jhorna, a female worker at the protest, said, "The government has set a minimum wage across five grades through the wage board, but the owners have yet to implement it. I currently earn only Tk10,000 – how can a family survive on this? We can't even afford basic meals, let alone raise our children properly."

Rajib, a worker of Apex Tannery, said, "The government has issued a gazette setting the minimum wage at Tk18,001 across five grades. But the owners are stalling and finding ways to avoid implementation. We had no choice but to take to the streets, and we will continue our movement until our demands are met."

প্রথম আলো • বুধবার, ২৯ জানুয়ারি ২০২৫

শেয়ার বিক্রি করে বেক্সিমকোর শ্রমিকদের পাওনা দেবে সরকার

বৈঠকে সিদ্ধান্ত

লে অফ ১৩ কোম্পানির শ্রমিকদের বকেয়া ৫০০ থেকে ৫৫০ কোটি টাকা শোধ করা হবে। বেক্সিমকো গ্রুপ ঋণ নিয়েছে ৪০ হাজার কোটি টাকার বেশি।

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা

বেক্সিমকো গ্রুপের বেক্সিমকো ফার্মা ও শাইনপুকুর সিরামিকসের শেয়ার বিক্রি করে গ্রুপটির আপাত বন্ধ (লে-অফ) ১৩ কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে এ পাওনা পরিশোধ করা হবে। পাওনার পরিমাণ ৫০০ কোটি থেকে ৫৫০ কোটি টাকা।

সচিবালয়ে গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে অবস্থিত কোম্পানিগুলো নিয়ে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে শ্রম উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন এ সিদ্ধান্তের কথা সাংবাদিকদের জানান। বৈঠকে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, পূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান, অর্থসচিব মো. খায়েরুজ্জামান খান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) ও বিভিন্ন ব্যাংক-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

তৈরি পোশাকের রপ্তানি ক্রয়াদেশ না থাকা ও কাঁচামাল আমদানির জন্য ঋণপত্র খুলতে না পারায় গত ১৫ ডিসেম্বর বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৩টি কারখানা লে-অফ ঘোষণা করে বেক্সিমকো গ্রুপ কর্তৃপক্ষ। বেক্সিমকোর দাবি, এসব কারখানায় কাজ করেন প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক। কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন করছেন শ্রমিকেরা। এ নিয়ে ইতিমধ্যে সরকারের উদ্যোগে একাধিক বৈঠক হয়েছে। সর্বশেষ গতকালের বৈঠকে শেয়ার বিক্রি করে পাওনা পরিশোধের সিদ্ধান্ত হয়।

বৈঠক শেষে শ্রম উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন সাংবাদিকদের জানান, রিজার্ভ চুরির চেয়েও বড় কেলেঙ্কারি করেছে বেক্সিমকো গ্রুপ। টেক্সটাইল ও অ্যাপারেলস-সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে গ্রুপটি ঋণ নিয়েছে ২৮ হাজার ৫৪৪ কোটি টাকা। বেক্সিমকো শিল্পপার্কের আওতাধীন যে ৩১ কোম্পানির কথা বলা হয়, তার মধ্যে ১২টিই অস্তিত্বহীন। অস্তিত্বহীন কোম্পানিগুলোর বিপরীতে আছে আবার ১২ হাজার কোটি টাকা ঋণ। আর সব মিলিয়ে বেক্সিমকোর ঋণ ৪০ হাজার কোটি টাকার বেশি।

বেক্সিমকোর ঋণগুলো খেলাপি কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে শ্রম উপদেষ্টা বলেন, এ বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে জিজ্ঞাসা করা হবে। টাকাগুলো কীভাবে দেওয়া হয়েছে, তা-ও জানতে চাওয়া হবে। তিনি বলেন, 'আমরা চর্মচক্ষুতে দেখতে পেয়েছি, রিজার্ভ চুরি থেকেও বড় কেলেঙ্কারি করেছে বেক্সিমকো। অথচ এ টাকা আমাদের টাকা, আপনাদের টাকা। সেখান থেকে উজাড় হয়েছে।'

শ্রম উপদেষ্টা জানান, বেক্সিমকো শিল্পপার্কের ৩১টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে জনতা ব্যাংকসহ সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিসের ভিত্তিতে ২৮ হাজার ৫৪৪ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে, তার নিরীক্ষা ও তদন্ত হবে ফেব্রুয়ারির মধ্যেই। তিনি আরও বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেয়ার বিক্রির উদ্যোগ নেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বিএসইসি মিলে। ঋণ দেওয়ার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

শেয়ার বিক্রি করে এত টাকা না এলেও সরকার শ্রম আইনের অধীনে বেতন-ভাতা ফেব্রুয়ারির মধ্যে পরিশোধ করবে বলে জানান শ্রম উপদেষ্টা। তিনি বলেন, লে-অফ কোম্পানিগুলো একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হবে। বেক্সিমকোর চালু দু-একটা প্রতিষ্ঠান বিক্রি করা যায় কি না, তা-ও দেখা হবে পরে।

শ্রম উপদেষ্টা জানান, বেক্সিমকোর কাছে জনতা ব্যাংক ২৩ হাজার ২৮৫ কোটি টাকা, সোনালী ব্যাংক ১ হাজার ৪২৪ কোটি, অগ্রণী ব্যাংক ৪২০ কোটি, রূপালী ব্যাংক ৯৮৭ কোটি, ন্যাশনাল ব্যাংক ৩১৫ কোটি, ইউসিবি ব্যাংক ৩৩৩ কোটি, এবি ব্যাংক ৯৩৮ কোটি, এক্সিম ব্যাংক ৪৯৭ কোটি, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ৬১ কোটি, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক ৯৪ কোটি, আইএফআইসি ব্যাংক ৭৮ কোটি এবং বিআইএফএফএল ৮৭ কোটি টাকার পাওনাদার।

বেক্সিমকো শিল্পপার্কে অবস্থিত কারখানাগুলোকে নিয়ে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ আর কোনো বৈঠক করবে না জানিয়ে শ্রম উপদেষ্টা বলেন, বেক্সিমকো লিমিটেডে নিয়োগ করা রিসিভারকে (বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক রুহুল আমিন) বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। কারণ, উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করে তিনি উল্টো কাজ করেছেন।

আগামী রোববার বিএসইসি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একটি বৈঠক করবে বলে জানান শ্রম উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ওই বৈঠকে বেক্সিমকো ফার্মা ও শাইনপুকুরের শেয়ার বিক্রির বিষয়ে কৌশল উঠে আসবে। পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে অর্থ বিভাগ। দুটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রি করে শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ করা যাবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ৫০০ থেকে ৫৫০ কোটি টাকা ওঠানোর জন্য দুটি প্রতিষ্ঠানই যথেষ্ট।

কালের কণ্ঠ বৃহস্পতিবার। ৩০ জানুয়ারি ২০২৫

শ্রম আইন সংশোধন

৭৯টি সংশোধনী প্রস্তাবে ঐকমত্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাংলাদেশের শ্রম আইন-২০০৬ সংশোধনে ১০১টি সংশোধনী প্রস্তাবের সুপারিশ করে টিএলআরসি। এর মধ্যে ৭৯টিতে সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষ একমত হয়েছে। বাকি ২২টি সুপারিশের বিষয়ে একমত হতে পারেনি কোনো পক্ষ।

গতকাল বুধবার বিজয়নগরের শ্রম ভবনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলওর টেকনিক্যাল লিগ্যাল টিমের সঙ্গে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামানের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে এ কথা জানানো হয়। শ্রম আইন সংশোধনের লক্ষ্যে ত্রিপক্ষীয় আইন সংস্কার কমিটি বা টিএলআরসি গঠন করা হয়। এই কমিটির ৮২তম বৈঠকে অমীমাংসিত শ্রম আইনের ২২টি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষ এই ২২ প্রস্তাবের বিষয় বৈঠকে বসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন শ্রমসচিব সফিকুজ্জামান।

মালিকপক্ষের প্রতিনিধি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'আগামী মার্চের মধ্যে শ্রম আইন সংশোধন করার লক্ষ্যে সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষ চেষ্টা করে যাচ্ছে। আইএলওর সম্মেলনের আগে বাংলাদেশের শ্রম আইন-২০০৬ অবশ্যই সংশোধন করতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'মালিকপক্ষ থেকে ১০১টি সুপারিশের বিপরীতে লিখিত মতামত প্রদান করা হয়েছে। কোনো বিষয়ে শ্রমিক ও মালিক একমত হতে না পারলে সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। শ্রমিকের সংজ্ঞা, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং ভবিষ্যৎ তহবিল গঠন নিয়ে কিছুটা দ্বিমত রয়েছে। আলোচনা করে এ বিষয়ে শিগগিরই আমরা একমত হতে পারব বলে আশা করছি।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ ॥

দক্ষ নারী কর্মীর সংকট

জিন্নাতুন নূর

দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মধ্যে আগের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেড়েছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ পদ, বিভিন্ন খাতভিত্তিক পেশায় দক্ষ শ্রমিক, গবেষক এবং সৃজনশীল কাজে নারীর উপস্থিতি এখনো হাতেগোনা। কৃষিজ, বনজ ও মৎস্যকর্মী হিসেবে নারীরা সবচেয়ে বেশি কাজ করছেন। শহরের তুলনায় গ্রামের নারীরা শ্রমশক্তিতে বেশি যুক্ত। অনানুষ্ঠানিক খাত, কম দক্ষতা ও স্বল্প মজুরির কাজে তারা বেশি যুক্ত হচ্ছেন। বাংলাদেশের শ্রমবাজার ও চাকরির বাজারে এখনো দক্ষ, উচ্চশিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী কর্মীর যথেষ্ট অভাব। একই অবস্থা প্রবাসী নারীদেরও। দেশের বাইরে যে নারী শ্রমিকরা কাজ করতে যাচ্ছেন, তাদের বেশির ভাগেরই দক্ষতা নেই বলে খাত সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

বেশি আছেন কৃষি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ● কম দক্ষতা ও স্বল্প মজুরির কাজে বেশি যুক্ত ● কৃষি খাতে মোট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর ১৮.১৭%; শিল্পে ২.১৭%; সেবা খাতে ৪.১৭% নারী ● উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণের হার কৃষিতেই বেড়েছে। শিল্প ও সেবা খাতে নারীর অংশগ্রহণ আশানুরূপভাবে বাড়েনি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়েরা এগিয়ে এলেও উচ্চশিক্ষায় এখনো মেয়েরা পিছিয়ে। সার্ভিস সেক্টরে কাজে যে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন সেখানে নারীরা এখনো পিছিয়ে আছে। সমাজব্যবস্থার কারণে নারীরা বেশির ভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে

THE FINANCIAL EXPRESS January 30, 2025

Should Bangladesh defer LDC graduation?

As Bangladesh approaches its scheduled graduation from the United Nations' Least Developed Country (LDC) category in November 2026, concerns are mounting among industrialists and exporters about the potential impact on their businesses. With the impending loss of trade benefits typically enjoyed by LDC countries, there is a growing call from business leaders for a deferment of this graduation.

Recently, the president of the Bangladesh Chamber of Industries (BCI) Anwar-ul Alam Chowdhury also voiced concerns about the potential consequences of LDC graduation. He warned that Bangladesh's economy could face severe consequences if the LDC graduation proceeds as scheduled. Highlighting the country's ongoing economic challenges, including a depressed business climate, he noted that approximately 100 garment factories have already been closed in the past year, and another 200 are on the verge of closure. He concluded that amidst this challenging environment, "LDC graduation would be suicidal for Bangladesh."

There is no denying that the economy is in the throes of a multitude of crises, including persistent high inflation, foreign exchange imbalance, dollar shortage, dwindling foreign reserves, decline in investment, widening fiscal deficit, and a surge in non-performing loans in the banking sector. Initially, the economy started facing headwinds due to a confluence of external shocks - COVID-19 pandemic and Russia-Ukraine war. Then, internal political instability, widespread corruption, and an estimated $16 billion in annual money laundering during Sheikh Hasina's autocratic rule have exacerbated the country's economic woes. And then, following the August 5 changeover, a prolonged political chaos and uncertainty, coupled with gas crisis have led to widespread factory closures and labour unrest. This has made many weary of the country's economic future and prompted calls for the deferment of the graduation.

While graduation from the LDC category marks a significant milestone in Bangladesh's development trajectory, it will present new economic realities and challenges. As an LDC, Bangladesh has historically enjoyed a range of significant benefits, including duty-free and quota-free market access to major markets, which has particularly helped the garment sector to thrive, access preferential treatment and extended implementation periods under World Trade Organization (WTO) agreements, eligibility for significant financial and technical assistance from donor countries and international organizations under the Official Development Assistance (ODA), and lowered budgetary contributions to international organisations such as the United Nations.

These benefits have played a crucial role in Bangladesh's economic development. However, upon graduation from LDC status, Bangladesh will lose access to these preferential treatments. For example, according to a recent government strategy paper, 75 per cent of Bangladesh's exports enjoy duty-free access to international markets due to its LDC status. Once Bangladesh graduates to a developing country, it will no longer be eligible for this preferential treatment. Instead, an average tariff of 20 per cent could be imposed on exports, depending on the importing country. This raises concerns about the future of the country's export-oriented industries. Will exporters be able to maintain their competitiveness without these privileges? Can the economy withstand a potential decline in exports as a result of loss of preferential trade benefits in export? Given these impending challenges, many are of the view that the government must carefully consider the implications of the graduation and determine the timeframe for a smooth transition based on economic realities. But the question is, will it be feasible for Bangladesh to request a deferment?

Precedents for deferment exist. For instance, Nepal, which first met the graduation criteria in 2015, requested to defer its graduation following a devastating earthquake in 2017. Now, Nepal will graduate from LDC in 2026.

However, any request for deferment would require strong justification and would undergo rigorous scrutiny by the United Nations Committee for Development Policy (CDP). The CDP will closely monitor Bangladesh's progress and assess the country's readiness for a smooth transition.

It is important to note that Bangladesh has already met the graduation criteria on two previous occasions (2018 and 2021). The CDP's latest triennial review (February 2024) reaffirmed that Bangladesh has comfortably met the criteria for LDC graduation. According to the latest assessment, Bangladesh's Gross National Income (GNI) per capita stands at $2,684, significantly above the graduation threshold. The Human Assets Index (HAI) of 77.50 also surpasses the graduation requirement and the LDC average. Additionally, Bangladesh's Economic and Environmental Vulnerability Index (EVI) of 27 in 2024 meets the graduation criteria of 32 or below. Even considering the recent subdued economic performance, it is unlikely that Bangladesh will fall below the required thresholds for LDC graduation. Moreover, a deferment would position Bangladesh as an outlier among its South Asian neighbours. Bhutan graduated in 2023, and Nepal is set to graduate in 2026, leaving only war-torn Afghanistan to stay in the LDC category after 2026. Would Bangladesh find it comfortable to remain in such a position?

Considering this, some observers opine that the best option for Bangladesh will be to focus on necessary reforms and capacity building for a smooth and sustainable graduation, rather than getting distracted by calls for deferment. The panel of experts that prepared the white paper on Bangladesh's economy has also recommended proceeding with the scheduled graduation. It advised the government to formulate a robust transition plan to mitigate potential adverse impacts and facilitate structural transformation.

Experts suggest that to tackle post-LDC challenges, Bangladesh must diversify its economy and export basket, reduce reliance on preferential trade agreements, and develop competitive advantages in skills, productivity, and innovation. By enhancing trade competitiveness, improving export quality, negotiating bilateral and regional trade agreements, and complying with WTO regulations, intellectual property rights, and labour standards, Bangladesh can avail itself of preferential access to many markets. Equally important will be compliance with evolving global trade trends, which increasingly emphasise sustainability, environmental responsibility, and social equity. By addressing these challenges and implementing a comprehensive strategy, Bangladesh will be better equipped to navigate the post-LDC challenges and position itself as a more competitive and competent player in the global market.

aktuhin.fexpress@gmail.com

The best option for Bangladesh will be to focus on necessary reforms and capacity building for a smooth and sustainable graduation, rather than getting distracted by calls for deferment

writes

Atiqul Kabir Tuhin

LDC graduation

MONDAY JANUARY 27, 2025
MAGH 13, 1431 BS
The Daily Star

How urban informal credit markets work in Bangladesh

Dr Md Main Uddin
is professor and former chairman of the Department of Banking and Insurance at the University of Dhaka. He can be reached at mainuddin@du.ac.bd.

MD MAIN UDDIN

Informal credit is a non-institutional and unregulated way of extending credit to loan seekers, where money is lent by private individuals. Informal credit market plays a significant role in channelling funds mainly to poor borrowers both in rural and urban areas. A large number of people depend on informal credit markets since the formal credit system has some issues that may deter a section of people, especially the poor, from taking loans from it.

There are some compelling reasons for which informal credit markets prevail in an economy. In rural areas, formal financial institutions cannot reach all potential borrowers because of their faulty loan production technology. Rural borrowers have demand for small loans and providing them with service with costly bank branches is not profitable. Thus, many rural borrowers depend on the informal credit market. Similarly, a section of urban people also depends on informal credit markets because formal financial institutions fail to provide customised financial services to the poor through their complex service delivery system.

In Bangladesh, most of the microfinance institutions (MFIs) work in rural areas, targeting the poor and providing small loans without collateral. Hence, loan seekers have easy access to financial services. Formal financial institutions cannot serve the urban poor as there is a mismatch between demand and supply. In addition, the number of MFIs in urban areas is very low, although there is a high demand for small and collateral-free loans in urban areas too. Consequently, a large number of the urban poor depend mainly on informal credit markets to reduce their liquidity constraint.

There have been many studies on informal credit markets in rural Bangladesh. But the current understanding about urban informal credit markets is controlled by a limited number of empirical studies. Until we know the state of urban informal credit markets, a major aspect of this sector will remain unexplored.

In 2023, I conducted a study on the situation of the urban informal credit market in Dhaka city. I used personal interviews to collect data between July and October 2023 from 400 respondents who took informal loans. The respondents ranged from tea stall owners and rickshaw pullers, to hawkers, domestic helps, and others, considering that they come from the poor section of society. Of the respondents, 80 percent were male and 20 percent female. Meanwhile, 88 percent were married

and the rest unmarried, divorced or abandoned. Rickshaw pullers (32 percent) were the largest group of borrowers, followed by hawkers (25 percent), tea stall owners (21 percent), and domestic helps (20 percent).

Most of the microfinance institutions (MFIs) work in rural areas, targeting the poor and providing small loans without collateral. Hence, loan seekers have easy access to financial services. Formal financial institutions cannot serve the urban poor as there is a mismatch between demand and supply. In addition, the number of MFIs in urban areas is very low, although there is a high demand for small and collateral-free loans in urban areas too.

The study found that all respondents took loans from different sources in the previous 12 months. Among them, 24 percent took loans from moneylenders, 13 percent from local income groups, seven percent from *dadon* loan (a cash loan for crop production or product manufacturing, which is to be repaid in the form of produce, the price of which is predetermined, generally lower than the normal market price), and only five percent from goldsmiths. Twenty percent borrowers took loans from relatives, nearly 17 percent from neighbours,

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

and almost 11 percent from friends.

The average size of the loan was Tk 25,580, with the range between Tk 2,000 and Tk 400,000. The most popular amount was found to be Tk 20,000. Nearly 54 percent loans had the value between Tk 5,001 and Tk 20,000, and 94 percent between Tk 2,000 and Tk 50,000. These findings suggest that informal lenders mainly provide small loans, but there is also demand for large loans from these lenders.

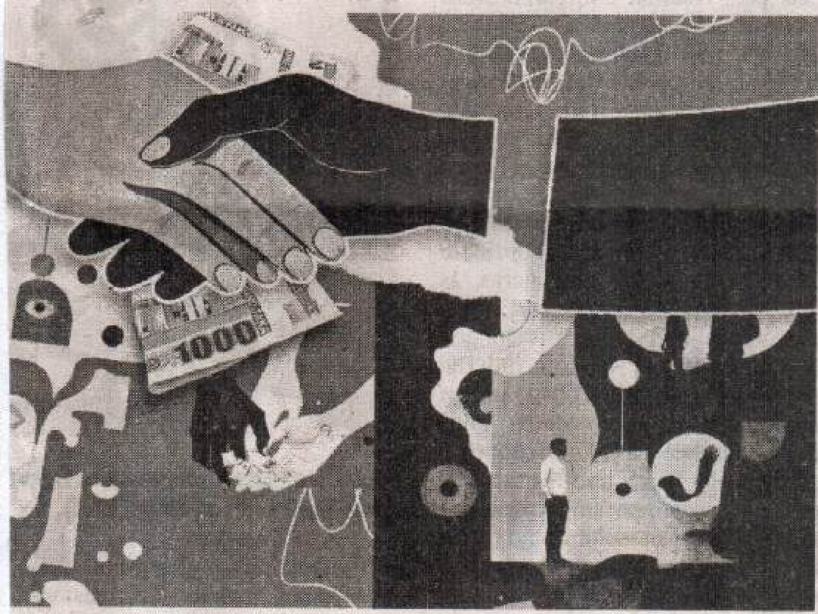

VISUAL: **SALMAN SAKIB SHAHRYAR**

The study also found that the average interest rate was 24 percent, with the range between zero and 250 percent. Of the total loans, 75 percent had the interest rate less than or equal to 30 percent. Put it differently, 25 percent paid an interest of more than 30 percent. The prevalence of low interest rates is because 45 percent of borrowers took loans from their affluent relatives, well-off neighbours and generous friends at zero or minimum interest rates.

Informal loans were taken for both productive (income-generating) and unproductive (consumption) purposes. The highest demand for loan, about 36 percent, was for doing business, followed by 21 percent for treatment, 10 percent for purchasing goods like TV, refrigerator, etc, nine percent for weddings—ceremonies and dowry payment—and eight percent each for purchasing rickshaws/vans and repaying another loan. About 56 percent loans were taken for unproductive purposes. The result is quite normal because formal credit markets do not extend loans for such purposes.

Sixty-nine percent of the loans were granted without collateral. Those who were extended loans with collateral placed different types of collateral: third party guarantee (48 percent), gold/silver (24 percent), mortgage/immovable asset (19 percent), and rickshaws/vans (nine percent). The informal credit market also requires collateral when the loan size is larger, and the borrower is new and perceived to be risky and has no third-party guarantee.

The trend of defaulted loans was found in the informal credit market as well. About 30 percent of the borrowers defaulted on loans. The main reason for that was high household expense (38 percent), followed by loss in business (30 percent), accidental cost (29 percent), and lack of financial discipline (three percent). Borrowers failed to repay the loans mainly because of sluggish pace in business. Some borrowers (20 percent) diverted loans to non-productive uses such as consumption, medical treatment, household expenditure, which also led to loan default.

The most dominating consequence of loan default was harassment—verbal abuse, physical assault, threat in public, and others—by lenders (71 percent), followed by absconding (14 percent) and loss of collateral (11 percent). Sometimes, a lender sealed the house of a borrower to compel them to repay the loan.

About 51 percent of respondents borrowed from the informal credit market because they found it easy. Meanwhile, quick funding attracted 19 percent of borrowers, no collateral requirement induced 14 percent of borrowers. Less paperwork and the unavailability of formal credit encouraged seven percent and six percent, respectively.

As the study has shown, there are many practical reasons for which borrowers take loans from informal lenders. They don't need to make any periodic savings; rules and regulations are not rigid; there is also flexibility in loan size and the repayment of instalments; and at times, borrowers don't need to even mention their loans' purposes. This makes borrowing trouble-free. Moreover, informal loans are sometimes a matter of verbal agreement; borrowers don't need to produce paper documents and fill out an application form, and loan disbursement is done very quickly, often without collateral.

However, in the absence of regulations, informal credit markets are highly exploitative too. Therefore, banks, which are the main suppliers of formal finance in Bangladesh, must be proactive in reducing the scope of informal finance, because the sizeable presence of informal finance in an economy does indicate a big failure of the formal credit system.

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ২ জানুয়ারি ২০২৫।

দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ

বিজয়ের মাসে রেমিট্যান্স এলো ৩১ হাজার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের ইতিহাসে ডিসেম্বরে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে ২ দশমিক ৬৪ বিলিয়ন ডলার বা ২৬৩ কোটি ৯০ লাখ ডলার। দেশীয় মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২০ টাকা ধরে) যার পরিমাণ ৩১ হাজার ৬৬৮ কোটি টাকা। একক মাস হিসাবে এর আগে কখনোই এত পরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে আসেনি। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, করোনাকালীন ২০২০ সালের জুলাই ২ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। এবার সেই রেকর্ড ভাঙল ২০২৪ সালের বিজয়ের মাস ডিসেম্বর।

দৈনিক এসেছে ৮ কোটি ৫১ লাখ ডলার

জানা গেছে, চলতি বছরের শুরুতে দেশে বৈধ পথে রেমিট্যান্স আসার গতি বাড়তে থাকে। এপ্রিল, মে ও জুন মাসে টানা ২ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল দেশে। জুনে তা কমে ফের ২ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে যায়। তবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে জুলাই মাসে রেমিট্যান্স পাঠানো কমিয়ে দেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। এতে কমে যায় রেমিট্যান্সের গতি। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবারও রেমিট্যান্সের গতি বেড়ে যায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন বলছে, ২০২৪ সালের শেষ মাস ডিসেম্বরের পুরো সময়ে রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ২৬৪ কোটি ডলার। যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৬৪ কোটি ৮০ লাখ ডলার বেশি। গত বছরের ডিসেম্বরে এসেছিল ১৯৯ কোটি ১০ লাখ ডলার। ২০২৪ সালের জুলাই মাস বাদে বাকি ১১ মাসই দুই বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বরে) ১ হাজার ৩৭৭ কোটি ৭০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা। যা গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ২৯৭ কোটি ৭০ লাখ ডলার বেশি এসেছে। গত অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর) রেমিট্যান্স এসেছিল ১ হাজার ৮০ কোটি ডলার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সূত্র মতে, গত বছরের পুরো সময়ে এসেছিল ২১ দশমিক ৯২ বিলিয়ন ডলার। সেই হিসেবে গত বছরের চেয়ে চলতি বছরের পুরো সময়ে রেমিট্যান্স বেড়েছে প্রায় ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার।

অন্যদিকে গত বছরের পুরো সময়ে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় বেড়ে ২৭ বিলিয়ন ডলার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, বিদেশি অনুদান আর রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে। এতে রিজার্ভও বেড়েছে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বা রিজার্ভ বেড়ে এখন ২১ বিলিয়ন ডলারের ঘর অতিক্রম করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৪ সালে বৈধ পথে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স এসেছে ২ হাজার ৬৮৯ কোটি ডলার, ২০২৩ সালে এসেছিল ২ হাজার ১৯২ কোটি ডলার, ২০২২ সালে আসে ২ হাজার ১২৯ কোটি, ২০২১ সালে ছিল ২ হাজার ২০৭ কোটি ডলার। ২০২০ সালে রেমিট্যান্স আসে ২ হাজার ১৭৪ কোটি মার্কিন ডলার। ২০১৯ সালে আসে ১ হাজার ৮৩৩ কোটি ডলার। এর আগে ২০১৮ সালে রেমিট্যান্স এসেছিল ১ হাজার ৫৫৫ কোটি ডলার। ২০১৭ সালে এসেছিল ১ হাজার ৩৫৩ কোটি ডলারের সমপরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। এর আগের বছর ২০১৬ সালে ছিল ১ হাজার ৩৬১ কোটি ডলার। ২০১৫ সালে এসেছে ১ হাজার ৫৩১ কোটি ডলার। আর ২০১৪ সালে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৪৯২ কোটি ডলার।

অন্যদিকে ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর অর্থ পাচারও কমেছে। এতে গত বছরের তুলনায় প্রায় ২২ শতাংশ বেশি। রেমিট্যান্স আর অনুদানে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদও বেড়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) নিয়মানুযায়ী বর্তমানে দেশের রিজার্ভ ২১ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে বর্তমানে রিজার্ভ রয়েছে ২৬ দশমিক ০৯ বিলিয়ন ডলার।

২০২৩ সালে মাত্র দুই মাস (মার্চ ও জুন) রেমিট্যান্স প্রবাহ ২ বিলিয়ন ডলার পার হয়েছিল। আর ২০২৪ সালের জুলাই মাস বাদে বাকি ১১ মাসই ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে। জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে প্রবাসীদের একাত্মতা প্রকাশ করায় রেমিট্যান্স কমে যায়। আর চলতি বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরের ২৮ দিনেই রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে ২ দশমিক ৪২ বিলিয়ন ডলার। এর আগে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ২ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল ২০২০ সালের জুলাই মাসে। করোনা মহামারির সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা বলেন, আমাদের রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে। রিজার্ভে বিদেশি অনুদান যোগ হয়েছে। আর এসব কারণে রিজার্ভ বেড়েছে। আইএমএফের নিয়মানুযায়ী ২১ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন হলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে বর্তমানে রিজার্ভ রয়েছে ২৬ দশমিক ০৯ বিলিয়ন ডলার।

NEW AGE THURSDAY, JANUARY 2, 2025,

Migrant workers and policy gaps

by **Md Jobaer hossain**

MIGRANT workers are one of the pillars of the economy of Bangladesh, which is one of the world's largest sources of migrant labour. Millions of Bangladeshis work in different parts of the world, including the Middle East, Southeast Asia, Europe and America. Their remittances enrich the foreign exchange reserve and pull many families out of poverty. However, the workers are often victims of exploitation and policy gaps. Failure to formulate and implement effective policies for them is a sad picture. This is not only a humanitarian crisis but also an important issue of the economy.

Migrant workers are mainly unskilled and low-skilled, many of whom face various forms of exploitation and deprivation, either because of language problems or they are minorities. They face everything from visa and employment costs to workplace insecurity and often low or uncertain wages. In most cases, internal policies and the lack of bilateral agreements to ensure their safety in destination countries have made their problems more pronounced. Policies have sometimes been made for migrants, but they were not properly executed.

Migrants in Saudi Arabia, for an example, who face problems, often do not have places to lodge their complaints. There are policy gaps in the protection of migrant workers. A major problem is the lack of proper preparation before going abroad. Migrant workers are easily cheated because of their ignorance of workplace labour laws, rights and local culture. Additional costs and the influence of brokers are a major problem in the recruitment process of migrant workers. Many workers become indebted because of high costs which increases their risk of exploitation and fraud.

Countries where Bangladeshis work do not have enough agreements to guarantee worker rights. As a result, workers are deprived of legal security and protection. Bangladesh missions lack the required human resources and training. Workers often do not receive proper services when they face problems or legal troubles. The migrants who return face resettlement problems. Their skills are not recognized, resulting in an employment crisis.

Multiple steps are needed to fill the policy gaps to protect migrant workers. The government should strictly control the recruitment process of migrant workers. There is a need to enact stringent laws to increase oversight of the activities of recruiting agencies and restrict activities of brokers. This would reduce the exploitation of workers and the cost of migration. Migrant workers must be trained before they go abroad. It will cover the learning of languages, relevant laws and regulations, life in destination countries and labour rights. With this, they will be able to deal with various problems while they work abroad.

To ensure greater safety and security for migrant workers, Bangladesh needs to enter into strong bilateral agreements with destination countries. The agreements should include the guarantee of wage protection, working condition, legal aid and health care. Foreign missions need more human resources and training to deal with migrant workers.

An effective programme needs to be introduced to rehabilitate the repatriated workers. It should include job creation, loan facilities for small businesses, and mental health support. In this, they will be able to return to the country and become self-reliant. There is a need for awareness creation to duly recognise to the contribution of migrant workers. Creating public awareness about the role of remittances will create a positive attitude towards them in society.

Migrant workers are the pride and invaluable assets. They enrich the country by risking their lives. Ensuring their protection should not be limited to policies and laws. It is a human and moral responsibility. Bridging policy gaps requires concerted efforts by governments, non-governmental organisations and international partners. If we can ensure the protection and rights of migrant workers, the economy will develop. We need to have a sense of respect and responsibility for migrant workers.

Md Jobaer hossain is a member of the Social Research Group, Comilla University.

সমকাল । মঙ্গলবার । ৭ জানুয়ারি ২০২৫

নতুন কারখানায় খরচ হতে পারে দ্বিগুণের বেশি

■ হাসনাইন ইমতিয়াজ

শিল্প খাতে গ্যাসের নতুন দরের নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে জ্বালানি বিভাগ। ফলে নতুন কারখানার গ্যাস কিনতে বর্তমান দামের দ্বিগুণের বেশি ব্যয় করতে হবে উদ্যোক্তাদের। কারণ প্রস্তাব অনুসারে নতুন কারখানার জন্য গ্যাসের দাম হবে এলএনজির আমদানি ব্যয়ের সমান। বিষয়টি চূড়ান্ত করতে প্রস্তাবটি গতকাল সোমবার বিকেলে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে (বিইআরসি) পাঠানো হয়। এ প্রসঙ্গে বিইআরসিতে আজ আলোচনা হতে পারে বলে জানা গেছে।

বর্তমানে শিল্প গ্রাহকদের প্রতি ঘনমিটার গ্যাস কিনতে ৩০ টাকা এবং ক্যাপটিভ পাওয়ারে (শিল্পে ব্যবহৃত নিজস্ব বিদ্যুৎ) ৩০ টাকা ৭৫ পয়সা দিতে হয়। এলএনজির গড় আমদানি ব্যয় ৬০-৬৫ টাকা। ব্যবসায়ীরা বলছেন, নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের কথা বলে গ্যাসের দাম প্রায় দ্বিগুণ করা হয়। কিন্তু প্রতিশ্রুত গ্যাস মিলছে না। বরং গ্যাস সংকটে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এই সংকটের মধ্যে গ্যাসের দাম দ্বিগুণের বেশি বাড়ানো হলে শিল্পে বিনিয়োগ পুরো বন্ধ হয়ে যাবে।

জ্বালানি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৭ ডিসেম্বর এক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে, শিল্প ও ক্যাপটিভ শ্রেণিতে নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের গ্যাসের দাম হবে এলএনজির আমদানি ব্যয়ের সমান। তবে যেসব শিল্প ও ক্যাপটিভ গ্রাহক

- শিল্প খাতে গ্যাসের নতুন দরের নীতিগত অনুমোদন
- নতুন কারখানায় গ্যাসের দাম হবে এলএনজির আমদানি ব্যয়ের সমান

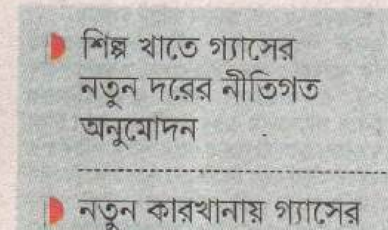

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

THURSDAY JANUARY 2, 2025
POUSH 18, 1431 BS
The Daily Star

নতুন কারখানায় খরচ

ইতোমধ্যে সংযোগের প্রতিশ্রুতি (প্রাথমিক সম্মতিপত্র/চাহিদাপত্র ইস্যুকৃত) পেয়েছে তাদের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত গ্যাসের দাম হবে বর্তমান মূল্যে। বাকি ৫০ শতাংশের দাম হবে এলএনজির দরের সমান। পুরোনো শিল্প বা ক্যাপটিভ গ্রাহকরা লোড বাড়াতে চাইলে তাদের অতিরিক্ত গ্যাসের মূল্য হবে এলএনজির দামের সমান।

পেট্রোবাংলার এক কর্মকর্তা জানান, এলএনজির আমদানিমূল্য বলতে দাখিলকৃত বিলের পূর্ববর্তী তিন মাসের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় ও স্পট এলএনজি ক্রয় বাবদ মোট ব্যয়ের (এলএনজি ক্রয়মূল্য, রিগ্যাসিফিকেশন চার্জ, ভ্যাট, ট্যাক্স বিভিন্ন মার্জিনসহ সার্বিক মূল্য) গড় মূল্য বোঝানো হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য এখন প্রস্তাবটি বিইআরসিতে প্রস্তাব পাঠাবে পেট্রোবাংলা। এ জন্য বিতরণ কোম্পানিগুলো থেকে তথ্য চাওয়া হয়েছে। গত ৩১ ডিসেম্বর ছয় বিতরণ কোম্পানিকে লেখা চিঠিতে শিল্প ও ক্যাপটিভ শ্রেণির যেসব গ্রাহক অনুমোদিত লোড অপেক্ষা অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহার করছে, তাদের বিষয়ে ২০২৩ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত মাসভিত্তিক তথ্য পাঠাতে বলা হয়।

গ্যাসের দাম বৃদ্ধির এ উদ্যোগের বিরোধিতা করেছেন ব্যবসায়ীরা। নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) প্রেসিডেন্ট হাতেম আলী বলেন, 'নতুন প্রস্তাব পাস হলে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে। কেউ ৩০ টাকা দিয়ে গ্যাস কিনবে আবার কেউ দ্বিগুণ দেবে। এমন হলে নতুন উদ্যোক্তারা তো টিকতে পারবে না। বিনিয়োগই থমকে যাবে।'

কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সিনিয়র সহসভাপতি অধ্যাপক শামসুল আলম সমকালকে বলেন, 'গ্রাহকরা গ্যাস পাচ্ছে না। কিন্তু তাদের ঠিকই বিল দিতে হচ্ছে। গত দুই বছর কয়েক ধাপে দাম বাড়ানো হয়েছে। শিল্পে গ্যাসের দাম বাড়ালে পণ্যের দাম বাড়ে; যা মূল্যস্ফীতি বাড়ায়। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম বৃদ্ধির ক্ষমতা বিইআরসির। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জ্বালানি বিভাগ আগে প্রস্তাবটি নীতিগত অনুমোদন করে, পরে তা বিইআরসিতে পাঠিয়েছে, যা অনুচিত।' বর্তমান নাজুক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি গ্যাসের দাম বাড়ানোর বিরোধিতা করেন।

বর্তমানে পেট্রোবাংলা দিনে গড়ে ২৮৫ কোটি ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করে। এর মধ্যে এলএনজি আমদানি থেকে পাওয়া যায় গড়ে ৮৫ কোটি ঘনফুট। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের গড় মূল্য ছিল ২৪ টাকা ৩৮ পয়সা। পেট্রোবাংলা বিক্রি করেছে ২২ টাকা ৮৭ পয়সা দরে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ড থেকে প্রতি ঘনমিটার ১ টাকা, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড থেকে ১ টাকা ২৫ পয়সা, বাপেক্স থেকে ৪ টাকা, শেভরন ও তাল্লো থেকে ৬ টাকা দরে গ্যাস কেনে পেট্রোবাংলা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে স্পট মার্কেট থেকে আনা এলএনজির দাম পড়েছিল ৬৫ টাকা। গত আগস্টে আমদানি করা স্পট এলএনজির গড় দর ছিল ৭১ টাকা।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাহী আদেশে গ্যাসের দাম গড়ে ৮২ শতাংশ বাড়ানো হয়। তখন শিল্পে গ্যাসের মূল্য ১১ টাকা ৯৮ পয়সা থেকে বাড়িয়ে করা হয় ৩০ টাকা। ক্যাপটিভে ১৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ টাকা করা হয়েছিল। পরে ক্যাপটিভে আরেক দফা গ্যাসের দাম বাড়িয়ে করা হয়েছিল ৩০ টাকা ৭৫ পয়সা। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে নির্বাহী আদেশে গ্যাসের এই দাম বৃদ্ধি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়। অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাহী আদেশে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ-সংক্রান্ত আইনের ধারাটি বাতিল করে।

Remittance hit all-time high in 2024

MD MEHEDI HASAN

Expatriate Bangladeshis sent home a record $26.9 billion, up 23 percent year-on-year, in a development that will bring a huge sigh of relief to policymakers as they endeavour to shore up strained dollar stockpile.

The inflows saw a spike after the fall of the Awami League government on August 5, with more than $2 billion coming in every month since, as per the latest statistics published by the Bangladesh Bank.

In December, a record $2.63 billion came in, up 33 percent from a year earlier.

"A large portion of migrant workers had declared emotionally that they would not send remittance through formal channels amid the tenure of the previous government -- they have been sending remittance after the political changeover," said Syed Mahbubur Rahman, managing director of Mutual Trust Bank.

Previously, there was a growing demand for hundi, an illegal cross-border transaction mechanism. Typically, the demand for hundi rises when a large volume of money is siphoned out from the country.

This stopped after the interim government took charge, said Rahman, also a former chairman of the Association of Bankers, Bangladesh, a forum of banks' MDs.

"The business people and politically influential individuals who siphoned off money from the country are now in jail, some are fugitives and some are in hiding," said Zahid Hussain, a former lead economist of the World Bank's Dhaka office.

The flexible exchange rate or the narrow difference of exchange rate between the formal and informal markets accounts for the spike in remittance uptick, he said, adding that the repatriation of export earnings has increased.

In 2023, the exchange rate gap between the formal and informal channels was Tk 7 to Tk 10 per dollar. Last year, the gap came down to Tk 3 to Tk 5 per US dollar, industry insiders said.

Rahman hopes that the external sector will not face huge pressure in the coming days due to the rising trend of remittance and export, the two main sources of foreign currency.

"The signs are already there that the external sector is making a turnaround," said Hussain, who was part of the 12-member committee that prepared a white paper on the Bangladesh economy.

The repatriation of export earnings has become more frequent now, he added.

The growing trend of dollar inflows will give a breathing space to reserves, which crossed the $21 billion-mark after several months despite making regular payments for imports.

When Ahsan H Mansur took charge of the central bank, the overdue payment for letters of credit was at more than $2 billion. This has now come down to only $400 million, according to BB officials.

In December, Islami Bank received the highest amount of remittance ($366 million), followed by Agrani ($264 million), Janata ($147 million), BRAC Bank ($193 million), and Trust Bank ($184 million), central bank data showed.

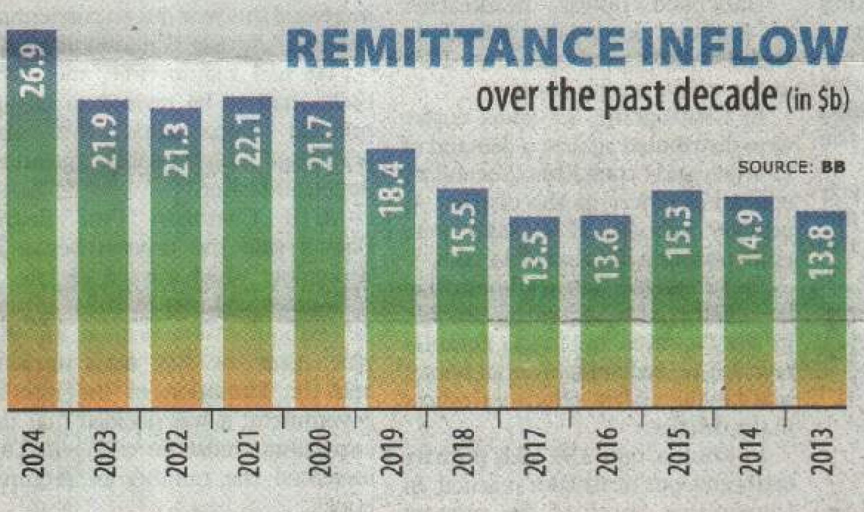

বণিক বার্তা
সোমবার, জানুয়ারি ১৩, ২০২৫ ■ পৌষ ২৯, ১৪৩১

গাইবান্ধায় পাঁচ বছরে বিদেশে যাওয়া শ্রমজীবীর সংখ্যা

সাল	বিদেশ যাওয়া মোট শ্রমজীবী	নারী	পুরুষ
২০২০	৯০২	১৪৩	৭৫৯
২০২১	২,৫৮৫	৪১৩	২,১৭২
২০২২	৫,২৯৬	৫৪৭	৪,৭৪৯
২০২৩	১০,১৮৬	৫৪১	৯,৬৪৫
২০২৪	৯,২৯৭	৭১১	৮,৫৮৬

তথ্যসূত্র: জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস

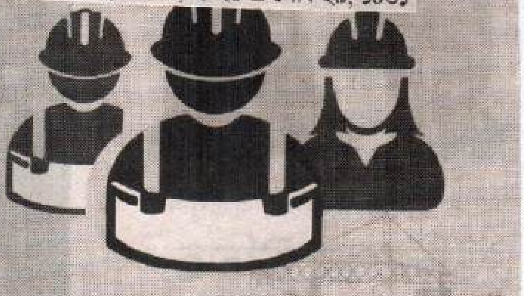

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি। অথচ এ খাতেই পর্যাপ্ত শ্রমিকের অভাব রয়েছে। দেশে প্রত্যাশিত কর্মসংস্থান না থাকায় শ্রমজীবীরা বিদেশমুখী হচ্ছেন। এতে কৃষি শ্রমিক সংকট প্রকট আকার ধারণ করছে, যার স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায় ধান কাটা ও মাড়াইয়ের সময়

গাইবান্ধায় কর্ম সংকটে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন শ্রমজীবীরা

আতিকুর রহমান আতিক ■ গাইবান্ধা

উত্তরের জনপদ গাইবান্ধার জনসংখ্যা ২৫ লাখ ৬২ হাজার ২৩২। বিপুল এ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য তেমন কোনো ভারী শিল্পও গড়ে ওঠেনি। যমুনা, তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রবেষ্টিত এ জেলার মানুষের প্রধান পেশা কৃষিকাজ। যদিও বছরে পাঁচ-ছয় মাস কর্মে নিয়োজিত থাকতে পারেন শ্রমজীবীরা। কাজ না থাকায় বাকি সময়টায় পড়তে হয় আর্থিক সংকটে। বিশেষ করে আশ্বিন ও কার্তিক মাসে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন কর্মহীন মানুষ। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন অধিকাংশ শ্রমজীবী নারী ও পুরুষ।

কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের তথ্য বলছে, গত পাঁচ বছরে বিদেশ গেছেন ২৮ হাজার ২৫৭ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২৫ হাজার ৯১১ ও নারী ২ হাজার ৩৪৬ জন।

বিষয়টিকে সংশ্লিষ্টরা ইতিবাচক হিসেবে দেখলেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি। অথচ এ খাতেই পর্যাপ্ত শ্রমিকের অভাব রয়েছে। দেশে প্রত্যাশিত কর্মসংস্থান না থাকায় শ্রমজীবীরা বিদেশমুখী হচ্ছেন। এতে কৃষি শ্রমিক সংকট প্রকট আকার ধারণ করছে, যার স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায় ধান কাটা ও মাড়াইয়ের সময়। এছাড়া চাকরির সিংহভাগই হয় বেসরকারি খাতে। তবে দেশে ভালো কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বড় ধরনের ব্যর্থতা রয়েছে। তাই শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এক ধরনের হতাশা কাজ করছে। অনেকে নিরুপায় হয়ে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ জমি বিক্রি ও ঋণ করেও বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন। তবে বিদেশের মাটিতে পরিশ্রমের তুলনায় ন্যায্য মজুরি না পাওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার চিনিরপটল গ্রামের আপেল মিয়া। কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন তিনি। শ্রম বিক্রি করেই চলে তার সাংসারিক ব্যয়। তবে আশ্বিন-কার্তিকে এ অঞ্চলের কৃষি খাতে তেমন কাজ না থাকায় বেকার সময় পার করতে হয়। সময়টা তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর চরে মরিচ, ভুট্টা, বেগুন, বাদামসহ বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষাবাদ হয়। আর্থিক সংকট সাময়িক মোকাবেলার জন্য সেখানে শ্রম বিক্রি করছেন তিনি।

সাঘাটা উপজেলার মথরপাড়া গ্রামের শাহজাহান আলী জানান, এলাকায় বছরে পাঁচ-ছয় মাস কাজ থাকে। বাকি সময় বেকার থাকতে হয়। তবে আশ্বিন-কার্তিক পার করা কঠিন হয়ে পড়ে।

একই কথা বলেন গাইবান্ধার রামনাথের ভিটা গ্রামের ফিরোজ কবির। অন্যের জমিতে কাজ করে সংসার চালান তিনি। তবে অক্টোবর-নভেম্বরে কোনো কাজ থাকে না। বাধ্য হয়ে ভোরে নৌকায় করে এরেন্ডাবাড়ী চরে কৃষিজমিতে কাজ করেন। দিনে ৪০০-৫০০ টাকা রোজগার করেন। তবে তা দিয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে।

সংসারে সচ্ছলতা ফেরাতে বিদেশে চলে যাচ্ছেন শ্রমজীবীরা। পুরুষের পাশাপাশি বেড়েছে নারী প্রবাসীর সংখ্যাও। গাইবান্ধা জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০২০ সালে বিদেশে গেছেন ৭৫৯ জন শ্রমজীবী পুরুষ। এ সময় বিদেশ যাওয়া নারীর সংখ্যা ছিল ১৪৩। পরের বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে ২ হাজার ১৭২ জন পুরুষ ও ৪১৩ জন নারী, ২০২২ সালে ৪ হাজার ৭৪৯ জন পুরুষ ও ৫৪৭ জন নারী শ্রমিক বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। ২০২৩ সালে পুরুষ শ্রমিকের বিদেশ যাওয়ার হার আগের বছরের তুলনায় বাড়লেও কিছুটা কম ছিল নারী শ্রমিকের হার। ওই বছর বিদেশ গেছেন ৯ হাজার ৬৪৫ জন পুরুষ ও ৫৪১ জন নারী। সর্বশেষ ২০২৪ সালের হিসাব অনুযায়ী, ৮ হাজার ৫৮৬ জন পুরুষ ও ৭১১ জন নারী কর্মসংস্থানের সন্ধানে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন।

গাইবান্ধা সদর উপজেলার বাদিয়াখালী ইউনিয়নের সরকারি তারী গ্রামের বাসিন্দা মো. শাহীন মিয়া। অভাবের কারণে সৌদি আরবে চলে যান। এখন তার সংসারে কিছুটা সচ্ছলতা এসেছে। শাহীন মিয়া বলেন, 'একসময় অনেক অভাব-অনটন ছিল। দেশে কোনো ভালো কাজ না পাওয়ায় ধারদেনা করে বিদেশে গিয়েছিলাম। বিদেশ যাওয়ার পর দেনা পরিশোধ করেছি। এখন আমার সংসারে সচ্ছলতা ফিরছে। কিছুদিনের মধ্যে আমার এক ছেলেকেও বিদেশ পাঠাব।'

সদর উপজেলার মাসুদ রানা। একসময় আর্থিক সংকটে দিন কেটেছে তার। উপায় না পেয়ে পাড়ি জমান বিদেশে। এখন তার সংকট কেটেছে। আগের তুলনায় বেশ সুখে দিন কাটছে তার।

তবে বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। তবে অনেকের বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও পারছেন না কারিগরি জ্ঞান না থাকার কারণে। তাই গ্রামাঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে বিদেশ যাওয়ার সংখ্যা আরো বাড়বে বলে মনে করেন গাইবান্ধা উদ্যোক্তা ফোরামের ফাউন্ডার ও চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান বাবু।

এ বিষয়ে গাইবান্ধা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের (টিটিসি) অধ্যক্ষ আব্দুর রহিম বণিক বার্তাকে বলেন, 'বিদেশ যাওয়ার জন্য যে হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, সে প্রশিক্ষণ গাইবান্ধা টিটিসিতে নেই। তবে আমাদের ২২টি প্রশিক্ষণ চলমান। কোনো খরচ ছাড়াই এসব প্রশিক্ষণ নেয়া যাবে।'

ভৌগোলিকভাবে এবং দেশের কয়েকটি নদী কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর ও গাইবান্ধার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বেশির ভাগ মানুষ দুর্যোগের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবিকা নির্বাহ করে। রংপুর বিভাগের চার জেলায় প্রায় ৪৭০টি চর রয়েছে। এসব চরে প্রায় ১৬ লাখ মানুষ বসবাস করে। তবে প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার কারণে চরাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। এছাড়া উন্নতি হয়েছে গবাদি পশুপালনেও। বিশেষ করে ভুট্টা, মরিচ ব্যাপকভাবে চাষাবাদ হচ্ছে। চাষযোগ্য জমির বিপরীতে শ্রমিক প্রয়োজন। এজন্য মূল ভূখণ্ডের শ্রমিকরা চরে যাচ্ছেন। তবে সেখানে শ্রম বিক্রি করে যে টাকা পাচ্ছেন, তা দিয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহ অনেকটা কঠিন হয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে অনেকে কর্মসংস্থানের সন্ধানে দেশ ছাড়ছেন। এ কারণে দেশে কৃষি শ্রমিকের সংকটও বাড়ছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। যদিও এটাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা।

সার্বিক বিষয়ে গাইবান্ধা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের সহকারী পরিচালক মো. নেশারুল হক বণিক বার্তাকে বলেন, 'বৈধভাবে বিদেশ যেতে আগ্রহী করতে আমরা সরকারি ও বেসরকারি প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছি। যাতে কেউ দালালের খপ্পরে পড়ে প্রতারিত না হয়। নারীদের ক্ষেত্রে এখন নিরাপদ কাজের ব্যবস্থা রয়েছে। যারা বিদেশ যেতে ইচ্ছুক, তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি। প্রশিক্ষণ নিয়ে সহজেই তারা বিদেশ যেতে পারবে।'

THE BUSINESS STANDARD
FRIDAY 03.01.2025

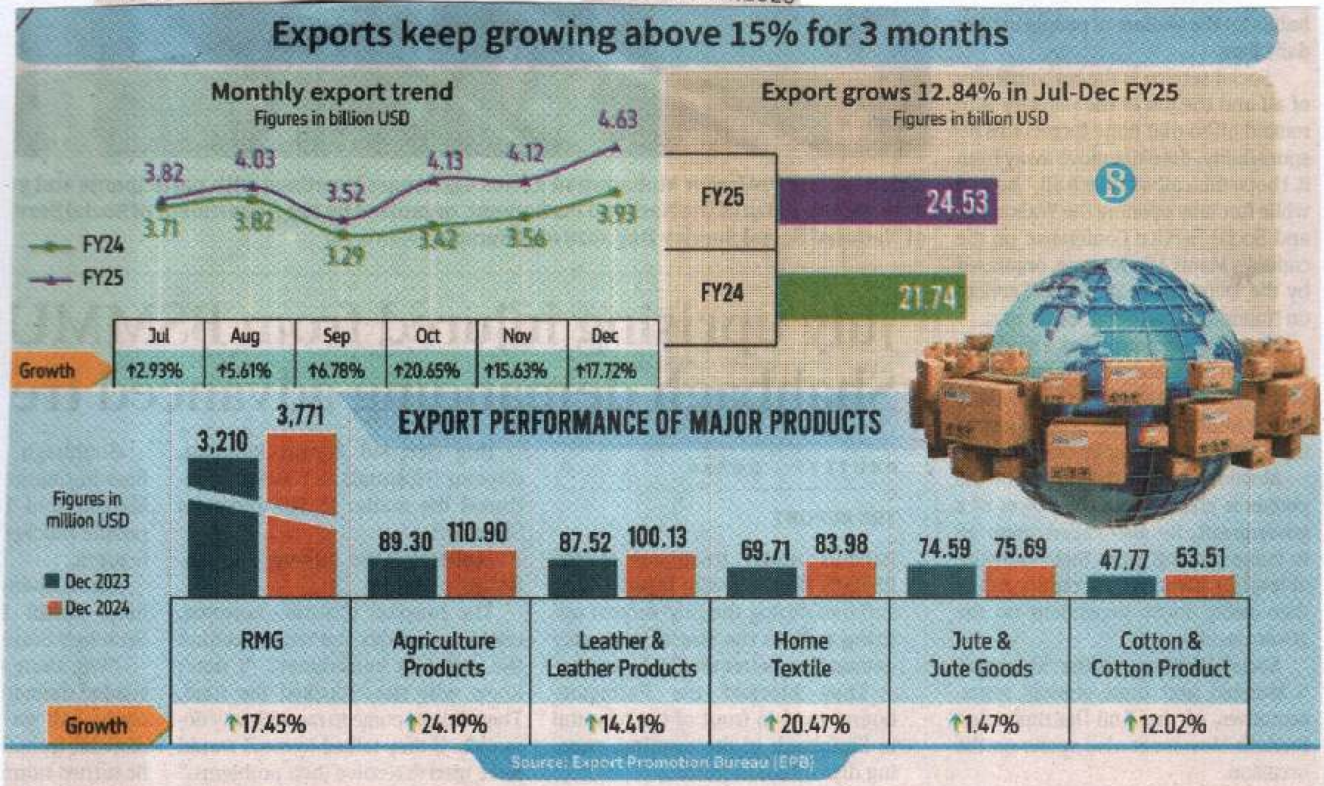

Exports grow 17.72% in December on robust RMG

EXPORTS - BANGLADESH

JASIM UDDIN

Bangladesh's merchandise exports experienced positive growth for the fourth consecutive month, increasing by 17.72% year-on-year in December, primarily driven by readymade garment (RMG) shipments.

Export earnings grew 12.84% year-on-year in the first half of the current fiscal year, reflecting the resilience of the apparel sector, which has performed well despite production disruptions caused by prolonged labour unrest in August and September.

According to provisional data from the Export Promotion Bureau (EPB), the country's export earnings in December reached around $4.63 billion, compared to $3.93 billion a year ago.

EPB data show, merchandise exports totalled $24.53 billion during July-December, an increase from $21.74 billion in the same period the previous year.

As the country's primary export earner, the RMG sector contributed $19.88 billion during the first half, reflecting a 13.28% growth and accounting for over 81% of total export earnings. This marks an increase from $17.55 billion in the same period of the previous year.

Within the sector, knitwear exports contributed $10.83 billion,

Exports grow 17.72% in December on robust RMG

CONTINUED FROM PAGE 1

while woven garment exports accounted for $9.05 billion.

In December alone, the apparel sector achieved a growth rate of 17.45%. Knitwear exports generated $1.89 billion, while woven garment exports contributed $1.87 billion.

RMG exporters attributed the growth to two key factors: the recovery of major export destination economies, which has boosted sales, and the stabilisation of labour unrest in key industrial zones, which prompted the return of some orders that had previously shifted to other countries.

Abdullah Hil Rakib, managing director of Team Group, told The Business Standard that the export growth reflects an increase in orders for Bangladesh. Citing his own experience, he noted that all six of their manufacturing units are currently operating at full capacity.

Rakib, also a former senior vice president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, further mentioned that the growth in December exports was driven by the demand for Christmas, Black Friday, New Year, Thanksgiving, and Boxing Day in Western markets.

Tanvir Ahmed, managing director of Envoy Textiles, told TBS that their textile mill operated at 92% capacity in the first quarter of the current fiscal year. "We have booked full-capacity orders until the middle of February, and December also ran at 100% capacity," he added.

Ahmed further noted that they have received strong projections from major buyers to continue operating at full capacity until the third quarter of this fiscal year.

However, he pointed out that due to food inflation in Western markets, buyers are attempting to negotiate lower prices.

Performance of other sectors

Among other major export sectors, agricultural products experienced a positive growth of 14.41%, reaching $100.13 million, up from $87.52 million in December FY24.

Leather and leather goods recorded a significant jump with 24.19% growth, reaching $110.90 million compared to $89.30 million in December of the previous year.

In December, home textiles experienced a 20.47% growth, reaching $83.98 million, up from $69.71 million a year earlier.

Export receipts from jute and jute goods grew by 1.47%, reaching $75.69 million, compared to $74.59 million in December FY24.

প্রথম আলো • শুক্রবার, ৩ জানুয়ারি ২০২৫,

কর্মী গেছে কম, বেড়েছে প্রবাসী আয়

শ্রম অভিবাসন খাত

বড় শ্রমবাজারগুলোর মধ্যে খোলা আছে শুধু সৌদি আরবের শ্রমবাজার। চলতি বছরও কর্মসংস্থান কমতে পারে।

মহিউদ্দিন, *ঢাকা*

টানা দুই বছর ব্যাপক উল্লম্ফনের পর গত বছর কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে বিদেশে কর্মসংস্থান। আগের বছরের তুলনায় গত বছর তিন লাখ কর্মীর কর্মসংস্থান কমে গেছে। এ বছর তা আরও কমার শঙ্কা আছে। তবে আশার কথা হলো, বিদেশে কর্মী কমলেও বেড়েছে প্রবাসী আয়।

বড় আকারের তিনটি শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিদেশে কর্মসংস্থানে বাংলাদেশের জন্য এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এখন একমাত্র ভরসা হিসেবে টিকে আছে সৌদি আরবের শ্রমবাজার।

বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, ২০২১ সালে বিভিন্ন দেশে কাজ নিয়ে গেছেন ৬ লাখ ১৭ হাজার কর্মী। পরের বছর তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১ লাখের বেশি কর্মী। ২০২৩ সালে তা আরও ২ লাখ বেড়ে কর্মী যাওয়ার সংখ্যা ১৩ লাখ ছাড়িয়ে যায়। তবে গত বছর তা তিন লাখ কমে দাঁড়ায় ১০ লাখে। এর মধ্যে ৯০ শতাংশ কর্মী গেছেন মাত্র পাঁচটি দেশে। এগুলো হচ্ছে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, কাতার, সিঙ্গাপুর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)।

তবে মালয়েশিয়া ও আমিরাতের শ্রমবাজার বন্ধ রয়েছে। বাংলাদেশের জন্য আরেক বড় শ্রমবাজার ওমানেও কর্মী নিয়োগ বর্তমানে বন্ধ। ফলে চলতি বছর বিদেশে কর্মী পাঠানো আরও কমার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

মালয়েশিয়ায় ২০২৩ সালে কাজ নিয়ে যান সাড়ে তিন লাখের বেশি কর্মী। কিন্তু গত জুন থেকে দেশটির শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে গেছে। গত বছর দেশটিতে সব মিলে কর্মী যেতে পেরেছেন এক লাখের কম। তার মানে আগের বছরের তুলনায় গত বছর দেশটিতে নতুন কর্মসংস্থান কমেছে দুই লাখের বেশি। ওমানে ২০২৩ সালে কর্মী গিয়েছিলেন সোয়া লাখের বেশি। গত বছর শ্রমবাজারটি বন্ধ থাকায় কর্মী গেছেন মাত্র ৩৫৮ জন। আমিরাতে ২০২৩ সালে কর্মী গিয়েছিলেন প্রায় এক লাখ। গত বছর দেশটিতে কর্মী গেছেন ৪৭ হাজার।

> **একককেন্দ্রিক বাজারনির্ভরতা থেকে বের হতেই হবে। এ খাতের বাজার ব্যবস্থাপনায় জোর দেওয়া উচিত সরকারের।**
>
> **তাসনিম সিদ্দিকী**, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

তবে কর্মসংস্থান বেড়েছে সৌদি আরবে। দেশটিতে ২০২৩ সালে প্রায় ৫ লাখ কর্মী গেলেও গত বছর এটি বেড়ে সোয়া ৬ লাখ ছাড়িয়েছে। এ বছর এমন ধারা অব্যাহত থাকতে পারে। এরপর সৌদি আরবেও নতুন কর্মসংস্থান কমতে পারে। এ ছাড়া সৌদি আরব গিয়ে চুক্তি অনুসারে কাজ না পাওয়ার অভিযোগ আছে। এতে কর্মীরা অবৈধ হয়ে পড়ছেন এবং দেশটির পুলিশের হাতে আটক হয়ে দেশে ফিরে আসছেন। বিদেশ থেকে পাসপোর্ট ছাড়া শূন্য হাতে দেশে ফেরত আসা কর্মীদের মধ্যে শীর্ষে আছে সৌদি। ২০৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক হয়েছে সৌদি আরব। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, দেশটিতে ফুটবল অবকাঠামো নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এতে কর্মীর চাহিদা আসছে নিয়মিত। গত তিন মাসে বিদেশে কর্মসংস্থানের ৮০ শতাংশের বেশি হয়েছে সৌদিতে। আগামী জুনের পর দেশটিতে কর্মী পাঠানো কমতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

সরকারিভাবে ১৬৮টি দেশে কর্মী পাঠানোর দাবি করা হলেও ২০২৪ সালে ১৩৫টি দেশে কর্মী গেছেন। তবে এর মধ্যে অধিকাংশ দেশে কর্মী গেছেন নামমাত্র। ১৪টি দেশে কর্মী গেছেন মাত্র একজন করে। আরও ১৪টি দেশে কর্মী গেছেন দুজন করে। অন্তত ১০ হাজার কর্মী গেছেন; এমন দেশের সংখ্যা মাত্র ৮টি। আর লাখের বেশি কর্মী পাঠানো দেশ শুধু সৌদি আরব। বেসরকারি খাতে কর্মী পাঠানো রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকদের সংগঠন বায়রার মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, সৌদি আরব ছাড়া প্রায় সব শ্রমবাজারই বন্ধ হয়ে আছে। একক বাজারনির্ভরতা নানা জটিলতা তৈরি করতে পারে। কোনো কারণে সৌদি আরব বন্ধ হয়ে গেলে বিপর্যয় তৈরি হবে। তাই এটি সতর্কতার সঙ্গে চালু রাখার পাশাপাশি বিকল্প শ্রমবাজার তৈরি করা জরুরি।

কর্মী কমলেও বেড়েছে প্রবাসী আয়

গত বছর সব মিলে প্রবাসী আয় এসেছে ২ হাজার ৬৭০ কোটি ডলার। দেশের ইতিহাসে আগে কোনো বছর এত বেশি প্রবাসী আয় আসেনি। এর আগে ২০২১ সালে সর্বোচ্চ ২ হাজার ২০০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছিল প্রবাসী আয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর টাকা পাচার কমেছে। আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা-বাণিজ্যে কিছুটা স্থবিরতা আছে। এতে হুন্ডি লেনদেনও কমে গেছে। ফলে প্রবাসীরা আনুষ্ঠানিক খাতে টাকা পাঠানো বাড়িয়েছেন।

রামরু বলছে, শ্রমবাজারের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো একক দেশনির্ভরতা। ঘুরেফিরে হাতে গোনা কয়েকটি দেশের শ্রমবাজারে সীমিত হয়ে আছে বিদেশে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থান। এতে কর্মসংস্থান ধরে রাখা নিয়ে ঝুঁকি থেকে যায়।

রামরুর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার তাসনিম সিদ্দিকী প্রথম আলোকে বলেন, নির্দিষ্ট শ্রমবাজারে নির্ভরতা সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। যেকোনো সংকটে সব সময় প্রবাসীরা বাড়তি টাকা পাঠান। সরকার পরিবর্তন হলে আশাবাদী হন। পটপরিবর্তনের পর ব্যাংকের ওপর আবার আস্থা ফিরেছে। হুন্ডির চাহিদাও কমেছে আগের চেয়ে। সব মিলে প্রবাসী আয় বেড়েছে। তবে এককেন্দ্রিক বাজারনির্ভরতা থেকে বের হতেই হবে। এ খাতের বাজার ব্যবস্থাপনায় জোর দেওয়া উচিত সরকারের।

The Daily Star SUNDAY JANUARY 12, 2025

Garment exports to US fell slightly in Jan-Nov

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's garment exports to the US fell by 0.46 percent in value between January and November of the recently concluded 2024, according to data from the US Office of Textiles and Apparel (OTEXA).

However, import volumes by Bangladesh's single largest apparel buyer increased by 3.95 percent in the first 11 months of last year year-on-year.

This indicates a decline in unit prices compared to 2023, with OTEXA estimating a 4.24 percent fall. It suggests that despite maintaining export volumes, Bangladesh's revenue was impacted.

The drop is attributed to competitive market pressures, changes in the product mix, or fluctuations in raw material prices.

US apparel imports from Bangladesh have shown robust growth since September 2024, with a remarkable year-on-year increase of 41.6 percent in November.

> **Import volumes by Bangladesh's single largest apparel buyer increased by 3.95 percent in the first 11 months of last year**

However, the sharp rise in November was partly due to the unusually low import levels in the same month of 2023.

Despite the overall growth in apparel imports by the US, Bangladesh trails behind other top sourcing countries. For example, China posted a 0.4 percent increase, Vietnam 4.54 percent, Indonesia 0.19 percent, and India 4.5 percent during the January-November period last year.

In January-November 2024, the US's global apparel imports rose by 0.74 percent in dollar terms compared to the same period in 2023. A steady recovery over the last three months (September-November) contributed to this positive trend.

In terms of volume, measured in square meter equivalents (SME), US global apparel imports grew by 5.24 percent year-on-year during the first 11 months, reflecting a 4.28 percent decline in global import prices.

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । শুক্রবার । ৩ জানুয়ারি ২০২৫

ডিসেম্বরে পণ্য রপ্তানিতে আয় বেড়েছে ১৭.৭২%

বৈরী সময়ে রপ্তানিতে বড় প্রবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর শ্রমিক অসন্তোষসহ শিল্পাঞ্চলগুলোতে নানা প্রতিকূলতা থাকলেও রপ্তানি আয়ে বড় ধরনের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি এসেছে। শিল্পসংশ্লিষ্টরা মনে করেন, গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে তৈরি পোশাকশিল্প যেভাবে সক্ষমতা বাড়িয়েছে, তারই ফসল ঘরে তুলছে বাংলাদেশ। এ ছাড়া রপ্তানির বড় গন্তব্য ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দা থেকে অনেকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এরই ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে দেশের রপ্তানি আয়ে। তবে কাঙ্ক্ষিত আয়ের ধারাবাহিকতা রাখতে কর্মপরিবেশ স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে হবে।

চলতি অর্থবছরের (২০২৪-২৫) ডিসেম্বরে দেশে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৭.৭২ শতাংশ, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১২.৮৪ শতাংশ বেশি। এ সময় মোট রপ্তানি আয় হয়েছে দুই হাজার ৪৫৩ কোটি ডলার। এর আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল দুই হাজার ১৭৪ কোটি ডলার। গতকাল বৃহস্পতিবার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি ও ইভেন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ) কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিল্পের সক্ষমতা অনুসারে এখনো কার্যাদেশ কম। একই সঙ্গে বর্তমান প্রবৃদ্ধি কতট টেকসই এটা পুরোপুরি বোঝা যাবে পুরো অর্থবছরের পরিসংখ্যানের পর। তবে এটা ইতিবাচক যে ইপিবি বর্তমানে সঠিক পরিসংখ্যান দিচ্ছে। যেটা একসময় চার হাজার ৬০০ কোটি ডলার থেকে কমিয়ে তিন হাজর ৬০০ কোটিতে নামিয়ে এনেছে। ফলে সংশোধিত এই রপ্তানি পরিসংখ্যান কতটা টেকসই হবে তা বোঝা যাবে পুরো অর্থবছরের রপ্তানি আয়ের পরিসংখ্যান থেকে।'

প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ডিসেম্বর মাসে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি আয় এসেছে তৈরি পোশাক (আরএমজি) থেকে। এ খাতে রপ্তানি আয় ২০২৩ সালের একই সময়ের তুলনায় ১৭.৪৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭৭ কোটি পাঁচ লাখ ডলারে। ২০২৩ সালে যা ছিল ৩২১ কোটি চার লাখ ডলার।

বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, 'দেশের রপ্তানি আয় কাঙ্ক্ষিত পথে আছে। এটা প্রমাণ করে দেশের পোশাক খাতের সক্ষমতা আছে। নানা প্রতিকূলতার কারণে অনেক সময় স্থবিরতা তৈরি হলেও আমাদের আশা, এটা বছর শেষে পূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে। এ জন্য আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা জরুরি। এ ছাড়া ট্রাম্প প্রশাসনের আমদানিনীতিতে বড় পরিবর্তন আসতে পারে।'

তিনি আরো বলেন, 'আমাদের তৈরি পোশাকের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) মূল্যস্ফীতির চাপ কমে এসেছে। আবার ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের মজুদ পণ্যও কমে আসছে। সে জন্য ক্রয়াদেশ বাড়ছে।'

কৃষি পণ্যের রপ্তানি আয় ১৪.৪১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ কোটি এক লাখ ডলারে। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি আয় বেড়েছে ২৪.১৯ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে রপ্তানি হয়েছে ১১ কোটি ৯ লাখ ডলারের। হোম টেক্সটাইলের রপ্তানি আয় ২০.৪৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে আট কোটি ৩৯ লাখ ডলারে।

এদিকে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক, ওষুধ ও চামড়াসহ ২৭ ধরনের পণ্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববাজারে রপ্তানি হয়েছে। এ সময় বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হয়েছে দুই হাজার ৪৫৩ কোটি ৩৫ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.৮৪ শতাংশ বেশি।

ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৩০ পৌষ ১৪৩১, ১৪ জানুয়ারি ২০২৫

১৮ হাজার শ্রমিককে মালয়েশিয়ায় প্রবেশের সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ প্রধান উপদেষ্টার

মালয়েশিয়ার হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের মালটিপল এন্ট্রি ভিসা ইস্যুর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার মোহাম্মদ সুহাদা ওসমান। এ সময় প্রধান উপদেষ্টা এই আহ্বান জানান। এছাড়া গত বছরের মে মাসে দেশটিতে প্রবেশের সময়সীমার সুযোগ হারানো ১৮ হাজার বাংলাদেশি শ্রমিককে প্রবেশের ব্যবস্থা করতেও হাইকমিশনারকে অনুরোধ জানান প্রধান উপদেষ্টা।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, গত বছরের অক্টোবরে ঢাকায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে বৈঠকের কথা স্মরণ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, মালয়েশিয়া বাংলাদেশি কর্মীদের নেওয়ার প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করবে, যাতে পরবর্তী গ্রুপগুলো কাজের জন্য সে দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারে।

গত ১ জানুয়ারি থেকে আসিয়ানের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করায় মালয়েশিয়াকে অভিনন্দন জানান প্রধান উপদেষ্টা। আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার এবং পূর্ণ সদস্য হতে বাংলাদেশের প্রচেষ্টার প্রতি মালয়েশিয়ার সমর্থন কামনা করেন তিনি।

ড. ইউনূস হাইকমিশনারকে জানান, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের রেজুলেশন ৭৯/১৮২ অনুযায়ী চলতি বছরে জাতিসংঘে অনুষ্ঠেয় রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ক আসন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ আসিয়ানের সমর্থন চায়। বাংলাদেশে মালয়েশিয়ার বিনিয়োগ বাড়াতে এবং মালয়েশিয়ার কারখানাগুলো বাংলাদেশে স্থানান্তরে কাজ করতে মোহাম্মদ সুহাদা ওথমানের প্রতি আহ্বান জানান প্রফেসর ইউনূস। তিনি বলেন, বাংলাদেশ কুয়ালালামপুরে চতুর্থ দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ ব্যবস্থায় (বিসিএম) অংশগ্রহণের জন্য মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে একটি সুবিধাজনক তারিখের অপেক্ষায় রয়েছে। বাংলাদেশ ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের পঞ্চম যৌথ কমিশন বৈঠক আয়োজনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

হাইকমিশনার বলেন, গত ৩১ ডিসেম্বর কুয়ালালামপুরে মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি যৌথ কারিগরি কমিটির বৈঠক হয়েছে। গতকাল একই ধরনের বৈঠকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ সময় এসডিজি বিষয়ক সিনিয়র সচিব লামিয়া মোরশেদ উপস্থিত ছিলেন।

DHAKA FRIDAY JANUARY 3, 2025
POUSH 19, 1431 BS
The Daily Star

Migration saw 22pc drop last year: report

MD ABBAS

Despite record-high remittances last year, the number of Bangladeshi migrant workers going abroad decreased by 22.5 percent in the last year.

A total of 1,011,856 people went abroad, a decrease of 293,597 compared to 1,305,856 people in 2023, according to the Bureau of Manpower, Employment, and Training (BMET).

According to Bangladesh Bank data, expatriates sent home a record US $26.9 billion in remittances, marking a 23 percent year-on-year increase, and providing relief to policymakers striving to bolster the country's dollar reserves.

During the Covid-19 outbreak in 2020, the number of expatriate Bangladeshis going abroad dropped to a record low of 217,669. Since then, however, the numbers have shown an upward trend.

The following year, the figure tripled to 617,209. By 2022, it rose to 1,135,873, and in 2023, reached an all time high of 1,305,453.

This year, however, the trend has seen a significant decline.

The report also highlighted a concerning drop in female migrant workers. By November last year, only 54,696 women had gone overseas, marking a 22 percent decline compared to the previous year.

Saudi Arabia remained the primary destination for Bangladeshi migrant workers, accounting for 60 percent of all migrations last year, followed by Malaysia and Qatar as major destinations, said the report.

The report titled "Labour Dynamics of Labour Migration from Bangladesh in 2024", published by the Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU), revealed that corruption, irregularities, and fraudulent practices have severely impacted Bangladesh's labour migration opportunities.

At a recent press briefing, Prof Tasneem Siddiqui, founding chairperson of RMMRU, attributed the contraction in the labour market to systemic corruption and irregularities.

REASONS FOR DECLINE

- Corruption and syndicates
- Suspended labour markets
- Economic, political instability
- Decline in female migration

RECOMMENDATIONS

- Reform in governance, policy
- Skills development, tech integration
- Improving worker safety, welfare
- Transparency in recruitment processes

"In 2021, Malaysia reopened its labour market under a syndicate, but it was shut down again in May 2024," she explained.

"This syndicate, led by Datuk Seri Aminul Islam and his Bangladeshi associate Ruhul Amin, misappropriated US $2 billion. Their actions inflated migration costs, leaving many workers stranded abroad or forced to return home."

She also noted that labour migration to several countries, including Oman, Bahrain, the UAE, and the Maldives, remained suspended throughout 2024.

Furthermore, migration to Italy and Serbia was halted due to the submission of falsified documents.

The report noted that migration slowed during the July uprising and economic instability, but activity has rebounded in recent months.

To address these issues, Prof Tasneem urged the interim government to prioritise governance reforms in the migration sector.

She proposed establishing a dedicated migration commission, increasing budget allocations, and implementing robust policies to tackle migration issues.

She also stressed the need for policy reforms, enhanced skills development programmes for workers, and the creation of safe job opportunities for women.

Additionally, she emphasised improving the overall migration system by ensuring transparency in recruitment processes and strengthening training centres.

Bangladesh's labour export exceeds 10 lakh 3 years in a row

MIGRATION - BANGLADESH

KAMRAN SIDDIQUI

Overseas employment from Bangladesh has reached a remarkable milestone, with the country sending over 10 lakh workers abroad for three consecutive years.

In 2024, a total of 1,011,856 workers were deployed, making it the third-highest annual figure in the country's history.

This year also recorded a landmark $26.88 billion in remittances, according to the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET).

Saudi Arabia was the largest employer, recruiting a record 628,000 workers in 2024—the highest by any country in a single year.

December alone saw 86,866 Bangladeshi workers migrate to Saudi Arabia, marking the highest monthly recruitment in 47 months.

Despite these achievements, issues surrounding joblessness and fraudulent practices emerged as significant challenges.

BMET received over 5,000 complaints in 2024 from cheated migrants, mainly in Saudi Arabia, regarding fake job offers and difficulties obtaining iqama (residency permits for work).

Industry insiders attributed these problems to illegal visa trading, which led to an oversupply of workers exceeding market demand.

In response to these issues, the Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment blacklisted 24 Saudi companies linked to fraudulent practices.

These companies have been barred from recruiting workers through Bangladeshi agencies.

Migration experts expressed concerns about Bangladesh's heavy reliance on Saudi Arabia, with 62% of workers heading to the Gulf nation in 2024.

Prof Tasneem Siddiqui, founder and chair of the Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU), said, "If the labour wings of Bangladeshi embassies in destination countries fail to verify employers' capacities and workers are sent without confirming job availability, it could lead to sanctions from countries like Saudi Arabia."

She further explained that recruitment agencies from both Bangladesh and destination countries often send workers in large numbers when a new market opens. However, inadequate verification can create chaos and lead to restrictions.

Need for market diversification

Labour migration remains concentrated in a few countries, with 90% of workers in 2024 migrating to six destinations: Saudi Arabia, Malaysia, Qatar, Singapore, the UAE, and Jordan.

Over the last five years, 97% of Bangladeshi migrants have gone to just ten countries.

While Saudi Arabia's Vision 2030 mega-projects, such as Neom City and the Red Sea Project, have spurred employment opportunities, experts stress the importance of diversifying markets to reduce dependency.

Shamim Ahmed Chowdhury Noman, former secretary general of the Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (Baira), highlighted the need to reopen traditional markets and explore new ones.

"Efforts should be made to reopen

> *Efforts should be made to reopen markets in Malaysia, UAE, and Oman.*
>
> **SHAMIM AHMED CHOWDHURY NOMAN**
> FORMER SECRETARY GENERAL, BAIRA

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

markets in Malaysia, UAE, and Oman while expanding opportunities in European countries," he told TBS.

He also called for greater accountability from Bangladeshi embassies and recruitment agencies to prevent fake job offers.

Concerns over skilled and female migration

The rise in unskilled migration and decline in skilled migration have emerged as significant challenges.

Unskilled migration increased by over 5 percentage points in 2024 compared to the previous year, while skilled migration decreased by 2 percentage points.

Female migration also dropped to its lowest level in a decade, excluding the Covid-19 years.

From January to November 2024, only 54,696 women migrated, making up 6.03% of total migration during this period.

This marks a 22% decline in female participation compared to 2023.

According to an RMMRU study, concerns over workplace safety have discouraged many women from seeking overseas employment.

Future prospects

Although foreign job migration decreased by over 22% in 2024 compared to the previous year, the numbers remain significantly higher than pre-Covid levels, when annual migration ranged between 600,000 and 700,000 workers.

In 2023, Bangladesh sent a record 13.05 lakh workers

কালের কণ্ঠ | মঙ্গলবার | ৭ জানুয়ারি ২০২৫

দেশের পোশাক খাতে অস্থিরতা

শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক হওয়ার দৌড়ে ভারত

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

বৈশ্বিকভাবে তৈরি পোশাকের সরবরাহব্যবস্থা পুনরায় ঢেলে সাজাচ্ছে মার্কিন ও ইউরোপিয়ান ব্র্যান্ডগুলো। সরকার পরিবর্তন, শ্রমিক অসন্তোষ, কারখানা বন্ধ থাকা ইত্যাদি কারণে দফায় দফায় অস্থির হয়ে উঠছে বাংলাদেশের পোশাক খাত। বাংলাদেশের এসব চ্যালেঞ্জ ভারতের জন্য বাড়তি সুবিধা তৈরি করেছে। এ ছাড়া চীনা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত হারে শুল্ক বসানোর হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফলে যেসব অর্ডার চীনের পাওনা ছিল সেগুলোও ভারতে চলে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে টেসকো (ব্রিটিশ), জেসি পেনি (মার্কিন), ডেকাথলন (ফরাসি), জিএপি (মার্কিন) ও ওয়ালমার্ট (মার্কিন) ভারতীয় পোশাক রপ্তানিকারকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ফলে চলতি বছরের শুরুতেই ভারতের পোশাক রপ্তানির হার আরো বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাজার দখলের এই সুযোগ কাজে লাগাতে ভারত সরকারকে সহায়তার হাত বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির অ্যাপারেল এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল বা এইপিসির সেক্রেটারি জেনারেল মিথিলেশ্বর ঠাকুর। তিনি জানান, তৈরি পোশাক খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সব ধরনের গার্মেন্টসের জন্য জরুরি ভিত্তিতে প্রডাকশন লিংকড ইনটেনসিভ বা পিএলআই ২.০ স্কিম চালু করার দাবি জানিয়েছেন। এ ছাড়া ছোট আকারের গার্মেন্টসশিল্পের জন্য বিনিয়োগের সীমা কমিয়ে আনা, টেকনোলজি আপগ্রেডেশন ফান্ড স্কিম বা টিইউএফএস পুনরায় চালুর আবেদন জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে রপ্তানিকারকদের জন্য সুদের হারের ওপর ভর্তুকি দেওয়ার স্কিম অব্যাহত রাখা এবং কাপড় ও মেশিনারি আমদানির প্রক্রিয়া আরো সহজ করার দাবি তোলা হয়েছে।

কতটা বেড়েছে ভারতের রপ্তানি?

কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান টেক্সটাইলস ইন্ডাস্ট্রি বা সিআইটিআইয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের তুলনায় গত বছরের এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ভারতের পোশাক (অ্যাপারেল) রপ্তানি ১১.৩৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৮৫ বিলিয়ন ডলার বা ৯৮৫ কোটি ডলার। অন্যদিকে বস্ত্র (টেক্সটাইল) রপ্তানি ৩.৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩.৪৭ বিলিয়ন ডলার বা এক হাজার ৩৪৭ কোটি ডলার। একই সময়ে ভারত থেকে অন্য সব ধরনের পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে মাত্র ২.১৭ শতাংশ। অর্থাৎ পোশাক ও বস্ত্র থেকে ভারতের রপ্তানি আয় বেশি হয়েছে।

মিথিলেশ্বর ঠাকুর বলেন, শিগগিরই কিছু অর্ডার চূড়ান্ত হতে পারে। ফলে উৎপাদনক্ষমতা বাড়াতে ত্বরিত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। উৎপাদনের সময়কাল কমিয়ে আনতে তৎপর হতে হবে। রপ্তানি বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দক্ষতাও বজায় রাখতে হবে। মিথিলেশ্বর ঠাকুর আরো বলেন, খরচ কম হওয়ায় বিদেশি কম্পানিগুলো বাংলাদেশ থেকেই তৈরি পোশাক নিত। মজুরির হার কম হওয়া এবং ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট বা এফটিএ চুক্তির আওতায় তাদের খরচ কম পড়ত। ২০২৩ সালেও শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। তালিকার প্রথম ছিল চীন। একই বছর তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশগুলোর তালিকায় ভারতের অবস্থান ছিল ষষ্ঠ। ভারতের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল বাংলাদেশের রপ্তানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে জানিয়ে তিনি বলেন, ইউরোপীয় অনেক নামি-দামি ব্র্যান্ড এখন বাংলাদেশের কম্পানিগুলোর সঙ্গে চুক্তি করতে রাজি নয়। শুধু রাজনৈতিক অস্থিরতা নয়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকটের কারণে কাপড় আমদানি করতেও বাধার সম্মুখীন হচ্ছে বাংলাদেশ। ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া নিয়ে ইউরোপীয় ব্র্যান্ডগুলো উদ্বেগে রয়েছে। অন্যদিকে ভারত এখন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানো এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নে মনোযোগী হয়েছে। ফলে ইউরোপীয় কম্পানিগুলো থেকে বিনিয়োগ টানার ক্ষেত্রে ভারত শক্ত অবস্থানে আছে। সূত্র : দ্য হিন্দু

বণিক বার্তা
শুক্রবার, জানুয়ারি ৩, ২০২৫

অস্থিরতা-অসন্তোষের ছয় মাসে ১৯ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রফতানি, প্রবৃদ্ধি ১৩.২৮%

বদরুল আলম ■

অস্থিরতা-অসন্তোষের মধ্যেও রফতানিতে প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রেখেছে দেশের তৈরি পোশাক খাত। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর) বাংলাদেশ থেকে পোশাক রফতানি হয়েছে ১ হাজার ৯৮৮ কোটি ৭৭ লাখ ডলারের। এর আগে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে রফতানি হয়েছিল ১ হাজার ৭৫৫ কোটি ৬৯ লাখ ২০ হাজার ডলারের। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) গতকাল প্রকাশিত এ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অর্থবছরের প্রথমার্ধে দেশের তৈরি পোশাক খাতের রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩ দশমিক ২৮ শতাংশে।

জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্প এলাকাগুলোর পোশাক কারখানায় ব্যাহত হয় উৎপাদন। আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে নিয়মিত বিরতিতে অস্থিরতা ও অসন্তোষ দেখা দেয় শিল্প অধ্যুষিত এলাকাগুলোয়। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধজুড়ে শিল্প এলাকাগুলোয় এ পরিস্থিতি বহাল ছিল কম-বেশি মাত্রায়। প্রতিকূল এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করেই গত ছয় মাস উৎপাদন ও রফতানি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন পোশাক শিল্পোদ্যোক্তা ও শ্রমিকরা। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, রাজনৈতিক ডামাডোল ও শ্রম অসন্তোষে বাংলাদেশী তৈরি পোশাক রফতানির গতি শ্লথ হয়ে যাওয়ার বড় আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তবে রফতানি থমকে না যাওয়ার একটি বড় কারণ হলো বৈশ্বিক দুই পরাশক্তি চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্ভাব্য বৈরিতার আশঙ্কা। বিশেষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০ জানুয়ারি ক্ষমতা গ্রহণের পর চীনের সঙ্গে দেশটির বাণিজ্যযুদ্ধ নতুন করে তীব্রতা পাবে বলে আশঙ্কা করছেন মার্কিন ক্রেতারা। এ অবস্থায় তাদের অনেকেই পোশাকের ক্রয়াদেশ চীন থেকে বাংলাদেশে সরিয়ে আনছেন। অতিরিক্ত এ ক্রয়াদেশ ধরতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে বাংলাদেশের পোশাক রফতানিকারকদের। এ বিষয়ে রফতানিকারকদের মতো একই কথা বলছে বাংলাদেশী পোশাকের সর্ববৃহৎ ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানও।

বিশ্ববাজারে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে বাংলাদেশ থেকে মোট রফতানি হয়েছে ২ হাজার ৪৫৩ কোটি ৩৫ লাখ ডলারের পণ্য। এর মধ্যে ১ হাজার ৯৮৮ কোটি ৭৭ লাখ ডলারের পণ্য ছিল তৈরি পোশাক। ইপিবির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অর্থমূল্য বিবেচনায় চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে বাংলাদেশ থেকে রফতানি হওয়া শীর্ষ পণ্যগুলো হলো পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কৃষিপণ্য, হোম টেক্সটাইল এবং পাট ও পাটজাত পণ্য। দেশের মোট রফতানির ৮৯ দশমিক ২১ শতাংশজুড়েই ছিল এসব পণ্য। আর মোট রফতানিতে সবচেয়ে বড় অবদান রাখা পণ্য পোশাকের অংশ ছিল ৮১ শতাংশ।

বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ পোশাক রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান ডিবিএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমএ জব্বার বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠানে গত বছরের চেয়ে ১২ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বরে দেশ থেকে পণ্য রফতানি

মোট রফতানি
২,৪৫৩ কোটি ৩৫ লাখ ডলার

মোট প্রবৃদ্ধি
১২ দশমিক ৮৪ শতাংশ

খাত	অর্থমূল্য (কোটি ডলার)	প্রবৃদ্ধি (%)
তৈরি পোশাক	১৯৮৮.৭৭	১৩.২৮
কৃষিজ পণ্য	৫৯.৫৫	৯.৩১
চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	৫৭.৭৩	১০.৪৪
পাট ও পাটজাত পণ্য	৪১.৭৪	-৮.১১
হোম টেক্সটাইল	৪১.০৮	৭.৮৫

সূত্র : বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে বাংলাদেশ থেকে পোশাক রফতানি হয়েছে ১ হাজার ৯৮৮ কোটি ৭৭ লাখ ডলারের। এর আগে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে রফতানি হয়েছিল ১ হাজার ৭৫৫ কোটি ৬৯ লাখ ২০ হাজার ডলারের। এ অনুযায়ী, অর্থবছরের প্রথমার্ধে দেশের তৈরি পোশাক খাতের রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩ দশমিক ২৮ শতাংশ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

অস্থিরতা-অসন্তোষের ছয়

১ম পৃষ্ঠার পর

যদিও গোটা পোশাক খাতে উৎপাদনের প্রধান এলাকাগুলোয় উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। তবে ক্রয়াদেশ অনেক ছিল। ক্যাপাসিটি বুকিংও ছিল ভালো। এজন্যই দুই অংকের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আছে। 'চায়না প্লাস ওয়ান' কৌশলের (ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি এড়াতে শুধু চীনের ওপর নির্ভর না করে অন্য দেশ থেকেও পণ্য আমদানির মাধ্যমে উৎসে বৈচিত্র্যায়নের কৌশল) প্রভাব আছে এখানে। এদিক থেকে বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল এবং এখনো আছে। পোশাক সরবরাহকারী বিকল্প দেশ এখন হচ্ছে, যেমন পাকিস্তান, ভারতসহ আমাদের পার্শ্ববর্তী অনেকগুলো দেশ এখন তাদের অবস্থান তৈরির চেষ্টা করছে। চীন থেকে যে পরিমাণ ক্রয়াদেশ বের হচ্ছে, তা ধরার মতো সক্ষমতা বাংলাদেশের বাইরে অন্যদের এখনো নেই। বর্তমান অবস্থান থেকে আরো ওপরে যেতে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ হওয়া প্রয়োজন। বস্ত্র ও পোশাকের মধ্যেই পণ্যে বৈচিত্র্য আনার জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন। আগামী দিনগুলোয় প্রবৃদ্ধি হলে তা হবে দক্ষতার কারণে আর আমাদের প্রডাকশন স্পেস বুকিংয়ের কারণে।'

বর্তমানে পোশাক পণ্যের রফতানি প্রবৃদ্ধির সবচেয়ে বড় কারণ চীন থেকে সরে আসা ক্রয়াদেশ—এ কথা উল্লেখ করে এমএ জব্বার বলেন, 'ভিয়েতনাম নিতে পারছে না। ফলে এ উপমহাদেশের দেশই ক্রয়াদেশগুলো নিচ্ছে। একইভাবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়গুলোর কারণে আগামী দিনগুলো নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। শিল্প অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় অস্থিরতার ক্ষেত্রে মজুরি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের প্রভাবও এখন সক্রিয়। অন্তর্বর্তী সরকারকে সেসব বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে। যেকোনো দেশের জন্যই রাজনৈতিক সরকার গুরুত্বপূর্ণ।'

বাংলাদেশী পোশাকের সর্ববৃহৎ ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান এইচঅ্যান্ডএমের প্রতিনিধিরাও মনে করছেন, চীন থেকে সরে আসা অতিরিক্ত ক্রয়াদেশ ধরা গেছে বলেই পোশাক রফতানিতে এ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। জানতে চাইলে বাংলাদেশে এইচঅ্যান্ডএমের কান্ট্রি ম্যানেজার জিয়াউর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমাদের জন্য সোর্সিংয়ের অন্যতম প্রধান বাজার বাংলাদেশ এবং এটি এমনই রয়ে গেছে।'

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট রফতানি বৃদ্ধি পেয়েছে ১২ দশমিক ৮৪ শতাংশে। এ সময়ে রফতানির অর্থমূল্য ছিল ২ হাজার ৪৫৩ কোটি ৩৫ লাখ ডলার।

আগের অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় চলতি অর্থবছরের একই সময়ে পোশাক রফতানি বেড়েছে ১৩ দশমিক ২৮ শতাংশে। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি বেড়েছে ১০ দশমিক ৪৪ শতাংশে। আর কৃষিপণ্য রফতানি বেড়েছে ৯ দশমিক ৩১ শতাংশে। পাট ও পাটজাত পণ্য রফতানি কমেছে ৮ দশমিক ১১ শতাংশে। হোম টেক্সটাইল পণ্য রফতানি বেড়েছে ৭ দশমিক ৮৫ শতাংশে।

একক মাস হিসেবে বাংলাদেশ থেকে গত ডিসেম্বরে ৪৬২ কোটি ৭৪ লাখ ৯০ হাজার ডলারের পণ্য বিশ্ববাজারে রফতানি হয়েছিল। ২০২৩ সালের একই মাসে রফতানি হয়েছিল ৩৯৩ কোটি ৯ লাখ ৪০ হাজার ডলারের পণ্য। সে হিসাবে গত ডিসেম্বরে রফতানি বেড়েছে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ দশমিক ৭২ শতাংশে।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, শুধু ডিসেম্বরে রফতানির সবচেয়ে বড় অংশজুড়ে থাকা তৈরি পোশাকের রফতানির অর্থমূল্য ছিল ৩৭৭ কোটি ৫ লাখ ১০ হাজার ডলার। এর মধ্যে উইভেন তৈরি পোশাক পণ্য রফতানির অর্থমূল্য ছিল ১৮৭ কোটি ৮৭ লাখ ডলার। নিটওয়্যার পণ্য রফতানির অর্থমূল্য ছিল ১৮৯ কোটি ১৮ লাখ ১০ হাজার ডলার। আর এ সময় হোম টেক্সটাইল পণ্যের রফতানি হয়েছে ৮ কোটি ৩৯ লাখ ৮০ হাজার ডলারের। জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসে তৈরি পোশাকের উইভেন পণ্য রফতানির অর্থমূল্য ছিল ৯০৫ কোটি ৩ লাখ ৩০ হাজার ডলার। নিটওয়্যার পণ্য রফতানির অর্থমূল্য ১ হাজার ৮৩ কোটি ৭৩ লাখ ৭০ হাজার ডলার।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বণিক বার্তাকে বলেন, 'যত কিছুই হোক আমরা মরিয়া হয়ে পোশাক রফতানি খাতকে ঠিক রাখার চেষ্টা করি। এত কিছুর মধ্যেও পোশাক শিল্পোদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের নিরলস পরিশ্রমের ফসল হিসেবেই দুই অংকেরও বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। বাস্তবতা হলো আমাদের আর কোনো উপায়ও নেই। সরকারি সংস্থার সহযোগিতাও উল্লেখ করতে হবে। বিশেষ করে এনবিআর নিয়ে আগে আমাদের অনেক অভিযোগ ছিল, কিন্তু এ সংস্থাটি এখন আমাদের সমস্যাগুলো দূর করার চেষ্টা করছে। আগের চেয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তি বোধ করছি। অস্থিরতা ও অসন্তোষ ছিল, কিন্তু এ পরিস্থিতির মধ্যেও ক্রেতা তার ক্রয়াদেশ নিয়ে কোথায় যাবে? অন্তত হঠাৎ করে চলে যাওয়ার জায়গা নেই। তবে অস্থিরতা ও অসন্তোষের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে পড়তে পারে। আর এখন রফতানি করলেও আমরা মুনাফায় নেই। পণ্যের পরিমাণ বেশি, উৎপাদন ব্যয়ও বেশি কিন্তু দাম আগের চেয়ে কম। ফলে ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে গেছে।'

সাভারের আশুলিয়া অঞ্চলের তৈরি পোশাক কারখানাগুলোয় নিয়মিত বিরতিতে শ্রম অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে গত ছয় মাস ধরে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আশুলিয়া অঞ্চলের শিল্প মালিকদের নিয়ে স্বতন্ত্র একটি প্লাটফর্ম গঠন করা হয়েছে। এর নেতৃত্বে রয়েছেন বিজিএমইএর সহায়ক কমিটির সদস্য এনামুল হক খান বাবলু।

জানতে চাইলে তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, 'প্রধান সমস্যা ছিল আশুলিয়ায়। সেখানে সমস্যা শেষে শুরু হয় মিরপুরে। সেখান থেকে চলে গেল কোনাবাড়ীতে। তবে কারখানা খুব বেশি না। অস্থিরতার প্রভাব ছিল ৫ শতাংশ কারখানায়। বাকি ৯৫ শতাংশ কারখানা সচল ছিল। এর মধ্যে ক্রয়াদেশ ছিল বিপুল পরিমাণে। এর কারণ মোটাদাগে চীন। যদিও সে সময় আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে অনেক ক্রয়াদেশ ভারতে চলে যাচ্ছে। তবে যেভাবে বলা হয়, আসলে তাদের সক্ষমতা ততটা নয়। তাদের প্রবৃদ্ধি হবে পর্যায়ক্রমে। সাময়িক সংকট ছিল কিন্তু প্রচুর ক্রয়াদেশ এসেছে। আমরা আগে যেভাবে পারদর্শিতা দেখিয়েছি, এখনো সেটা ধরে রাখতে পারছি। আমরা আমাদের কাজগুলো খুবই গুরুত্ব সহকারে পেশাদারত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করি বলেই আমাদের প্রবৃদ্ধি আছে।'

সরকারের সঠিক নীতিসহায়তা এ শিল্পকে এগিয়ে নিতে পারে দাবি করে ব্যবসায়ীরা বলছেন, গত ছয় মাসে কারখানাগুলোকে নগদ অর্থপ্রবাহ নিয়ে ভুগতে হয়েছে। যদিও একই সময় কারখানাগুলোর ব্যয়ও বেড়েছে। আবার বাংলাদেশের পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল হওয়া নিয়েও শঙ্কা রয়েছে। এ শঙ্কা যত দ্রুত দূর হবে, তা তৈরি পোশাকসহ উৎপাদনমুখী সব খাতের জন্যই মঙ্গলজনক হবে।

'বাংলাদেশের প্রতিযোগিতাটা এখন বাংলাদেশেরই সঙ্গে' উল্লেখ করে বিজিএমইএর সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি আবদুল্লাহ হিল রাকিব বণিক বার্তাকে বলেন, 'সরকার যদি সঠিক নীতিসহায়তা দিতে পারে, শিল্প বড় হবে। চীনের ওপর শুল্ক-কর আরোপ নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষণার পরপরই মার্কিন ক্রেতাদের বাংলাদেশমুখী গতিবিধি বেড়ে গেছে। ২০২৫ সালের পূর্বাভাস যা পাচ্ছি, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে শ্রম অস্থিরতা বা আমাদের অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলা না করে আমরা যদি ওভার বুকড হয়ে যাই, তাহলে আমরা ক্ষতির সম্মুখীন হব। ভূরাজনৈতিক কারণে ক্রয়াদেশের বড় প্রবাহ যেটা আসছিল, সেটা জুলাই-আগস্টকে কেন্দ্র করে কিছুটা হলেও শ্লথ হয়েছে। কিন্তু যখনই নভেম্বরে ট্রাম্প প্রশাসনের নীতির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেল, তখনই আবারো ক্রয়াদেশের প্রবাহ গতিশীল হয়ে গেছে। অন্যদিকে ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় আমাদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। নগদ অর্থের প্রবাহ নিয়ে কারখানাগুলোকে ভুগতে হয়েছে। তবে চীন থেকে ক্রয়াদেশ সরে আসা আমাদের প্রবৃদ্ধির বড় কারণ। আমাদের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের যাত্রা শুরু হচ্ছে, এটিও বাংলাদেশের প্রতি ক্রেতাদের ইতিবাচক অনুভূতির একটি কারণ বলে মনে করছি। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে বলে আমি মনে করি।'

যুগান্তর | শনিবার ১১ জানুয়ারি ২০২৫
E-mail : sportsjugantor(

সরকারি-বেসরকারি ইপিজেড

শ্রম আইনে পরিচালনার নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার

মিজান চৌধুরী

শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করতে বিদ্যমান শ্রম আইনে পরিচালনা হবে সরকারি ও বেসরকারি ইপিজেডসহ সারা দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠান। এটি বাস্তবায়ন করতে 'বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আইন, ১৯৯৬' বাতিল হচ্ছে। সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নরস বোর্ড সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা এটি বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন বেজাকে।

- বাতিল হচ্ছে বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আইন
- ইপিজেড একই আইনে পরিচালিত হলে শ্রম বিরোধ ও শ্রম অসন্তোষ নিরসন সহজ হবে

মূলত সমগ্র দেশে একটি শ্রম আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ও বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) অভিন্নভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে পাওয়া গেছে এসব তথ্য। বেসরকারি ইপিজেড আইন এবং বেজা আইনের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রেখে তা করা হবে বলে বেজার সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন। জানা গেছে, দীর্ঘদিন থেকে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যবসা-বাণিজ্যে দীর্ঘমেয়াদি মন্দা

কঠিন সময়ের মুখোমুখি শিল্পোদ্যোক্তারা

যুগান্তর প্রতিবেদন

দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে শিল্প বাণিজ্য পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে নতুন শিল্প স্থাপন আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠেছে। ঋণের সুদহার বৃদ্ধি, ব্যাংকে তারল্য সংকট, টাকার প্রবাহ কমানো, ডলারের উচ্চমূল্য, গ্যাস ও বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহে ঘাটতি, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা—এসব কারণে উদ্যোক্তাদের মধ্যে আস্থার সংকট দেখা দিয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে গিয়ে উদ্যোক্তারা এখন কঠিন সময়ের মুখোমুখি। এ অবস্থায় নতুন শিল্প স্থাপন তো দূরের কথা, বর্তমানে চালু শিল্প টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে আবার নতুন করে গ্যাসের দাম বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়ায় এ খাতে সংকট আরও প্রকট আকার ধারণ করতে যাচ্ছে। সূত্র জানায়, করোনা ও বৈশ্বিক মন্দার প্রভাবে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য খাতে আগে থেকেই স্থবিরতা বিরাজ করছিল। এর প্রভাব মোকাবিলা করে এসব খাত ধীরগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পুনরুদ্ধারের গতি ছিল খুবই মন্থর। এর মধ্যে ৫ আগস্ট ছাত্র-

- ঋণের সুদ ৮% থেকে বেড়ে ১৬%
- মূল্যস্ফীতি ১০.৮৯%, মজুরি বৃদ্ধি ৮.১৪%
- ডলারের দাম ৮৬ টাকা থেকে বেড়ে ১২২ টাকা
- মোট কর্মসংস্থানে ৯৪% বেসরকারি খাতে, ৬% সরকারি খাতে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কঠিন সময়ের মুখোমুখি শিল্পোদ্যোক্তারা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জনতার আন্দোলনের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে দেশে নতুন করে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। এতে আওয়ামী লীগ সরকারের ঘনিষ্ঠ অনেক ব্যবসায়ী পালিয়ে যান। ফলে ওইসব প্রতিষ্ঠানে দেখা দিয়েছে স্থবিরতা। ইতোমধ্যে বেক্সিমকো ও এস আলম গ্রুপের বেশকিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। আরও কয়েকটি গ্রুপের কিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। বিভিন্ন শিল্প খাতে রয়েছে শ্রমিক অসন্তোষ। এতে দফায় দফায় গার্মেন্টসসহ নানা শিল্পপ্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ হচ্ছে। এর প্রভাবে বাড়ছে বেকারত্ব। বিনিয়োগ না হওয়ায় নতুন কর্মসংস্থানের গতিও ধীর। এদিকে বৈশ্বিক মন্দার প্রভাবে ২০২২ সালের আগস্ট থেকে দেশে মূল্যস্ফীতির হার ৯ শতাংশের উপরে রয়েছে। এর মধ্যে কয়েক মাসের জন্য ৮ শতাংশের ঘরে ছিল। বাকি সময় ৯ শতাংশের উপরে। বর্তমানে যা আরও বেড়ে ডাবল ডিজিটে রয়েছে। মূল্যস্ফীতির হার কমাতে ২০২২ সালের জুলাই থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি অনুসরণ করছে। যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এখন মুদ্রানীতি আরও কঠোর করা হয়েছে। ফলে বাজারে টাকার প্রবাহ কমানো হয়েছে। প্রায় ৩ অর্থবছর ধরে টাকার প্রবাহ কমানোর নীতি গ্রহণ করায় বেসরকারি খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এতে বেসরকারি খাত চাহিদা অনুযায়ী ঋণের জোগান পাচ্ছে না। পাশাপাশি ঋণের সুদের হার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে এখন করা হয়েছে সর্বোচ্চ ১৬ শতাংশ। এতে ঋণের খরচ বেড়েছে। গত আড়াই বছরের ব্যবধানে ডলারের দাম ৮৬ টাকা থেকে বেড়ে ১২২ টাকা হয়েছে। এতে আমদানি খরচ বেড়েছে। ফলে শিল্প খাত বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এসব চ্যালেঞ্জ কমেনি। বরং আরও বেড়েছে। কারণ এ সরকার মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে বাজারে টাকার প্রবাহ আরও কমিয়েছে। ঋণের সুদের হারও বাড়িয়েছে। রেমিট্যান্স প্রবাহ ও রপ্তানি আয় বাড়াতে টাকার মান কমানো হয়েছে। এসব পদক্ষেপের ফলে মূল্যস্ফীতির হার নভেম্বর পর্যন্ত কমেনি। তবে ডিসেম্বরে এসে সামান্য কমে ১০ দশমিক ৮৯ শতাংশ হয়েছে। আগামীতে আরও কিছুটা কমতে পারে। সংশ্লিষ্টদের ধারণা, শীতের সবজিসহ অন্যান্য পণ্যের সরবরাহ বাড়ায় দাম কিছুটা কমেছে। এতে মূল্যস্ফীতির হার কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

বিনিয়োগের জন্য গ্যাস ও বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ একটি অন্যতম উপকরণ। এ দুটিতেই সমস্যা প্রকট। বিদ্যুতের সরবরাহ বাড়লেও নিরবচ্ছিন্ন হচ্ছে না। গ্যাসের দাম বাড়িয়েও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে গ্যাস নির্ভর বর্তমান শিল্পগুলো ধুঁকছে। নতুন শিল্প চালু করাও কঠিন হয়ে পড়ছে। এর মধ্যে গ্যাসের দাম প্রতি ঘনমিটার ৩০ টাকা এবং ক্যাপটিভ পাওয়ারে (শিল্পে ব্যবহৃত নিজস্ব বিদ্যুৎ) ৩০ টাকা ৭৫ পয়সা থেকে বাড়িয়ে প্রতি ঘনমিটারের দাম ৭৫ টাকা ৭২ পয়সা করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই দাম বাড়লে গ্যাস নির্ভর শিল্পে সংকট আরও বাড়বে। পাশাপাশি গ্যাসের খরচ বাড়ায় উৎপাদন খরচ বেড়ে গিয়ে পণ্যের দামও বৃদ্ধি পাবে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, গত সরকার যখন গ্যাসের দাম ১২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ টাকা করেছিল এবং ক্যাপটিভে সাড়ে ৩১ টাকা করেছিল তখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করা হবে। কিন্তু কখনোই গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ মেলেনি। বরং গ্যাসের দাম বৃদ্ধির পর থেকে এটি খারাপের দিকে গেছে। সরকার গ্যাসের দাম নতুন যে হারে বাড়াতে চাচ্ছে এটি হলে কোনো উদ্যোক্তা গ্যাস নির্ভর নতুন শিল্প করবে না। বর্তমানে চালু শিল্পগুলোও তীব্র সংকটে পড়বে। এই সংকট মোকাবিলা করে সামনে এগোনো কঠিন হবে। তিনি নতুন করে গ্যাসের দাম না বাড়িয়ে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার জোর দাবি জানিয়ে বলেন, আপাতত গ্যাস আমদানি বাড়াতে হবে। মধ্য মেয়াদে দেশে গ্যাস কূপ খনন করে সরবরাহ বাড়ানোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

এদিকে সরকার নতুন করে ৬৭ ধরনের পণ্যের ভ্যাট বাড়ানো বা আরোপ করা হয়েছে। ফলে এসব পণ্য ও সেবার দাম বাড়বে। এতে সেবা ও পণ্যের বিক্রি হ্রাস পেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন উদ্যোক্তারা।

এসব বহুমুখী কারণে আগামীতে পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে গিয়ে দামও বাড়তে পারে। তখন মূল্যস্ফীতির হারও আবার ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যা ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতাকে কমিয়ে দেবে।

এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, দেশে বিদ্যমান অস্থিরতার কারণে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ কমে গেছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বরে তা কমে ঋণের প্রবৃদ্ধির হার ১ দশমিক ৪১ শতাংশে নেমে এসেছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে এ খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল সাড়ে ৩ শতাংশ। ঋণের ওই প্রবৃদ্ধির মধ্যে বেশিরভাগই হয়েছে চলমান শিল্পে ও সুদ যোগ করে। নতুন ঋণ বিতরণ হয়নি বলেই চলে। কারণ উদ্যোক্তারা চলমান বহুমুখী সংকটের কারণে নতুন ঋণ নিতে চাচ্ছেন না। ফলে দেশে বিনিয়োগও হচ্ছে না। চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বরে শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে ২৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ। গত অর্থবছরের একই সময়ে কমেছিল ২১ দশমিক ১০ শতাংশ। এর আগে করোনার সংক্রমণ ও বৈশ্বিক মন্দার সময়ও শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে। ফলে নতুন শিল্প যেমন হচ্ছে না। তেমনি চলমান শিল্পের সম্প্রসারণ হচ্ছে না। শিল্পের মধ্যবর্তী কাঁচামাল আমদানি চলতি অর্থবছরের ওই সময়ে কমেছে সাড়ে ১১ শতাংশ ও গত অর্থবছরের একই সময়ে কমেছিল সাড়ে ১৫ শতাংশ। তবে শিল্পের কাঁচামাল আমদানি কিছুটা বেড়েছে। চলতি অর্থবছরের ওই সময়ে বেড়েছে সাড়ে ৫ শতাংশ। গত অর্থবছরের একই সময়ে বেড়েছিল ৭ শতাংশ। বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানি আদেশ বাড়ায় এ খাতে কাঁচামাল আমদানি বেড়েছে। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ কমার কারণে শিল্প ও কৃষি খাতেও ঋণের প্রবাহ কমে গেছে।

করোনার সময় থেকেই দেশে বিদেশি বিনিয়োগ কমছে। এখন যেসব বিদেশি বিনিয়োগ হচ্ছে তার বড় অংশই দেশে কার্যরত কোম্পানিগুলোর মুনাফা থেকে বা অন্য কোম্পানি থেকে ঋণ করে পুনঃবিনিয়োগ। গত অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বরে বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছিল ৪৮ কোটি ডলার। চলতি অর্থবছরের ওই সময়ে বিনিয়োগ হয়েছে ৩৮ কোটি ডলার।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, ডিসেম্বর পর্যন্ত মজুরির হার সামান্য হারে বেড়েছে। ওই মাসে এ হার ছিল ৮ দশমিক ১৪ শতাংশ। যা মূল্যস্ফীতির চেয়ে অনেক কম। বিনিয়োগ না হলে ও শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হতে থাকলে আগামীতে মূল্যস্ফীতির হার কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এদিকে সরকারি খাতেও বিনিয়োগ কম হচ্ছে। রাজস্ব আয় কম হওয়ায় সরকার বিনিয়োগ কমিয়ে দিয়েছে। ফলে অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি ও বিদেশি এই তিন খাতেই বিনিয়োগ কমায় বিশেষ করে শিল্পপণ্য রড, সিমেন্ট, কাচ, টাইলস, পেইন্ট, স্টিল, টিন এসব পণ্যের চাহিদা কমে গেছে। ফলে এ ধরনের ভারী শিল্পগুলোও সংকটে পড়েছে।

দেশে মোট কর্মসংস্থানে প্রায় ৯৪ শতাংশ হচ্ছে বেসরকারি খাতে। বাকি ৬ শতাংশ হচ্ছে সরকারি খাতে। বেসরকারি খাতে দীর্ঘ সময় ধরে বিনিয়োগ মন্দায় কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে। এদিকে শ্রমের বাজারে নতুন কর্মীর প্রবেশের কোনো কমতি নেই। ফলে তারা চাহিদা অনুযায়ী কর্ম না পেয়েই বেকার থাকছে বা প্রত্যাশার চেয়ে নিম্নমানের কর্মে জড়িত রয়েছে।

শ্রম আইনে পরিচালনার নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অঞ্চলের শ্রমিকদের ইউনিয়ন ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রম আইন কার্যকরের দাবি জানাচ্ছে শ্রমিক সংগঠনগুলো। সংশ্লিষ্টদের মতে সরকারি ও বেসরকারি ইপিজেড একই আইনে পরিচালিত হলে শ্রম বিরোধ ও শ্রম অসন্তোষ নিরসন সহজ হবে।

শ্রমিক সংগঠনগুলো মনে করছে, ইপিজেড শ্রমিকের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অধিকার থাকা উচিত, বিশেষ করে তাদের সংগঠন করার অধিকার থাকা দরকার। বর্তমান ইপিজেড আইন শ্রমিক কল্যাণ অ্যাসোসিয়েশন তৈরির অনুমতি দিলেও, এই অ্যাসোসিয়েশনগুলো কোনো বেসরকারি সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে না।

তবে শ্রম আইন বিদ্যমান থাকলে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের নানা ধরনের প্রচ্ছন্ন বাধা তৈরির মাধ্যমে খর্ব করতে পারবে না।

সূত্রমতে, দীর্ঘ ৯ বছর পর ২ ডিসেম্বর প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নরস বোর্ডের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভূমি উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। বৈঠকে বেজা ও বেসরকারি ইপিজেড সমন্বয় বা অন্তর্ভুক্ত করা, বিদ্যমান শ্রম আইন সমগ্র দেশে ব্যবহার, দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ পরিস্থিতির সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

সেখানে বেসরকারি ইপিজেড ও বেজার কার্যক্রম প্রসঙ্গে আলোচনায় বলা হয়, বেসরকারি ইপিজেড ও বেজার কার্যক্রম প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। কাজের প্রকৃতির ধরন ও বিনিয়োগ সেবা প্রদান প্রায় এক রকম। এসব দিক বিবেচনা করে পরিচালনার ক্ষেত্রে পৃথকভাবে না হয়ে বেজার সঙ্গে দেশের একমাত্র বেসরকারি ইপিজেড অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের কারণ তুলে ধরে বলা হয় এতে প্রকৃত অর্থে কাজের গতি ও বিনিয়োগ বাড়বে।

ওই বৈঠকে উপস্থিত প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া বলেন, বেজার সঙ্গে বেসরকারি ইপিজেড অন্তর্ভুক্ত করতে বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আইন, ১৯৯৬ বাতিল এবং বেজার আইন সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেটি আলোচনা শেষে বাস্তবায়নের দায়িত্ব নেওয়া হয় বেজাকে।

বর্তমানে দেশে একটি বেসরকারি ইপিজেড রয়েছে সেটি হচ্ছে রাঙ্গুনিয়ায় কোরিয়ান ইপিজেড। নানা জটিলতায় এখনো চালু হয়নি। ওই বৈঠকে বিদ্যমান শ্রম আইন-২০০৬ এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা হয়। বর্তমান বেজা পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর মাধ্যমে। তবে এই আইনের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে শ্রম আইন, ২০০৬। পাশাপাশি বেসরকারি ইপিজেড পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে। তৎকালীন বেসরকারি ইপিজেড পরিচালনার লক্ষ্য নিয়ে এ আইনটি করা হয়েছিল। কিন্তু বেসরকারি ইপিজেড আইনে বিদ্যমান শ্রম আইনের খুব বেশি অস্তিত্ব নেই। সেখানে আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয়—বেজা ও বেসরকারি ইপিজেড আগামীতে পরিচালনা করা হবে দেশের বিদ্যমান শ্রম আইন দিয়ে। ভিন্ন কোনো আইনে পরিচালিত করা হবে না।

সূত্র আরও জানায়, বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা হয় একটি নির্বাহী সেল থেকে। সেটি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অবস্থিত। তবে বেসরকারি ইপিজেড বিষয়ক বোর্ড অব গভর্নরসের অধীনে এটি পরিচালিত হচ্ছে। ওই বৈঠকে উপস্থাপন করা হয় ৫ আগস্টের পর এই নির্বাহী সেল প্রকৃত অর্থে কার্যকর নেই। মূলত এই সেল থেকে বেসরকারি ইপিজেডে জোনের নির্মাণ কাজের জন্য ভবন নির্মাণ, কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক মালামাল আমদানির স্বার্থে কাস্টমস বন্ডেড সুবিধা দেওয়া, জোনের শুল্ক কর্তৃপক্ষের কর্মতৎপরতা ও পর্যবেক্ষণ, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসহ সেবামূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া জোনে বিনিয়োগকারীদের নিবন্ধন, বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন, আমদানি-রপ্তানির পারমিট ইস্যু, ব্যাংকিং সুবিধা, বিদেশি নাগরিকদের নিয়োগ প্রদানের সহায়তায় কাজ করবে এই নির্বাহী সেল।

যুগান্তর | সোমবার ৬ জানুয়ারি ২০২৫
২২ পৌষ ১৪৩১

দেশজুড়ে তীব্র গ্যাস সংকট

হাহাকার বাসাবাড়ি শিল্পকারখানায়

- সিএনজি স্টেশনগুলোয় দীর্ঘ লাইন, তৈরি করছে যানজট
- মাতারবাড়ীতে ১টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল অচল ছিল এক সপ্তাহ
- তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ২-৩ দিনের মধ্যে সরবরাহ স্বাভাবিক হবে
- ক্রেতা ধরে রাখতে ভর্তুকি দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থায় কারখানা চালু রাখছেন শিল্প মালিকরা

মুজিব মাসুদ

দেশব্যাপী তীব্র গ্যাস সংকট চলছে। এক সপ্তাহ ধরে এই সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বাসাবাড়িতে চুলা জ্বলছে না। ঘুরছে না শিল্পকারখানার চাকা। ক্রেতা ধরে রাখতে ভর্তুকি দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থায় কারখানা চালু রাখছেন শিল্প মালিকরা। সিএনজি ফিলিং স্টেশনেও গ্যাসের চাপ নেই। গ্যাস নিতে গাড়ির দীর্ঘ লাইন রাজধানীজুড়ে যানজট সৃষ্টি করছে। তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে মাতারবাড়ির মহেশখালীতে একটি ভাসমান রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউ) গত এক সপ্তাহ ধরে বন্ধ থাকায় এই সংকট বেড়েছে। এ কারণে ১ জানুয়ারি থেকে ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস কম পাওয়া যাচ্ছে। সব মিলিয়ে ১ হাজার থেকে ১২০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের ঘাটতি রয়েছে। তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহনেওয়াজ পারভেজ যুগান্তরকে বলেন, মহেশখালীর এফএসআরইউটি রোববার রাত থেকে চালু হয়েছে। তিনি বলেন, গ্যাসের সরবরাহ বেড়েছে। ২-৩ দিনের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তিনি বলেন, শীতের তীব্রতায় গ্যাসের চাহিদা বেড়েছে। সংকটের পেছনে এটাও একটা কারণ।

পেট্রোবাংলার তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে দৈনিক গ্যাসের চাহিদা ৩৮০০ মিলিয়ন ঘনফুটের বিপরীতে সরবরাহ রয়েছে ২৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুট। পেট্রোবাংলাসহ জ্বালানি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী গ্যাস সংকটের কারণে ২০২০ সালের এপ্রিলের পর এবারই দেশে গ্যাসের সরবরাহ সর্বনিম্ন। এই সরবরাহ ২০২১ সালের শেষ ছয় মাসের গড় সরবরাহ থেকেও কম। জানা গেছে, ১ জানুয়ারি থেকে মহেশখালীতে অবস্থিত এক্সিলারেট এনার্জির ভাসমান এলএনজি টার্মিনালটি মেরামতের জন্য বন্ধ রাখা হয়। রোববার মেরামত শেষ হলে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হয়েছে। আজকালের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী এলএনজি সরবরাহ শুরু হবে। এতে গ্যাস সংকট সহনীয় হবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের। রাজধানীবাসী বলছেন, সকাল ৭টার দিকেই গ্যাস সম্পূর্ণভাবে চলে যায়। আসার ঠিক নেই। এরপর থেকে পানি ফুটিয়ে খাওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। গ্যাসের চাপ কম থাকায় শুধু ডাল বা ভর্তা খেয়েই দিন পার করছেন অনেকে। মাছ বা মাংস রান্না করার মতো অবস্থা নেই। বর্তমানে বাসাবাড়িতে দিনে মাত্র ২-৩ ঘণ্টা গ্যাস থাকছে। তাও বেলা ৩টার পর থেকে নিবুনিবু করে চুলা জ্বলা শুরু হয়। রাত ১২টার পর থেকে চুলায় কিছু গ্যাস আসে। সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনগুলোতেও গ্যাসের অপেক্ষায় তৈরি হচ্ছে দীর্ঘ লাইন। অন্যদিকে, শিল্পকারখানাগুলো সীমিত পরিসরে কার্যক্রম চলছে। পুরোদমে চালানোর মতো চাপ নেই গ্যাসের সরবরাহ লাইনে।

গ্যাস সংকটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের গার্মেন্টের মতো রপ্তানিপণ্য তৈরির প্রতিষ্ঠানগুলো। পর্যাপ্ত জ্বালানি সরবরাহ না হলে তারা বিদেশি ক্রেতাদের কাছে সময়মতো অর্ডার সাপ্লাই করতে পারছে না। ফলে প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অর্ডার কমে যাচ্ছে। এই অবস্থা চললে ক্রেতারাও মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে।

জানা যায়, গাজীপুরে ছোট-বড় মিলিয়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি পোশাক কারখানাসহ নানা ধরনের শিল্পকারখানা রয়েছে। আর এর বেশিরভাগই গ্যাসনির্ভর। এক থেকে দেড় মাস ধরে এসব কলকারখানায় গ্যাস সংকট চলছে। ক্রেতা ধরে রাখতে অনেকে ভর্তুকি দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থায় কারখানা চালু রাখলেও বাসাবাড়িতে গ্যাস সংকটে শ্রমিকরা ঠিকমতো কাজের শিডিউল মেলাতে পারছেন না। শ্রমিকরা কারখানায় এলেও গ্যাসের চাপ না থাকায় তাদের বেকার সময় পার করতে হচ্ছে। এ সংকটের সমাধান না হলে শতভাগ রপ্তানিমুখী শত শত পোশাক কারখানাসহ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) তথ্যমতে, গ্যাস সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কারখানার উৎপাদন। লাইনে গ্যাস কম থাকায় যন্ত্রপাতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কারখানার কার্যক্রম বন্ধ রাখছেন মালিকপক্ষ। বিটিএমএ গত সপ্তাহে পেট্রোবাংলাকে চিঠি দিয়ে শিল্প মালিকদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের অনুরোধ জানিয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, গ্যাস সংকটের কারণে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে টেক্সটাইল মিলগুলো তাদের উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ কাজ করছে।

নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কোনাবাড়ী, শফিপুর, নরসিংদী, সাভার, আশুলিয়া, হবিগঞ্জ, মাওনা এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অবস্থিত বিটিএমএর সদস্য মিলগুলোতে গত এক মাস ধরে গড় গ্যাসের চাপ (বর্গ ইঞ্চিপ্রতি-পিএসআই) শূন্য থেকে ২ পাউন্ডের মধ্যে রয়েছে। এই চাপ দিয়ে কোনোভাবেই কারখানা চালানো সম্ভব হচ্ছে না।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্সের কর্মকর্তারা বলেছেন, গ্যাসের ঘাটতির কারণে নিট মিলগুলো প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে, এভাবে চলতে থাকলে দেশের টেক্সটাইল শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। রাজধানী ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, ময়মনসিংহসহ ১২ জেলায় তিতাসের গ্রাহকরা দৈনিক প্রায় ১৮০ কোটি ঘনফুট পর্যন্ত গ্যাস পেত। এখন মিলছে দেড়শ কোটি ঘনফুটের নিচে। তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ বলছে, এমনিতেই শীতকালে লাইনে কনডেনসেট জমে গ্যাস সরবরাহে সমস্যা দেখা দেয়। তার ওপর সরবরাহ ঘাটতির কারণে সংকট প্রকট হয়েছে।

বাসাবাড়ির মালিকরা বলছেন, গ্যাসের এই সংকটের কারণে তিতাসের লাইন থাকার পরও ভাড়াটিয়াদের চাপে তারা বাধ্য হচ্ছেন এলপিজি লাইন তৈরি করতে। এতে একদিকে তিতাসের গ্যাস বিল দিতে হচ্ছে অপরদিকে সিলিন্ডার গ্যাসও কিনতে হচ্ছে। তাদের খরচ আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। একটি গাড়ির গ্যাস নিতে কমপক্ষে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা লাগছে।

শিল্প মালিকরা বলছেন, একদিকে ডলার ক্রাইসিসের কারণে কাঁচামালের দাম বেড়ে গেছে। যথাসময়ে কাঁচামাল আমদানি করা যাচ্ছে না। বাড়তি দাম দিয়ে গ্যাস কিনছেন। কিন্তু এভাবে কিছুদিন পরপর গ্যাস সংকট চলতে থাকলে এই সেক্টর কিভাবে চলবে?

এদিকে শীত শুরু হওয়ার পর থেকে সারা দেশে বিদ্যুতের চাহিদা কমতে শুরু করেছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতে কমেছে গ্যাসের চাহিদাও। তার মানে এই নয় যে, বিদ্যুৎ খাতের বেঁচে যাওয়া গ্যাস অন্য খাতগুলো বেশি পাচ্ছে। পেট্রোবাংলার কর্মকর্তারা বলছেন, এই গ্যাস সংকটের পেছনে দেশীয় উৎপাদন কমে যাওয়া একটা কারণ। পাশাপাশি এলএনজি আমদানির পরিমাণও কমেছে। নিকট-ভবিষ্যতে এই সংকট থেকে উত্তরণের পথও দেখতে পাচ্ছেন না তারা। তারা বলছেন, ফেব্রুয়ারির শেষ বা মার্চের মাঝামাঝি নাগাদ গ্যাস সরবরাহের উন্নতি হবে।

সিরামিক শিল্পের অন্যতম প্রধান উপকরণই গ্যাস। ফলে চলমান সংকটে এই ইন্ডাস্ট্রির ক্ষতিও হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। ফার সিরামিকস লিমিটেডের এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, তাদের কারখানায় গ্যাসের চাপ কমপক্ষে ১০ পিএসআই (চাপের একক) থাকতে হয়। কিন্তু দিনের বেলা বেশিরভাগ সময়ই চাপ থাকে দুই থেকে চার পিএসআই। ফলে পণ্যের গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জের রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা টোটাল ফ্যাশনের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, গ্যাস সংকটে তাদের উৎপাদন কমেছে তিন ভাগের এক ভাগ। তারা শুধু শুক্রবারে গ্যাসের চাপ পান। তবে সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়ায় ওই গ্যাস কোনো কাজে লাগে না। সপ্তাহের অন্যান্য দিনে তাদের বয়লার চালু রাখার মতো পর্যাপ্ত গ্যাস পাওয়া যায় না। স্টিল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিএসআরএমের এক কর্মকর্তা বলেন, গ্যাস সংকটে তাদের জ্বালানি চাহিদার ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ডিজেল ব্যবহার করতে হচ্ছে। এতে তাদের উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে। গ্যাস সংকটের কারণে বর্তমানে প্রতি টন রড উৎপাদন করতে খরচ বেড়েছে এক হাজার থেকে এক হাজার ২০০ টাকা পর্যন্ত।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর, শেখেরটেক, পশ্চিম ধানমন্ডি, হাজারীবাগ, মধুবাজার, ডেমরা, পূর্ব ডগাইর, হাজীনগর, কোনাটিয়া, পূর্ব শেওড়াপাড়া, মিরপুর, শ্যামলী, পল্লবী, বনশ্রী, গেন্ডারিয়া, নবাবগঞ্জ, নারিন্দা, মোহাম্মদপুর ও তাষানটেকসহ পুরান ঢাকার বেশিরভাগ এলাকায় গ্যাসের সংকট দেখা গেছে।

তাষানটেক এলাকার প্রায় দুই হাজার ৫০ পরিবারের কারও বাড়িতে তিতাসের লাইনে গ্যাস নেই গত কয়েকদিন ধরে। বাধ্য হয়ে কেউ জ্বালানি কাঠ, আবার যাদের আয় ভালো তারা এলপিজি ব্যবহার করেছেন। গ্যাস থাকে রাত দেড়টা থেকে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত। পশ্চিম ধানমন্ডি মধুবাজার এলাকার বাসিন্দা মোবারক হোসেন বলেন, গ্যাস না থাকায় তাদের রান্নার জন্য মধ্যরাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হয়। খালিদ হোসেন নামে আজিমপুর এলাকার এক বাসিন্দা যুগান্তরকে বলেন, আগে প্রতিদিন দুপুরের খাবার খেতে বাসায় আসতেন। এখন তাকে বাইরে খেতে হচ্ছে। কারণ গ্যাসের অভাবে তার স্ত্রী দিনের বেলা রান্না করতে পারছেন না।

শেখেরটেক এলাকার বাসিন্দা আদম মালেক নামে এক চাকরিজীবী যুগান্তরকে বলেন, চলমান গ্যাস সংকটে ভোররাত ৩টা পর্যন্ত তাকে রান্নার জন্য জেগে থাকতে হয়। ঘুমাতে পারেন না। গত এক সপ্তাহ ধরে অফিসে যেতে দেরি হচ্ছে। দিনে বেলা ৩টার আগে গ্যাস আসে না। রাত ১০টার পর চাপ কিছুটা বাড়ে। মতিঝিলের আরামবাগের বাসিন্দা দেলোয়ার হোসেন যুগান্তরকে বলেন, আগের সরকারের দুর্নীতির কারণে গ্যাস পাওয়া যায়নি। এখন তাহলে কী হচ্ছে। আমরা প্রতি মাসে বিল দিচ্ছি, কিন্তু পর্যাপ্ত গ্যাস পাচ্ছি না। আমাদের এলাকায় বেশিরভাগ বাড়িতে গ্যাসের সংযোগ আছে, তবে বাসিন্দারা এলপিজি ব্যবহার করছেন। একজন গ্রাহককে বাধ্য হয়ে দুবার বিল দিতে হচ্ছে। যাদের পক্ষে এলপিজির ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়, তাদের ভোররাত ৩টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

উত্তরখানের মাদারবাড়ী এলাকার বাসিন্দা তাওহীদুল মাওলা বলেন, তাদের এলাকায় অনেকে ছাদ ও বাসার নিচে মাটির চুলা বানিয়ে রান্নার কাজ করছেন। আশকোনা হজ ক্যাম্প এলাকায়ও একই অবস্থা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার। ৬ জানুয়ারি ২০২৫।

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা
বাজার অস্থিতিশীল
ঋণ সুদহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি
ডলার সংকট এলসিতে বিপত্তি
কারখানার কাঁচামাল অপর্যাপ্ত
তীব্র জ্বালানি সংকট
ধারাবাহিক শ্রমিক অসন্তোষ

“ বেশির ভাগ ব্যাংক এখন নতুন ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে একটি রক্ষণশীল মনোভাব গ্রহণ করছে, যাতে ঋণ শ্রেণিকরণের নতুন ঝুঁকি না বাড়ে এই ধীরগতির আর্থিক পরিস্থিতিতে

সৈয়দ মাহবুবুর রহমান

বন্ধ হচ্ছে কারখানা স্থবির বিনিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে একের পর এক শিল্পকারখানা বন্ধের প্রভাব পড়েছে বিনিয়োগে। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ৪২ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থায় এসেছে। উর্ধ্বমুখী সুদহারে নতুন শিল্পকারখানা স্থাপন না হওয়ায় কমেছে মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি। বিশ্লেষকরা বলছেন, এতে কর্মসংস্থান ও কর আদায়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, যা দেশের অর্থনীতির জন্য মোটেও ভালো লক্ষণ নয়।

জানা গেছে, গত ছয় মাসে বন্ধ হয়েছে তৈরি পোশাক খাতের ১০০টির বেশি কারখানা। কয়েক মাসে ১০টির মতো টেক্সটাইল মিল বন্ধ হয়েছে। গত বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বরে ৮৩টি কোম্পানি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। এ ছাড়াও সিমেন্ট, ইস্পাত ও কাগজ শিল্পের অনেক কারখানা বন্ধ হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর রাজনৈতিক অস্থিরতা, বাজার অস্থিতিশীলতা, সুদহার বৃদ্ধি, ঋণপত্র খোলার (এলসি) অভাবে কাঁচামাল অপর্যাপ্ততা, শ্রমিক অসন্তোষ ও কারখানার উৎপাদন কার্যক্রমের অপ্রতুলতার কারণে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আবার নতুন করে বিনিয়োগের সাহস পাচ্ছেন না উদ্যোক্তারা। ফলে স্থবির হয়ে পড়েছে বিনিয়োগ।

জানা গেছে, গত ২ জানুয়ারি চারটি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেয়া গ্রুপ। আগের মাস ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে দুটি গ্রুপের ২৪টি কারখানা বন্ধ হয়েছে। ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর একইভাবে বিপুলসংখ্যক শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশ করা বেসরকারি খাতের ঋণের পরিসংখ্যান বলছে, সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি আর অর্থনীতিতে ধীরগতির কারণে বেসরকারি খাতে ব্যাংক

যে কারণে টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ আসছে না

কাজী সোহাগ

টেলিযোগাযোগ খাতের জন্য চলতি বছরকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের বছর বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগসহ সাতটি বাধাকে সবচেয়ে বড় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তারা। এর মধ্যে রয়েছে- বিচ্ছিন্ন লাইসেন্সিং ব্যবস্থা, জটিল নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা,

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

বন্ধ হচ্ছে কারখানা স্থবির

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] ঋণের নিম্নমুখী প্রবণতা আগে থেকেই ছিল, যা আরও কমে ৪২ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থায় পৌঁছেছে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি বার্ষিক ৭ দশমিক ৬৬ শতাংশে নেমে এসেছে, যা অক্টোবর মাসে ছিল ৮ দশমিক ৩০ শতাংশ। এটি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম অর্ধাংশের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ৯ দশমিক ৮০ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২ দশমিক ১৪ শতাংশ কম। এর আগে ২০২১ সালের মে মাসে কভিড মহামারির মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৫৫ শতাংশে নেমেছিল। মূলত জুলাই-আগস্টে আন্দোলন শুরুর পর থেকে এ খাতে প্রবৃদ্ধি আরও কমতে থাকে। গত জুলাইয়ে ১০ দশমিক ১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও সরকার পতনের মাসে (আগস্ট) তা নামে ৯ দশমিক ৮৬ শতাংশে। পরের মাস সেপ্টেম্বরে তা আরও কমে হয় ৯ দশমিক ২০ শতাংশ; যেটি ছিল তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। নিম্নমুখী এ হার পরের মাসে দাঁড়ায় ৮ দশমিক ৩০ শতাংশে।

একটি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বাংলাদেশ প্রতিদিনকে জানান, চলমান অনিশ্চয়তা এবং উচ্চ সুদের হার সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নতুন ঋণের চাহিদা, বিশেষ করে মেয়াদি ঋণের চাহিদা কমিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকগুলো ১৪ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ সুদের হারে বিভিন্ন ঋণ দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মেয়াদি ঋণ এবং বাণিজ্যিক অর্থায়নের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় আমদানি এখনো কম রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ীরা বর্তমান আর্থিক ঝুঁকি এড়াতে নতুন বিনিয়োগ করার জন্য অপেক্ষা করছেন। বাংলাদেশের বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত করার জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অপরিবর্তিত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলে জানান তিনি। বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য বলছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে ২১ দশমিক ৯০ শতাংশ। চলতি বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ে আমদানি হয়েছে ৮৬ কোটি ডলারের। আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ে আমদানির পরিমাণ ছিল ১১১ কোটি ডলার। ৯ শতাংশ ঋণের সুদ এখন ১৫ শতাংশের বেশি।

একইভাবে কমেছে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ। চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) বিনিয়োগ এসেছে ১৪৭ কোটি ডলার। যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১৬১ কোটি ডলার। বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে ৮ দশমিক ৮০ শতাংশ। বেড়েছে বেকারত্ব। ২০২৩ সালের জুনে দেশে বেকারত্বের সংখ্যা ছিল ২৫ লাখ। চলতি বছরের জুনে বেকারত্বের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ লাখ ৪০ হাজারে।

এ বিষয়ে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের এমডিদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের সাবেক চেয়ারম্যান ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, বেশির ভাগ ব্যাংক এখন নতুন ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে একটি রক্ষণশীল মনোভাব গ্রহণ করছে, যাতে ঋণ শ্রেণিকরণের নতুন ঝুঁকি না বাড়ে এই ধীরগতির আর্থিক পরিস্থিতিতে। এ পদ্ধতির অংশ হিসেবে ব্যাংকগুলো এখন ঋণ অনুমোদনের আগে যথাযথ জামানত নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে। এদিকে এলসি নিষ্পত্তির মাধ্যমে প্রকৃত আমদানি আগের অর্থবছরের একই সময়ে ২৮ দশমিক ১৭ বিলিয়ন ডলার থেকে ০ দশমিক ৮৩ শতাংশ কমে ২৭ দশমিক ৯৪ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে।

THE BUSINESS STANDARD
MONDAY 06.01.2025

State labour exporter posts record profit on surge in Jordan RMG hiring

MIGRATION - BANGLADESH

KAMRAN SIDDIQUI

It's revenue surges to Tk78.87 crore in FY24, driven by RMG deployments to Jordan

Bangladesh Overseas Employment and Services Limited (BOESL) posted a record profit last fiscal year, bolstered by a significant number of worker deployments to the ready-made garment sector in Jordan – the state-owned manpower exporter's top market since 2011.

This achievement came despite a 50% decline in recruitment in South Korea, BOESL's second-largest market, according to an annual report of the company released last week.

In FY24, its revenue grew by 13% year-on-year to reach Tk78.87 crore and the profit surged by 12.7% to Tk48.65 crore.

The previous lifetime high profit of Tk43.17 crore was reported in FY23, with revenue rising to Tk69.63 crore.

The number of overseas employment placements by BOESL remained almost unchanged, with 15,558 workers deployed in FY24 compared to 15,294 in the previous year.

In the last fiscal year, BOESL sent 11,502 semi-skilled garment workers to Jordan, marking a 93% increase from the previous year.

Apparel factories in Jordan are seeking thousands of skilled workers, offering attractive salaries. Currently, 42 garment companies in Jordan hire workers through BOESL with monthly salaries of Tk30,000-35,000.

Additionally,

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

State labour exporter posts record profit on surge in Jordan RMG hiring

CONTINUED FROM PAGE 3

Jordanian companies cover the flight and other charges.

BOESL deployed 3,019 workers to South Korea in FY24, down from 6,749 the previous year.

Each migrant worker bound for South Korea paid a Tk34,000 service fee to BOESL. Additionally, it charges only $200 for sending female workers to Jordan, with the employer covering the cost.

Why the decline in South Korea?

Bangladesh has fallen short of fulfilling nearly three-fourths of the 2024 South Korean job quota due to reduced demand from employers. South Korea set a record 11,500-job quota for Bangladeshi workers, but by December, only 3,038 Bangladeshis had been employed.

This shortfall is attributed to several factors, including negative perceptions of Bangladeshi workers due to frequent job switching, reduced demand from Korean employers, inadequate market promotion by Bangladesh, language barriers, and cultural issues, according to BOESL officials.

In 2023, South Korea allocated a quota of 10,000 workers to Bangladesh, but only 4,996 workers were in demand.

Korea recruits semi-skilled and skilled foreign workers for various sectors, and officials attribute Bangladesh's struggle to meet employers' demand for quality workers to these factors.

Additionally, reduced demand in Korean export-oriented industries due to the Russia-Ukraine war has contributed to the shortfall.

BOESL maintains a roster of Korea-bound workers,. from which employers select their preferred candidates. Officials familiar with the process told TBS that although the required number of workers is on the roster, employers are placing fewer demand orders.

Mallick Anwar Hossain, the immediate past managing director of BOESL, recently told TBS that they have received fewer demand orders than the job quota last year. Bangladeshi workers lag behind others in language proficiency, particularly in conversational fluency. While they perform well in language tests, they struggle with speaking skills.

"Workers usually do not practice after training," said Hossain. "We'll advise private language training centres to motivate workers in this regard."

BOESL plans to issue guidelines in January to improve training at these centres. Bangladesh primarily sends semi-skilled workers to South Korea under the Employment Permit System.

BOESL's poor performance

Despite consistently charging some of the lowest fees for overseas employment services, BOESL has played a relatively minor role in Bangladesh's labour migration landscape.

Since its inception in 1984, the state-run entity has facilitated the overseas employment of only 1.61 lakh workers, while private agencies have sent around 1.6 crore workers abroad during the same period.

ABM Abdul Halim, general manager of BOESL, explained that the organisation focuses on placing skilled and semi-skilled workers, unlike private agencies, which primarily send less-skilled workers to the Middle East.

"While over 2,000 private agencies collectively send a million workers abroad, BOESL's individual efforts are not insignificant," he added. "We are committed to continuously expanding our reach and sending more workers abroad."

Migration experts and stakeholders praised BOESL for building trust among overseas employers by maintaining an orderly, safe, and systematic recruitment process, in line with its mission to minimise migration costs.

BOESL's exploration of new job opportunities has been hindered by capacity constraints, ineffective marketing strategies, bureaucratic bottlenecks, and a cautious approach to competition.

Another factor contributing to the higher processing capacity of private recruiters is their involvement in illegal visa trading – the practice of procuring visas from employers through middlemen and selling them to recruiting agencies in source countries like Bangladesh.

While BOESL adheres to ethical and safe migration practices, it refrains from engaging in such activities. However, BOESL officials told TBS they are actively exploring new markets, with a focus on skilled migration.

A senior official from the Bureau of Manpower, Employment, and Training told TBS that efforts are underway to make BOESL more active, which would encourage private agencies to reduce their expenses.

সমকাল
বুধবার। ৮ জানুয়ারি ২০২৫।

মৃত্যুর পরও দেশে আসছে 'যোদ্ধা'দের রেমিট্যান্স

■ কামরুল হাসান জনি, ইউএই

প্রতিনিয়ত পরিবারের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন প্রবাসী কর্মীরা। তবে দেশের রিজার্ভ ও রেমিট্যান্স প্রবাহ সচল রাখতে মৃত প্রবাসী কর্মীর ভূমিকাও যে অনস্বীকার্য, তা অনেকেরই অজানা। সংযুক্ত আরব আমিরাতে মৃত্যুবরণ করা তেমনি কিছু প্রবাসী যোদ্ধা রেমিট্যান্স প্রেরণে ভূমিকা রাখছেন।

কেবল আরব আমিরাত প্রবাসীদের গত বছরের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মৃত প্রবাসী কর্মীদের বকেয়া বেতন ও মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ আদায় হয়েছে ৩৬ কোটি টাকার বেশি। এ ছাড়া একেবারে দেশে ফিরে আসা কয়েকজন প্রবাসী কর্মীকে ১ কোটি টাকার বেশি বকেয়া পরিশোধ করা হয়, যা রেমিট্যান্স হিসেবে গেল বছর দেশের অর্থনীতিতে যোগ হয়েছে।

দশ বছর আগে আবুধাবিতে কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় মারা যান চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার রাজারামপুরের বধু মণ্ডলের ছেলে মজিবুর রহমান। তাঁর পরিবার আবুধাবি বাংলাদেশ দূতাবাসকে এই মামলা পরিচালনার ক্ষমতাপত্র প্রদান করে। দূতাবাস তাদের নিয়োগকৃত ল ফার্মের মাধ্যমে মামলা পরিচালনা করে স্থানীয় আদালতের রায় নিশ্চিত করে। আদালত এই প্রবাসীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ হিসেবে ব্লাডমানি বাবদ ১ লাখ ৪৮ হাজার ৫৭২ দিরহাম আদায় করেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬১ লাখ ২৮ হাজার ৫৯০ টাকা গত বছরের জুলাইয়ে মৃতের স্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করা হয়।

২০২৩ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকার কাফরুলের পূর্ব কাজীপাড়ার আব্দুস সোবহানের ছেলে দুবাই প্রবাসী মোহাম্মদ মোরশেদ আলমের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। দুবাইয়ের বাংলাদেশ কনস্যুলেটের শ্রম কল্যাণ উইং মৃতের নিয়োগকর্তা বেলহাসা প্রজেক্ট এলএলসি কোম্পানি থেকে বকেয়া বেতন ও গ্র্যাচুইটি বাবদ ১ লাখ ৯২ হাজার ৩১৪ দিরহাম আদায় করে। গত নভেম্বরে জনতা ব্যাংক দুবাই শাখার মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থের সমপরিমাণ বাংলাদেশি মুদ্রা ৬৩ লাখ ৯৪ হাজার ৪৪০ টাকা উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তরের জন্য পাঠানো হয়।

আরব আমিরাত

- এক বছরে ৩৭ কোটি টাকা বকেয়া বেতন ও ক্ষতিপূরণ আদায়
- রেকর্ড সংখ্যক আমিরাত প্রবাসীর ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ কার্ড গ্রহণ

আবুধাবি বাংলাদেশ দূতাবাস ও দুবাই বাংলাদেশ কনস্যুলেট জানায়, আমিরাতে প্রতিবছর কিছু প্রবাসী কর্মী কর্মস্থলে, সড়ক দুর্ঘটনায় কিংবা কারও দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিহত হন। তাদের পরিবারকে আইনি সহায়তা ও মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়ে সহযোগিতা দেয় বাংলাদেশ মিশন। ক্ষতিপূরণ আদায় হলে সেই অর্থ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বর্তমানে আবুধাবির বাংলাদেশ দূতাবাসের অধীনে এ ধরনের ৬৮টি মামলা চলমান রয়েছে। এ বছর পাঁচটি মামলা নিষ্পত্তি হলে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ আদায় হয় ৩ কোটি ৪৩ লাখ টাকা, যা পরিবারের কাছে হস্তান্তরের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে পাঠানো হয়েছে। দুবাই কনস্যুলেটের অধীনে চলতি বছর এ ধরনের ৩২টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। চলমান রয়েছে মৃত্যুজনিত আরও ৩১টি মামলা। নিষ্পত্তি হওয়া মামলা থেকে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ আদায় হয়েছে ২২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা।

এ ছাড়া গেল বছর ১৫৫ জন মৃত প্রবাসী কর্মীর বকেয়া পাওনা ১০ কোটি ২৬ লাখ টাকা আদায় করেছে দুবাই বাংলাদেশ কনস্যুলেট। আবুধাবি দূতাবাস গত বছর ৬২ জন মৃত প্রবাসী কর্মীর বকেয়া পাওনাদি আদায় করে প্রায় ১ কোটি ২২ লাখ টাকা। পাশাপাশি ২৫ জন দেশে প্রত্যাবর্তনকারী প্রবাসীর ১ কোটি ৮ লাখ টাকা কোম্পানি ও নিয়োগকর্তা থেকে আদায় করে দেশে পাঠানো হয়।

আবুধাবি দূতাবাসের কাউন্সেলর (শ্রম) হাজরা সাব্বির হোসেন সমকালকে বলেন, বৈধভাবে কর্মরত প্রবাসী কর্মীর মৃতদেহ দেশে পাঠানোর ছাড়পত্র প্রদানের সময় দূতাবাস কোম্পানি থেকে তাঁর বকেয়া পাওনাদি পরিশোধ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে থাকে।

দুবাই বাংলাদেশ কনস্যুলেটের প্রথম সচিব (শ্রম) শাহানাজ পারভীন বলেন, প্রবাসী কর্মীরা মারা গেলে কখন সেই ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে তা নির্ভর করে স্থানীয় আদালতের রায়ের ওপর। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ক্ষতিপূরণ আদায় সাপেক্ষে মৃতের উত্তরাধিকারীদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি।

রেকর্ড সংখ্যক ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ কার্ড গ্রহণ

এদিকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সুযোগ-সুবিধা দৃশ্যমান হওয়ায় গত এক বছরে ২১ হাজারের বেশি আমিরাত প্রবাসী বাংলাদেশি এই কার্ড গ্রহণ করেছেন। আবুধাবি বাংলাদেশ দূতাবাস জানায়, গত বছর ১১ হাজার ৯৪২ জন প্রবাসীকে সদস্য নিবন্ধনের পর কল্যাণ কার্ড দেওয়া হয়েছে। দুবাই ও উত্তর আমিরাতে কার্ড নিয়েছেন ৯ হাজার ৬৫১ জন।

সমকাল বৃহস্পতিবার । ৯ জানুয়ারি ২০২৫

কারখানা সংস্কারে নজর নেই অন্য কাজে তোড়জোড়

লিমন বাসার, উত্তরাঞ্চল

চারদিকে ঝোপঝাড় আর আবর্জনার স্তূপ। বিষাক্ত সাপসহ বিভিন্ন প্রাণীর আনাগোনা। সারি সারি পরিত্যক্ত ভবন, মরিচা ধরা যন্ত্রপাতি। রংপুরের শ্যামপুর সুগার মিলস লিমিটেডের এমনই ভুতুড়ে পরিস্থিতি। একসময় উত্তরাঞ্চলের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ছিল এই চিনিকল। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার কারণে সেই গৌরব এখন অতীত। শুধু শ্যামপুর নয়, দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিমিটেডেরও একই হাল।

আশার কথা, রংপুরের শ্যামপুর ও দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জ চিনিকল ফের চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সরকারি ঘোষণার পরও চিনিকল দুটি চালুর ব্যাপারে নেই কোনো তোড়জোড়। চিনিকল চালুর প্রক্রিয়া এখনও কাগজ-কলমে বন্দি। দুই মিলেই পরিত্যক্ত ভবন, ঝোপঝাড়ে ঢেকে থাকা মাঠ, মরিচা ধরা যন্ত্রপাতির কিছুই স্পর্শ পায়নি সংস্কারের। চাষিরা বলছেন, চিনিকল চালুর খবরে আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম। কল চালু করতে তো অন্তত কিছু প্রস্তুতির দরকার। সেটি আমরা দেখছি না।

শ্যামপুরের বন্ধ কারখানার গেটে লাল কালি দিয়ে 'সুখবর' লিখে একটি পোস্টার সাঁটানো। তাতে সরকারি সিদ্ধান্তের তথ্য জানিয়ে সুগার মিলস কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কৃষককে আখ রোপণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রতি কুইন্টাল আখ ৫৮৭ থেকে ৬০০ টাকায় কেনার জন্য দামও নির্ধারণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত চিনিকল চত্বরের যে প্রস্তুতি, তাতে আখ রোপণের আহ্বান, দাম নির্ধারণকে বাগাড়ম্বরই মনে করছেন চাষিরা। তারা বলছেন, এ যেন 'ধান নাই চাল নাই, আন্দিরাম মহাজন'!

শিল্প বিশ্লেষকরা বলছেন, কোনো কারখানা ফের চালু করার আগে অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। শ্যামপুর ও সেতাবগঞ্জ চিনিকলের ক্ষেত্রে এসবের কোনোটাই করা হয়নি। প্রয়োজনীয় আধুনিকায়ন এবং পরিকল্পনা ছাড়া এই উদ্যোগ দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

গত ১৭ ডিসেম্বর শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে এক প্রজ্ঞাপনে ছয়টি বন্ধ চিনিকল ফের চালুর ঘোষণা দেওয়া হয়। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে রংপুরের শ্যামপুর ও দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জ চিনিকল রয়েছে। নির্দেশনা অনুসারে, দ্বিতীয় পর্যায়ে চালু হবে পঞ্চগড় ও পাবনা চিনিকল এবং তৃতীয় পর্যায়ে কুষ্টিয়া ও রংপুর চিনিকল।

বহুমুখী চ্যালেঞ্জ

স্থানীয় কৃষক, ব্যবসায়ী ও বিশ্লেষকরা বলছেন, চিনিকল দুটি এ মুহূর্তে চালু করা হলে ঝুঁকির পাশাপাশি বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। তাদের মতে, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার ফলে মিলের ভবন ও যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক যন্ত্রাংশ মরিচা ধরে অকার্যকর। পুরোনো প্রযুক্তির বদলে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা ছাড়া বন্ধ থাকা এসব চিনিকল কার্যকরভাবে চালানো কঠিন। নতুন করে কারখানা চালু করতে গেলে বড় বাজেটেরও প্রয়োজন। আগের শ্রমিক ও চাষির বকেয়া পরিশোধ এখনও হয়নি, যা নতুন আখ সরবরাহে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। স্থানীয় চাষির আস্থা হারানোর কারণে আখ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। নতুন করে চাষিকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী করাও বেশ চ্যালেঞ্জের।

এ ছাড়া কারখানা চালু করতে গেলে প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ জনবল প্রয়োজন, যা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার কারণে হারিয়ে গেছে। এখন উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে শক্তিশালী বিতরণ নেটওয়ার্ক নেই। এ কারণে কারখানার উৎপাদিত চিনি বাজারজাত করা কঠিন হবে। সবকিছু ঠিক হলেও চিনিকলের উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করতেই দুই থেকে তিন বছর সময় লাগবে। এতে করে প্রকল্পটি দীর্ঘায়িত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

ব্যবসায়ীরা জানান, বর্তমানে চিনির আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ছে। বিষয়টি মাথায় রেখে দেশীয় চিনির উৎপাদন খরচ কমানো প্রয়োজন। অর্থনীতিবিদ ড. শিরিন আক্তার বলেন, চিনিকল ফের চালুর কারণে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। সরকারের উচিত আধুনিক ব্যবস্থাপনা সংযোজনের মাধ্যমে চিনিকল সচল করা।

ব্যবসায়ী নেতা সাইফুল ইসলাম বলেন, কারখানা চালুর আদেশ দেওয়া হলেও বাস্তবায়নে কোনো অগ্রগতি নেই। অবকাঠামো সংস্কার বা আধুনিকায়নের কোনো কার্যক্রম শুরু হয়নি। মিলগুলো চালুর জন্য নতুন করে যেসব যন্ত্রাংশ সংস্কার প্রয়োজন, সেগুলোর বরাদ্দ মেলেনি।

শ্যামপুর চিনিকলের ব্যবস্থাপক (হিসাব) ফজলে এলাহী বলেন, কারখানা চালুর সিদ্ধান্তের পর আগামী ১০ বছরের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে সরকারের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ জন্য জনবল, কারখানা মেরামত, মালপত্র কেনা, অবকাঠামো উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কর্মপরিকল্পনা করা হচ্ছে।

আস্থা সংকটে কৃষক

দীর্ঘদিন চিনিকল বন্ধ থাকায় কৃষকরা তাদের উৎপাদিত আখের সঠিক দাম পাননি। আখ সরবরাহের পরও দীর্ঘ সময় বকেয়া পরিশোধ করা হয়নি, যা চাষিদের আখ চাষে নিরুৎসাহিত করেছে। মিঠাপুকুরের চাষি রফিকুল ইসলাম বলেন, 'ধান, গম, ভুট্টা, সবজি ইত্যাদি তুলনামূলকভাবে লাভজনক এবং চাষের সময় কম লাগে। এসব ফসলের বাজারজাতকরণ ও মুনাফা দ্রুত হয়, যা চাষিদের কাছে আকর্ষণীয়। আমি নিজেও আখ চাষ বাদ দিয়ে এখন অন্য ফসল করছি।'

দিনাজপুরের বোচাগঞ্জের কৃষক মমিনুল হক বলেন, 'আখের বাজারমূল্য কম থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। তবে মিল চালু হলে পরিস্থিতি বদলাতে পারে। এখন সার, কীটনাশক, সেচ ও শ্রমের ব্যয় অনেক বেড়েছে। এসব কারণে আখ চাষে বিনিয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। সরকারি ভর্তুকি বা সহজলভ্য ঋণ চাষিদের কাছে পর্যাপ্তভাবে পৌঁছে না। এ ছাড়া ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের কারণে আখ চাষের জমি অন্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।'

জানা গেছে, কৃষকরা এক সময় আখ চাষে মনোযোগী ছিলেন। তবে মিল বন্ধ হওয়ার পর অনেকে আখ চাষ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন। আখ চাষে সময় লাগে প্রায় ১৭ মাস, যা কৃষকের জন্য অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ।

চিনিকল যেভাবে বন্ধ

প্রায় ১২০ কোটি টাকার লোকসানে ডুবে ২০২০ সালে বন্ধ হয়ে যায় রংপুরের শ্যামপুর সুগার মিলস লিমিটেড। ওই সময় মিলের শ্রমিক ছিলেন ৭৮০ জন। একই সময়ে ৯৫ কোটি টাকা লোকসান গুনে বন্ধ হয় দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিমিটেড। সেখানে শ্রমিক ছিলেন ৬৫০ জন। আর ৮০ কোটি টাকা লোকসান করে বন্ধ হয় পঞ্চগড় সুগার মিলস। এই মিলে শ্রমিক ছিলেন ৫৮০ জন। ১১০ কোটি টাকা গচ্চা দিয়ে বন্ধ হয় পাবনা সুগার মিল। সেখানে শ্রমিক ছিলেন ৭২০ জন। ১০৫ কোটি টাকা লোকসান করে বন্ধ হয় কুষ্টিয়া সুগার মিল। এটির শ্রমিক ছিলেন ৬৯০ জন। ১১৫ কোটি টাকা লোকসান করে বন্ধ হয় রংপুর সুগার মিল। সেখানে শ্রমিক ছিলেন ৭৫০ জন।

প্রথম ধাপে চালুর তালিকায় থাকা সেতাবগঞ্জ মিলটি চার বছর ধরে বন্ধ। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার কারণে মিলের মূল্যবান যন্ত্রাংশ ও অবকাঠামো নষ্ট হয়ে এখন ব্যবহার অনুপযোগী।

সেতাবগঞ্জ মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আবুল বাশার জানান, আখ রোপণ ও কারখানার মেরামত কার্যক্রম একসঙ্গে শুরু হবে। পর্যাপ্ত আখ সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে আগামী বছর কিংবা তার পরের বছর উৎপাদন শুরু সম্ভব হবে। তবে সরকারি ঘোষণার পর এখনও কোনো কাজ শুরু করা যায়নি।

ভুলে ভুলে অতীতে লোকসান

সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শ্যামপুর ও সেতাবগঞ্জ চিনিকলের লোকসানের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। আশির দশকে চালু হওয়া মিল দুটি অব্যবস্থাপনার গ্যাঁড়াকলে পড়ে উৎপাদন খরচ বেড়ে গিয়েছিল। শিল্পের কার্যক্রমে প্রশাসনিক ত্রুটি এবং অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ছিল অন্যতম কারণ। চিনিকলের যন্ত্রপাতি ছিল পুরোনো, যা উৎপাদন কার্যক্রমে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যন্ত্রপাতি সংস্কারের অভাব এবং নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার না হওয়ায় উৎপাদন খরচ বাড়ছিল, কমছিল কার্যকারিতা। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার না করার ফলে খরচের চেয়ে উৎপাদন আয় খুবই কম ছিল। এসব কারণে ২০২০ সালে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) শ্যামপুর, সেতাবগঞ্জসহ ছয় চিনিকল বন্ধ করে দেয়। এতে করে হাজারো শ্রমিক এবং আখ চাষি তাদের কর্মসংস্থান ও ব্যবসার ক্ষেত্র হারান।

শ্যামপুর সুগার মিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান বলেন, 'পরিকল্পনার বাস্তবায়ন যদি সঠিকভাবে না হয়, তাহলে সরকারের এ সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হতে পারে। আমরা চাই না, নতুন করে কোনো ঝুঁকি নিতে। অনেকে পেশা বদল করেছেন। তাদের ফিরিয়ে আনতে সরকারের নানা প্রণোদনার বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।'

উত্তরাঞ্চলের দুই চিনিকল

শ্যামপুর ও সেতাবগঞ্জ চিনিকল চালুর ঘোষণা এলেও প্রস্তুতি ঠনঠন

পোস্টার সাঁটিয়ে কৃষককে আখ রোপণের আহ্বান

এ বছর প্রতি কুইন্টাল আখ কেনা হবে ৫৮৭ থেকে ৬০০ টাকায়

"আখ রোপণ ও কারখানা মেরামত কার্যক্রম একসঙ্গে শুরু হবে"

আবুল বাশার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস

কালের কণ্ঠ ঢাকা। রবিবার। ১২ জানুয়ারি ২০২৫

রেমিট্যান্স ও রপ্তানি সাফল্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমেছে ২০%

বাণিজ্য ঘাটতি কমেছে ২০%

রেমিট্যান্স ও রপ্তানি মিলে অতিরিক্ত সাড়ে ৫ বিলিয়ন ডলার যোগ হয়েছে

চলতি হিসাবেও ঘাটতি কমে ২২ কোটি ডলারে নেমেছে

জুলাই-নভেম্বর পাঁচ মাসে বাণিজ্য ঘাটতি ৭৮৮ কোটি ডলার

২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময় ছিল ৯৮৫ কোটি ডলার

বাণিজ্য ঘাটতির নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশে রপ্তানি বাড়ার পাশাপাশি আমদানি কমায় বাণিজ্য ঘাটতির নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। চলতি অর্থবছরে পাঁচ মাসে আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ঘাটতি কমেছে ১.৯৮ বিলিয়ন ডলার বা ২০ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংক লেনদেন ভারসাম্যের (বিওপি—ব্যালান্স অব পেমেন্ট) হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করেছে।

এতে দেখা যায়, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রথম পাঁচ মাসে বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৭৮৮ কোটি ডলার, গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময় যা ছিল ৯৮৫ কোটি ডলার। এ হিসাবে ঘাটতি কমেছে ২০.০৩ শতাংশ। হালনাগাদ তথ্য বলছে, এ সময়ে চলতি হিসাবেও ঘাটতি কমে ২২ কোটি ডলারে নেমেছে, আগের অর্থবছর একই সময়ে যা ছিল ৩৯৩ কোটি ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে রপ্তানি বেড়েছে ১০.১০ শতাংশ। এ সময়ে মোট রপ্তানি হয় এক হাজার ৮১২ কোটি ডলারের পণ্য। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এক হাজার ৬৪৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল।

অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকরা বলছেন, রেমিট্যান্সের প্রবাহ ও রপ্তানি বাড়ায় চলতি হিসাবে আগের চেয়ে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কারণ গত কয়েক মাস ধরে প্রতি মাসে দুই বিলিয়ন ডলার করে রেমিট্যান্স আসছে। এতে ডলার প্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে উন্নতি হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, ঘাটতি কমে আসার এ চিত্র অর্থনীতির জন্য স্বস্তির। আমদানির এলসি খুলতেও বাংলাদেশ ব্যাংক কড়াকড়ি কমিয়েছে। কারণ ডলার সংকট আগের চেয়ে অনেক কমেছে। তিনি মনে করেন, মূলত ডলারের দর ও দেশের ওপর আস্থা বাড়ার কারণে ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলার আসছে বেশি। তাতে বিওপিতেও এক ধরনের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তবে চলতি ও আর্থিক হিসাবে সামান্য উন্নতি হলেও বিওপিতে প্রশ্ন ও উদ্বেগ রয়েছে বলে মনে করেন এই অর্থনীতিবিদ।

তিনি আরো বলেন, ডলার ব্যয় যতটুক হওয়ার কথা, হিসাব বলছে এর চেয়ে বেশি হয়েছে। অর্থাৎ দেশ থেকে হিসাবের চেয়ে বেশি ডলার বাইরে চলে গেছে। সেই ডলার কোথায় গেছে তা সুনির্দিষ্ট নয়। চলতি অর্থবছর প্রথম পাঁচ মাসে 'এররস অ্যান্ড অমিশনসে' ঘাটতি ১.৮৩ বিলিয়ন ডলার, যা এর আগের অর্থবছরে ছিল ২০৭ মিলিয়ন ডলার। জাহিদ হোসেন মনে করছেন, এই পরিমাণ অর্থের হিসাব নেই।

তিনি বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত এই ধোঁয়াশা পরিষ্কার করা। কারণ অর্থবছরের প্রথম দুই মাস আগের সরকার থাকার পরও বর্তমান সরকারের সময়ও এটা কেন হচ্ছে সেই বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই, যা দ্রুত দেওয়া উচিত।'

গতকাল শনিবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'গত পাঁচ মাসে রেমিট্যান্স ও রপ্তানি মিলে অতিরিক্ত সাড়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলার যোগ হয়েছে। নানা প্রতিকূলতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও রেমিট্যান্স বেড়েছে। একই সময়ে রপ্তানি আয় বেড়েছে। এখানে প্রবাসীদের অনেক বড় অবদান রয়েছে। এতে চলতি হিসাবের যে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল সেটি আর নেই। বিগত সরকারের আমলে পাঁচ বিলিয়ন ডলারের বেশি ওভারডিউ (বকেয়া আমদানি দায়) ছিল। কিন্তু গত পাঁচ মাসে রিজার্ভে হাত না দিয়েই আমরা প্রায় সব দেনা পরিশোধ করে দিয়েছি। আর অল্প কিছু ওভারডিউ আছে, যেটা নেই বললেই চলে।'

সময়ের আলো শুক্রবার। ১৭ জানুয়ারি ২০২৫

লেবানন থেকে ফিরলেন ৫৭ বাংলাদেশি

● কূটনৈতিক প্রতিবেদক

যুদ্ধবিধ্বস্ত লেবানন থেকে আটকে পড়া ৫৭ বাংলাদেশি বৃহস্পতিবার স্বেচ্ছায় দেশে ফিরেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস, বৈরুত, লেবানন এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহযোগিতায় তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। লেবাননের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে এখন পর্যন্ত একজন বাংলাদেশি বোমা হামলায় নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস, বৈরুত, লেবানন এবং আইওএমের সহযোগিতায় যুদ্ধবিধ্বস্ত লেবানন থেকে স্বেচ্ছায় দেশে ফেরত আসতে ইচ্ছুক আটকে পড়া বাংলাদেশিদের মধ্যে কিউআর ৬৪০ ফ্লাইটযোগে ৫৭ জন বাংলাদেশি নাগরিককে সম্পূর্ণ সরকারি ব্যয়ে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে দেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আঠারো ফ্লাইটে সর্বমোট ১১৯৯ জন বাংলাদেশিকে লেবানন থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আইওএমের কর্মকর্তারা ফিরে আসা সব বাংলাদেশি নাগরিককে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান। আইওএমের পক্ষ থেকে লেবানন থেকে ফিরে আসা প্রত্যেককে ৫০০০ টাকা পকেটমানি, কিছু খাদ্যসামগ্রী ও প্রাথমিক মেডিক্যাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বিমানবন্দরে ফিরে আসা বাংলাদেশিদের সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা যুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ে কথা বলেন ও তাদের খোঁজখবর নেন। এ পর্যন্ত একজন বাংলাদেশি বোমা হামলায় নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

লেবাননে চলমান সাম্প্রতিক যুদ্ধাবস্থায় যতজন প্রবাসী বাংলাদেশি দেশে ফিরে আসতে ইচ্ছুক তাদের সবাইকেই সরকার নিজ খরচে দেশে ফেরত আনবে। বৈরুতে বাংলাদেশ দূতাবাস দেশে ফিরে আসতে ইচ্ছুক বাংলাদেশিদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য এবং যে সব প্রবাসী বাংলাদেশি ফিরে আসতে অনিচ্ছুক তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে।

কালের কণ্ঠ

৯ জানুয়ারি ২০২৫

দূতাবাসে ভোগান্তির শিকার কর্মীরা

তৌফিক হাসান ▷

বিদেশে কর্মসংস্থান

- প্রবাসী কর্মীরা দূতাবাসে সহজে যোগাযোগ করতে পারেন না
- রয়েছে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ
- কারখানা পরিদর্শনে দূতাবাসের অনীহা

চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার বাসিন্দা ইমরান হোসেন। নিজের কর্মস্থল মালয়েশিয়ার কলাং শহরের একটি কারখানা থেকে এক দিনের ছুটি নিয়ে গত ২ জানুয়ারি তিনি পাসপোর্ট নবায়ন করতে কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ হাইকমিশনে গিয়েছিলেন। সেখানে সারা দিন অপেক্ষা করেও পাসপোর্ট নবায়ন করতে সক্ষম হননি তিনি।

কালের কণ্ঠকে ইমরান হোসেন বলেন, 'গত ২ জানুয়ারি সকাল ৬টার দিকে আমি পাসপোর্ট নবায়ন করতে হাইকমিশনে যাই। ব্যাংক ড্রাফট করে ওয়েটিংরুমে অপেক্ষায় থাকি। সকাল ১১টার দিকে একজন স্যার আসেন। তিনি সবার কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করেন। যাচাই-বাছাই শেষে আবার অপেক্ষা করতে বলেন। আরো বলেন, আরেকজন স্যার আসার পর সবার পাসপোর্ট জমা নেবেন। আমিসহ অন্যরা ওই স্যারের অপেক্ষায় থাকি। এভাবে আরো পাঁচ ঘণ্টা পার হলে বিকেল ৪টার দিকে ওই স্যার সবাইকে পাসপোর্ট জমা দিতে ডাকেন। তখন তিনি সবাইকে জানান, পাসপোর্টের সঙ্গে জন্ম নিবন্ধন কার্ড লাগবে। এ ছাড়া পাসপোর্ট জমা নেওয়া হবে না। কিন্তু হাইকমিশনের পেজে বলা হয়নি যে এমআরপি পাসপোর্ট করতে জন্ম নিবন্ধন কার্ড লাগবে। এ কারণে কেউ সঙ্গে করে জন্ম নিবন্ধন কার্ড নেয়নি। এখন আবার জন্ম নিবন্ধনের কপি নিয়ে নতুন করে পাসপোর্ট জমা দিতে হবে। হয়তো ওই সময়ও তাঁর দেখা পেতে পুরো দিন সময় লাগবে।'

তিনি আরো বলেন, 'সকাল ৬টা বাজে দূতাবাসে গিয়ে কারখানায় ফিরে আসতে রাত ১০টা। প্রতিদিন ছুটি নিয়ে এভাবে তো দূতাবাসে যাওয়া সম্ভব নয়।'

মালয়েশিয়ায় হাইকমিশনে সারা দিন অপেক্ষা করে ইমরান হোসেন ফিরে এলেও যাঁরা দালালের মাধ্যমে কাজ করেছেন, তাঁদের ফিরে আসতে হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। ইমরান বলেন, 'সকাল ৬টায় ট্যাক্সি থেকে হাইকমিশনে নামতেই কয়েকজন দালাল আমাকে ঘিরে ধরে। তারা আমাকে পাসপোর্ট করে দেওয়ার কথা বলে। বিনিময়ে ৪০০ রিঙ্গিত দাবি করে। আমি দালালকে পাসপোর্ট না করতে দিয়ে নিজেই হাইকমিশনে যাই। সেখানে ব্যাংক ড্রাফট করে ওয়েটিংরুমে অপেক্ষায় থাকি। কিন্তু যাঁরা দালালকে টাকা দিয়ে ব্যাংক ড্রাফট করেন তাঁরা আগে সিরিয়াল পান। আর দ্রুত পাসপোর্ট জমা দিয়ে চলে যান। কিন্তু আমাকে আর সিরিয়াল দেওয়া হয় না। বসিয়ে রাখা হয় দীর্ঘ সময়।'

ইমরানের মতো বিদেশের বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে এভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন প্রবাসী কর্মীরা। পাসপোর্ট নবায়ন, কল সেন্টার, কর্মী সত্যায়ন, কারখানায় তদারকিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দূতাবাসগুলোর অসহযোগিতার অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে প্রবাসী কর্মীদের। তাঁরা বলছেন, দূতাবাসের অসহযোগিতার কারণে বিভিন্ন ধরনের ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন তাঁরা।

এদিকে দূতাবাসের কর্মকর্তারা প্রচলিত সেই কথাই বলছেন, জনবলসংকটের কারণে অনেক সময়ই প্রয়োজনীয় সেবা দিতে ব্যর্থ হন তাঁরা। তবে তাঁদের আন্তরিক চেষ্টা থাকে প্রবাসী কর্মীদের সেবা প্রদানে।

দূতাবাসগুলোর অসহযোগিতার কথা স্বীকার করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। গত ১৮ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, 'বিদেশে দূতাবাসে আমাদের কর্মীদের প্রচুর হয়রানির শিকার হতে হয়। একদম আমার নিজের ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি যে

দূতাবাসে ভোগান্তির শিকার কর্মীরা

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

আমাদের দূতাবাসগুলো প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারছে না।'

কর্মীরা সহজে দূতাবাসে যোগাযোগ করতে পারেন না : কর্মীদের নানা ভোগান্তির বিষয়ে দূতাবাস কিংবা হাইকমিশনে কথা বলার জন্য প্রতিটি দূতাবাসে কল সেন্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের মূল শহরে অল্পসংখ্যক কর্মী বসবাস করেন। বেশির ভাগ কর্মীর কর্মস্থল শহরের বাইরে। ফলে তাঁদের পক্ষে সব সময় মূল শহরে আসা সম্ভব হয় না। এ জন্য তাঁরা ফোনের মাধ্যমে দূতাবাসগুলোর সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করতে চান।

তবে শুধু সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে দূতাবাসে দুটি করে কল সেন্টার রয়েছে। বাকিগুলোতে একটি করে কল সেন্টার রয়েছে।

কর্মীরা বলছেন, এই কল সেন্টার সব সময় ব্যস্ত থাকে। সারা দিন ফোন করলে সহজে কানেক্ট করা সম্ভব হয় না।

দুর্ব্যবহারের অভিযোগ : শুধু ফোন সংযোগ নয়, দূতাবাস কিংবা হাইকমিশনে গেলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে প্রবাসী কর্মীদের। তাঁদের ভাষ্য মতে, প্রতিটি দূতাবাসে চার-পাঁচটি ছোট ছোট কাউন্টার রয়েছে। এই কাউন্টারে বসা কর্মকর্তারা প্রবাসী কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। গ্রাম থেকে কাজ করতে যাওয়া বেশির ভাগ কর্মী অনেক কিছু না বোঝার কারণে দূতাবাসে যান। তাঁরা ওই কাউন্টারগুলো থেকে তথ্য নেন। ফলে বাড়তি প্রশ্ন করলে বিরক্ত হন কর্মকর্তারা।

বিদেশি লোকবল নিয়োগ : দূতাবাস ও হাইকমিশনগুলোতে বাংলাদেশি লোকবলের পাশাপাশি বিদেশি লোকবলও নিয়োগ দেওয়া হয়। এই বিদেশি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে ভাষার কারণে বাংলাদেশি কর্মীরা সহজে কথা বলতে পারেন না। প্রবাসী কর্মীরা দাবি জানিয়েছেন, বিদেশি কর্মীদের সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশিদের নিয়োগ দিতে পারে দূতাবাস। তাহলে কর্মীদের কথা বলা সহজ হবে।

কারখানা পরিদর্শনে রয়েছে অনীহা : বাংলাদেশ থেকে বিদেশের মাটিতে কাজ করতে যাওয়া অনেক কর্মী সঠিক চাকরি, পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক, ঠিক সময়ে বেতন থেকে বঞ্চিত হন। এ ছাড়া কর্মীদের কাজ না পাওয়া থেকে শুরু করে রয়েছে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ। এর ফলে অনেক কর্মীকে খালি হাতে দেশে ফিরে আসতে হয়।

তাঁদের এই ভোগান্তির জন্য দূতাবাসকে দায়ী করছেন কর্মীরা। তাঁরা বলছেন, দূতাবাস কিংবা হাইকমিশন থেকে কখনো কারখানায় গিয়ে প্রবাসী কর্মীদের সঙ্গে কথা বলা হয় না। কর্মীরা ঠিকমতো কাজ পাচ্ছেন কি না, তাঁরা ঠিকমতো বেতন পান কি না, কোনো খোঁজখবর নেওয়া হয় না।

তবে দূতাবাসের কর্মকর্তারা বলছেন, কোনো দেশের দূতাবাস বা হাইকমিশনের পক্ষে শতভাগ যাচাই-বাছাই করে কর্মী নিয়োগ থেকে শুরু করে সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব না। এ ক্ষেত্রে দূতাবাস বা হাইকমিশনকে আবশ্যিকভাবে দেশটির কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ওপর নির্ভর করতে হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মালয়েশিয়া হাইকমিশনের একজন কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বাংলাদেশ হাইকমিশনগুলো ৫ শতাংশ চাহিদার বিপরীতে নিয়োগকর্তার অফিস বা প্রজেক্ট সাইট ভিজিট করে থাকে। বাকি ৯৫ শতাংশ দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সঠিক আছে কি না, সেসংক্রান্ত কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে চাহিদাপত্র সত্যায়ন করে থাকে। হাজার হাজার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে ভিজিট করা হাইকমিশনের পক্ষে বাস্তবিক অসম্ভব। এটি দেশগুলোর শ্রমিক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পক্ষেই একমাত্র সম্ভব। তাই দেশগুলোর শ্রমিক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্রের ওপর আস্থা রেখে শ্রমিক পাঠানোর কাজ করে থাকে হাইকমিশন।'

দূতাবাসে কর্মীদের হয়রানি বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেন, 'আমাদের মন্ত্রণালয়ের লোকজন কিন্তু বেশি দূতাবাসে নেই। মাত্র ২৭টি দূতাবাসে রয়েছে। সেখানেও একজন করে, কোনো কোনো দূতাবাসে দুজন করে রয়েছে। দূতাবাসের জনবল নিয়োগের কাজটি প্রধানত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। আমরা আমাদের জায়গা থেকে এই হয়রানি বন্ধের জন্য ব্যবস্থা করে আসছি। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও কাজ করছে। তবে সব কিছুর মূলে প্রয়োজন মানসিক চিন্তার পরিবর্তন। মানসিক চিন্তার পরিবর্তন না ঘটলে কোনো কিছুর পরিবর্তন ঘটবে না।'

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২ মাঘ ১৪৩১, ১৬ জানুয়ারি ২০২৫

ইআরএফের সেমিনার

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের অব্যবহৃত জমি অর্থনৈতিক অঞ্চলে রূপান্তরের উদ্যোগ রয়েছে : বিডা

গ্যাসের মূল্য এবং ভ্যাট বৃদ্ধির আগে অর্থনীতি এবং জনজীবনে এর কী প্রভাব পড়বে, তা খতিয়ে দেখা হয়নি—এ কে আজাদ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশে বিনিয়োগের সম্ভাবনা যেমন রয়েছে তেমনি চ্যালেঞ্জও রয়েছে। এই চ্যালেঞ্জগুলো ধীরে ধীরে মোকাবিলা করে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে ১৯টি অগ্রাধিকার খাত নির্বাচন করা হয়েছে। হিটম্যাপ অনুযায়ী এসব খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) মঙ্গলবার বিনিয়োগের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করে, সেখানে এসব বিষয় তুলে ধরে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)। সেমিনারে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশকে প্রভাবিতকারী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে বিডার পক্ষ থেকে আগামী ৭-১০ এপ্রিল বিনিয়োগ সম্মেলন করার ঘোষণা দেওয়া হয়। সম্মেলনে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন ইকোনমিক জোনগুলো পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান তারা।

বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন প্রধান অতিথি হিসেবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ইআরএফ সভাপতি দৌলত আকতার মালা। এতে বক্তব্য দেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি এ কে আজাদ, এফবিসিসিআই প্রশাসক হাফিজুর রহমান, ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আবুল কাশেম খান, লাফার্স হোলসিম বাংলাদেশের সিইও মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরি।

বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, বিভিন্ন উন্নত দেশে দেখা যায় সরকার মূলত জাতীয় কিংবা জাতীয় নিরাপত্তাজনিত স্বার্থ আছে এমন সংস্থায় সম্পৃক্ত হয়। বাংলাদেশ সরকারের এমন অনেক ব্যবসায় মালিকানা বা পার্টনারশিপ আছে যেখানে আসলে থাকার দরকার নেই। আমরা মনে করি যে সেক্টরে সরকারের সম্পৃক্ততার দরকার নেই সেখান থেকে সরকারের বের হয়ে আসা উচিত। শিল্পে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ থাকা উচিৎ। মালেশিয়ার উদাহারণ দিয়ে তিনি বলেন, দেশটিতে উৎপাদিত গ্যাসের ৭০ শতাংশই শিল্পে ব্যবহার হয়। এবং গ্যাসের বরাদ্দ শিল্প মন্ত্রণালয়ই করে থাকে। শিল্পে গ্যাস সরবরাহ সংকট নিয়ে উদ্যোক্তাদের উদ্বেগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা আপাতত রাষ্ট্রায়ত্ত বন্ধ শিল্প কারখানাগুলোকে অর্থনৈতিক অঞ্চলে রূপান্তর করা যায় কি না, তা চিন্তা করছি। কারণ এখানে ইতিমধ্যে গ্যাস-বিদ্যুতেরে সরবরাহ সুবিধা রয়েছে। ফলে কারখানাগুলো দ্রুত উৎপাদনে যাওয়া সম্ভব।

নতুন করে গ্যাসের দর বৃদ্ধি ও ভ্যাট-ট্যাক্স বাড়ানোর সমালোচনা করে এ কে আজাদ বলেন, সরকার যে নীতি নিচ্ছে এগুলো বাস্তবায়িত হলে আমরা কোথায় যাব? গ্যাস এবং ভ্যাট বৃদ্ধির আগে অর্থনীতি এবং জনজীবনে এর কী প্রভাব পড়বে তা খতিয়ে দেখা হয়নি। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এ নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

তিনি বলেন, পণ্য আমদানি, রপ্তানি এবং মূলধনি যন্ত্রের আমদানি কমেছে। এই চিত্র বলছে দেশে বিনিয়োগ কমেছে। অর্থনীতির এই পরিস্থিতে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি এবং ভ্যাট বৃদ্ধির প্রভাব কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে তা চিন্তা করা উচিত। তিনি বলেন, ব্যবসায়ী মানেই যেন অপরাধী। সবাই চুষে খেতে চায়। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, আসলে সব সরকারের চরিত্রই এক। গত সরকার বলেছিল গ্যাসের দাম বাড়িয়ে সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন করবে। কিন্তু তারা সেই প্রতিশ্রুতি রাখেনি।

গ্যাস ও ভ্যাট প্রসঙ্গে আবুল কাশেম খান বলেন, নীতির ধারাবাহিকতার অভাব বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রধান প্রতিবন্ধকতা। এসআরও জারি করে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সুবিধার জন্য ঘনঘন নীতির পরিবর্তন করা হয়। তিনি বলেন, নীতি গ্রহণে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করা হয় না। দুর্নীতির কারণে সব খাত নষ্ট হয়ে গেছে। এসব ভেঙে দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থার করতে হবে। দেশের জন্য কাজ করতে হবে। যাতে টেকসই বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরি হয়।

এফবিসিআইয়ের প্রশাসক হাফিজুর রহমান বলেন, স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করলে দস্যুরা নিয়ে যায়। দোকান দিলে চাঁদাবাজরা নিয়ে যাবে। এই অনিশ্চয়তা নিয়ে বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, দেশে বিনিয়োগের পথ সুগম করতে ট্যাক্স হ্যাভেন না হলেও একটু সুবিধা দিতে হবে। যাতে ব্যবসা করতে গিয়ে কিছু পুঁজি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে না হয়।

THE FINANCIAL EXPRESS
METRO/NEWS
Friday • January 17, 2025

LATEST ILO REPORT

Global economic slide holds back labour market recovery

FE REPORT

- Labour markets face pressure for geopolitical tension, rising climate costs and debt issues
- ILO BD country director stresses establishing effective labour market governance in line with int'l standards

The global economy is slowing down, making it harder for labour markets to recover fully, according to the latest ILO report.

In 2024, global employment was flat, rising only because of growth in the labour force, so keeping the unemployment rate steady at 5.0 per cent, the report said.

The report titled 'World Employment and Social Outlook 2025' published on Thursday, however, revealed that youth unemployment witnessed little improvement, remaining high at 12.6 per cent.

Informal work and working poverty returned to pre-pandemic levels, with low-income countries facing the most difficulties in creating decent jobs, it noted.

Pointing out the challenges for recovery, the report said geopolitical tensions, rising costs of climate change and unresolved debt issues are putting labour markets under pressure.

Although inflation has decreased, it remains high, reducing the value of wages, the report finds.

"Real wages have only increased in some advanced economies and most countries are still recovering from the effects of the pandemic and inflation."

Labour force participation rates have dropped in low-income countries while increasing in high-income nations, mainly among older workers and women, the report finds.

However, gender gaps remain wide with fewer women in the workforce, limiting progress in living standards.

Among young men, participation has fallen sharply, with many not in education, employment or training (NEET).

This trend is especially pronounced in low-income countries, where NEET rates for young men have risen by nearly 4 percentage points above the pre-pandemic historical average, leaving them vulnerable to economic challenges, according to the report.

NEET rates in low-income countries rose in 2024, with young men reaching 15.8 million (20.4 per cent) and young women 28.2 million (37.0 per cent), marking increases of 500,000 and 700,000 respectively from 2023.

Globally, 85.8 million young men (13.1 per cent) and 173.3 million young women (28.2 per cent) were NEET in 2024, up by 1.0 million and 1.8 million respectively from the previous year.

Alarmingly, the NEET rate stands at 30.9 per cent, with 11.1 per cent for males and 49.3 per cent for females in Bangladesh, a statement issued by ILO Bangladesh country office said in a statement issued on Thursday.

Considering these challenges, ILO Bangladesh Country Director Tuomo Poutiainen stressed the importance of prioritising skills development and employability of youth and establishing effective labour market governance mechanisms aligned with international standards to promote employment and decent work.

"To achieve inclusive and sustained economic growth, as well as its ambition of becoming a middle-income country, Bangladesh must prioritise active labour market policies and the creation of decent employment opportunities in particular for youth, women and marginalised groups," the statement quoted Mr Poutiainen.

Nearly half of Bangladesh's working-age population remains outside the labour force, highlighting a significant underutilisation of its demographic potential.

Citing ILOSTAT (2022) data, it added the labour force participation rate is 49.5 per cent, with stark gender disparities-78.5 per cent for males and only 21.25 per cent for females.

High youth vulnerability, especially among women, along with the prevalence of low-productivity, informality of jobs including in agriculture, continues to undermine economic progress and social justice, it said.

The global jobs gap - the estimated number of people who want to work but do not have a job - reached 402 million in 2024. This includes 186 million unemployed people, another 137 million who are mainly discouraged workers, and 79 million who would like to work but who have obligations, such as care, that hinder them from taking up employment.

The study identifies potential for job growth in green energy and digital technologies.

The report makes some recommendations to address current challenges including boosting productivity by investing in skills training, education and infrastructure to support economic growth and job creation and expanding social protection by providing better access to social security and safe working conditions to reduce inequality.

It also stressed using private funds effectively saying low-income countries can harness remittances and diaspora funds to support development.

munnife@yahoo.com

ঢাকা : শনিবার ৪ মাঘ ১৪৩১
Dhaka : Saturday 18 January 2025
সংবাদ
e-mail : sangbadeconomic@gmail.com

জুতা শিল্পে সুদিন, বেড়েছে রপ্তানি

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

দেশের জুতা শিল্পে সুদিন আসছে। এই শিল্পের রপ্তানি থেকে মোটা অঙ্কের বিদেশি মুদ্রা আসছে দেশে। এতদিন চামড়ার জুতা রপ্তানি থেকে বিদেশি মুদ্রা আসত। এখন চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানিতেও বড় ঝলক দেখিয়ে চলছে বাংলাদেশ।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) মোট ৬২ কোটি ৬৫ লাখ ডলারের জুতা রপ্তানি হয়েছে। বর্তমান বিনিময় হার (প্রতি ডলার ১২২ টাকা) হিসাবে বাংলাদেশি মুদ্রায় এই অর্থের পরিমাণ প্রায় আট হাজার কোটি টাকা। এই অঙ্ক গত অর্থ বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩৪ দশমিক ৩০ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এই ছয় মাসে ৪৬ কোটি ৬৫ লাখ ডলারের জুতা রপ্তানি হয়েছিল।

জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে জুতা রপ্তানি থেকে প্রায় ৬৩ কোটি ডলার আয়ের মধ্যে চামড়ার জুতা থেকে এসেছে ৩৫ কোটি ২৬ লাখ ৫০ হাজার ডলার। গত অর্থ বছরের একই সময়ের চেয়ে বেশি এসেছে ৩০ দশমিক ৮০ শতাংশ। অন্যদিকে এই ছয় মাসে চামড়াবিহীন জুতা বা নন-লেদার ফুটওয়্যার রপ্তানি করে আয় হয়েছে ২৭ কোটি ৩৯ লাখ ডলার। প্রবৃদ্ধি ৩৯ দশমিক ১০ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এই ছয় মাসে ১৯ কোটি ৬৯ লাখ ডলারের নন-লেদার জুতা রপ্তানি হয়েছিল।

হাজারীবাগ থেকে সাভারে স্থানান্তরিত চামড়া শিল্পনগরীর হাজার সমস্যা থাকলেও চামড়ার জুতা রপ্তানিতে সুবাতাস বইছিল। এমনকি কোভিড মহামারির মধ্যেও জুতা রপ্তানি বাড়ছিল। তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কায় চামড়ার জুতার বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। তখন বাংলাদেশের জুতা রপ্তানিতেও ভাটা পড়ে। এখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসায় সে সব দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। সে কারণে অন্যান্য পণ্যের মতো জুতার চাহিদাও বেড়েছে বলে মনে করছেন এ খাতের রপ্তানিকারকরা।

ইপিবির তথ্যে দেখা যায়, ২০২০-২১ অর্থ বছরে চামড়ার জুতা রপ্তানি থেকে ৫৬ কোটি ৯৯ লাখ ডলার আয় করেছিলেন এ খাতের ব্যবসায়ীরা। ২০২১-২২ অর্থ বছরে সেই রপ্তানি প্রায় ৩৩ শতাংশ বেড়ে ৭৫ কোটি ৬২ লাখ ডলারে দাঁড়ায়। এই অঙ্ক ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বছরে জুতা রপ্তানি থেকে সর্বাধিক আয়। তবে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এই খাত থেকে আয় ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ কমে ৬৯ দশমিক ৩২ লাখ ডলারে নেমে আসে। গত ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ২১ দশমিক ৫২ শতাংশ কমে ৫৪ কোটি ৪০ লাখ ডলারে নেমে আসে।

তবে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের শুরু থেকেই চামড়ার জুতা রপ্তানি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এই অর্থ বছরে এ খাত থেকে আয়ের লক্ষ্য ধরা হয়েছিল ৫৪ কোটি ৪০ লাখ ডলার। অর্থ বছরের প্রথমার্ধে অর্থাৎ অর্ধেক সময়ে (জুলাই-ডিসেম্বর)

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) মোট ৬২ কোটি ৬৫ লাখ ডলারের জুতা রপ্তানি হয়েছে। বর্তমান বিনিময় হার (প্রতি ডলার ১২২ টাকা) হিসাবে বাংলাদেশি মুদ্রায় এই অর্থের পরিমাণ প্রায় আট হাজার কোটি টাকা

আয় হয়েছে ৩৫ কোটি ২৭ লাখ ডলার। গত অর্থ বছরের একই সময়ের চেয়ে এই আয় প্রায় ৩১ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে আয় হয়েছিল ২৬ কোটি ৯৬ লাখ ডলার। সবশেষ ডিসেম্বর মাসে প্রবৃদ্ধি হয়েছে আরও বেশি, ৭০ দশমিক ২৮ শতাংশ। এই মাসে ৭ কোটি ৮ লাখ ৪০ হাজার ডলারের জুতা রপ্তানি হয়েছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে রপ্তানির অঙ্ক ছিল ৪ কোটি ১১ লাখ ২০ হাজার ডলার।

লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে চামড়ার জুতার মোট বাজারের ৫৫ শতাংশ চীনের দখলে। ভারত ও ভিয়েতনামেরও ভালো অবস্থান আছে। বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টাদশ। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের এ-খাতে অবদান মাত্র ১ দশমিক ৭ শতাংশ। প্রতি বছর চামড়া খাত থেকে যে বিদেশি মুদ্রা দেশে আসে, তার প্রায় ১৫ শতাংশ রপ্তানি করে অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার। প্রতিষ্ঠানটি জার্মানি, ইতালিসহ ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশে জুতা রপ্তানি করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতেও জুতা রপ্তানি শুরু করেছে অ্যাপেক্স।

অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, 'নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও জুতা রপ্তানি বেশ ভালোই বাড়ছি। আমরা আশা করছিলাম, চামড়ার জুতা রপ্তানি থেকে আয় ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) ডলার ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সেটা আর সম্ভব হয়নি। যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে ইউরোপের দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে গিয়েছিল। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। অতিপ্রয়োজনীয় পণ্য ছাড়া অন্য পণ্য কিনছিল না তারা। তার প্রভাব আমাদের জুতা রপ্তানিতেও পড়েছিল।'

তিনি আরও বলেন, 'তবে এখন পরিস্থিতি পাল্টে যাচ্ছে। ওই সব দেশের মূল্যস্ফীতি কমেছে। মানুষ আগের মতোই কেনাকাটা করছে। সে কারণে জুতা রপ্তানি বাড়ছে। এই অর্থবছরে না হলেও আগামী অর্থবছরে চামড়ার জুতা রপ্তানি থেকে আয় ১ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করবে বলে আশা করছি।'

তবে সাভার চামড়া শিল্পনগরী নিয়ে ক্রেতারা এখনও খুশি নয় জানিয়ে নাসিম মঞ্জুর বলেন, 'এখানকার চামড়া দিয়ে কোনও পণ্য উৎপাদন করলে ক্রেতারা কেনেন না। তাই বাধ্য হয়ে শিল্পনগরীর বাইরে তৃতীয় কোনও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কাঁচামাল কিনে পণ্য উৎপন্ন করে থাকেন রপ্তানিকারকরা।'

নানা ধাক্কার পর চামড়ার জুতা রপ্তানিতে নতুন করে যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সেটা ধরে রাখতে সাভার শিল্পনগরীর পরিবেশ উন্নয়নে সরকার ও ট্যানারি শিল্পমালিকদের জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান এই শিল্পোদ্যোক্তা। ফ্যাশনেবল, টেকসই ও সাশ্রয়ী দামের কারণে চামড়াবিহীন জুতা বা নন-লেদার ফুটওয়্যারের চাহিদা বিশ্বব্যাপী বাড়ছে। বাংলাদেশ থেকেও এই পণ্যের রপ্তানি কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে রপ্তানিতে বড় চমক দেখিয়েছে চামড়াবিহীন জুতা।

এই অর্থ বছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে ২৭ কোটি ৩৯ লাখ ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি আগের অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৯ দশমিক ১০ শতাংশ বেশি। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথমার্ধে ১৯ কোটি ৬৯ লাখ ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি হয়েছিল।

চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানিকারকেরা বলছেন, বাংলাদেশ থেকে চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানির বেশিরভাগই যায় ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ)।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে ইউরোপের মানুষ খুব প্রয়োজন নয়, এমন জিনিসপত্র কেনাকাটা কমিয়ে দেন। সে কারণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে চামড়াবিহীন জুতার রপ্তানি কমে যায়। মূল্যস্ফীতি কমতে শুরু করলে পরের অর্থবছর রপ্তানি সামান্য বাড়ে।

অন্যদিকে বিশ্বের শীর্ষ জুতা রপ্তানির দেশ চীন থেকে বিভিন্ন কারণে ক্রয়াদেশ সরাচ্ছে বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো। সে জন্য বিদায়ী বছর বাড়তি ক্রয়াদেশ পেয়েছে বাংলাদেশ। তাই সব মিলিয়ে চলতি অর্থবছরে প্রথমার্ধে ভালো প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বাংলাদেশের জুতাশিল্প প্রায় ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) ডলারের রপ্তানি আয় আনছে। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছে ৯৬ কোটি ডলারের জুতা। তার মধ্যে চামড়াবিহীন জুতা ৪১ কোটি ৬৮ লাখ ডলারের। মহামারির আগে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ ধরনের জুতা রপ্তানি ছিল ২৭ কোটি ডলার।

পরের তিন বছরে সেটি বেড়ে ৪৫ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও তার প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউর দেশগুলোয় উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে পরের বছর রপ্তানি কমে ৩৮ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। তারপর আবার বাড়তে থাকে। অবশ্য জুতা রপ্তানিতে বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের হিস্যা এখনো খুবই কম। জুতা রপ্তানিতে চীন সবার ওপরে। বিশ্বে মোট জুতা রপ্তানির ৬০ শতাংশ করে দেশটি। এরপর রয়েছে ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, জার্মানি, তুরস্ক, ভারত, বেলজিয়াম, ইতালি, কম্বোডিয়া ও স্পেন।

ওয়ার্ল্ড ফুটওয়্যারের তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ২০২৩ সালে ২ হাজার ২৪০ কোটি জোড়া জুতা উৎপাদিত হয়েছে। তার মধ্যে ১ হাজার ৪০০ কোটি জোড়া জুতা রপ্তানি হয়েছে। যার আর্থিক মূল্য ১৬৮ বিলিয়ন বা ১৬ হাজার ৮০০ কোটি ডলার। আর রপ্তানি হওয়া জুতার বড় অংশই চামড়াবিহীন। বিদায়ী ২০২৪ সালের জুতা উৎপাদন ও রপ্তানির তথ্য এখনো প্রকাশ করেনি সংস্থাটি।

২০২৩ সালে বৈশ্বিক জুতা রপ্তানির ৬৩ দশমিক ৮ শতাংশ ছিল চীনের দখলে। দেশটি ওই বছর রপ্তানি করে ৮৯৬ কোটি জোড়া। তারপরের শীর্ষ ৯ দেশের মধ্যে ভিয়েতনাম ১৩৪ কোটি জোড়া, ইন্দোনেশিয়া ৪৫, জার্মানি ৩৫, তুরস্ক ৩০, ভারত ২৬, বেলজিয়াম ২২, ইতালি ১৯, কম্বোডিয়া ১৬ কোটি ও স্পেন ১৫ কোটি জোড়া জুতা রপ্তানি করেছে।

জুতা রপ্তানিতে শীর্ষ দশে না থাকলেও বিশ্বে পণ্যটির শীর্ষ ভোক্তা দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নবম। এ ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে রয়েছে চীন। দ্বিতীয় ভারত। ২০২৩ সালে চীনে ৩৫৩ কোটি জোড়া, ভারতে ২৫৬, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩, ব্রাজিলে ৭৭ ও জাপানে ৬১ কোটি জোড়া জুতার চাহিদা ছিল। সে বছর বাংলাদেশে জুতার চাহিদা ছিল ৩৫ কোটি জোড়া।

NEW AGE
SATURDAY, JANUARY 18, 2025,

Warehouses, factories at Hazaribagh gutted in fire

No casualties reported

Staff Correspondent

A FIRE that broke out at warehouses in the capital's Hazaribagh area on Friday was doused after about five hours of effort by 11 fire-fighting units.

The fire broke out at about 2:00pm at a leather warehouse on the fifth floor of a seven-storey building named Finix Tannery factory located in Hazaribagh's Tannery Market area, according to the Fire Service and Civil Defence.

Station officer of the FSCD's media cell Talha Bin Zasim said that no casualties were reported in the fire and the cause of the fire could not be known immediately.

The fire originated on the fifth floor and spread to the sixth and seventh floors of the building, FSCD director for operations Lieutenant Colonel Tajul Islam said, adding that the fifth floor was partially burnt while the other two floors were fully gutted.

The building was used to be a tannery factory but the factory moved to another place renting the building, said Shaiful Islam, officer-in-charge of Hazaribagh police station.

'There were several warehouses of small factories making handicrafts, leather, plastic frames, plastic pots, helmet and footwear on the fifth, sixth and seventh floors of the building,' he said.

Members of several law enforcement agencies, including police, Border Guard Bangladesh and the army were deployed on the spot, he said, adding that the loss in the fire stood at about Tk 8 to 10 crore.

There was hardly any fire safety plan in the building, FSCD director Tajul said while briefing the media outside the spot.

The officer said that the fire service gave several notices to the building authority about fire safety of the building.

'It took three hours to bring the fire under control. The capacity of the fire service could not be utilised due to shortage of water, inflammable materials inside, crowd of eager people and narrow roads,' added the fire official.

সমকাল
বৃহস্পতিবার ২৩ জানুয়ারি ২০২৫

মালয়েশিয়া যাওয়া হয়নি কারও বিক্ষোভের পর ফের আশ্বাস

সমকাল প্রতিবেদক

সব প্রক্রিয়া শেষ করেও উড়োজাহাজের টিকিট না পাওয়াসহ বিভিন্ন কারণে আটকেপড়া প্রায় ১৭ হাজার বাংলাদেশি কর্মীর একজনও মালয়েশিয়া যেতে পারেননি। গত ৪ অক্টোবর মালয় প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ঢাকায় এসে এসব কর্মীকে নিয়োগের ঘোষণা দিলেও তা কার্যকর হয়নি। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো টাকা ফেরত দিচ্ছে, তবে তা মাত্র ১০ শতাংশের কাছাকাছি। এতে ক্ষুব্ধ কর্মীরা গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে রাজধানীর কারওয়ান বাজার সার্ক ফোয়ারা মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। এর পর প্রবাসীকল্যাণ সচিব রুহুল আমিন ফের তাদের মালয়েশিয়া পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

গতকাল বিক্ষুব্ধ কয়েকশ কর্মী কারওয়ান বাজার থেকে ইস্কাটনের প্রবাসীকল্যাণ ভবনের সামনে যান। কাফনের কাপড় পরে ভবনের সামনে শুয়ে প্রতিবাদ জানান অনেকে। আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া মাইন উদ্দীন এ সময় বলেন, গত বছরের ৩১ মের মধ্যে যারা মালয়েশিয়া যেতে পারেননি, তাদের ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে। জমি-গরু বিক্রি করে, ঋণ করে প্রত্যেকে পাঁচ ছয় লাখ টাকা দিয়েছেন রিক্রুটিং এজেন্সিকে। এখন টাকা না পেয়ে মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে।

পরে পুলিশ চারজনের প্রতিনিধি দলকে দুপুর দেড়টার দিকে মন্ত্রণালয়ে নিয়ে যায়। এর পর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা শেষে প্রবাসীকল্যাণ সচিব রুহুল আমিন বলেন, যেতে না পারা কর্মীদের মালয়েশিয়া পাঠাতে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার কারিগরি কমিটি ও মালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কারিগরি কমিটির দুই দফা বৈঠক হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে আবার বৈঠকের কথা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে মালয়েশিয়া একমত। আগামী এপ্রিলে এটি চূড়ান্ত হতে পারে। এর পর ধাপে ধাপে মালয়েশিয়া যাবেন ওই কর্মীরা।

> **আওয়ামী লীগ আমলের সিন্ডিকেটে ধরা**
>
> মালয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় কাজ হয়নি
>
> পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে ফেরত ৫০ হাজার

তিনি আরও বলেন, মালয়েশিয়ার কাছে তালিকা পাঠানো হয়েছে। প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হলে কর্মীদের জানানো হবে। চেষ্টা করা হচ্ছে, কর্মীদের যাতে আর টাকা খরচ না হয়।

এদিকে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো যেতে না পারা কর্মীদের টাকা ফেরত দেবে বলে গত জুনে সরকার জানালেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৮১ শতাংশ কর্মীকে টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি করলেও ভুক্তভোগীদের ভাষ্য, চার থেকে ছয় লাখ টাকা নিয়ে এজেন্সি ফেরত দিচ্ছে ৫০ থেকে ৭০ হাজার।

প্রবাসীকল্যাণ সচিব রুহুল আমিন গতকাল বলেন, ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত ৮১ শতাংশ কর্মীর টাকা ফেরত দিয়ে সইসহ তালিকা জমা দিয়েছে এজেন্সিগুলো। ২৩ জানুয়ারির মধ্যে টাকা পরিশোধ না করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া কর্মী রফিকুল ইসলাম সমকালকে বলেন, এজেন্সি পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে ৫০ হাজার ফেরত দিয়ে সই নিয়েছে।

'সিন্ডিকেটে' কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ২০২১ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠাতে এ সুযোগ রেখে চুক্তি করে। মালয় সরকার প্রথমে ২৫ এজেন্সিকে কর্মী পাঠানোর কাজ দেয়। সিন্ডিকেট নামে পরিচিত এ এজেন্সির বেশির ভাগের মালিক ছিলেন ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের এমপি, মন্ত্রীসহ নেতারা। এ নিয়ে সমালোচনার পর মালয় সরকার আরও ৭৫ এজেন্সিকে কাজ দেয়। সূত্রের খবর, তৎকালীন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইমরান আহমদ সিন্ডিকেটের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সিন্ডিকেটে সম্মত হয় বাংলাদেশ।

মালয়েশিয়ায় পাঠাতে কর্মীপ্রতি ওই সময় ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করেছিল সরকার। তবে সিন্ডিকেট নেয় সাড়ে চার থেকে ছয় লাখ টাকা পর্যন্ত। এ নিয়ে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সমালোচনার মুখে বিদেশি কর্মী নিয়োগ বন্ধ করে মালয়েশিয়া। এতে বাংলাদেশ সরকার ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৬৪২ কর্মীকে ছাড়পত্র দিলেও বেঁধে দেওয়া সময় ৩১ মের মধ্যে যেতে পারেন ৪ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭২ জন। বাকি ১৬ হাজার ৯৭০ জন আটকা পড়েন।

রবিবার
১৯ জানুয়ারি ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

প্রবাসী আয় বৃদ্ধিতে দক্ষ শ্রমশক্তি রপ্তানি করতে হবে
: ড. ফাহমিদা খাতুন

■ শেকৃবি সংবাদদাতা

প্রবাসীদের উপার্জিত রেমিট্যান্স বাড়াতে দক্ষ শ্রমশক্তি রপ্তানি করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। গতকাল শনিবার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) অনুষ্ঠিত প্রবাসী আয় বৃদ্ধিতে করণীয় শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, 'শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে পেশাগত প্রশিক্ষণ ও ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী করে তুলতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যে বিপুলসংখ্যক কর্মী প্রেরণ করা হলেও দক্ষতার অভাবে সেখান থেকে প্রত্যাশিত পরিমাণ রেমিট্যান্স আসছে না। শুধু মুষ্টিমেয় কিছু দেশে শ্রমিক না পাঠিয়ে জাপান, জার্মানির মতো উন্নত দেশগুলোতে চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে জনশক্তি রপ্তানি করতে হবে। সরকারকে এসব বিষয়ে টেকসই পদক্ষেপ নিতে হবে।'

ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'প্রবাসী আয় দেশের অর্থনীতির জন্য এক বিরাট আশীর্বাদ। প্রবাসীদের সামাজিক মর্যাদা দিতে হবে। হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, আইনি সহায়তাসহ সকল ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করতে হবে। পাসপোর্ট অফিস, বিমানবন্দরে ও বিদেশি দূতাবাসে সেবা ও সহযোগিতা বাড়াতে হবে। এজেন্সিগুলো বিমান ভাড়াসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে শ্রমিকদের হয়রানি করে। এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। হুন্ডির দৌরাত্ম্য রেমিট্যান্স আয়ে সরকারের প্রকৃত লাভবান হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। রেমিট্যান্স বৃদ্ধিতে হুন্ডির এই দৌরাত্ম্য কমাতে সরকারকে শক্তিশালী এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রবাসীদের বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য প্রেরিত অর্থের ওপর সরকারি প্রণোদনা বাড়ানোসহ রেমিট্যান্স ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। কেবল কাগজে কলমে নীতিমালা না রেখে বাস্তব প্রয়োগ করে সরকারকে প্রবাসীবান্ধব হওয়া উচিত। প্রতিযোগিতার এই বিশ্বে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির আসনে নিতে তরুণদের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান এই অর্থনীতিবিদ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ। অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন শেকৃবি ডিবেটিং সোসাইটি ও রানার আপ বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ বিতর্ক দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শেকৃবি উপ-উপাচার্য ড. মো. বেলাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর তামান্না বেগম, শেকৃবি ডিবেটিং সোসাইটির মডারেটর অধ্যাপক ড. তাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ।

বণিক বার্তা রোববার, জানুয়ারি ১৯, ২০২৫

আইএলওর প্রতিবেদন

বেকারত্ব স্থিতিশীল থাকলেও চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে শ্রমবাজারে

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বিশ্বব্যাপী বেকারত্বের হার ২০২৪ সালে ৫ শতাংশে স্থিতিশীল ছিল। তবে কভিড-পূর্ব স্তরে শ্রমবাজার পুনরুদ্ধারে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য দিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন বা আইএলও। বৈষম্য বৃদ্ধি, যুব বেকারত্বের উচ্চ হার ও মূল্যস্ফীতির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবকে কর্মক্ষমদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ কাজপ্রাপ্তিতে বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছে জাতিসংঘের সংস্থাটি। খবর আনাদোলু।

৫ শতাংশ বেকারত্বের হার কভিড-১৯ মহামারী থেকে শ্রমবাজারে ক্রমাগত পুনরুদ্ধারের প্রতিফলন দেখায়। প্রতিবেদন অনুসারে, শ্রমবাজারে এখনো অনেক অন্তর্নিহিত সমস্যা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষত নিম্ন আয়ের দেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজ ও শ্রমিক দারিদ্র্যের হার মহামারী-পূর্ব স্তরে ফিরে এসেছে। মর্যাদা, ন্যায্য মজুরি ও সুরক্ষা দেয় এসব দেশে এখনো এমন কাজ খুঁজে পাওয়া কঠিন।

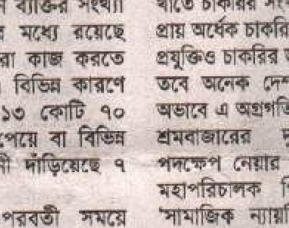

শ্রম চাহিদার বৃহত্তর পরিমাপক গ্লোবাল জবস গ্যাপ। এর দ্বারা কর্মক্ষম কিন্তু চাকরিতে অংশগ্রহণে বাধা সম্মুখীন ব্যক্তিদের সংখ্যাকে বোঝানো হয়। ২০২৪ সালে এমন ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৪০ কোটি ২০ লাখ। এর মধ্যে রয়েছে ১৮ কোটি ৬০ লাখ বেকার, যারা কাজ করতে ইচ্ছুক কিন্তু সুযোগ পাচ্ছেন না। বিভিন্ন কারণে সাময়িকভাবে বেকার রয়েছেন ১৩ কোটি ৭০ লাখ। এছাড়া চাকরি খুঁজে না পেয়ে বা বিভিন্ন কারণে নিরুৎসাহিত চাকরিসন্ধানী দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৯০ লাখে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, মহামারী-পরবর্তী সময়ে চাকরির ব্যবধান সংকুচিত হয়েছে, এটি আগামী দুই বছরে স্থিতিশীল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা পুনরুদ্ধারের একটি স্থবিরতা নির্দেশ করছে বলে জানায় আইএলও।

বিশ্বব্যাপী যুবকদের মাঝে বেকারত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। শিক্ষা, চাকরি বা প্রশিক্ষণে নেই 'এনইইটি' হিসেবে উল্লেখিত এমন তরুণদের সংখ্যা ২০২৪ সালে বেড়েছে। প্রায় ৮ কোটি ৫৮ লাখ তরুণ (১৩ দশমিক ১ শতাংশে) ও ১৭ কোটি ৩৩ লাখ তরুণী (২৮ দশমিক ২ শতাংশ) এনইইটি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। নিম্ন আয়ের দেশে তরুণদের মধ্যে ২০ দশমিক ৪ পুরুষ ও ৩৭ শতাংশ নারী এনইইটি জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের দেশে এ প্রবণতা যুবসমাজকে অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির মুখোমুখি করছে বলে জানানো হয় প্রতিবেদন।

২০২৪ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ২ শতাংশে নেমে এসেছে। এর আগে ২০২২ ও ২০২৩ সালে যথাক্রমে ৩ দশমিক ৬ ও ৩ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। বার্ষিক হিসেবে প্রবৃদ্ধির পতনের পেছনে রয়েছে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ব্যয় ও ঋণ সমস্যা।

কিছু অঞ্চলে মূল্যস্ফীতির প্রশমিত হলেও এখনো উঁচু স্তরে রয়েছে, যা মজুরি হ্রাস করছে এবং প্রকৃত আয় বৃদ্ধিকে ধীর করছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, অল্পকিছু উন্নত অর্থনীতিতে প্রকৃত মজুরি বেড়েছে। এর বিপরীতে বেশির ভাগ দেশ মূল্যস্ফীতির চাপের মাঝে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সংগ্রাম করছে।

এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। সৌর ও হাইড্রোজেন জ্বালানিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে বৈশ্বিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে চাকরির সংখ্যা বেড়েছে ১ কোটি ৬২ লাখ, এর প্রায় অর্ধেক চাকরি পূর্ব এশিয়ায় কেন্দ্রীভূত। ডিজিটাল প্রযুক্তিও চাকরির জন্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। তবে অনেক দেশ পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও দক্ষতার অভাবে এ অগ্রগতির সুযোগ নিতে পারছে না।

শ্রমবাজারের দুর্বলতা মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আইএলওর মহাপরিচালক গিলবার্ট হুংবো। তিনি বলেন, 'সামাজিক ন্যায়বিচার ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য মর্যাদাপূর্ণ কাজ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান। চাপে থাকা সামাজিক সংহতি, ক্রমবর্ধমান জলবায়ু প্রভাব ও ঋণ সংকট বাড়তে দেয়া যাবে না। শ্রমবাজারের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং আরো ন্যায়সংগত, টেকসই ভবিষ্যৎ গঠনে আমাদের এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে।'

শিক্ষায় বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বৈষম্য হ্রাসে সামাজিক সুরক্ষা সম্প্রসারণ ও নিম্ন আয়ের দেশে উন্নয়নের জন্য রেমিট্যান্সের মতো বেসরকারি তহবিল ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের এ প্রতিবেদনে।

FIFA World Cup 2034: Saudi Arabia's challenge in ensuring workers' rights is also its opportunity

Md Parvez Alam
Human Rights Activist

More than a sporting event, hosting the World Cup is a global statement. By addressing challenges such as protecting workers' rights from the start, Saudi Arabia has a unique opportunity to lead in ethical labour standards

Saudi Arabia's vision 2030 includes: a vibrant society, a thriving economy, and an ambitious nation. As the country prepares to host the FIFA World Cup 2034, it faces both an opportunity and a challenge to advance toward that vision.

A large workforce is needed for such a massive infrastructure project, which always carries risks of worker rights violations, including safety and fair treatment concerns.

Qatar faced a similar challenge, where The Guardian revealed that 6,500 workers lost their lives in the lead-up to the 2022 World Cup, largely due to harsh working conditions. Many of the victims were migrant workers from Bangladesh and other South Asian countries.

The question now rises: Will Saudi Arabia learn from Qatar's mistakes and ensure history does not repeat itself?

Qatar spent over $220 billion to prepare for the 2022 World Cup, transforming its infrastructure and skyline, but faced global criticism for the methods used.

For the 2034 World Cup, Saudi Arabia is expected to make significant investments in modern stadiums, transit, housing, and hospitality. The magnitude of the World Cup poses particular difficulties, even though the nation has already shown through its Vision 2030 plan that it is capable of completing such large-scale projects.

To achieve its goals, Saudi Arabia will need a large migrant workforce, which will be sourced mainly from South Asian countries like Bangladesh, India, and Nepal. However, if strict measures are not taken to ensure worker safety, fair pay, and decent treatment, there is a high risk of repeating Qatar's mistakes.

Human rights groups and the global media highlighted the terrible working conditions suffered by migrant workers in the years preceding Qatar's World Cup. The most frequent complaints included subpar housing conditions, hard workdays in intense heat, poor safety regulations, and unpaid or delayed wages. Reportedly, many workers were afraid of reprisals and hence unable to voice their concerns or obtain appropriate healthcare.

To protect its people, the Bangladesh government should make agreements that ensure citizens have legal protections, safe working conditions, and fair pay. Additionally, workers should be informed about their rights, workplace safety, and how to report abuse to better navigate international labour markets.

Eventually, in response, Qatar implemented some changes, but these reforms were a bit too late. Therefore, by addressing these challenges from the start, Saudi Arabia has a unique opportunity to lead in ethical labour standards.

To ensure the protection of workers' rights, Saudi Arabia must commit to creating a transparent and enforceable framework for labour relations. Strict laws should be implemented in the country to establish a minimum wage that accounts for the cost of living and make sure that payments are made on time.

By monitoring and enforcing compliance, a centralised wage protection system may guarantee that employees get paid on time. Construction workers are particularly vulnerable to heatstroke and dehydration in harsh climates.

Saudi Arabia must impose regulations regarding protective gear, rest periods, and hydration. Wearable heat sensors and other technologies could be used to track employees' health in real time. A large number of workers in Qatar were kept in filthy, cramped quarters. Appropriate housing facilities with access to basic services, clean water, and appropriate ventilation should be provided by Saudi Arabia.

Furthermore, in the event of a dispute, migrant workers must have access to legal support. It will be crucial to set up independent labour courts and guarantee that employees may file complaints without worrying about reprisals.

Another top priority should be the safety on construction sites. All employees must be required to complete extensive training programmes to ensure they are prepared to meet the demands of their positions. Heat-related disorders are a serious concern in Saudi Arabia, where temperatures regularly surpass 45°C (113°F). Employers are required to provide shaded rest spaces and plan outside work for cooler hours.

শ্রম বাজার

NEW AGE THURSDAY, JANUARY 23, 2025,

Aspirant migrants failed to fly to Malaysia stage demo

Staff Correspondent

ASPIRANT migrants, who missed their flights to Malaysia, staged demonstrations in the SAARC Circle in the Karwan Bazar area in Dhaka on Wednesday demanding the jobs they were promised in the South East Asian country.

Later, they withdrew their demonstrations after expatriate welfare ministry adviser Asif Nazrul assured them of starting the migration process from March.

The demonstrators, part of a group of 18,000 people who missed the May 31 deadline last year set by Malaysian authorities, began their protest at about 9:00am, blocking the turning points between Karwan Bazar and the Panthapath intersection.

After two hours of demonstration, the police requested them to stand beside the road clearing the traffic.

At one stage, the workers moved to the expatriates' welfare ministry to place their demand.

The workers also announced that they would continue their protest until the problem was solved.

Main Uddin Babu, a leader of the protesters, said that the adviser had assured them of resuming the process by March when they meet the adviser.

Nobody from the ministry confirmed about it.

Earlier, the protesters said that the demonstration would be continued until the interim government announced a specific date for sending the stranded workers to Malaysia.

They, however, demanded the government send them to the country by February 20.

Around 50,000 Bangladeshi aspirants failed to migrate to Malaysia after completing almost all the processes by the May 31, 2024 deadline set by the Malaysian authorities. Of them 16,970 aspirant migrants failed to fly to Malaysia at the last moment due to unavailability of air tickets.

The police request demonstrating migrants, who missed their flights to Malaysia on May 31 in the past year, to clear the road in Karwan Bazar area in Dhaka on Wednesday. — New Age photo

On October 4, Malaysian prime minister Anwar Ibrahim after a bilateral meeting in Dhaka announced that they had agreed to consider issuing 18,000 work visas for those Bangladeshis who got stuck and could not fly due to some recent measures by the Malaysia government.

Malaysia is a top destination for Bangladeshi migrants as nearby 10 per cent of total workers migrate to Malaysia which is over 12 lakh since 2004.

NEW AGE Dhaka, Thursday, January 23, 2025, Magh 9, 1431 BS

Beximco takes Tk 50,000cr in loans, nearly half defaulted

Salman uses political clout to hide default status

Mostafizur Rahman

BEXIMCO Group, controlled by the ousted prime minister Sheikh Hasina's adviser Salman F Rahman, has allegedly withdrawn about Tk 50,000 crore from different banks and non-bank financial institutions, using political clout and circumventing banking norms.

Of the amount withdrawn, Tk 23,120 crore or nearly 47 per cent has turned into non-performing loans, wreaking havoc on the country's financial sector.

A Bangladesh Bank inspection team found that Beximco Group had used 169 companies out of its total 188 companies to acquire total Tk 49,172 crore in loans as of September 2024, according to a central bank report.

Of the total loan amount, 15 banks provided Tk 48,082 crore and seven NBFIs Tk 181 crore while a number of banks invested in Beximco's Sukuk Tk 909 crore, the report said.

Janata Bank alone provided Tk 23,912 crore to 29

BEXIMCO GROUPS TOTAL LOANS

Serial No	Bank/NBFI	Loan Outstanding	Default Loan
1	Janata Bank	23,911.95	19,507.42
2	IFIC Bank	13,463.47	-
3	National Bank	3,182.19	1591.78
4	AB Bank	1,838.48	-
5	Agrani Bank	1,009.13	-
6	Bank Asia	1.38	1.38
7	Dhaka Bank	136.76	-
8	Dutch Bangla Bank	170.22	93.23
9	Exim bank	1,468.02	327.08
10	First Security	145.65	-
11	Global Islami	85.14	51.79
12	Padma Bank	23.97	-
13	Rupali bank Ltd	965.38	-
14	Sonali Limited	1,676.75	1,544.14
15	Uttara Bank	3.68	3.68
16	7 NBFIs	181.31	-
17	Banks' Sukuk Investment	909	-
			120.50

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Beximco takes Tk 50,000cr in loans

Continued from page 1

Beximco firms, of which Tk 19,507 crore is now defaulted, leaving the bank at the brink of collapse, the report said.

These banks extended to Beximco Group substantial financial benefits, including repeated loan rescheduling, extended repayment period, additional loans and letters of credit facilities, bypassing permissible limits and prudent practices.

Salman used not only his own companies but also set up shell entities to withdraw such a massive amount of funds from the banking sector, bankers said.

As Hasina's private industry and investment adviser, Salman wielded unchecked power over the financial sector, even as his actions crippled banks and drained public funds, they said.

Investigations into previous financial scandals, including the 1996 and 2010-11 stock market scams, implicated Salman and Beximco entities, but failed to hold Salman accountable, they observed.

Bangladesh Bank data showed that 57.84 per cent of Beximco's total loans was taken using its textile and apparel division, with a significant portion of the loans is now unrecoverable, according to the BB report.

The division alone took Tk 28,386 crore in loans, with Tk 21,564 crore now defaulted, it said.

Of the 31 companies in this division, 15 entities, which are now defunct, acquired Tk 11,923 crore in loans with almost the entire amount now classified as defaulted, it said.

The rest 16, which are operational, have total loans of Tk 16,463 crore with Tk 10,471 crore becoming defaulted.

In 2016, a Bangladesh Bank scheme allowed defaulters to reschedule loans for 10 years with a minimal 2 per cent down payment, allegedly benefiting Salman's interests, bankers said.

This was further relaxed in 2022, extending repayment terms to 29 years and in that year alone, a record Tk 63,720 crore in loans was rescheduled, up from Tk 26,810 crore in 2021, they said.

On January 7, the Bangladesh Financial Intelligence Unit formed 11 joint investigation teams tasked with probing allegations of illegal wealth accumulation, tax evasion and money laundering by 10 large business groups, including Beximco Group, and Hasina and her family members.

The probe team also includes representatives from the Anti-Corruption Commission, the Criminal Investigation Department of the Bangladesh Police and the National Board of Revenue.

Stock market investments worth Tk 6,800 crore linked to Salman F Rahman have been frozen, as beneficiary owners accounts connected to Salman, his son Ahmed Shayan Fazlur Rahman, 74 associates and eight proxy companies have been frozen.

On October 1, 2024, the Bangladesh Securities and Exchange Commission imposed a fine of Tk 428.52 crore on nine individuals and companies for manipulating the prices of shares of Salman's Beximco Ltd.

The business group's entity, Yellow Apparels Limited, defaulted on Tk 967 crore at Janata Bank and its another entity, Independent Television, defaulted on Tk 319 crore at National Bank.

Zahid Hussain, former lead economist of the World Bank's Dhaka office, told New Age that Salman's Beximco Group secured such a massive volume of loans by leveraging political influence and evading regulations.

'Salman had entrenched himself in every sector; wherever there was money, he was there,' Zahid said.

He suspected that the ousted prime minister Sheikh Hasina was aware of Salman's activities, raising question whether she was personally benefited from them.

Zahid emphasised that a thorough investigation is needed to hold accountable all board members, senior management, and Bangladesh Bank officials involved in enabling these malpractices.

He urged the government to recover Salman's unpaid loans by seizing both his domestic and foreign assets.

He also stressed that the interim government that took office after the ouster of Awami League regime on August 5 amid a mass uprising must implement measures to prevent powerful individuals from abusing their influence and engaging in criminal activities with impunity.

On August 22, 2024, the Anti-Corruption Commission initiated an inquiry into Salman following allegations of corruption, embezzlement and irregularities in the banking sector.

Salman was arrested on August 13 while attempting to flee the capital and he is currently in prison.

No Beximco officials could be reached for comment on these allegations despite several attempts over phone.

State-run banks gave Tk 27,563 crore to Beximco entities despite glaring irregularities. These banks hid information and gave false information to the central bank to continue such irregularities and offering loans to the business group, the BB inspection report said.

Of this, Janata Bank's exposure alone accounted for nearly half of the loans by the state-run banks, including Sonali Bank, and the other institutions.

Under Salman's influence, Janata Bank flouted regulations, disbursing loans without proper due diligence. Loans were issued merely on verbal requests, often before any documentation was completed. Despite exceeding the single-borrower exposure limit, the bank continued granting loans, exposing its financial stability to significant risks.

Beximco also secured loans through fraudulent practices, such as borrowing under one company's name while diverting funds to another.

Although his massive loan withdrawal and his unwanted influence crippled the financial sector, no actions were taken against him or his companies by the AL-led government.

Beximco Limited and GMG Airlines Limited, two entities of Beximco Group, have defaulted on loans amounting to Tk 1,544 crore with Sonali Bank.

Beximco Pharmaceuticals Limited has 10 directors and at least one of whom found as a common director of 60 other companies within Beximco Group, which acquired Tk 8,645 crore in loans of which Tk 4,328 crore is defaulted now.

'Therefore, the board of directors of Beximco Pharmaceuticals has direct influence over these unpaid loans, where public money is at stake, and the company could be a beneficiary of these loans,' the BB report said.

Bangladesh Bank executive director and spokesperson Husne Ara Shikha told New Age that a number of investigations was going on to find out real picture of corruption and irregularities.

A task force is also working to bring back money laundered abroad, she said.

সমকাল সোমবার । ২০ জানুয়ারি ২০২৫ ।

শ্রম খাতে মার্কিন উদ্বেগ এখনও বিদ্যমান

পররাষ্ট্র উপদেষ্টাকে রাষ্ট্রদূত

- গণতান্ত্রিক পথ তৈরিতে অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থন পুনর্ব্যক্ত

■ কূটনৈতিক প্রতিবেদক

বাংলাদেশের শ্রম খাতকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার প্রয়াস পুরোনো। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগও নতুন নয়। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর অন্তর্বর্তী সরকার এ খাতের বৈশ্বিক উদ্বেগ দূর করবে, আশা করে যুক্তরাষ্ট্র।

গতকাল রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনসহ বাংলাদেশের শীর্ষ কূটনীতিকদের সঙ্গে সাক্ষাতে শ্রম খাত নিয়ে উদ্বেগ তুলে ধরেন ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের অন্তর্বর্তীকালীন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন।

১১ জানুয়ারি দায়িত্ব নেন ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন। সূত্র জানায়, প্রথম সাক্ষাতে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শ্রম খাতের অসংগতি দূর করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স। একই সঙ্গে শ্রম খাতের সংস্কারের মাধ্যমে আইন সংশোধন করে আন্তর্জাতিক মানে নেওয়ার তাগিদ দেন। পুরো বাংলাদেশে শ্রমিকদের জন্য একটি শ্রম আইনের প্রত্যাশার কথাও তুলে ধরেন।

বৈঠকে রোহিঙ্গা ও মিয়ানমার পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। যুক্তরাষ্ট্র জানতে চায়, মিয়ানমারের রাখাইন সীমান্তে দেশটির সরকারি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নেই। নিরাপত্তা ইস্যুতে বাংলাদেশ কীভাবে সেখানে থাকা আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে? মানবাধিকারসহ সংস্কারের বিষয়ও বৈঠকে উঠে আসে।

দূতাবাসের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ব্যাক টু ব্যাক বৈঠকে সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক পথ তৈরিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রচেষ্টার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। নতুন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন প্রথম পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন ও পররাষ্ট্র সচিব জসীম উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাতে দু'দেশের মধ্যে অভিন্ন স্বার্থ এবং অগ্রাধিকার নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের সঙ্গে সাক্ষাতে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, মানবাধিকার, শ্রম সংস্কার, রোহিঙ্গাসহ অভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পর্ক গভীর করার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বর্তমান সরকারের কার্যক্রম তুলে ধরে অবাধ, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে প্রধান উপদেষ্টার প্রতিশ্রুতির কথা আবারও তুলে ধরেন। একই সঙ্গে সংস্কার কার্যক্রমে মার্কিন সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথা আবারও জানান চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স। তিনি বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য তৈরি নিয়ে সরকারের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফেরত আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন।

প্রথম আলো • রোববার, ১৯ জানুয়ারি ২০২৫,

লেবানন থেকে ফিরলেন আরও ৪৭ বাংলাদেশি

যুদ্ধকবলিত লেবানন থেকে বাংলাদেশে ফিরেছেন আরও ৪৭ প্রবাসী। শুক্রবার রাত সোয়া নয়টায় তাঁরা ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত ১৯টি ফ্লাইটে মোট ১ হাজার ২৪৬ জন বাংলাদেশিকে লেবানন থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বৈরুতের বাংলাদেশ দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহযোগিতায় এই প্রবাসীদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। লেবানন থেকে ফেরত আসা এই বাংলাদেশিদের বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও আইওএমের কর্মকর্তারা। আইওএমের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা 'পকেট মানি', কিছু খাদ্যসামগ্রী ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। লেবাননে এখন পর্যন্ত বোমা হামলায় একজন বাংলাদেশির নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

ইউএনবি, *ঢাকা*

মঙ্গলবার ২৮ জানুয়ারি ২০২৫
১৪ মাঘ ১৪৩১ | যুগান্তর

শ্রমিকদের কোটি টাকা আত্মসাৎ

নাছির উদ্দীন, *টেকনাফ (কক্সবাজার)*

কক্সবাজারের টেকনাফ স্থল বন্দরে সিন্ডিকেট বাণিজ্যের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে শ্রমিকদের টাকা আত্মসাৎ করে আসছেন শক্তিশালী এক চক্র। যারা বিভিন্ন অজুহাতের বাহানা দিয়ে প্রতিদিন শ্রমিকদের বেতনের টাকা কেটে হাতিয়ে নিচ্ছে। এদিকে শ্রমিকরা দিন-রাত পরিশ্রম করলেও টাকার ভাগ বসান বন্দরের মাঝি চক্রের সিন্ডিকেট। এতে করে প্রকৃত শ্রমিকরা তাদের মজুরি না পেলেও লাভবান হয় সেন্ডিকেট চক্রটি। এঘটনার প্রতিবাদে ইতিমধ্যে বন্দর শ্রমিকরা বিক্ষোভও করেছেন। সাধারণ শ্রমিকরা বলেন, আমরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশের উন্নয়নে ও নিজেদের জীবন-জীবিকার তাগিদে কাজ করলেও দিন শেষে বন্দরের মাঝি সিন্ডিকেট সদস্যরা আমাদের পরিশ্রমের টাকাগুলো ভাগ বাটোয়ারা করে হাতিয়ে নেয়। যদি আমরা এর প্রতিবাদ করি, তাহলে বন্দর থেকে আমাদের বের করে দেওয়ার হুমকি দেন। আমাদের দাবিগুলো মানা না হলে প্রয়োজনে আমাদের আন্দোলন চলতে থাকবে।

সাধারণ শ্রমিক আব্দুল আমিন বলেন, বন্দর থেকে একটি গাড়ি লোড-আনলোড করতে শ্রমিকদের

> টেকনাফ বন্দরে সিন্ডিকেট বাণিজ্য

দেওয়ার কথা বলে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকার বাজেট করে নিলেও সে টাকা শ্রমিকদের কাছে পৌছতে পৌছতে ৩ থেকে ৫ হাজার হয়ে যায়। শুধু তা নয় ওই মাঝি সিন্ডিকেট আমাদেরকে বন্দর থেকে শ্রমিক কার্ড দেওয়ার কথা বলে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। ১৫ বছর পার হলেও আমাদের শ্রমিকরা এখনো কোনো শ্রমিক কার্ড হাতে পায়নি। আমরা এ বৈষম্য থেকে বর্তমান সরকারের কাছে পরিত্রাণ চাই। আমাদের শ্রমিকদের প্রকৃত অধিকার চাই। শ্রমিকদের টাকা আত্মসাৎ বন্ধ চাই। শ্রমিক আব্দু শুক্কুর বলেন, টেকনাফ বন্দরের সৃষ্টি লগ্ন থেকে আমি শ্রমিক হিসাবে কাজ করছি। এ বন্দরে আজগর মাঝিসহ ১২ জন মাঝি রয়েছে, যারা মাঝি নাম দিয়ে ঘুরে ঘুরে শুধু আমাদের শ্রমিকদের টাকা আত্মসাৎ করে। তাদের কাজ থেকে কোনো দিন আমরা সহযোগিতা পাইনি। বিগত দিনে মাঝিদের শ্রমিকদের টাকার কথা বলতে গেলে সিন্ডিকেটের সাবেক এমপি আব্দুর রহমান বদির ভয় দেখাতো। যার কারণে আমরা অসহায় হয়ে শ্রমের টাকা না নিয়ে বাড়ি চলে যেতাম।

এ বিষয়ে টেকনাফ স্থলবন্দরের প্রধান মাঝি আজগর জানান, সমস্যা সমাধানে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও টেকনাফ স্থল বন্দরের পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক শেখ এহসান উদ্দীন জানান, বিষয়টি আলোচনাধীন।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ২৪ জানুয়ারি ২০২৫,

গাজীপুর-সাভারে সাড়ে পাঁচ মাসে বন্ধ ৬৮ কারখানা

শিল্পকারখানা

অর্ধলক্ষাধিক শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। তাঁদের অনেকে কারখানা চালু ও বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলন করছেন।

মাসুদ রানা, *গাজীপুর* ও **শামসুজ্জামান**, *সাভার*

> **বন্ধ হওয়া কারখানার শ্রমিকের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। কোনো কারখানা শ্রমিকের বকেয়া বেতন ও সার্ভিস বেনিফিট না দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বিক্রি করে হলেও তা পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে।**
>
> **সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ**, শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান

ঢাকার সাভার, আশুলিয়া, ধামরাই ও গাজীপুরে গত সাড়ে পাঁচ মাসে ৬৮টি শিল্পকারখানা বন্ধ হয়েছে। এর মধ্যে ৫৮টি স্থায়ী ও ১০টি অস্থায়ী ভিত্তিতে বন্ধ। এ ছাড়া ছয়টি কারখানা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে কেয়া গ্রুপ। বন্ধ হওয়া কারখানাগুলোর অধিকাংশই তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের।

দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এসব কারখানা বন্ধ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, খেলাপি ঋণ নিয়ে কড়াকড়ি আরোপ করায় অনেক কারখানা খেলাপি হয়ে পড়ে। আবার ক্ষমতাচ্যুত বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ঘনিষ্ঠ অনেক কারখানার মালিক আত্মগোপনে থাকায় কারখানা রুগ্ণ হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না কিছু কারখানা।

বন্ধ হওয়া ৬৮ কারখানার মধ্যে ৫১টি গাজীপুরে এবং সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে ১৭টি। এসব কারখানায় কাজ করতেন অর্ধলক্ষাধিক শ্রমিক। বন্ধ হওয়া কারখানার শ্রমিকের অনেকেই কারখানা খুলে দেওয়া ও বকেয়া বেতনের দাবিতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রায়ই বন্ধ থাকছে সড়ক-মহাসড়ক। তাতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। আন্দোলনরত শ্রমিকদের সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। অন্যদিকে কারখানা চালু করতে ঋণসহ বিভিন্ন সহায়তা চাইছে কোনো কোনো কারখানা কর্তৃপক্ষ।

রাজধানীর পার্শ্ববর্তী জেলা গাজীপুর শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত। এ জেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে মোট নিবন্ধিত কারখানা ২ হাজার ১৭৬টি। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি তৈরি পোশাক কারখানা, ১ হাজার ১৫৪টি।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চল পুলিশ জানায়, গাজীপুরের পোশাক কারখানার মধ্যে ৩৫টি এখনো গত নভেম্বরের বেতন দিতে পারেনি। ডিসেম্বরের বেতন এখনো দেয়নি ৪৫ শতাংশ পোশাক কারখানা। বর্তমানে ৫ শতাংশ পোশাক কারখানায় শ্রম অসন্তোষ চলছে। ইনক্রিমেন্ট (বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি) নিয়ে জটিলতা চলছে ৯ শতাংশ পোশাক কারখানায়।

স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বন্ধ তৈরি পোশাক কারখানার মধ্যে রয়েছে গাজীপুর মহানগরীর সারাব এলাকার বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৬টি, টঙ্গীর সাতাইশ এলাকার টিএমএস অ্যাপারেলস, চন্দ্রা এলাকার নায়াগ্রা টেক্সটাইল, মাহমুদ জিনস ও হার্ডি টু এক্সেল, কোনাবাড়ীর পলিকন লিমিটেড, অ্যাপারেল প্লাস, টিআরজেড ও দি ডেল্টা নিট অন্যতম।

মাহমুদ জিনস কারখানায় প্রায় ছয় বছর কাজ করেছেন গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার পারভীন আক্তার। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কারখানা বন্ধ হওয়ার পর পুরুষ শ্রমিকদের অধিকাংশ অন্যত্র চাকরি পেয়েছেন। তবে আমাদের মতো মধ্যবয়সী নারীরা কোথাও চাকরি পাচ্ছি না। এক মাস ধরে অন্তত আটটি কারখানায় যোগাযোগ করেছি। তারপরও চাকরি পাইনি।'

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২-এর পুলিশ সুপার এ কে এম জহিরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, জেলায় ৫১টি কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি কারখানা অস্থায়ীভাবে বন্ধ। তিনি আরও বলেন, কর্মহীন শ্রমিকদের অনেকেই কারখানা খুলে দেওয়া ও বকেয়া বেতনের দাবিতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন। এতে প্রায়ই বন্ধ থাকছে ঢাকা-টাঙ্গাইল, ঢাকা-ময়মনসিংহ ও চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়ক। শ্রমিকেদের সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

ঢাকার নিকটবর্তী সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে শিল্পকারখানা রয়েছে ১ হাজার ৮৬৩টি। এর মধ্যে তৈরি পোশাক কারখানা ৭৪৫টি। শিল্প পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, তৈরি পোশাকশিল্পের কারখানার মধ্যে গত সাড়ে ৫ মাসে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে ১৭টি। এতে ১০ হাজার ৮১ জন চাকরি হারিয়েছেন। এর মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৫ হাজার ৭৫, পুরুষ শ্রমিক ৪ হাজার ৪১ জন এবং কর্মচারী-কর্মকর্তা রয়েছেন ৯৬৫ জন।

সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় বন্ধ হয়ে যাওয়া জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন কারখানার সুইং অপারেটর আছিয়া আক্তার বলেন, 'অসুস্থ স্বামী আর ছোট দুই সন্তান নিয়া দিন চলে না ভাই। পাঁচ মাস আগে কারখানা বন্ধ কইরা দিছে। এরপর থিকা চাকুরির লিগা অনেক কারখানায় গেছি। চাকরি হয় নাই। ধারদেনা কইরা সংসার চালাইতাছি। পেটের অভাবে কাজ করতাম। এখন আমরা বড় অসহায়।' তিনি আরও বলেন, '১৫ বছর ওই কারখানায় কাজ করছি। বকেয়া বেতনের কিছু টাকা দিছে। অন্যান্য বেনিফিট পাইনি।'

বন্ধের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে

গাজীপুর নগরের জরুন এলাকার কেয়া গ্রুপ দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর ধরে ব্যবসা করে আসছে। ২ জানুয়ারি কর্তৃপক্ষ এক নোটিশে জানায়, আগামী ১ মে থেকে চারটি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হবে। গত মঙ্গলবার তারা আরও দুটি কারখানা বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে।

কেয়া গ্রুপের নোটিশে বলা হয়, বর্তমান বাজার অস্থিতিশীলতা, ব্যাংকের সঙ্গে হিসাবের অমিল, কাঁচামালের অপর্যাপ্ততা ও কারখানার উৎপাদন কার্যক্রমের অপ্রতুলতার জন্য তাদের তৈরি পোশাক ও বস্ত্র কারখানাগুলো স্থায়ীভাবে বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শ্রম আইন অনুযায়ী সব পাওনা কারখানা বন্ধের পরের ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করা হবে।

কেয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান আবদুল খালেক পাঠান গতকাল বৃহস্পতিবার *প্রথম আলোকে* বলেন, ব্যাংকের অসহযোগিতার কারণে দুই বছর ধরে সরাসরি রপ্তানি করা যাচ্ছে না। তারপরও সাবকন্ট্রাক্টিং করে কারখানা চালিয়ে নিচ্ছিলেন। তবে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি জানান, বন্ধ ঘোষণা করা কারখানাগুলোতে ১২ হাজার কর্মী রয়েছেন। এর মধ্যে এক হাজার শ্রবণ ও বাক্‌প্রতিবন্ধী।

আন্দোলনে বেক্সিমকোর শ্রমিক

তৈরি পোশাকের রপ্তানি ক্রয়াদেশ না থাকা ও কাঁচামাল আমদানির জন্য ঋণপত্র খুলতে না পারায় গত ১৫ ডিসেম্বর বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৬টি কারখানা লে-অফ বা বন্ধ ঘোষণা করেছে বেক্সিমকো গ্রুপ কর্তৃপক্ষ। ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের মালিকানাধীন বেক্সিমকো গ্রুপের বন্ধ হওয়া কারখানাগুলোতে কাজ করেন প্রায় ৩০ হাজার পোশাকশ্রমিক।

বেক্সিমকোর কারখানা লে-অফের আগে বেক্সিমকো শিল্পপার্কের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম ও ব্যবসায় পরিস্থিতি পর্যালোচনাবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেয়, শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে আরও দুই মাস জনতা ব্যাংক থেকে ঋণসহায়তা দেওয়া হবে। তারপর আর কোনো সহায়তা নয়। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বেতন দিতে সরকারের নির্দেশে জনতা ব্যাংক ঋণসহায়তা দিয়েছে। বেক্সিমকো গ্রুপের প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার ঋণ রয়েছে।

কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন করছেন বেক্সিমকোর শ্রমিকেরা। বুধবার শ্রমিকদের বিক্ষোভের এক পর্যায়ে চন্দ্রা-নবীনগর সড়কে অর্ধশতাধিক যানবাহন ভাঙচুর করা হয়। একটি মালভর্তি ট্রাক ও তিনটি বাসেও অগ্নিসংযোগ করা হয়। তেঁতুইবাড়িতে 'গ্রামীণ ফেব্রিকস' নামে একটি কারখানার পাঁচতলা ভবনের নিচতলায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তিন সংবাদকর্মী আহত হন।

বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন) এস এম আবদুল লতিফ জানান, 'শ্রমিকেরা মানবেতর জীবন যাপন করছে। কারখানার লে-অফ তুলে নিতে আমরা সরকারের সহযোগিতা চাইছি।'

সচিবালয়ে গতকাল বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি বৈঠক করেছে। বৈঠক শেষে শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাখাওয়াত হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, বেক্সিমকোর কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমিক ও দেশবাসীর অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে মোট ৩২টি কারখানার মধ্যে ১৬টির কোনো অস্তিত্ব নেই। এই ১৬ কোম্পানির বিপরীতেই ১২ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে। আর ১২টি কারখানা লে-অফ করা হয়েছে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে, সরকারের সিদ্ধান্তে নয়।

কারখানা বন্ধের কারণ কী

ঋণখেলাপি, কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংকের অসহযোগিতা, রাজনীতি, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মেলাতে না পারাসহ বিভিন্ন কারণে কারখানা বন্ধ হয়েছে—এমনটাই বলছেন মালিক ও শ্রমিকনেতারা। তাঁরা বলছেন, ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনেক কারখানামালিক সক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি অর্থ ব্যাংকঋণ নিয়েছেন, যা কিনা পরে তাঁদের ডুবিয়েছে।

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোট বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আশরাফুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, একের পর এক কারখানা বন্ধ হচ্ছে, শ্রমিক বেকারত্বও বাড়ছে। তবে কারখানা বন্ধের জন্য শ্রমিক আন্দোলনকে দায়ী করা যাবে না। কারণ, বিগত দিনেও শ্রমিকেরা তাঁদের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে আন্দোলন করলেও এভাবে কারখানা বন্ধ হয়নি। বিগত সরকারের রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত ব্যক্তিরাই বেশি বিপাকে পড়ছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগই তৈরি পোশাক খাত থেকে আসে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর) ১ হাজার ৯৮৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি তার আগের বছরের তুলনায় ১৩ দশমিক ২৮ শতাংশ বেশি।

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সহসভাপতি মাহমুদ হাসান খান *প্রথম আলোকে* বলেন, রাজনৈতিক কারণে কিছু কারখানা বন্ধ হচ্ছে। তার বাইরে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় তাল মেলাতে না পেরে কিছু কারখানা রুগ্ণ হয়ে পড়েছে। অবশ্য বন্ধ হওয়া কারখানাগুলোর ক্রয়াদেশ অন্য কারখানা নিতে পারছে। কারণ, অধিকাংশ কারখানার সক্ষমতার তুলনায় কম ক্রয়াদেশ ছিল। এখন বাড়তি ক্রয়াদেশের পাশাপাশি অনেক শ্রমিককেও নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

শ্রমিকের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে

শ্রম অধিকার নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। বর্তমানে তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। কারখানা বন্ধ ও বেকার শ্রমিকদের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বন্ধ হওয়া কারখানার শ্রমিকের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। কোনো কারখানা শ্রমিকের বকেয়া বেতন ও সার্ভিস বেনিফিট না দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বিক্রি করে হলেও তা পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। চাকরি হারানো শ্রমিকদের একটি তালিকা করে তাঁদের দক্ষতা অনুযায়ী অন্য শিল্পে কর্মসংস্থানের উদ্যোগও নিতে পারে সরকার। এ ছাড়া লাভজনক কারখানা কীভাবে চালু করা যায়, সেই চেষ্টাও থাকা দরকার। তিনি আরও বলেন, ব্যবসা ও রাজনীতিকে আলাদা করতে হবে। অস্তিত্বহীন কারখানায় কারা ঋণ দিল, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে।

সমকাল বৃহস্পতিবার। ২৩ জানুয়ারি ২০২৫

তৈরি পোশাকে বিলিয়ন ডলারের নতুন বাজার

আবু হেনা মুহিব

- ২০২৪ সালে জাপানে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১২ কোটি ডলার
- অস্ট্রেলিয়াতে রপ্তানি বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে
- রপ্তানি বাড়ছে ভারতেও

তৈরি পোশাকের নতুন বা অপ্রচলিত বাজার হিসেবে পরিচিত দেশগুলোতে রপ্তানির গতি বেশ ধারাবাহিক। স্থানীয় কিংবা বৈশ্বিক সব প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই রপ্তানি বাড়ছে এসব দেশে। অন্তত তিনটি বাজারে পোশাক রপ্তানি এক বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। রপ্তানিকারক উদ্যোক্তারা বলছেন, এ তিন বাজারে রপ্তানির পরিমাণ প্রধান বাজারগুলোর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বর্তমানে এক বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি বাজার দাঁড়িয়েছে ১০টিতে।

দেশের রপ্তানি খাত একক পোশাকপণ্য নির্ভর। পণ্যের মতো প্রচলিত বাজারের প্রতি অতিনির্ভরতার ঝুঁকি রয়েছে। ঝুঁকি এড়াতে অপ্রচলিত বাজার সম্প্রসারণে উদ্যোগ আছে উদ্যোক্তাদের। অপ্রচলিত বাজারে রপ্তানিতে ৪ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা দিয়ে উৎসাহিত করা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ সূত্রে জানা গেছে, অপ্রচলিত বড় তিন বাজার হচ্ছে জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত। সমাপ্ত ২০২৪ সালে জাপানে পোশাক রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১২ কোটি ডলার। দেশীয় মুদ্রায় এ পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা। উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, জাপানে নিট গেঞ্জিজাতীয় পোশাক এবং ওভেন শার্ট, প্যান্ট জাতীয় পোশাকের রপ্তানি প্রায় সমান। বড় বাজার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় ওভেনের চাহিদা বেশি। অন্য দুই বাজারের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি হয়েছে ৮৩ কোটি ডলারের পোশাক। ভারতে রপ্তানির পরিমাণ ৬১ কোটি ডলার। এই দুই বাজারের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় নিট রপ্তানি এবং ভারতে ওভেন রপ্তানির পরিমাণ বেশি।

রপ্তানি প্রবণতা বলছে, খুব দ্রুত এই দুই বাজারও রপ্তানি এক বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। রপ্তানিকারক উদ্যোক্তারাও একই কথা বলছেন। জানতে চাইলে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক এবং ডেনিম এক্সপার্টের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল সমকালকে বলেন, অতিমারি করোনার অভিঘাতে প্রচলিত পশ্চিমা দেশগুলোতে পোশাকের চাহিদা কমছিল। বিকল্প হিসেবে এশিয়ার উদীয়মান দেশগুলোর অর্থনীতি তুলনামূলক ভালো ছিল। এসব দেশে চাহিদা বেড়েছে। দরও তুলনায় কিছুটা ভালো পাওয়া যাচ্ছে। আবার এশিয়ার দেশ হওয়ার লিড টাইমের সুবিধা অর্থাৎ রপ্তানি আদেশ পাওয়ার পর পণ্য প্রস্তুত করে ক্রেতার হাতে পৌঁছাতে কিছুটা কম সময় লাগে। সব মিলিয়ে নতুন বাজারে মনোযোগ বেড়েছে উদ্যোক্তাদের।

তিনি বলেন, নতুন বাজারের মধ্যে রাশিয়াও বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো বড় বাজার। এ রকম সম্ভাবনাময় দেশগুলোতে রপ্তানি বাড়াতে সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ এবং দেশের পোশাক খাতের ব্র্যান্ড ইমেজ বাড়াতে কূটনৈতিক তৎপরতা থাকতে হবে। রোডশো, মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের দেশগুলোর ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাকের প্রচলিত এবং প্রধান বাজার হচ্ছে ২৭ জাতির জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। এসব দেশ দিয়েই রপ্তানি শুরু হয় পোশাকের। এখনও মোট পরিমাণের হিসাবে এসব দেশেই রপ্তানি বেশি হয়ে থাকে। এই তিন দেশের বাইরের বাকি দেশগুলোকে অপ্রচলিত বাজার হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

অপ্রচলিত বাজারের মধ্যে ১৮ দেশে বেশি রপ্তানি হয়ে থাকে। এর মধ্যে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, চীন, রাশিয়া, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কোরিয়া ও ভারতে রপ্তানি সবচেয়ে বেশি। গত বছর তৈরি পোশাকের মোট রপ্তানি আয়ে অপ্রচলিত বাজারে রপ্তানির হিস্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ। ৬৩৩ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে এসব দেশে।

রপ্তানির তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে দেখা যায়, বর্তমানে এক বিলিয়ন ডলারের বাজারগুলোর মধ্যে একক দেশ হিসেবে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডা। এ ছাড়া ইইউ জোটের দেশ হিসেবে এক বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি বাজার হচ্ছে ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, ইতালি, ডেনমার্ক, স্পেন ও পোল্যান্ড।

শনিবার, জানুয়ারি ২৫, ২০২৫ ■ মাঘ ১১, ১৪৩১ বণিক বার্তা

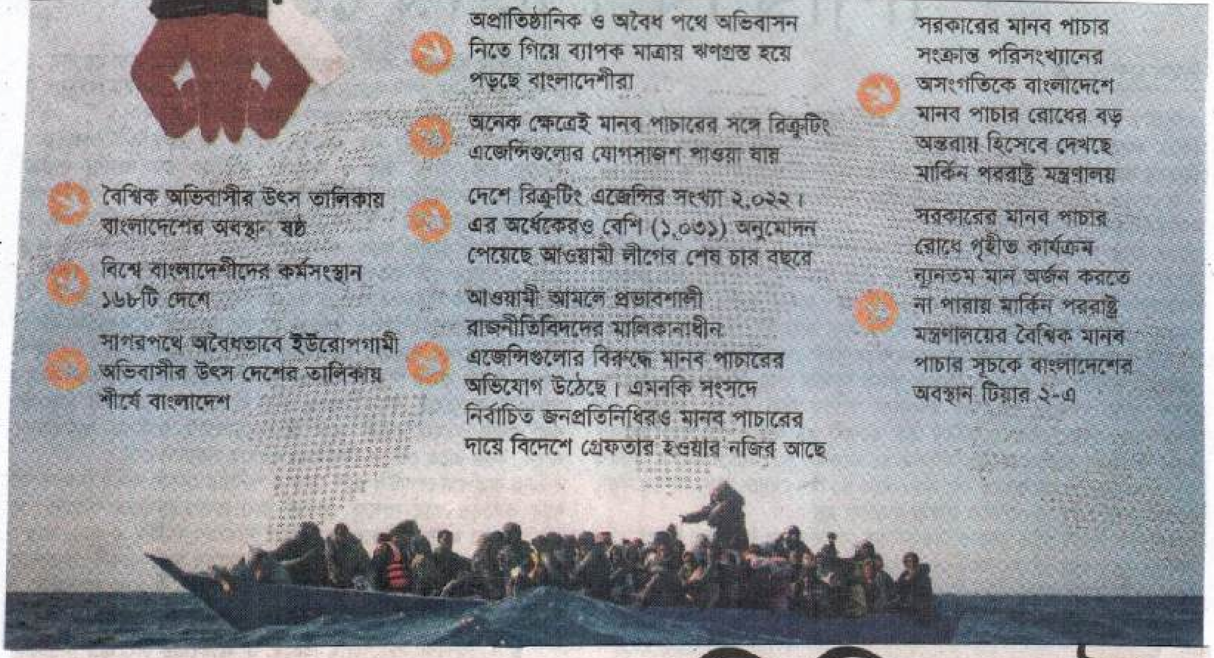

মানব পাচার সিন্ডিকেট সব সরকারের আমলেই রেহাই পেয়ে যায়

আবু তাহের ও শফিকুল ইসলাম ■

বৈশ্বিক অভিবাসীর উৎস তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ। কর্মসংস্থানের জন্য প্রতি বছর বিদেশ পাড়ি দিচ্ছেন গড়ে অন্তত ১০ লাখ মানুষ। উন্নততর কর্মসংস্থান ও জীবিকার খোঁজে বিদেশ পাড়ি দিতে আগ্রহীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এ সুযোগের ফায়দা নিতে গড়ে উঠেছে সক্রিয় সিন্ডিকেট। দালাল চক্রকে কাজে লাগিয়ে সংঘটিত হচ্ছে অবৈধ পথে কর্মী পাঠানো, মানব পাচারের মতো অপরাধ। অনেক ক্ষেত্রে এসব অপরাধ ঘটছে রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে। পাচার হওয়া কর্মীরা বিদেশে গিয়ে শ্রমশোষণ, নির্যাতন এমনকি অপহরণ ও হত্যারও শিকার হচ্ছেন। এতে বিপত্তিতে পড়ছে বাংলাদেশের শ্রমশক্তি রফতানি খাত।

মানব পাচার ও অবৈধ অভিবাসন রোধে প্রায়ই বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেয়া বন্ধের ঘোষণা দিচ্ছে জনশক্তি আমদানিকারক দেশগুলো। বিএমইটির তথ্য অনুযায়ী, গত ১২ বছরে ওমান, বাহরাইন, ইরাক, লিবিয়া, সুদান, মালয়েশিয়া, মিসর, রোমানিয়া, ব্রুনাই ও মালদ্বীপে বাংলাদেশের শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে গেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের শ্রমবাজার আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ না হলেও গত বছর জুলাই থেকেই ভিসা ইস্যু বন্ধ করে দিয়েছে দেশটি। একই সময়ে মালদ্বীপের পক্ষ থেকেও বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য ভিসা দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বড় শ্রমবাজার মালয়েশিয়াও নিয়মিত বিরতিতে বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য ভিসা গ্রহণের পথ রুদ্ধ করে দেয়। মানব পাচারের অভিযোগে সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরবের বাংলাদেশীদের জন্য ওমরাহ ভিসা দেয়া বন্ধ করারও নজির রয়েছে। ২০১৭ সালে একইভাবে ভিসা বন্ধের ঘোষণা দেয় বাহরাইন। বারবার অবৈধ অভিবাসন ও মানব পাচারের অভিযোগে এসব দেশে নিয়মিতভাবেই বৈধ ভিসা নিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদেরও হয়রানিতে পড়তে হচ্ছে। কোনো কোনো দেশে বিমানবন্দরে কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার ও হেনস্তার শিকার হওয়ার অভিযোগও পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও বিভিন্ন সংস্থার তথ্যে মানব পাচার, অবৈধভাবে সাগর পাড়ি এবং অভিবাসন গমনেচ্ছুদের জিম্মি করে অর্থ আদায়ের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপের বাজারেও এখন অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশীরা প্রতি বছরই শরণার্থী হিসেবে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকাসহ পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। এখন পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ইউরোপে বাংলাদেশীদের শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় প্রার্থনার সংখ্যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এ সময় ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলোয় আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেছেন ৪০ হাজার ৩৩২ জন। তাদের মধ্যে আবেদন মঞ্জুর হয়েছে দুই হাজার জনের। মোট আশ্রয়প্রার্থীর ৫৮ শতাংশ আবেদন করেছেন ইতালিতে। আর ফ্রান্সে আবেদন করেছেন ২৫ শতাংশ। এর মধ্যে ইতালিতে শরণার্থী হিসেবে ঢোকা অভিবাসীদের উৎস দেশের তালিকায় এরই মধ্যে শীর্ষে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। গত বছর দেশটিতে আর কোনো বাংলাদেশীকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়া হবে না বলে ঘোষণা দেয় ইতালি। বিপুলসংখ্যক জাল নথির কারণে ইতালি সরকার গত বছরের অক্টোবরে বাংলাদেশসহ বেশ কয়েকটি নাগরিকদের অনুকূলে সব ওয়ার্ক পারমিটের বৈধতা স্থগিত করেছে, যা যথাযথ যাচাইকরণ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। সার্বিয়ার শ্রম ভিসা নিয়েও শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অভিবাসন খাত সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছ থেকে আলাদাভাবে ব্যাপক মনোযোগের দাবি রাখে। কারণ দেশে অর্থনীতির অন্যতম বড় চালিকাশক্তি এখন রেমিট্যান্স। বিভিন্ন খাতে সংস্কারের জন্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এ খাতে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। সরকারের উচিত টেকসই উন্নয়ন ও স্থিতিশীল শ্রমবাজার গঠনে প্রয়োজনে কমিশন গঠন করে বড় সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া।

এ বিষয়ে কথা বলতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। পরে তাকে সেলফোনে ক্ষুদে বার্তা পাঠিয়েও কোনো সাড়া মেলেনি।

বহির্বিশ্বে অভিবাসন খাতে ভাবমূর্তি ফেরাতে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সরকারের পক্ষ থেকে নেয়া হয়নি জোরালো কোনো উদ্যোগ। বরং আওয়ামী লীগের আমলে মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে খোদ সরকারি দলের নেতাকর্মী, এমপি-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে। কেউ কেউ বিদেশে গ্রেফতার হয়ে জেলও খেটেছেন। গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আমলে বহির্বিশ্বে ক্ষুণ্ন হওয়া এ ভাবমূর্তি ফেরাতে জোরালো পদক্ষেপ নেবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছিল। কিন্তু এখনো এসব চক্রের বিরুদ্ধে জোরালো কোনো ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি অভিবাসন খাতে শৃঙ্খলা ফেরানোয় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রায় ছয় মাসে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি বা সংস্কার পদক্ষেপও দেখা যায়নি।

মানব পাচার সিন্ডিকেট

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী অভিবাসনের প্রত্যাশায় পাড়ি জমাচ্ছেন ইউরোপের উদ্দেশে। দালালের খপ্পরে পড়ে তাদের অনেকেই অবৈধভাবে ছোট ছোট নৌকায় করে উত্তর আফ্রিকা থেকে কঞ্জাক্ষুব্ধ-উত্তাল ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইউরোপের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন। বিপৎসংকুল এ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে প্রাণহানি হচ্ছে অনেকেরই। আবার নৌকায় ওঠার আগেই লিবীয় পাচারকারী চক্রের হাতে অপহৃত হয়ে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন অনেকে। প্রাণহানিও ঘটছে। বর্তমানে সাগরপথে অবৈধভাবে ইউরোপগামী অভিবাসীর উৎস দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে।

দেশ থেকে কর্মস্থানে সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার মধ্যপ্রাচ্য। বাংলাদেশ থেকে ৮০ শতাংশের বেশি কর্মী সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার ওমান, বাহরাইনে প্রবেশ করছে। শ্রমবাজারে বিপুলসংখ্যক কর্মী প্রবেশকে ঘিরে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে বিপুল পরিমাণ রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। যাদের মধ্যে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে ছাত্রলীগের নেতারা যুক্ত হয়ে পড়েন। অভিযোগ রয়েছে, মূলত শ্রমবাজারে কর্মী পাঠানোর নামে এদের বড় একটি অংশ মানব পাচার, সিন্ডিকেট বাণিজ্যসহ বিপুল পরিমাণ মুনাফা হাতিয়ে নিয়েছে। যাদের লক্ষ্যই ছিল সবসময় অর্থ আয় করা। অনেক ক্ষেত্রেই মানব পাচারের সঙ্গে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর যোগসাজশ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ থেকে রফতানি হওয়া শ্রমশক্তির অন্যতম বড় বাজার মালয়েশিয়া। নির্ধারিত ফির অনেক বেশি অর্থ পরিশোধ করেও সিন্ডিকেটের কারণে গত বছর মধ্যে দেশটিতে যেতে পারেনি প্রায় ১৮ হাজার কর্মী। এখন পর্যন্ত বিষয়টির কোনো সুরাহা না হওয়ায় গত বুধবার তারা রাজধানীর কারওয়ান বাজার অবরোধ করে আন্দোলন করতে থাকেন। পরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দেন তারা।

অভিযোগ আছে, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারকে ঘিরে ওঠা সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের প্রভাবশালী চার সাবেক এমপি ও মন্ত্রী। তারা হলেন নিজাম উদ্দিন হাজারী, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী, বেনজীর আহমেদ ও সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

তথ্য বলছে, ১৯৭৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত শ্রমবাজারে প্রবেশ করেছে অন্তত ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষ। আর ২০২৪ সালে গেছে আরো নয় লাখের বেশি কর্মী। সব হিসাব মিলিয়ে পাঁচ দশকের বেশি সময়ে শ্রমবাজারে প্রবেশ করেছে অন্তত ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষ। যার বেশির ভাগই কর্মী হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় দেশ সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, ওমান, বাহরাইন, লেবানন, জর্ডান ও লিবিয়ায়। এছাড়া মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইতালি, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য দেশে।

গত পাঁচ দশকের বেশি সময়ে বাংলাদেশ থেকে শ্রমবাজারে কর্মী প্রবেশের ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট বাণিজ্য, শ্রমবাজারে প্রতারণা ও মানব পাচারের কারণে ভিসা বন্ধ করে দেয় বিভিন্ন দেশ। এর মধ্যে ২০২১ সালে দ্বিতীয় এমওইউর (মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং) মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার খুলেছিল একটি সিন্ডিকেট। এ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দেশটির কর্মী পেলেও ২০২৪ সালের মে মাসে বন্ধ হয়ে যায় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। বেস্টিনেট এবং এফডব্লিউসিএমএস স্বত্বাধিকারী মালয়েশিয়ান নাগরিক দাতো আমিন এবং বাংলাদেশী সহযোগী রুহুল আমিন যৌথভাবে এ সিন্ডিকেট তৈরি করেছিল। এ সিন্ডিকেট মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠাতে উচ্চ অভিবাসন ব্যয়ের মাধ্যমে ২ বিলিয়ন অর্থ অভিবাসী কর্মীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয়। বর্তমানে এ সিন্ডিকেটে যুক্ত থাকার অভিযোগে বর্তমান সরকার বাংলাদেশের সাবেক চার এমপির বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এছাড়া মালয়েশিয়া সরকারের কাছে এ সিন্ডিকেটের দুই সদস্যকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সেদেশের সরকারের কাছে চিঠিও দিয়েছে।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে সিন্ডিকেটের বড় অনিয়ম হলো উচ্চ ব্যয়ে দেশটিতে কর্মী পাঠানো। দুদকের এক সারসংক্ষেপে দেখা গেছে, মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠাতে সরকার নির্ধারিত সর্বোচ্চ খরচ ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা। কিন্তু মালয়েশিয়া যেতে গড়ে একজন বাংলাদেশী কর্মী খরচ করেছেন ৫ লাখ ৪৪ হাজার টাকা। দেড় বছরে সাড়ে চার লাখের মতো কর্মী পাঠিয়ে ২৪ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য হয়েছে এ খাতে। সরকার নির্ধারিত ফির চেয়ে বেশি নেয়া হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে চক্র ফি নেয়া হয়েছে সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকার বেশি।

মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশে দ্বিতীয় শ্রমবাজার সংযুক্ত আরব

প্রত্যাশীদের কাছে 'টারজান ভিসা'র প্রলোভন দেখি ইউরোপে নিয়ে যাচ্ছে। এ চক্র ফ্রি ভিসা নিয়ে শুরুতে দুবাই বা দোহায় ট্রানজিট দিয়ে অভিবাসনপ্রত্যাশীদে শুরুতেই নিয়ে যায় লিবিয়ায়। কেউ কেউ কাতার হ দালালের মাধ্যমে তুরস্কে যায়। সম্প্রতি কোনো কো চক্র বাংলাদেশ থেকে লিবিয়া পৌঁছতে ভিন্ন রুট ব্যবহা করছে বলে জানা গেছে। সেক্ষেত্রে মানব পাচারকারী অভিবাসনপ্রত্যাশীদের কলকাতা, মুম্বাই, দুবাই, মিসর বেনগাজি হয়ে ত্রিপোলিতে নিয়ে যায় বলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তদন্তে উঠে এসেছে। আবা সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় দক্ষিণ সুদানের মরুভূমি পা দিয়েও লিবিয়ায় নিয়ে যাওয়ার তথ্য উঠে এসেছে সেখান থেকে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ঝুঁকিপূর্ণ নৌকা গাদাগাদি করে নিয়ে যাওয়া হয় ভূমধ্যসাগর পাড়ি দি ইউরোপের পথে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে বণিক বার্তাকে বলেন, 'অভিবাসন ও রিক্রুটিং এজেন্সি সিন্ডিকেট বহু আগ থেকেই গড়ে উঠেছে। এ সিন্ডিকে এখনো নানাভাবে সক্রিয়। বাংলাদেশ থেকে অভিবাসনে দুটি দিক রয়েছে। একটি বৈধ ও অবৈধ। বৈধ কাগজপত্র নিয়ে যারা বিদেশ যাচ্ছে তাদের বিষয়ে কোনো অনিয়ম হলে সেটি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেখভাল করে। তবে অবৈধভাবে যারা বিদেশ যাচ্ছে, তাদের বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন। টেকসই অভিবাসনে ক্ষেত্রে এককভাবে একটি মন্ত্রণালয় কাজ করলে এ খাতে শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা আসবে না। এখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে শ্রমবাজারে গতি বাড়াতে এ খাতকে ঢেলে সাজানোর দরকার রয়েছে।'

অভিবাসন ও শরণার্থীবিষয়ক বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর বণিক বার্তাকে বলেন, 'দেশে মানব পাচার আইনের যথাযথ প্রয়োগ হয় না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সবার মধ্যে সচেতনতাও কম। আইনের প্রয়োগ বাড়ানো দরকার। মামলার চূড়ান্ত পর্যায়ে আসে কম। মানব পাচার একটি আন্তর্জাতিক চক্র। বাংলাদেশ একা কাজ করলে হবে না। যেসব রুট জানা যায়, সেসব দেশে বর্ডার ফোর্স, ইন্টেলিজেন্ট ও ইন্টারপোলের সমন্বয়ে কাজ করতে হবে। রুটগুলো চিহ্নিত করতে বিভিন্ন দূতাবাস, গবেষকের মাধ্যমে আরো তৎপরতা দরকার। যদি দৃষ্টান্তমূলকভাবে কয়েকটি ব্যবস্থা নে

হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তাদের পাশাপাশি ফেনীর সাবেক এমপি আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর (নাসিম) বিরুদ্ধেও রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স ব্যবহার করে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে সিন্ডিকেটসহ নানা কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

দুদক এখন আ হ ম মুস্তফা কামালের স্ত্রী কাশমেরী কামাল ও মেয়ে নাফিসা কামালের বিরুদ্ধেও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে অনিয়মের অভিযোগে তদন্ত চালাচ্ছে। কাশমেরী কামাল অর্বিটালস এন্টারপ্রাইজ ও নাফিসা কামাল অর্বিটালস ইন্টারন্যাশনাল নামে দুটো এজেন্সির লাইসেন্স নিয়েছিলেন। এর মধ্যে কাশমেরী কামালের অর্বিটালস এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে আট হাজার কর্মী বিদেশে গেছে। এসব শ্রমিকের বড় একটি অংশ সেখানে গিয়ে কাজ না পাওয়া ও পাসপোর্ট কেড়ে নিয়ে দুর্বিষহ ও মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করার অভিযোগ তুলেছেন। বর্তমানে প্রতারণার অভিযোগে এ শ্রমিকদের করা মামলা মালয়েশিয়ার আদালতে চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশের শ্রমবাজারে বৃহৎ সিন্ডিকেট গড়ে তুলতে ও বাজার নিয়ন্ত্রণে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনীতির মাঠ থেকে সরাসরি শ্রমবাজারে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হন ছাত্রলীগ, যুবলীগের একাধিক নেতাকর্মী। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শ্রমবাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শেষ চার বছরে (২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত) ১ হাজার ৩১টি রিক্রুটিং লাইসেন্স অনুমোদন করে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)। যেখানে এর আগের ৩০ বছরে অনুমোদন দেয়া হয়েছিল ৯৯১টির। অভিযোগ রয়েছে, এসব রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স নিয়ে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাব খাটিয়ে বিদেশে কর্মী পাঠানোর নামে বিপুলসংখ্যক কর্মীকে মানব পাচার করা হয়েছে। এসব কর্মী শ্রমবাজারে প্রবেশ করে কোনো কাজ না পেয়ে একদিকে যেমন বিপুল পরিমাণ অর্থ খুইয়েছে, অন্যদিকে সেখানে যাওয়ার পর নানা ধরনের শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি প্রাণহানি ঘটেছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সরকারের মানব পাচারসংক্রান্ত পরিসংখ্যানের অসংগতি বাংলাদেশে মানব পাচার রোধের বড় অন্তরায়। সরকারের মানব পাচার রোধে গৃহীত কার্যক্রম ন্যূনতম মান অর্জন করতে না পারায় মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বৈশ্বিক মানব পাচার সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান এখনো টিয়ার ২-এ।

বিশ্বে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসন গমনেচ্ছুদের যাওয়া শুরু হয় সত্তরের দশকে। বিএমইটির

কর্মী প্রবেশ করে অবৈধ হয়ে গেছেন। গত বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশটি অনিয়মিত বিদেশী কর্মীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। এরই মধ্যে ৫০ হাজারের বেশি বাংলাদেশী সাধারণ ক্ষমার সুযোগ গ্রহণ করেছেন।

অবৈধভাবে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রবেশ করতে মানব পাচারের বিভিন্ন রুট তৈরি হয়েছে বিগত কয়েক বছর ধরে। বিশেষ করে কক্সবাজার, ময়মনসিংহ ও যশোর মানব পাচারের হটস্পট হয়ে উঠেছে বলে গত বছর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে উঠে আসে। মানব পাচার প্রতিরোধের চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে সে সময় দুই বছরের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে বিগত সরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাবলিক সিকিউরিটি ডিভিশনের ন্যাশনাল প্ল্যান অব অ্যাকশন প্রিভেনশন অ্যান্ড সাপ্রেশন অব হিউম্যান ট্রাফিকিং (আপডেটেড ২০২৩-২৫) প্রতিবেদনে কক্সবাজার, ময়মনসিংহ এবং যশোর জেলা মানব পাচারের হটস্পট বলে উল্লেখ করা হয়।

অভিবাসীদের নানা সমস্যা, সম্ভাবনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু)। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ার তাসনিম সিদ্দিকী বণিক বার্তাকে বলেন, 'টেকসই অভিবাসন নিয়ে সরকারকে আরো জোরালোভাবে কাজ করা উচিত। বিশেষ করে বাংলাদেশে লেবার ট্রাফিকিং একটি বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের জোরালো পদক্ষেপ প্রয়োজন। বহুপক্ষীয় ফোরামগুলোতে পাচারের বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হতে হবে।'

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি, অর্জন ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে রামরু। ওই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের শ্রমবাজারের আদ্যোপান্তসহ নানা বিষয় উপস্থাপন করেছে প্রতিষ্ঠানটি। সেই সঙ্গে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিছু পরামর্শও দিয়েছে। সেখানে অভিবাসন নিয়ে সরকারের কমিশন গঠনে সুশীল সমাজের মতামত তুলে ধরা হয়। এছাড়া শ্রমবাজারে অনিয়ম, দুর্নীতি, অভিবাসনে ব্যয় সংকোচন এবং অভিবাসীদের জন্য বাজেটে বরাদ্দের পরামর্শও দেয়া হয়।

বিদেশে অভিবাসনের নামে মানব পাচারকারীদের বড় একটি অংশ সক্রিয় বিগত কয়েক বছর ধরে। এ চক্র জনপ্রতি ২০-২৫ লাখ টাকা নিয়ে এশিয়া-মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকার বিভিন্ন পথ ব্যবহার করে অবৈধভাবে আমেরিকা ও ইউরোপে পৌঁছে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এ চক্র এতটাই সক্রিয় যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এজেন্ট নিয়োগ করে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ পথে বিদেশ নিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকা কিংবা ইউরোপ অভিবাসন

অবস্থান নিতে হবে। গোয়েন্দা সংস্থাও চাইলে মানব পাচারের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে পারে। তাদের অনেকেরই ঢাকায় অনলাইন কিংবা সাইনবোর্ড অথবা অন্য কোনো স্টাবলিশমেন্ট আছে। সাইবার সিকিউরিটি ও ইন্টেলিজেন্স বাহিনী তাদের শনাক্ত করতে পারবে।'

SATURDAY JANUARY 25, 2025
MAGH 11, 1431 BS
The Daily Star

4,813 bodies of migrant workers arrived in 2024

The number is record high, shows statistics from Wage Earners' Welfare Board

JAMIL MAHMUD

The number of bodies of Bangladeshi migrants arriving from abroad rose to a record high in 2024, with a total of 4,813 corpses received by the authorities last year.

The figure is 261 more than the 4,552 corpses received in 2023, according to statistics from the Wage Earners' Welfare Board.

The number has increased every year since 2021, when 3,818 corpses were received. In 2022, WEWB received 3,904 such bodies.

- 4,552 bodies arrived in 2023
- Deaths increased yearly since 2021
- 67.4% of deaths occurred in Gulf countries
- Many labeled as heart attacks without proper probe

The latest statistics was published on January 14 on the WEWB website.

However, accurate reasons behind their deaths, many of whom die at a young age, remain unexplained.

The statistics shows that from 1993 until last year, WEWB received 56,769 dead bodies of migrants.

Jasiya Khatoon, director of Welfare Association for the Rights of Bangladeshi Emigrants (WARBE) Development Foundation, said there could be multiple reasons behind the untimely deaths of many Bangladeshi migrant workers abroad.

There are issues related to workplace safety and substandard accommodation. Moreover, they remain under extensive pressure to regain the money they invested as migration costs. So they work for additional hours and do not consume enough food, she told this newspaper over the phone.

"Heart attack is commonly mentioned [in the death certificates issued by the receiving countries] as a cause of death. But there should be further medical examination to know the cause of death accurately," she added.

Jasiya suggested the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment and the Ministry of Foreign Affairs should work together to enhance monitoring on migrant workers to prevent their untimely deaths.

Bangladeshi missions abroad also have a big role to play to this end, she added.

WEWB maintains the statistics of migrant deaths as it issues a cheque for Tk 35,000 against each dead body as burial and transportation costs as part of its welfare activities.

Besides, it gives Tk 3 lakh against each death as compensation.

The WEWB statistics, however, did not segregate how many dead bodies arrived from which countries last year.

Between July 2016 and June 2022, according to WEWB annual reports, Bangladesh received 17,871 dead bodies, 67.4 percent of which arrived from the six Gulf Cooperation Council (GCC) countries: Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Oman, Kuwait, Qatar and Bahrain.

Of the corpses, 5,666 arrived from Saudi Arabia followed by 1,913 from the UAE and 1,893 from Oman.

The six GCC countries together have hired 76.3 percent of Bangladesh's total 1.6 crore outbound workers between 1976 and 2023, according to the Bureau of Manpower, Employment and Training.

The 2022 report "The Deaths of Migrants in the Gulf" by the Vital Signs Partnership (VSP) highlights several risks faced by low-paid migrant workers in the Gulf. These include poor working conditions, exposure to heat and humidity, air pollution, and abusive treatment. Workers also face health risks such as psychosocial stress, hypertension, and chronic kidney disease.

However, the deaths of migrants in the Gulf region in many cases remain "effectively unexplained" even though corpses continue to pile up, it said.

An official of WEWB, wishing anonymity, said while they work to ensure welfare of migrant workers, they also make workers aware of health issues before their migration abroad.

One reason behind the rise in the number of dead bodies received could be that the outflow of migrant workers increased in recent years, the official added.

যুগান্তর | সোমবার ২৭ জানুয়ারি ২০২৫

৮০ ভাগ মেশিন অকার্যকর

দুর্দশায় শ্রমিকশূন্য ২৫ জুট মিল

যুগান্তর প্রতিবেদন

- জলে যাচ্ছে ৫০০ কোটি টাকার সম্পদ
- পাকিস্তান আমলে স্থাপনের পর আর পরিবর্তন হয়নি
- অকেজো মেশিনারিজ বিক্রি হচ্ছে কেজি দরে
- সব মিল বন্ধের তথ্য সঠিক নয় : পাট সচিব

ব্রিটিশদের কাছ থেকে ১৯৫৪ সালে পুরাতন মেশিনপত্রের মাধ্যমে তদানীন্তন পূর্ব বাংলায় জুটমিল স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনের (বিজেএমসি) অধীনে এসব জুট মিল নেওয়া হয়। অন্তত ৭৮টি মিল বুঝে পায় বিজেএমসি। বাংলাদেশে সোনালি দিনের সূচনা হয় এসব জুট মিলের মাধ্যমে। দিন-রাত কাজ চলত এসব মিলে। শ্রমিকদের মুখে ছিল হাসি। শুরুর দিকে মিলগুলো বেশ লাভজনকও ছিল। কিন্তু দিন যতই গড়াতে থাকে, ততই অবহেলা আর অবজ্ঞা বাড়তে থাকে তদানীন্তন সরকারগুলোর। সর্বশেষ আওয়ামী লীগ সরকার আর্থিক ক্ষতি দেখিয়ে ২০২০ সালের জুলাইয়ে সব মিল একসঙ্গে বন্ধ করে দেয়। রাস্তায় নামেন শ্রমিকরা। বড় ধরনের আন্দোলন হলেও তাদের ভাগ্য আর খোলেনি। সেই সঙ্গে কপাল পুড়েছে অন্তত ২৫টি মিলেরও। ঢাকার ৭টি, খুলনায় ৯টি, চট্টগ্রামে ৯টি—এই ২৫টি মিল এখন প্রায় শ্রমিকশূন্য। মিলের সংস্কারসহ শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘবে নেই কোনো উদ্যোগ। মরিচা ধরে নষ্ট হচ্ছে ২৫টি মিলের প্রায় সব মেশিনারিজ। এতে জলে যাচ্ছে সরকারের প্রায় ৫০০ কোটি টাকার সম্পদ। পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে অন্তত ৪০০ একর গুরুত্বপূর্ণ জমি। পুনরায় এসব মিল চালু করতে প্রয়োজন বিপুল অর্থ। আর্থিক বিষয় সামনে থাকায় এখন পর্যন্ত মিলগুলোর বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

এদিকে, মেশিনগুলো নষ্ট দেখিয়ে লোহা হিসাবে বিক্রি শুরু হয়েছে। এতে লাভবান হচ্ছেন মিলের শীর্ষ কর্তারা। উৎপাদন না থাকায় মিলের অভ্যন্তরে তৈরি করা হয়েছে গরুর খামার। ব্যক্তি মালিকানাধীন এসব খামারে ব্যবহার করা হচ্ছে মিল শ্রমিকদের।

তথ্যমতে, বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন (বিজেএমসি) নিয়ন্ত্রণাধীন জুট মিলের সংখ্যা ২৫টি। এসব মিলের মেশিনের সংখ্যা রয়েছে প্রায় ২০ হাজার। এরমধ্যে ব্রেকার ফিনিশার কার্ড ৮১৭টি, ড্রইং ফ্রেম ১ হাজার ১৭৭টি, স্পিনিং ফ্রেম ২ হাজার ০২৯টি, তাঁত ১১ হাজার ১৫৮টি, ওয়ার্কশপ ২ হাজার ৯৮৮টি এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ রয়েছে ১ হাজার ১৫৪টি। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৫০০ কোটি টাকার বেশি। ইতোমধ্যেই নষ্ট দেখিয়ে বেশকিছু মেশিন স্ক্র্যাপ করে বিক্রি করা হয়েছে। একই সঙ্গে বাকিগুলো বিক্রির প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে। রাজধানীর ডেমরায় অবস্থিত করিম জুট মিল। তালাবদ্ধ মিলের অধিকাংশ গেট। বন্ধ উৎপাদন কার্যক্রম। শ্রমিক না থাকায় ভেতরে সুনসান নীরবতা। সারি সারি মেশিনে জমে আছে ধুলাবালি ও ময়লা। মরচে ধরছে সব যন্ত্রপাতিতে। দ্রুত সময়ের মধ্যে উৎপাদনে না গেলে এসব মেশিন কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। বাধ্য হয়ে স্ক্র্যাপ করে বিক্রি ছাড়া উপায় থাকবে না সরকারের।

সরেজমিন দেখা যায়, করিম জুট মিলে উৎপাদন না থাকায় ভেতরে গরুর খামার তৈরি করছেন প্রকল্প প্রধান মুহাম্মদ হুমায়ুন খালিদ। এতে ছোট-বড় প্রায় ১৬টির মতো গরু রয়েছে। খামার রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহার করা হচ্ছে মিল শ্রমিকদের। এ বিষয়ে হুমায়ুন খালিদ যুগান্তরকে বলেন, খামারটি আগের পরিচালকের। তিনি দায়িত্ব থেকে চলে যাওয়ার সময় আমি ক্রয় করেছি। এটা নিয়ে লেখালেখি হলে আমি সমস্যায় পড়ব।

একই চিত্র দেখা গেছে ডেমরায় অবস্থিত লতিফ বাওয়ানী জুট মিলে। সেখানেও উৎপাদন বন্ধ থাকায় সব মেশিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হারাচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা। মিলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা একজন যুগান্তরকে বলেন, সব দামি মেশিন। কিন্তু এখানে সরকারের নজর নেই। চালু করার পরিকল্পনাও নেই। এমন ভাবে চললে সব স্ক্র্যাপ করে বিক্রি করতে হবে। তার ভাষ্যমতে, মিলের দায়িত্বশীলরা চান না মিলগুলো চালু করতে। তারা চান মেশিনগুলো দ্রুত নষ্ট হোক। মূলত নষ্ট মেশিন স্ক্র্যাপ করে বিক্রি করলে তারা লাভবান হন।

লতিফ বাওয়ানী জুট মিলের মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প প্রধান মো. মুহিউদ্দিন ছাদেক যুগান্তরকে বলেন, মেশিনগুলো চালু করা জরুরি। আশা করি সরকার এই বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

উৎপাদন বন্ধ থাকায় মূল্যবান যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে হাফিজ জুট মিলেও। রাতের অন্ধকারে চুরি হয়ে যাচ্ছে মালামাল। নিজ উদ্যোগে মিলের অভ্যন্তরে গরু-ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগির খামার তৈরির অভিযোগ রয়েছে প্রকল্প প্রধান জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে। ব্যক্তি মালিকানায় তৈরি এই খামারের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে মিলের শ্রমিকদের। তবে এমন অভিযোগ মানতে নারাজ প্রকল্প প্রধান। তিনি যুগান্তরকে বলেন, এসব অভিযোগের সত্যতা নেই। এগুলো মিথ্যা, ভিত্তিহীন, কাল্পনিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। হাফিজ জুট মিলের সিবিএর সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম যুগান্তরকে বলেন, মিলের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ থাকায় কোটি কোটি টাকার মূল্যবান যন্ত্রপাতি মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে মিল চালু করতে সংশ্লিষ্টদের বিশেষভাবে অনুরোধ করেন তিনি।

নষ্ট দেখিয়ে ইতোমধ্যেই লোহা হিসাবে ১ হাজার টন মেশিন বিক্রি করা হয়েছে নরসিংদীর ইউএমসি জুট মিলে। আরও প্রায় ১ হাজার তিনশ মেশিনারিজ বিক্রির জন্য টেন্ডার করেছে কর্তৃপক্ষ। তবে এসব মেশিন বিক্রিতে নানা অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে মিলের প্রকল্প প্রধান মতিউর রহমান মণ্ডলের বিরুদ্ধে। তবে অভিযোগ মানতে নারাজ তিনি। যুগান্তরকে বলেন, সরকারের বিক্রয় নীতিমালা অনুযায়ী বিক্রি করা হচ্ছে। জাতীয় পত্রিকায় টেন্ডার প্রকাশ, বিজেএমসি ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পরই বিক্রি করা হচ্ছে।

শুধু করিম জুট মিল ও লতিফ বাওয়ানী জুট মিলই নয়—ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, রাজশাহীসহ সারা দেশে বিজেএমসির আওতাধীন ২৫টি জুট মিলে একই চিত্র। উৎপাদন না থাকায় নষ্ট হচ্ছে সরকারের কোটি কোটি টাকার সম্পদ।

বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন (বিজেএমসি) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান। ১৯৭২ সালে ৭৮টি মিল নিয়ে যাত্রা শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি। ওই সময় বিজেএমসির লক্ষ্য ছিল উন্নতমানের পাটজাত পণ্য উৎপাদন, পাটজাত পণ্যের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে নিয়ন্ত্রণ, শতভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কৃষকদের পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা। তবে ২০২০ সালের জুলাইয়ে আর্থিক ক্ষতি ও শ্রমিক অসন্তোষ দেখিয়ে বিজেএমসির ২৫টি মিলের উৎপাদন একযোগে বন্ধ করে সরকার। এ বিষয়ে কথা বলতে চাইলে পাট সচিব আবদুর রউফ বলেন, সব মিল বন্ধের তথ্য সঠিক নয়। কিছু মিল চালু রয়েছে।

কালের কণ্ঠ | সোমবার | ২৭ জানুয়ারি ২০২৫

বাজার হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় পোশাক খাত

এম সায়েম টিপু ▷

শ্রম অসন্তোষ, ডলার সংকট, উচ্চ সুদহার, গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকটে ভুগছে দেশের পোশাক খাত। ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরও এখনো এই খাতের অস্থিরতা কাটেনি। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে পোশাক শ্রমিকরা নিয়মিতই মাঠে নামছেন। এ ছাড়া গ্যাস

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বাজার হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় পোশাক খাত

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংকটসহ নানামুখী সমস্যায় কমেছে উৎপাদন।

রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে রপ্তানিকারকরা সময়মতো উৎপাদন, রপ্তানি, কাঁচামাল আমদানি এবং পরিবহন সংকটে কয়েকটি আন্তর্জাতিক ক্রেতা ও ব্র্যান্ড এ দেশ থেকে কার্যাদেশ সরিয়ে নিচ্ছে।

আর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারতসহ প্রতিযোগী দেশগুলো লাভবান হচ্ছে। ভারত সরকার নিজ দেশের পোশাক রপ্তানিকারকদের আর্থিক সহায়তা বাড়ানোর পরিকল্পনা করায় বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে আরো বাধার মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা। এরপর এই পোশাকশিল্পই দেশের অর্থনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। দেশের মোট জিডিপির ১০ শতাংশ আসে পোশাক খাত থেকে। এর মধ্যে কেবল গত বছরই ৫৪ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিভিউ ২০২৩-এর তথ্যানুযায়ী, ২০০৫ সালে বিশ্ববজারে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অংশ ছিল ২.৫ শতাংশ, কিন্তু গত বছর তা বেড়ে হয়েছে ৭.৯ শতাংশ। ২০০০ সালে বাংলাদেশ ৪.৮২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পোশাক রপ্তানি করেছিল। তবে গত ২২ বছরে রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং গত বছর পোশাক রপ্তানি থেকে ৩৫ বিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে।

গত দুই দশকে পোশাক খাতের এই সম্প্রসারণের পেছনে কয়েকটি কারণ আছে। এর অন্যতম হলো চীনের পরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক সরবরাহকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করেছে। একই সঙ্গে বৈশ্বিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অংশীদারি বেড়েছে। পোশাক খাতের এই সম্প্রসারণের অন্যতম চালিকা শক্তি হচ্ছে সম্প্রসারিত প্রাইমারি টেক্সটাইল খাত, যেখানে এরই মধ্যে ২৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কয়েকটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তারা নতুন করে ৫৪ মিলিয়ন ডলারের অর্ডার পেয়েছে। নয়াদিল্লির বাইরের আরেকটি গ্রুপ জানিয়েছে, গত আগস্টে তারা স্প্যানিশ ফ্যাশন ফার্ম জারার কাছ থেকে ১৫ শতাংশের বেশি অর্ডার পেয়েছে।

গত এক বছরে তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার ও টেক্সটাইলশিল্পের ১৪০টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে তৈরি পোশাক খাতে ৭৬টি, নিট খাতে ৫০টি এবং টেক্সটাইল খাতের ১৪টি কারখানা রয়েছে। এক বছরে ১৪০টি কারখানার মোট ৯৪ হাজার কর্মী চাকরি হারিয়েছেন বলে খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) জানিয়েছে, এক বছরে সংগঠনটির সদস্যভুক্ত ৭৬টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এসব কারখানায় কাজ করা ৫১ হাজার কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। শ্রমিকদের ঠিকমতো বেতন দিতে পারছে না অন্তত ১৫৮টি কারখানা।

এদিকে তৈরি পোশাকের রপ্তানি ক্রয়াদেশ না থাকা ও কাঁচামাল আমদানির জন্য ঋণপত্র খুলতে না পারায় বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৬টি কারখানা লে-অফ বা বন্ধ ঘোষণা করেছে বেক্সিমকো গ্রুপ কর্তৃপক্ষ। এতে প্রায় ৪০ হাজার পোশাক শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছেন। এর অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে পোশাকশিল্প এলাকায়।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি ফারুক হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পোশাক খাত দেশের অর্থনীতি আর কর্মসংস্থানে বড় ধরনের অবদান রাখছে। তবে এখন নজর দিতে হবে উচ্চ মূল্যের পোশাক উৎপাদনে। এ জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন, গ্যাস-বিদ্যুৎ এবং ব্যাংকিং সেবা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে। বাড়াতে হবে প্রযুক্তির নির্ভরতাও।

কাঁচামাল আমদানির এলসি কমেছে ৩৩ শতাংশ : বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ঋণপত্র বা এলসি খোলা হয়েছে ৫৮ কোটি মার্কিন ডলারের। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল প্রায় ৮৭ কোটি ডলার। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে ঋণপত্র খোলা কমেছে ২৯ কোটি ডলার বা ৩৩ শতাংশ।

ঋণপত্র খোলা কমার পাশাপাশি কমেছে ঋণপত্র নিষ্পত্তির হারও। চলতি অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবরে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ঋণপত্র নিষ্পত্তি হয়েছে ৬৯ কোটি ডলারের। গত অর্থবছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ৮৫ কোটি ডলারের। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে ঋণপত্র নিষ্পত্তি কমেছে ১৬ কোটি ডলারের বা ১৯ শতাংশ।

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ঋণপত্র খোলা কমে যাওয়ার অর্থ হলো বিনিয়োগ থমকে যাওয়া। আর বিনিয়োগ না হলে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে না। ফলে অর্থনীতিতে দীর্ঘ মেয়াদে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

নিট পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সমিতি বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পোশাক খাতের কার্যাদেশ কিছু বাড়লেও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বেশ কিছু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এসব কারখানার ক্রয়াদেশ দেশের মধ্যে অন্য কারখানগুলো পেয়েছে। তা ছাড়া চীন থেকে স্থানান্তরিত ক্রয়াদেশের একটি অংশ পাচ্ছে বাংলাদেশের কারখানাগুলো। তবে বর্তমানে সব কিছু ছাপিয়ে শিল্পাঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা ও কারখানার নিরাপত্তা বড় দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

তৈরি পোশাক খাতের ৬০০-৭০০ বিলিয়ন ডলারের বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অনেক সুযোগ আছে উল্লেখ করে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, 'চীন থেকে স্থানান্তরিত এবং আমেরিকার চায়না বিমুখ এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারছে না বাংলাদেশ। এ জন্য দেশের পোশাক খাতের টেকসই উন্নয়ন অপরিহার্য। এ ছাড়া যে সব পণ্যে দেশের সক্ষমতা আছে সেসব পণ্য নিয়ে বিশ্ববাজারে কাজ করতে হবে। সনাতন কাপড়ের পরিবর্তে প্রাকৃতিক তন্তুর পোশাকের (ম্যান মেইড ফাইবারের) ওপর জোর দিতে হবে। মৌলিক পোশাক রপ্তানির নির্ভরতা কমিয়ে সুপরিকল্পিত এবং সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রসঙ্গত রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানার মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর (বায়োমেট্রিকস ডেটাবেইস অনুসারে) তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক কারখানার ৩৩ লাখ ১৭ হাজার ৩৯৭ জন শ্রমিক রয়েছেন। এর মধ্যে ৫২.২৮ শতাংশই নারী শ্রমিক। সংখ্যার হিসাবে নারী শ্রমিক রয়েছেন ১৭ লাখ ৩৪ হাজার ৪৫৯ জন।

অন্যদিকে নিট (গেঞ্জিজাতীয় পোশাক উৎপাদন) পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর তথ্যানুযায়ী, নিট সেক্টরে ১৭ লাখ ২৫৫ জন শ্রমিক রয়েছেন। যার ৬২ শতাংশ অর্থাৎ ১০ লাখ ৫৪ হাজার ১৫৭ জন নারী। সব মিলিয়ে দেশে তৈরি পোশাক খাতে ৫০ লাখ ১৭ হাজার ৬৫২ জন শ্রমিক রয়েছেন। যার ৫৫.৫৭ শতাংশ অর্থাৎ ২৭ লাখ ৮৮ হাজার ৬১৬ জন নারী শ্রমিক।

তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২২ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, তৈরি পোশাক খাতে মোট লোকবল ৪৩ লাখ ১৬ হাজার জন বলে জানায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। বিবিএসের জরিপের তথ্যানুযায়ী তৈরি পোশাক খাতের ৩৭.৫১ শতাংশ অর্থাৎ ১৬ লাখ ১৯ হাজার জন নারী শ্রমিক।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ২৮ জানুয়ারি ২০২৫।

যেতে না পারা ৮ হাজার কর্মী প্রথম ধাপে মালয়েশিয়ায় প্রবেশের যোগ্য

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

২০২৪ সালের ৩১ মে মালয়েশিয়া যেতে না পারা ১৮ হাজার কর্মীর মধ্যে প্রথম ধাপে সাত হাজার ৯৬৪ জন যেতে পারবেন বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। গতকাল সোমবার মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মোহাম্মদ রফিকুল আলম এ তথ্য জানান। এ সময় তিনি বলেন, বিদায়ি বছরের ৩১ মের মধ্যে মালয়েশিয়া যেতে পারেননি প্রায় ১৮ হাজার কর্মী। তাঁদের মধ্যে প্রথম ধাপে দেশটিতে প্রবেশের জন্য সাত হাজার ৯৬৪ জনকে যোগ্য হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

রফিকুল আলম আরো বলেন, 'গত বছর ৫ ডিসেম্বর মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন নাসিউশন ইসমাইলের সঙ্গে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে ২০২৪ সালের ৩১ মের মধ্যে মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা প্রায় ১৮ হাজার বাংলাদেশি কর্মীর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। মালয়েশিয়ায় পর্যায়ক্রমে তাঁদের নেওয়ার জন্য দেশটির ইমিগ্রেশন এবং বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি জয়েন্ট টেকনিক্যাল গ্রুপ গঠনের প্রস্তাব করেন সাইফুদ্দিন নাসিউশন ইসমাইল।'

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, 'জয়েন্ট টেকনিক্যাল গ্রুপ গঠনের পর গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর ও চলতি বছরের ১৪ জানুয়ারি দুটি বৈঠক হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ১৭ হাজারের বেশি কর্মীর তালিকা মালয়েশিয়ার স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে তথ্য যাচাই করে প্রাথমিকভাবে সাত হাজার ৯৬৪ জন কর্মীর একটি তালিকা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। তাঁদের প্রথম ধাপে মালয়েশিয়া প্রবেশের জন্য যোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।'

কী প্রক্রিয়ায় এবং কবে থেকে কর্মীরা মালয়েশিয়া যেতে পারবেন জানতে চাইলে রফিকুল আলম বলেন, এটা জয়েন্ট টেকনিক্যাল কমিটি নির্ধারণ করবে। তারা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে।

রফিকুল আলম বলেন, 'বাংলাদেশে ভারতীয় ভিসা কার্যক্রম সীমিত থাকার কারণে নয়াদিল্লির বুলগেরিয়া ও রোমানিয়া দূতাবাস থেকে ভিসা প্রাপ্তিতে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ কারণে বুলগেরিয়া ও রোমানিয়া গমনেচ্ছু বাংলাদেশিদের জন্য তৃতীয় কোনো দেশে অবস্থিত দূতাবাস থেকে ভিসা আবেদনের অনুরোধ জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বুলগেরিয়া ভিএসএফের মাধ্যমে বাংলাদেশি নাগরিকদের ভিসা প্রক্রিয়া সহজীকরণে সম্মত হয়েছে এবং সেটি প্রক্রিয়াধীন আছে।'

NEW AGE TUESDAY, JANUARY 28, 2025,

7,964 workers to go to Malaysia in 1st phase: ministry

Bangladesh Sangbad Sangstha . Dhaka

FOREIGN ministry on Monday said that 7,964 Bangladeshi workers, among the 18,000, who could not travel to Malaysia as of May 31 last year, have been selected for entry into the Southeast Asian nation in the first phase.

Foreign ministry spokesperson Mohammad Rafiqul Alam shared the information during the ministry's weekly media briefing.

He said that on December 5, 2024, Bangladesh high commissioner in Malaysia held a meeting with Malaysian home minister Saifuddin Nasution Ismail in Kuala Lumpur.

The meeting focused on addressing the issue of nearly 18,000 Bangladeshi workers whose migration to Malaysia was delayed.

During the discussion, the minister proposed the formation of a joint technical group comprising representatives from the Malaysian immigration department and the Bangladesh high commission.

The group was tasked with facilitating the phased entry of these workers, Rafiqul noted.

The spokesperson further mentioned that following the group formation, two meetings were held on December 31 and January 14.

In these meetings, a list of over 17,000 workers was thoroughly verified with Malaysian stakeholders, resulting in the selection of 7,964 workers for the first phase, he said, adding that the workers were identified as eligible for immediate entry.

When asked about the process for the workers' travel, Rafiqul said that joint technical committee would finalise the procedures through continued discussions.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২৮ জানুয়ারি ২০২৫

বিপর্যস্ত শিল্প, ধুঁকছে কারখানা

গ্যাসসংকট

- একে একে বন্ধ হচ্ছে
- ঋণগ্রস্ত হচ্ছেন মালিক
- আস্থা হারাচ্ছেন ক্রেতা
- নষ্ট হচ্ছে যন্ত্রপাতি
- চলছে শ্রমিক ছাঁটাই
- বিনিয়োগে অনাগ্রহী উদ্যোক্তারা

জিন্নাতুন নূর

গ্যাস সংকটের মরণ থাবায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে দেশের গোটা শিল্প খাত। ছোট-বড় ও মাঝারি শিল্পকারখানাগুলো একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে বেশ কিছু কারখানা বন্ধের প্রক্রিয়ায় চলে গেছে। ফলে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। মালিকরা হয়ে পড়েছেন ঋণগ্রস্ত। গ্যাসের অভাবে কারখানাগুলোতে শ্রমিকের পাওনা বেতন মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন শিল্প মালিকরা। উপায় না থাকায় অনেকেই করছেন শ্রমিক ছাঁটাই। আবার গ্যাস না পেয়ে কারখানাগুলোর কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে নতুন করে উদ্যোক্তারা শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। পুরনো ব্যবসায়ীরাও নিজেদের উৎপাদন কমিয়ে আনছেন।

শিল্প মালিকদের অনেকেই বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, দেশের শিল্প খাত ধ্বংসের উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছে। শিল্প খাত যে কোনো সময় গুঁড়িয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় কারখানা মালিকরা এক ধরনের অস্থিতিশীল অবস্থা পার করছেন। গ্যাস সংকটের

বিপর্যস্ত শিল্প, ধুঁকছে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] কারণে আমাদের অনেকেই কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁরা আরও বলেন, উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় ক্রেতাদের অর্ডারের পণ্য দিতে পারছি না। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান অর্ডার সময়মতো দিতে না পারায় ক্রয়াদেশ বাতিল করেছে। এতে ক্রেতারাও আমাদের ওপর এখন বিরক্তি প্রকাশ করছেন। আমাদের ওপর বিদেশি ক্রেতারা ধীরে ধীরে আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) আয়োজিত 'দেশের শিল্প খাতে জ্বালানি সংকট সমাধানের পথ' শীর্ষক এক সেমিনারে গত বছরের শেষ দিকে জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. ইজাজ হোসেন জানান, গ্যাস সংকটের কারণে সিরামিক কারখানায় উৎপাদন অর্ধেকে নেমেছে। পোশাক খাতে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ উৎপাদন কমেছে। আর স্টিল কারখানায় উৎপাদন কমেছে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গ্যাসের অভাবে মালিকদের বিভিন্নভাবে কারখানার উৎপাদন ধরে রাখতে হচ্ছে। যেসব কারখানায় গ্যাস সংকটে ফেব্রিকস উৎপাদন করা যাচ্ছে না, তার মালিকরা অন্য জায়গায় পাঠিয়ে ফেব্রিকস উৎপাদন করছেন। গ্যাসের কারণে কেউ কেউ আবার চীন থেকে ফেব্রিকস নিয়ে আসছেন। এতে নিটওয়্যার শিল্প এখন আমদানিনির্ভর রপ্তানি শিল্পে পরিণত হচ্ছে। এতে এর ভ্যালু এডিশন কমে যাচ্ছে। যে ডলার দেশে থাকার কথা তা বিদেশে চলে যাচ্ছে। এতে ডলারের ওপর চাপ বাড়ছে। রিজার্ভ কমে যাচ্ছে। গ্যাস সংকটের কারণে যে পরিমাণ পণ্য মালিকদের রপ্তানি করার কথা ছিল তা না হওয়ায়, মাস শেষে শ্রমিকের বেতনও ঠিকমতো দেওয়া যাচ্ছে না। একইভাবে ব্যাংকের যে ঋণ তাও তারা সময়মতো পরিশোধ করতে পারছেন না। বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, এ মুহূর্তে আমাদের প্রধান যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে হচ্ছে তার একটি গ্যাসসংকট। এটি যদি শিগগিরই সমাধান করা না যায় তাহলে রপ্তানিমুখী পোশাক খাত সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সিরামিক খাতের মালিকরা জানান, নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস না পেলে তাদের কারখানার যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট হয়ে যায়। সিরামিক শিল্পের একমাত্র কাঁচামাল হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। গ্যাস সংকটের কারণে এ শিল্পটি এখন ধ্বংসের সম্মুখীন এবং সিরামিক উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএমইএ) সভাপতি ও মুন্নু সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজের ভাইস চেয়ারম্যান মইনুল ইসলাম গতকাল বলেন, আমাদের খাতে একটি টেবিলওয়্যার এরই মধ্যে গ্যাসের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় দেশের শিল্প খাত ধ্বংসের উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিস অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএপিএমইএ) সভাপতি মো. শাহরিয়ার বলেন, এ মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে গ্যাসের। আমাদের যে সদস্যদের পুরনো গ্যাস সংযোগ আছে তাদের গ্যাস সংকটের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু শ্রমিকদের ঠিকই টাকা দিতে হচ্ছে।

ইপিজেডে বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে ২২ শতাংশ

সার্বিকভাবে কমেছে ৭১ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

জুলাই আন্দোলন-পরবর্তী পরিস্থিতিতে দেশের ইপিজেডগুলোয় বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে ২২.৩৩ শতাংশ। এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ-বেপজা। বিনিয়োগ কমলেও এই সময়ে ইপিজেড থেকে রপ্তানি বেড়েছে ২২.৪১ শতাংশ, যেখানে ইপিজেড-বহির্ভূত রপ্তানি বেড়েছে ১২.৮৪

ইপিজেডে বিদেশি

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] শতাংশ। ইপিজেডের বাইরে জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে সার্বিকভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ কমেছে ৭১ শতাংশ।

গতকাল রাজধানীর গ্রিন রোডে বেপজার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান এ তথ্য জানান। বেপজার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এ এস এম আনোয়ার পারভেজের সঞ্চালনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বেপজার সদস্য (অর্থ) আশরাফুল কবির।

যুগান্তর | সোমবার ২৭ জানুয়ারি ২০২৫
১৩ মাঘ ১৪৩১

গাজীপুরে পাঁচ মাসে বন্ধ ৫১ কারখানা

গাজীপুর প্রতিনিধি

গেল পাঁচ মাসে গাজীপুরে ৫১টি শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে ৪১টি স্থায়ী এবং ১০টি অস্থায়ীভাবে বন্ধ করেছে কর্তৃপক্ষ। এছাড়া আগামী মে থেকে কেয়া গ্রুপের আরও সাত কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বন্ধ কারখানার অর্ধলক্ষাধিক শ্রমিক বেকার হয়ে দুরবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। তাদের অনেকেই কারখানা খুলে দেওয়া ও বকেয়া বেতনের দাবিতে প্রায়ই রাস্তায় আন্দোলনে নামছেন। মহাসড়ক অবরোধ করে যাত্রী ও পরিবহণ শ্রমিকদের ভোগান্তি বাড়াচ্ছেন। তাদের সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। অপরদিকে ব্যাংকিং জটিলতা নিরসন করে কারখানাগুলো খুলে দেওয়ার দাবি কারখানা কর্তৃপক্ষের।

- বন্ধের পথে আরও সাত
- বেকার অর্ধলক্ষ শ্রমিকের দুর্দশা
- বকেয়া বেতন ও কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনে সড়কে দুর্ভোগ

গাজীপুর শিল্পাঞ্চল পুলিশ ও শ্রমিকরা জানান, এ জেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে নিবন্ধিত কারখানার সংখ্যা ২ হাজার ১৭৬টি। এর মধ্যে তৈরি পোশাক কারখানা রয়েছে ১ হাজার ১৫৪টি। গেল নভেম্বর থেকে ৩৫টি তৈরি পোশাক কারখানা তাদের কর্মীদের বেতন দিতে পারেনি, যা মোট কারখানার ২ ভাগ। ডিসেম্বর থেকে বেতন দেয়নি ৪৫ ভাগ কারখানা।

তারা আরও জানান, বর্তমানে গাজীপুরের ৫ শতাংশ কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ রয়েছে। ৯ শতাংশ কারখানায় ইনক্রিমেন্ট নিয়ে জটিলতা চলছে। এমন বাস্তবতায় বন্ধ হয়েছে ৫১টি কারখানা। বন্ধ কারখানাগুলোর মধ্যে মহানগরীর সারাবো এলাকার বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৬টি, টঙ্গীর সাতাইশ এলাকার টিএমএস অ্যাপারেলস, চন্দ্রা এলাকার নায়াগ্রা টেক্সটাইল ও মাহমুদ জিনস অন্যতম। প্রধানত ব্যাংকিং ও আর্থিক জটিলতায় এসব কারখানা বন্ধ হয়েছে।

কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রার মাহমুদ জিনস কারখানায় প্রায় ৬ বছর কাজ করেছেন গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার পারভীন আক্তার। তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করেন চন্দ্রার পাশে ভাতারিয়া এলাকায়। পারভীন আক্তার বলেন, আমাদের কারখানার সব শ্রমিক বেকার হয়ে গেছে। পুরুষ শ্রমিক যারা ছিলেন তাদের বেশির ভাগই অন্যত্র নতুন চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু আমরা মধ্যবয়সি নারীরা কোথাও চাকরি পাচ্ছি না। এক মাস ধরে অন্তত ৮টি কারখানায় যোগাযোগ করেছি, কিন্তু চাকরি পাইনি। এখন স্বামীর একার আয় দিয়ে কোনোরকমে জীবনযাপন করছি।

একই এলাকার বাসিন্দা মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, চাকরি হারিয়ে ঘরে বসে আছি। জমানো কিছু টাকা দিয়ে আর গ্রামের বাড়ি থেকে চাল, সবজি এনে খাচ্ছি। নতুন চাকরির সন্ধান করছি, কিন্তু বেতন খুবই কম বলছে। তাই আরও খোঁজাখুঁজি করছি।

গাজীপুর মহানগরের জরুন এলাকার কেয়া গ্রুপ প্রায় ২০ বছর ধরে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করে আসছে। ২ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির মালিক পাঁচটি কারখানা বন্ধের নোটিশ দেয়। এতে বলা হয়, বর্তমান বাজার অস্থিতিশীলতা, ব্যাংকের সঙ্গে হিসাবের অমিল, কাঁচামাল অপর্যাপ্ততা ও কারখানার উৎপাদন কার্যক্রমের অপ্রতুলতার জন্য আগামী ১ মে কারখানার সব কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হলো। ওই ঘোষণার পর ফের মঙ্গলবার একই গ্রুপের আরও দুটি প্রতিষ্ঠান আগামী ২০ মে থেকে একই কারণ দেখিয়ে নিট কম্পোজিট ডিভিশন, ডাইং ও ইউটিলিটি বিভাগ বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। কেয়া গ্রুপের মানবসম্পদ বিভাগের ব্যবস্থাপক সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, আগামী ১ মে থেকে ৫টি এবং ২০ মে থেকে ২টি কারখানা বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি ধাপে শ্রমিকদের সব পাওনা শ্রম আইন অনুযায়ী পরিশোধ করা হবে। বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন) এসএম আব্দুল লতিফ জানান, তাদের কারখানায় ৪২ হাজার শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বেকার হয়েছে। শ্রমিকরা মানবেতর জীবনযাপন করছে। আমরা লে-অফ তুলে নিয়ে সরকারের সহযোগিতা চাইছি। প্রধান উপদেষ্টাসহ সবার কাছে আমরা অনুরোধ করছি ব্যাক টু ব্যাক এলসি ওপেন করে সব ব্যাংকিং সুবিধাসহ লে-অফ তুলে নেওয়ার।

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোট বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আশরাফুজ্জামান বলেন, একের পর এক কারখানা বন্ধ হচ্ছে। শ্রমিক বেকারত্বের সংখ্যাও বাড়ছে। তবে কারখানা বন্ধের জন্য শ্রমিক আন্দোলনকে দায়ী করা যাবে না। বিগত দিনেও শ্রমিকরা তাদের বকেয়া বেতনের জন্য আন্দোলন করেছে কিন্তু এভাবে কারখানা বন্ধ হয়নি।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ এর পুলিশ সুপার একেএম জহিরুল ইসলাম বলেন, কর্মহীন শ্রমিকদের অনেকেই কারখানা খুলে দেওয়া ও বকেয়া বেতনের দাবিতে প্রায়ই রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে। এতে ঢাকা-টাঙ্গাইল, ঢাকা-ময়মনসিংহ ও চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়কে ভোগান্তি তৈরি হচ্ছে। এসব শ্রমিককে সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

সূত্র : এনসিসি ব্যাংক ও ট্রেডিং ইকোনমিক্স

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ৩০ জানুয়ারি ২০২৫। ১৬ মাঘ ১৪৩১। ২৯ রজব ১৪৪৬

১১ বছরে শিল্প ও কর্মসংস্থান বেড়েছে সামান্যই

অর্থনৈতিক শুমারির প্রাথমিক প্রতিবেদন

উৎপাদনমুখী শিল্প বেড়েছে মাত্র ১৫%

কর্মসংস্থান বেড়েছে মাত্র ৬২ লাখ

সেবা খাতের প্রতিষ্ঠান বেড়েছে ৫৬.৬৮%

প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০,৮,৩৫,৮৯৬

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান শহরের চেয়ে বেশি বেড়েছে গ্রামে

৯৩% অর্থনৈতিক ইউনিট পরিচালনা করে পুরুষ, ৭% পরিচালনা করে নারী

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

জুলাই আন্দোলনে পতিত হাসিনা সরকার দেশের অর্থনীতিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় দেখালেও বাস্তবে সেটা হয়নি। দেশে ২০১৩ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত উৎপাদনমুখী শিল্প বেড়েছে মাত্র এক লাখ ৩৮ হাজার বা ১৫ শতাংশ। কর্মসংস্থান বেড়েছে মাত্র ৬২ লাখ মানুষের। অথচ আগের ১০ বছরে উৎপাদনমুখী শিল্প বেড়েছিল চার লাখ ৫২ হাজার, আর কর্মসংস্থান হয়েছিল এক কোটি ৩৩ লাখ মানুষের।

গতকাল বুধবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত 'অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪'-এর প্রাথমিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। রাজধানীর আগারগাঁওয়ের পরিসংখ্যান ভবনে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন সরকারের পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থনৈতিকসংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভাপতি ড. কে এস মুর্শিদ। এটি ছিল সরকারের চতুর্থ অর্থনৈতিক শুমারি। এর আগের ২০১৩ সালে তৃতীয় এবং ২০০৩ সালে দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শুমারি করা হয়।

অর্থনেতিক শুমারির প্রাথমিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত ১১ বছরে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে অর্থনৈতিক ইউনিটের (প্রতিষ্ঠান) সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ১৫.৩৯ শতাংশ। অথচ ২০০১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত শুমারির তুলনায় ২০১৩ সালের শুমারিতে এ খাতে অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা বেড়েছিল ১০০.৪২ শতাংশ। ২০২৪ সালে দেশে মোট অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক কোটি ১৮ লাখ ৭৭ হাজার ৩৬৪ টিতে, যা ২০১৩ সালে ছিল ৭৮ লাখ ১৮ হাজার ৫৬৫টি। এই হিসাবে ১১ বছরে অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা ৪০ লাখ ৫৮ হাজার ৭৯৯টি বা ৫১.৯১ শতাংশ বেড়েছে। এর আগের জরিপে দেশে অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা ৪১ লাখ ১০ হাজার ৪২১টি বেড়েছিল, যা ২০০৩ সালের ৩৭ লাখ আট হাজার ১৪৪টি ইউনিটের তুলনায় ১১০.৮৫ শতাংশ বেশি।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রতিষ্ঠানে তুলনামূলক কম প্রবৃদ্ধি হওয়ায় অর্থনৈতিক ইউনিটে এ খাতের অবদান ৮.৭৭ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০০৩ সালে মোট অর্থনৈতিক ইউনিটে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অংশ ছিল ১২.১৪ শতাংশ, যা ২০১৩ সালে ১১.৫৪ শতাংশে নেমে আসে। এ হিসাবে টানা দুই শুমারিতেই কমছে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রতিষ্ঠানের অংশ। গত ১১ বছরে সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬৯ লাখ ১৫ হাজার ৯৮২ থেকে ৫৬.৬৮ শতাংশ বেড়ে এক কোটি আট লাখ ৩৫ হাজার ৮৯৬ টিতে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে বিবিএস। এর ফলে মোট প্রতিষ্ঠানে সেবা খাতের অংশ ৮৮.৮৬ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯১.২৩ শতাংশে।

গেল এক দশকে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আকার বেড়েছে ৪০ লাখ কোটি টাকা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছে ৪০ লাখ ৫৮ হাজার খানা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। অথচ এর মধ্যে উৎপাদন খাতের প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়েছে মাত্র এক লাখ ৩৮ হাজার। গত ১০ বছরে মাত্র ৬২ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, অর্থনৈতিক ইউনিটের বৃদ্ধি শহরের চেয়ে গ্রামে বেশি হারে বেড়েছে। দেশের মোট অর্থনৈতিক ইউনিটের মধ্যে শহরে রয়েছে ৫৫ লাখ ৩১ হাজার ২০৩টি। অন্যদিকে গ্রামে ইউনিটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৩ লাখ ৪৬ হাজার ১৬১টি। ৯৩.৫৩ শতাংশ ইউনিট পরিচালিত হয় পুরুষ দ্বারা। নারী পরিচালক রয়েছেন সাত লাখ ৬৮ হাজার ৪২টি ইউনিটে। দেশের অর্থনৈতিক ইউনিটগুলোতে কাজ করছে তিন কোটি সাত লাখ ৬১ হাজার ৩৪ জন। যার মধ্যে ৫৬.৮২ শতাংশ গ্রামীণ।

অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, 'গ্রাম ও শহরে উদ্যোক্তার অভাব নেই। এত উদ্যোক্তা যে চারদিকে দেখি উদ্যোক্তা। মনে হয় বাংলাদেশ উদ্যোক্তাদের দেশ। কিন্তু উদ্যোক্তাদের মূলধন নেই। দেশের উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন করলে অনেক কর্মসংস্থান হবে। এদের ঋণ ও টাকা দেওয়া হয় না। অথচ হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে লুট হয়েছে। ব্যাংকও খালি হয়ে গেছে। ব্যাংক থেকে এসব টাকা চলে গেছে।'

কিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, 'রাতারাতি ধনী হওয়া কিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। নামকরা এসব প্রতিষ্ঠানের শুধু ঋণ আর ঋণ, বাস্তবে কিছুই নেই। সরকার নিজের টাকা খরচ করে এসব প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বেতন দিচ্ছে। রাতারাতি ধনী হওয়া প্রতিষ্ঠানের অনেক শ্রমিককে আমরা আন্দোলন করতে দেখছি।'

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, 'বিদায়ি সরকারের আমলে শিক্ষকদের গ্র্যাচুইটির ছয় হাজার কোটি টাকা দুর্বল ব্যাংকে রেখে লোপাট করা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রভাবশালীরা নামে-বেনামে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ পেলেও সাধারণ উদ্যোক্তারা পাননি।' এটি অর্থনৈতিক বৈষম্যের বড় উদাহরণ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রকল্পটির পরিচালক এস এম শাকিল আখতার বক্তব্য দেন।

সময়ের আলো বুধবার। ২৯ জানুয়ারি ২০২৫

ছয় মাসে এসেছে ১ হাজার কোটি ডলার রেমিট্যান্স

● নিজস্ব প্রতিবেদক

- জানুয়ারিতেও ২ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা
- ঢাকা বিভাগের প্রবাসীদের মাধ্যমে দেশে এসেছে ৬৬৫ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার
- কম পাঠিয়েছে রংপুর বিভাগের প্রবাসীরা
- জানুয়ারির তিন সপ্তাহে এসেছে ১৬৭ কোটি ৫৯ লাখ ডলার
- ৮ ব্যাংকে আসেনি রেমিট্যান্স

চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) দেশে এসেছে ১ হাজার ৩৭৭ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ঢাকা বিভাগের প্রবাসী বাংলাদেশিরা। আর সবচেয়ে কম রেমিট্যান্স এসেছে রংপুর বিভাগের মাধ্যমে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, গত জুলাই-ডিসেম্বরে ঢাকা বিভাগের প্রবাসীদের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৬৬৫ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। এরপরই রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ। এ বিভাগটির প্রবাসীরা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৮১ কোটি ৯৬ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। তৃতীয় সর্বোচ্চ ১২৪ কোটি ৬৬ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে সিলেট বিভাগের প্রবাসীদের মাধ্যমে।

এ ছাড়া আলোচিত ছয় মাসে খুলনা বিভাগের মাধ্যমে ৬৫ কোটি ২৪ লাখ ডলার, রাজশাহী বিভাগের মাধ্যমে ৫০ কোটি ৪২ লাখ ডলার, বরিশাল বিভাগের মাধ্যমে ৩৮ কোটি ৬০ লাখ ডলার, ময়মনসিংহ বিভাগের মাধ্যমে ২৮ কোটি ৭২ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে দেশে। সর্বনিম্ন ২২ কোটি ১০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন রংপুর বিভাগের প্রবাসীরা।

এদিকে, চলতি বছরের প্রথম মাস জানুয়ারির ২৫ দিনে দেশে এসেছে ১৬৭ কোটি ৫৯ লাখ ৭০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স। যা বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা পাঠিয়েছেন। দেশীয় মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২২ টাকা ধরে) যার পরিমাণ ২০ হাজার ৪৪৭ কোটি ২ লাখ টাকা। সে হিসাবে প্রতিদিন গড়ে রেমিট্যান্স আসছে প্রায় ৮১৮ কোটি টাকার বেশি। রেমিট্যান্সের এ প্রবাহ অব্যাহত থাকলে জানুয়ারিতেও তা ২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। সেটি হলে চলতি অর্থবছর ২ বিলিয়ন ডলার করে রেমিট্যান্স আসবে টানা সাত মাস।

এর আগে বছরের শেষ মাস গত ডিসেম্বরে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২ দশমিক ৬৪ বিলিয়ন ডলার বা ২৬৩ কোটি ৯০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স আসে। দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ৩১ হাজার ৬৬৮ কোটি টাকার বেশি।

এর আগে কখনোই একক কোনো মাসে এত পরিমাণ রেমিট্যান্স আসেনি। এর আগে করোনাকালীন ২০২০ সালের জুলাইয়ে ২ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে সেই রেকর্ড ভেঙে যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৪ সালের শেষ মাস ডিসেম্বরের পুরো সময়ে রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ২৬৪ কোটি ডলার। যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৬৪ কোটি ৮০ লাখ ডলার বেশি। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৯৯ কোটি ১০ লাখ ডলার। ২০২৪ সালের জুলাই মাস বাদে বাকি ১১ মাসই ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে।

তথ্য মতে, চলতি (২০২৪-২৫) অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বরে) ১ হাজার ৩৭৭ কোটি ৭০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ২৯৭ কোটি ৭০ লাখ ডলার বেশি। গত অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর) রেমিট্যান্স এসেছিল ১ হাজার ৮০ কোটি ডলার।

অন্যদিকে চলতি মাসের প্রথম ২৫ দিনে ১৬৭ কোটি ৫৯ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এলেও দেশের ৮টি ব্যাংকে আসেনি কোনো রেমিট্যান্স। যার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকও। গত রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, জানুয়ারি মাসের প্রথম ২৫ দিনে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি এমন ব্যাংকের সংখ্যা ৮টি। এর মধ্যে রয়েছে একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, একটি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৩টি বেসরকারি ব্যাংক ও ৩টি বিদেশি ব্যাংক।

জানুয়ারির প্রথম ২৫ দিনে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা বিডিবিএল, বিশেষায়িত খাতের রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বা রাকাব ও বেসরকারি খাতের কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, পদ্মা ব্যাংক পিএলসি ও আইসিবি ইসলামী ব্যাংকে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি। এ ছাড়া কোনো রেমিট্যান্স আসেনি বিদেশি খাতের হাবিব ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ও স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়াতেও।

এদিকে জানুয়ারির প্রথম ২৫ দিনে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৮০ হাজার ডলার। এ ছাড়া বিশেষায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে ৭ কোটি ৪৩ লাখ ৭০ হাজার ডলার, বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে ১২৪ কোটি ২৫ লাখ ৩০ হাজার ডলার ও বিদেশি খাতের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৪৭ লাখ ৯০ হাজার ডলার।

বাংলাদেশে ব্যাংক আরও জানায়, জানুয়ারির ১৯ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত দেশে এসেছে ৪৬ কোটি ৯০ লাখ ৯০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। ১২ থেকে ১৮ জানুয়ারি প্রবাসীরা দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ৪০ কোটি ২ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার। জানুয়ারির ৫ থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত দেশে এসেছে ৫০ কোটি ৯৮ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। আর বছরের প্রথম ৪ দিনে ২২ কোটি ৬৭ লাখ ৩০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা।

DHAKA TUESDAY JANUARY 28, 2025
MAGH 14, 1431 BS
The Daily Star

China second biggest investor in Bepza zones after Bangladesh

STAR BUSINESS REPORT

Chinese investment in all eight export processing zones (EPZs) of the Bangladesh Export Processing Zones Authority (Bepza) and its economic zone in Chattogram is only exceeded by domestic investment, show documents of the government agency.

So far, companies from a total of 38 countries have invested in the Bepza EPZs. Bangladesh ranks first in terms of investment, with 148 of its local companies having vested interests in these industrial enclaves.

China holds the second position as 108 of its companies have invested in EPZs, while South Korea follows with 62 companies.

The number of foreign firms invested in local EPZs also includes 30 from Japan, 19 from India, 19 from the UK, 17 from the US, 10 from Canada, seven from Sri Lanka, and six from the Netherlands.

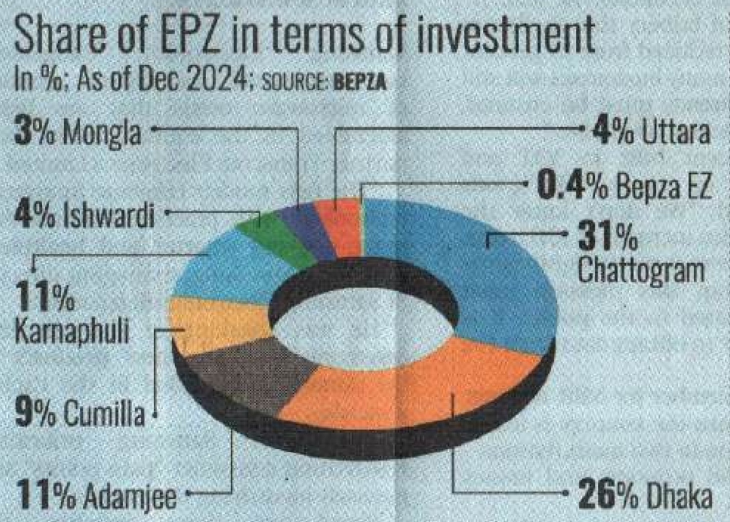

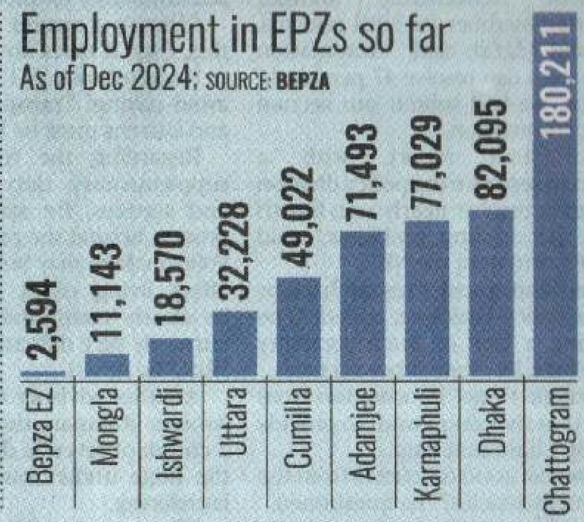

Bepza Chairman Major General Abul Kalam Mohammad Ziaur Rahman informed that US President Donald Trump has announced plans to impose a 10 percent tariff on Chinese goods from February 1.

"This will raise the price of Chinese products in the American market. Consequently, the products will lose competitiveness," he said.

So, many Chinese entrepreneurs have started relocating their industries to other countries, with Vietnam, Cambodia, Indonesia, Sri Lanka, Myanmar, and Bangladesh becoming their preferred destinations.

"Among these, Bangladesh ranks as the top choice," Rahman said.

"We are seeing significant interest from Chinese firms to invest in the country. Just three or four days ago, we received a proposal for a $150 million investment," he added.

Rahman also highlighted the demographic challenges in China.

"The number of young people in China has decreased, leading to a shortage in its workforce. As such, those available are demanding significantly higher wages."

The Bepza chief addressed concerns regarding foreign direct investment (FDI) in Bangladesh, particularly in the aftermath of last August, when the Awami League government was ousted by a mass uprising.

"Numerous investors are actively reaching out with plans for new investments, which reaffirms the country's potential for FDI," he said.

At present, there are 449 industrial establishments operating in the eight EPZs under Bepza and the BEPZA Economic Zone in Chattogram.

They have generated employment for 524,385 people, with a total investment of $6,914 million.

The combined area of the eight EPZs and BEPZA Economic Zone is only 3,445 acres. However, these industrial areas contributed 29 percent of the country's total FDI in fiscal 2023-24.

Data from the Bangladesh Bank shows that FDI inflows amounted to $1,468 million in the last fiscal year, with $424 million of the total coming as investments in the EPZs.

Ashraful Kabir, member for investment promotion at BEPZA, noted that by reducing reliance on garment making, the EPZs are strengthening the country's economic foundation through product diversification and export expansion.

"Beyond garments and garment accessories, 48 percent of the products manufactured in the EPZs are now diversified items," he said.

Bepza began developing its ninth industrial area, the Bepza Economic Zone, in 2018 on 1,138 acres of land in Mirsarai, Chattogram.

The project, which is still underway, aims to construct 539 industrial plots and 45 factory buildings.

So far, 42 domestic and foreign investors have signed agreements with Bepza to collectively invest $970.91 million in this zone. Of the planned industrial plots, 249 have already been allocated.

Bepza has also initiated land development for two EPZs in the Jashore and Patuakhali districts.

The Patuakhali EPZ, spanning 410.78 acres, will feature 306 industrial plots. It is expected to attract investment of $1,530 million, generate $1,836 million in annual exports, and create 100,000 opportunities for direct employment and 200,000 opportunities for indirect employment.

The Jashore EPZ, covering 503 acres, will comprise 400 industrial plots. Bepza anticipates that this zone will draw investments of $2,000 million, generate $2,400 million in annual exports, and create 150,000 direct jobs and 300,000 indirect jobs.

কালের কণ্ঠ ৷ বুধবার ৷ ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ ৷

শিল্পে উৎপাদন খাতের অবদান ১১.৫ থেকে কমে ৮.৭৭ শতাংশে

অর্থনৈতিক শুমারির ফল প্রকাশ আজ

১১ বছরে উৎপাদনমুখী শিল্প ইউনিট **বেড়েছে মাত্র ১৫%**

বড় প্রবৃদ্ধি দেখানো হলেও **বাড়েনি উৎপাদনমুখী শিল্প**

গড়ে উৎপাদনমুখী খাতে **১৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি**

জিডিপিতে উৎপাদনমুখী খাতের অবদান **২৩.১৯%**

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছে **৪০ লাখ ৫৮ হাজার খানা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান**

১১ বছরে মাত্র **৬২ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে**

আগের ১০ বছরে হয়েছিল **১ কোটি ৩৩ লাখ**

জিডিপির আকার বেড়েছে **৪০ লাখ কোটি টাকা**

এম আর মাসফি ▷

গত সাড়ে ১৫ বছরে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে জুলাই অভ্যুত্থানে পতিত হাসিনা সরকার। ১৮ কোটি মানুষের রক্ত-ঘাম ঝরানো করের টাকার যথেচ্ছ অপব্যয়ে এবং প্রকল্পের নামে পকেট ভারী করেছে ফ্যাসিস্ট সরকার। দেশের অর্থনীতি বড় হবে, আসবে বড় দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ, শিল্পপ্রতিষ্ঠান হবে, কর্মসংস্থান হবে—এসব বুলি আওড়ে নেওয়া হয়েছে পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল, কর্ণফুলী টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো মেগাপ্রকল্প। কিন্তু এসবের নাম করে তথ্যের গোঁজামিলে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে বৃহত্তর কাগুজে অর্থনীতি। প্রকৃতপক্ষে এর বেশির ভাগই মিছে। বাস্তবে হয়েছে লুটপাট; ধ্বংস করা হয়েছে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, করপোরেট সুশাসন তথা দেশের অর্থনীতি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪-এর প্রতিবেদনে এই চিত্র ফুটে উঠেছে। এই শুমারির প্রাথমিক ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে আজ বুধবার। পরিসংখ্যান ভবনে অনুষ্ঠেয় এই আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সরকারের পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশে উৎপাদন খাতে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল এক লাখ ৯৭ হাজার ১২৭ কোটি টাকা। সর্বশেষ হিসাবে গত অর্থবছরে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১ লাখ ৩২ হাজার ৭৩৫ কোটি টাকায়। ১১ বছরে উৎপাদন খাতের মোট উৎপাদনমূল্য প্রায় ৫.৭৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকার প্রতিবছর গড়ে ১৪ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে।

এর মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে করোনাভাইরাসের প্রভাবে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ধস নামার বছরেও এই খাতে ৪ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছিল। এ ছাড়া প্রতিবছরই উৎপাদন খাতে ডাবল ডিজিট, এমনকি কোনো কোনো বছর ১৮ শতাংশ ছুঁই ছুঁই প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। এই সময়ে মোট জিডিপিতে উৎপাদন খাতের অবদান ১৭.২৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৩.১৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে বলেও দাবি করে হাসিনা সরকার।

তবে উৎপাদন খাতের হাত ধরে শিল্প খাতে বছরের পর বছর ধরে দেখানো জিডিপি প্রবৃদ্ধির এই হিসাব মিলছে না বিবিএস পরিচালিত অর্থনৈতিক শুমারি-২০২৪-এর প্রাথমিক ফলাফলে। আজ প্রকাশিতব্য অর্থনৈতিক শুমারির প্রাথমিক হিসাব বলছে, গত ১১ বছরে উৎপাদন খাতে অর্থনৈতিক ইউনিটের (প্রতিষ্ঠান) সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ১৫.৩৯ শতাংশ। অথচ ২০০১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত শুমারির তুলনায় ২০১৩ সালের শুমারিতে এই খাতে অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা বেড়েছিল ১০০.৪২ শতাংশ।

সার্বিকভাবে দেশে অর্থনৈতিক ইউনিটের প্রবৃদ্ধি কমেছে বলে প্রতিবেদনটিতে উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে দেশে মোট অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক কোটি ১৮ লাখ ৭৭ হাজার ৩৬৪টিতে, যা ২০১৩ সালে ছিল ৭৮ লাখ ১৮ হাজার ৫৬৫টি। এ হিসাবে ১১ বছরে অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা ৪০ লাখ ৫৮ হাজার ৭৯৯টি বা ৫১.৯১ শতাংশ বেড়েছে। এর আগের জরিপে (২০১৩) দেশে অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা ৪১ লাখ ১০ হাজার ৪২১টি বেড়েছিল, যা ২০০৩ সালের ৩৭ লাখ আট হাজার ১৪৪টি ইউনিটের তুলনায় ১১০.৮৫ শতাংশ বেশি।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, উৎপাদন খাতের প্রতিষ্ঠানে তুলনামূলক কম প্রবৃদ্ধি হওয়ায় অর্থনৈতিক ইউনিটে এই খাতের অবদান ৮.৭৭ শতাংশে নেমে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, ২০০৩ সালে মোট অর্থনৈতিক ইউনিটে উৎপাদন খাতের অবদান ছিল ১২.১৪ শতাংশ, যা ২০১৩ সালে ১১.৫৪ শতাংশে নেমে আসে। এ হিসাবে টানা দুই শুমারিতেই কমেছে উৎপাদন খাতের প্রতিষ্ঠানের অবদান।

গত ১১ বছরে সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬৯ লাখ ১৫ হাজার ৯৮২ থেকে ৫৬.৬৮ শতাংশ বেড়ে এক কোটি আট লাখ ৩৫ হাজার ৮৯৬-এ দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে বিবিএস। এর ফলে মোট প্রতিষ্ঠানে সেবা খাতের অবদান ৮৮.৮৬ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯১.২৩ শতাংশে।

গেল এক দশকে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আকার বেড়েছে ৪০ লাখ কোটি টাকা। এই সময়ে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের যুক্ত হয়েছে ৪০ লাখ ৫৮ হাজার খানা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে সার্ভিস তথা সেবা খাতের প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়েছে ৩৯ লাখ ১৯ হাজারটি আর উৎপাদন খাতে যুক্ত হয়েছে মাত্র এক লাখ ৩৮ হাজারটি। এ কারণে গত ১০ বছরে মাত্র ৬২ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বিগত সময়ে জিডিপির আকার যে হারে বেড়েছে, সেভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র বাড়েনি। এ কারণে প্রত্যাশা অনুসারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। তাই বেকারের পরিসংখ্যান লম্বা হচ্ছে। অর্থাৎ গত ১১ বছরে যেখানে সাড়ে ৬২ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, আগের ১০ বছরে কর্মসংস্থান হয়েছিল এক কোটি ৩৩ লাখ। টেকসই অর্থনীতির স্বার্থে এই অবস্থার উন্নতি করতে হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অর্থনৈতিক শুমারি প্রকল্পের পরিচালক এস এম শাকিল আখতার কালের কণ্ঠকে বলেন, গত ১০ বছরে বড় শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠেনি বললেই চলে। নানা কারণে উৎপাদন খাত বৃদ্ধি না পেলেও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বেড়েছে। এতেই বোঝা যায় অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়নি।

এ বিষয়ে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম কালের কণ্ঠকে বলেন, জিডিপির আকারের সঙ্গে অর্থনৈতিক ইউনিট বেড়েছে এটি ইতিবাচক। তবে সব সময় প্রত্যাশা থাকে দেশে শিল্প বাড়ুক, ছোট কম্পানি থেকে মাঝারি, আবার মাঝারি কম্পানিগুলো বড় কম্পানি হয়ে উঠুক। কিন্তু অর্থনীতির আকারের সঙ্গে শিল্পের আকার সেভাবে বাড়েনি। এটি অর্থনীতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে শিল্প-কারখানায় উন্নয়ন হচ্ছে না। অর্থনীতির আকারের সঙ্গে শিল্পায়ন না হওয়ার পেছনে সরকারের প্রক্রিয়াগত দুর্বলতা রয়েছে। নীতি কাঠামোগত সংস্কার করতে হবে।

অর্থনৈতিক শুমারির প্রতিবেদন মতে, গত এক দশকে অর্থনৈতিক ইউনিট বেড়েছে ৪০ লাখ ৫৮ হাজারটি। এর মধ্যে সেবা খাতে বেড়েছে ৩৯ লাখ ১৯ হাজারটি আর উৎপাদন খাতে বেড়েছে এক লাখ ৩৮ হাজার ৮৮৫টি; অর্থনৈতিক ইউনিট বাই টাইপে এক কোটি ১৮ লাখ ৭৭ হাজার ৩৬৪টি। এর মধ্যে পার্মানেন্ট ৬২ লাখ ৮৮ হাজার ২১৪টি, টেম্পরারি পাঁচ লাখ ৭৬ হাজার ৬২১টি। ইকোনমিক হাউসহোল্ডে ৫০ লাখ ১২ হাজার ৫২৯টি। ঠিক এর এক দশক আগে প্রতিষ্ঠান ছিল ৭৮ লাখ ১৮ হাজার ৫৬৫টি। এর মধ্যে পার্মানেন্ট ছিল ৪৫ লাখ ১৪ হাজার ৯১টি, টেম্পোরারি ছিল চার লাখ ৮২ হাজার ৯০৩টি। আর ইকোনমিক হাউসহোল্ড ছিল ২৮ লাখ ২১ হাজার ৫৭১। অর্থাৎ ৪০ লাখ ৫৮ হাজার ৭৯৯টি অর্থনৈতিক ইউনিট বেড়েছে।

অর্থনৈতিক ইউনিটের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে রয়েছে ৮৩ লাখ ৪৬ হাজার ১৬১টি, আর শহরাঞ্চলে রয়েছে ৩৫ লাখ ৩১ হাজার ২০৩টি। এর আগে ২০১৩ সালে গ্রামাঞ্চলে ছিল ৫৫ লাখ ৮৯ হাজার ১৯টি, শহরাঞ্চলে ছিল ২২ লাখ ২৯ হাজার ৫৪৬টি। স্থানীয় বা পার্মানেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে রয়েছে ৩৯ লাখ ৪১ হাজার ৬৮টি, শহরাঞ্চলে রয়েছে ২৩ লাখ ৪৭ হাজার ১৪৬টি; যা ১০ বছর আগে ছিল গ্রামাঞ্চলে ২৯ লাখ ৩৬ হাজার ৪৫৯টি আর শহরাঞ্চলে ছিল ১৫ লাখ ৭৭ হাজার ৬৩২টি। টেম্পোরারি পাঁচ লাখ ৭৬ হাজার ৬২১টির মধ্যে শহরাঞ্চলে রয়েছে দুই লাখ ৮৪ হাজার ৯০৯টি আর গ্রামে দুই লাখ ৯১ লাখ ৭১২টি; যা ২০১৩ সালে ছিল দুই লাখ ৭৬ হাজার ৬৯৩টি।

প্রতিবেদন অনুসারে ২০২৪ সালে তিন কোটি সাত লাখ ৬১ হাজার ৩৪ জন বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এর মধ্যে পুরুষ দুই কোটি ৫৬ লাখ ৩০ হাজার ২৯৮ জন। মহিলা ৫১ লাখ ২৮ হাজার ৬৭৭ জন, হিজড়া দুই হাজার ৫৯ জন।

এর আগে ২০০৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে কর্মসংস্থান বেড়েছিল এক কোটি ৩৩ লাখ। আর ২০১৩ সালে এসে কর্মসংস্থান দাঁড়ায় দুই কোটি ৪৫ লাখ ৮৫০। সে হিসাবে গত ১০ বছরে নতুন কর্মসংস্থান বেড়েছে মাত্র ৬২ লাখ ৬০ হাজার ১৮৪ জন।

শিল্প খাতে গত ১১ বছরে এক লাখ ১৬ হাজার ৯৭৮টি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়েছে।

THE FINANCIAL EXPRESS • January 30, 2025

Plan to pay off Beximco workers: Not as easy as govt says

MOHAMMAD MUFAZZAL

BEXIMCO PHARMACEUTICALS

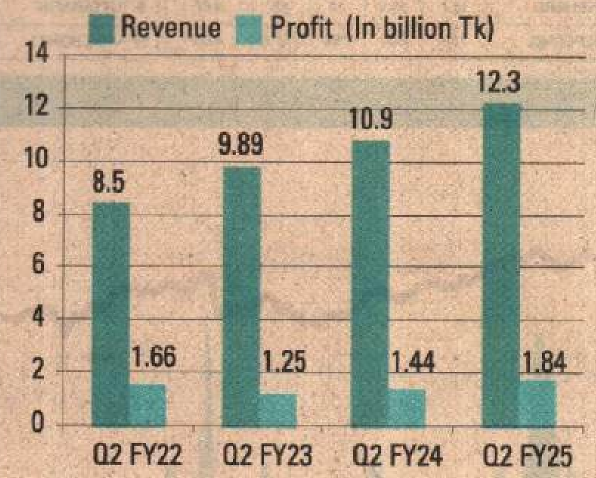

SHINEPUKUR CERAMICS

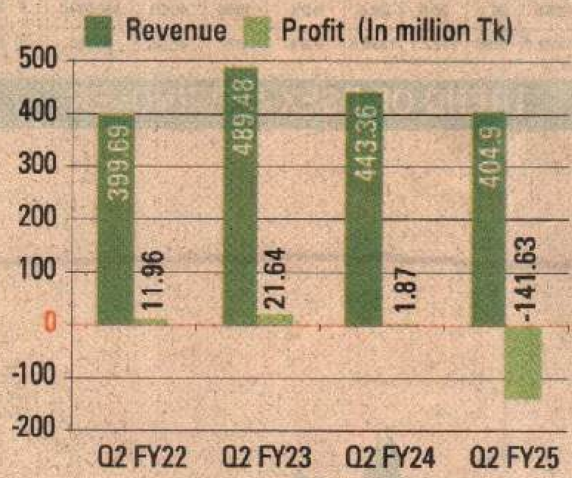

Source: Financial Statements

Shinepukur Ceramics fell 8.33 per cent on Wednesday on the Dhaka bourse in the aftereffect of the government's decision to pay salaries to the laid-off employees of Beximco Group by selling shares that had been mortgaged against loans.

Shares of Beximco Pharmaceuticals, as declared, will also be sold to pay dues to workers. The stock experienced a 1.83 per cent correction on the premier bourse on Wednesday.

Any decision tied to listed companies is expected to exert positive or negative influence on the relevant stocks as the market reacts to it. However, the announcement made on Tuesday is feared to have a much greater impact than that.

At a press briefing, Labour and Employment Adviser M Sakhawat Hossain said the government would need Tk 5-5.5 billion to settle the dues of the employees of 13 shutdown companies of the group. The fund will be collected, he said, by selling shares of the companies.

Banks have lien over the shares that he referred to against loans given to sponsor-directors of the non-operational companies, said sources who attended a meeting on Tuesday before the press briefing.

Experts say if the transaction of shares is executed in the open market, the selling pressure will drive down the stock prices.

"The impact can be avoided if the share transfers are carried out in the block market," said Md. Ashequr Rahman, managing director of Midway Securities.

Another matter of concern is the change in the board of directors.

New people will acquire positions in the board of directors of the companies by purchasing shares. So, the government has to decide who will be capable of keeping the companies up and running, said Mr Rahman.

While the workers' dues are a problem to solve, how it will impact shareholders is another issue to ponder.

Plan to pay off Beximco workers

| FROM PAGE 9

Barriers to execution of the plan

Preferring anonymity, a bank official, who attended Tuesday's meeting before the press briefing, said banks had disbursed loans to sponsors of Beximco Group, holding a lien over a certain number of shares of the companies.

The loans are to be settled first through confiscation of the shares, he said, but representatives of the banks did not broach the subject at the meeting.

A detailed action plan will be made in the next meeting to be participated by representatives of the regulators and the banks concerned, said a senior official of the Financial Institutions Division (FID).

Meanwhile, the government has collected information regarding shareholding of the sponsors of Beximco Group from the securities regulator, depository authority and the Dhaka bourse.

Mohammad Rezaul Karim, spokesperson of the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC), said the lenders will acquire the mortgaged shares.

The pledgee to whom property is delivered as a pledge will submit a prescribed form to the depository authority, seeking the ownership of the shares. Then the Central Depository Bangladesh Limited (CDBL) will transfer the shares to the banks if there is no complexity in the agreement signed between the lenders and the borrowers.

A court order may be required if any complications arise.

On receipt of the shares, the banks may sell or hold the shares.

The sponsor-directors of a listed company are obligated to hold at least 30 per cent shares jointly and the holdings cannot be sold off.

"The pledgees may be included [in the board] as sponsor-directors," said Mr Karim.

THE BUSINESS STANDARD THURSDAY 23.01.2025

Bangladeshi workers make up about 20% of Maldives' population, but can they stay?

FEATURE

ASHRAFUL HAQUE, BACK FROM THE MALDIVES

Many of these workers are migrants with valid work permits. However, many others have overstayed tourist visas or left their sponsor companies to work elsewhere, rendering their residence illegal

Bangladeshi workers are virtually everywhere, and it is normal for a tourist to encounter one occasionally. But many would say Maldives is special in this case. It is actually harder for a Bangladeshi tourist not to meet a Bangladeshi worker in Maldives.

From grocery shops to water sports outlets, from bus stops to hotels, in the middle of a conversation, someone will stop you and ask, where are you from? As you reply, "Bangladesh," he will say, "Let's speak in Bangla then!"

In fact, among around five lakh people inhabiting the Island state, more than one lakh are Bangladeshis, making them about 20% of the population.

Many of these workers are legal migrants, having work permits. However, many have expired tourist visas, making them undocumented Bangladeshi migrant workers in the country. Also, those with work permits attached to one company fleeing and working for another company are in trouble because this course of action invalidates their work permit.

Irrespective of their conditions, many of these migrants have done well, speak the local language like the locals, and even own businesses.

But since the authorities have started cracking down on illegal migrants in recent years, these Bangladeshis are facing uncertainty.

For migrant workers, doing business is also illegal, so they are now selling their businesses to locals and opting to work as employees instead. Others face fines, jail terms and deportation. However, officials are hopeful this can be fixed.

Compliance with local immigration laws makes a huge difference

Abu Hamza (not his real name), a 38-year-old Bangladeshi, works as a water sports guide on Maafushi Island in the Maldives. He takes the tourists to the sea, teaches them how to snorkel and takes their photos and videos with sharks and stingrays. In the evening, he takes another batch of tourists to night fishing. On return from the activity, Hamza sends the images and videos to the clients online.

Hamza has been doing this for six years. His younger son is six, and Hamza is yet to meet him.

He came to the Island state in 2019 with a work permit, but switched to another company without getting proper approval, rendering his permit invalid. As a result, his stay in the country became illegal, barring him from visiting his family back home.

Hamza says he does not want to live in Maldives any longer. He is But Currently, he is However, he is now in trouble as his visa has expired.

Mahin, another Bangladeshi, is involved in a more intriguing debacle. He owned a fast-food shop near the ferry terminal on Hulhumale Island, but he was not legally allowed to own a shop in this market. As the authorities started deporting illegal migrants, locals started grilling Mahin about the ownership of the shop.

At one point, Mahin sold the shop to a local Maldivian and started working as an employee at another shop to evade arrest and deportation. "Now if someone comes to ask about the shop, I get scared," Mahin said. The young man migrated to Maldives in 2014.

But Akash Ahmed's story is different. He works as a manager at an adventure tour company at Maafushi Island. Akash first came to Maldives in 2017, and worked here illegally for four years. During the Covid-19 pandemic, when the government opened a window for illegal migrants, he moved back to Bangladesh, where he stayed for two years.

Thereafter, Akash moved to Dubai. But Akash's Maldivian employer wanted him back, so he arranged a tour for the Bangladeshi against a tourist visa, planning to manage a work permit for him during his stay. As he failed to do so despite sincere attempts, Akash returned to Bangladesh.

Just a month later, in December 2023, Akash went back to Maldives to work for the same employer as the Maldives government started reissuing work visas. Contrary to Hamza and Mahin, he can visit his family back home at a regular interval.

We met another Bangladeshi, Sujan, in the capital city Male, where he works as a security guard. Sujan said he gets one month's paid leave every two years when he can visit his family back home.

"Switching the company without approval is a bad idea. When someone does that, the original employer files a 'missing' report with the authorities. These people face trouble legalising their stay," Akash explained.

"Staying illegally leaves them in constant fear of deportation, and deprives them of family visits. We had a worker who returned to Bangladesh after 12 years," he added.

Maldivian authorities are very strict about illegal migrants nowadays, he mentioned. "I know a person who hid under water to evade arrest, but police caught him from there.

"A tourist is allowed to stay for three months here. After that they will be fined $100 for each day of extra stay. So working here with a tourist visa is dangerous. If the fine is not paid, they will land in jail," Akash further said.

He added that 80% of the workers have legal status now, thanks to an opportunity given after Covid-19, but most of them have switched companies, which is problematic. He mentioned that airport authorities now bar entry of some tourists from Bangladesh if they suspect he is here for work.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Bangladeshi workers make up

Bangladeshis working in the Maldives outnumber other nationals, such as Indians, Sri Lankans and others, by a large margin. PHOTO: SYED ZAKIR HOSSAIN

The country allows 1 lakh people from one country. Bangladesh has fulfilled this quota. Apart from Bangladesh, people from India, Sri Lanka, Indonesia and Nepal also work in the country in large numbers. Bangladeshis outnumber them by a big margin.

Getting work in Maldives has become difficult, according to expatriates. Illegal workers have made the situation worse.

"There are many who work in exchange for just food and accommodation. This is leading to significantly lowered wages. When we deserve 12,000-14,000 MVR (Maldivian currency), we have to work for 5,000 MVR," complained Hamza, who himself switched companies without authorisation. Workers from other countries also work for less, according to expatriates.

Still there is a way

Recently, Bangladesh's High Commission in Maldives asked undocumented workers to get valid work permits from their current employers without any delay. But is it possible?

Md Sohel Parvez, Counsellor (labour) at the Bangladesh High Commission in Maldives, said there are two ways.

"The companies that filed missing reports against workers have to withdraw the report and take back the worker. If they do not want to do so, the workers can complain to the local Labour Relation Authority and explain why they fled their company. After investigation, if the explanation holds water, the agency will issue a letter in favour of the worker, based on which he can get a work permit with another company," he explained.

As to how many unregistered workers there are in Maldives, Sohel Parvez said 43,000 undocumented workers registered in 2019, and the High Commission estimates that there could be 10,000 to 15,000 undocumented workers at present. He added that there are an estimated one lakh documented workers in the country.

Sohel too acknowledged that switching employers is a big problem for Bangladeshi migrants in Maldives.

"Maldives immigration authorities are discouraging workers to switch companies and work on free visas. They are not allowing anyone to do business either," Sohel Parvez added.

"Maldives is not issuing work visas as the quota of one lakh visas per country has been fulfilled for Bangladesh. We have requested them to issue more visas, and are hoping that the country will do so," he said.

Meanwhile, the Maldivian envoy in Dhaka said on 17 September 2024 that Maldives will soon initiate the regularisation process for the undocumented Bangladeshi expatriates living in the country.

Maldives High Commissioner to Bangladesh Shiuneen Rasheed made the remark while paying a courtesy call on Foreign Affairs Adviser Md Touhid Hossain. During the meeting, the envoy appreciated the contributions of Bangladeshi migrant workers to the socio-economic development of Maldives.

প্রথম আলো • বুধবার, ১ জানুয়ারি ২০২৫

হবিগঞ্জে আকিজ ভেঞ্চারের কারখানায় বিস্ফোরণে প্রকৌশলীসহ নিহত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক, হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় আকিজ ভেঞ্চার লিমিটেডের কারখানায় গ্যাস থেকে বিস্ফোরণে এক প্রকৌশলীসহ চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। গুরুতর আহত দুজনকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে বাহুবল উপজেলার আব্দকামাল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন আকিজ ভেঞ্চারের প্রকৌশলী রিয়াজ উদ্দিন (৩০), গাজীপুরের গ্যাস সংযোগকারী প্রতিষ্ঠানের কারখানার শ্রমিক মিজান গাজী (৩৫), মাহফুজ মিয়া (৩০) ও ইব্রাহিম (৬০)। বাহুবল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম এ দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, বাহুবল উপজেলার আব্দকামাল গ্রামে চার বছর আগে দেশের অন্যতম শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপ একটি কারখানা স্থাপন করে। এ কারখানায় ডিটারজেন্ট পাউডার ও ডায়াপার তৈরি করা হয়। এখানে পাঁচ শতাধিক শ্রমিক কাজ করেন। গতকাল সকাল ৯টার দিকে কারখানার ভেতরে গ্যাস সরবরাহের চাপ পরীক্ষা করতে একটি দল কাজ শুরু করে। তারা গ্যাস-সংযোগের কাজ করা অবস্থায় হঠাৎ বিকট শব্দ হয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ঘটনাস্থলে মিজান গাজী ও মাহফুজ প্রাণ হারান। গুরুতর আহত রিয়াজ উদ্দিন ও ইব্রাহিম সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২ জানুয়ারি ২০২৫ ১৮ পৌষ ১৪৩১

জামায়াত নেতা ও ছাত্রদল কর্মীসহ সড়কে নিহত ১৭

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ১৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার ও আগেরদিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী ও হবিগঞ্জে পাঁচ মোটরসাইকেল আরোহীসহ সাতজন, ফরিদপুরে বাসচালক ও হেলপার, জয়পুরহাটে জামায়াত নেতা, নওগাঁয় বাসের সুপারভাইজারসহ দুজন, লক্ষ্মীপুরে ছাত্রদল কর্মী, কুষ্টিয়ায় ভ্যানচালকসহ দুজন এবং সাতক্ষীরায় বৃদ্ধ ও ময়মনসিংহে ভটভটিচালক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও

ফুলপুর (ময়মনসিংহ) : ফুলপুরে ভটভটি উলটে চালক ইসমাইল হোসেন মারা গেছেন। চানপুর ব্রিজের কাছে মঙ্গলবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তার বাড়ি উপজেলার ছনধরা ইউনিয়নের কুমারপাড়া গ্রামে।

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) : ভাঙ্গায় বাস-ট্রাক সংঘর্ষে নিহতরা হলেন—ট্রাকচালক নুর আলম ও বাস হেলপার কাদের মিয়া। নুর মাদারিপুরের শিবচর উপজেলার বাচামারা গ্রামের আইয়ুব আলী ছেলে আর ঝিনাইদহ সদর তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের মফিজুল মিয়া ছেলে কাদের মিয়া। বুধবার ভোরে উপজেলার চান্দ্রা ইউনিয়নের পুলিয়া এলাকায় কুয়াশার কারণে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক | বৃহস্পতিবার, ১৮ পৌষ ১৪৩১, ২ জানুয়ারি ২০২৫

বিভিন্ন স্থানে সড়কে ঝরল চার প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার ও মঙ্গলবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) সংবাদদাতা : ঢাকা-ভাঙ্গা হাইওয়ে এক্সপ্রেসের ভাঙ্গা উপজেলার পুলিয়া এলাকায় গতকাল বুধবার ভোরে ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা দেয়। এতে বাসের হেলপার ও ট্রাকচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ট্রাকচালক নুর আলম (৩০) মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার বাচামারা গ্রামের আইয়ুব আলী ছেলে আর বাসের হেলপার কাদের মিয়া (২৫) ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার তেতুলবাড়িয়া গ্রামের মফিজুল মালিতার ছেলে। শিবচর হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক তমাল সরকার জানান, গতকাল বুধবার ভোরে এক্সপ্রেসওয়ের পুলিয়া নামক স্থানে ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস সামনে থাকা একটি ট্রাককে পেছন দিক থেকে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকের চালক ও যাত্রীবাহী বাসের হেলপার নিহত এবং কয়েক জন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুইটি উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

তালা (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা : সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম আমানুল্লাহ কারিকর (৫৫)। বুধবার দুপুর ১টার দিকে মহাসড়কের তালা উপজেলার ত্রিশমাইল এলাকার অগ্রগতি রিসোর্টের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী অগ্রগতি রিসোর্টের আব্দুর ছবুর জানান, আমানুল্লাহ ভ্যান নিয়ে প্রায়ই ত্রিশমাইল মোড়ে থাকতেন। বুধবার বেলা ১টার দিকে তিনি যাত্রী আনতে পাটকেলঘাটার দিকে যাচ্ছিলেন। ঐ সময় একটি দ্রুতগামী বাস তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। তিনি আরো জানান, দুর্ঘটনার পরে এলাকাবাসী সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ করতে থাকে। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। পাটকেলঘাটা থানার ওসি মাইনুদ্দীন জানান, ঘটনাস্থল পুলিশ পরিদর্শন করেছে। সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়টি বর্তমানে হাইওয়ে পুলিশ দেখভাল করছে।

পাবনা প্রতিনিধি: পাবনায় মোটরসাইকেল ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত হলো পাবনা আইডিয়াল ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্র ইয়াসিন আরাফাত (১৬)। গত মঙ্গলবার রাতে শহরের বাইপাস এলাকায় এ দুর্ঘটনা

ঘটে। পাবনা সদর থানার ওসি আব্দুস সালাম বলেন, রাত ১১টার দিকে বাইপাস এলাকা থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে টার্মিনালের দিকে যাচ্ছিল ইয়াসিন। এ সময় সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে আহতাবস্থায় রাস্তার ওপর পড়ে ছিল। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। রাতেই পরিবারের কাছে ইয়াসিনের লাশ হস্তান্তর করা হয়।

প্রথম আলো • শনিবার, ৪ জানুয়ারি ২০২৫

এক্সপ্রেসওয়েতে আবার দুর্ঘটনা, চারজন নিহত

প্রথম আলো ডেস্ক

এক সপ্তাহের মাথায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে আবার দুর্ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার ভোরে ও গত বৃহস্পতিবার রাতে দুটি ঘটনায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন। পুলিশ বলছে, ঘন কুয়াশা ও বেপরোয়া গতির কারণে দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছে।

এর আগে গত ২৭ ডিসেম্বর দিনের বেলায় এক্সপ্রেসওয়ের ধলেশ্বরী টোল প্লাজায় দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি গাড়িতে বাসের ধাক্কায় দুই পরিবারের ছয়জন নিহত হয়েছিলেন।

গতকাল ভোরে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার হাঁসাড়া যাত্রীছাউনির সামনে এক্সপ্রেসওয়েতে ঢাকাগামী একটি বাস পেছন থেকে আরেকটি গাড়িকে ধাক্কা দেয়। এতে বাসচালকের সহকারী মো. রাকিব (২৫) ও সুপারভাইজর মো. সবুজ (৩৫) গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁদের মৃত্যু হয়। রাকিবের বাড়ি ঝিনাইদহ সদর ও সবুজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা সদরে।

বগুড়ার শেরপুর উপজেলার মির্জাপুর বাজার এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় গাড়িচাপায় নিহত হন রেস্তোরাঁর কর্মী শহিদুল ইসলাম (৪২)। তাঁর বাড়ি সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার হরিনাথপুর এলাকায়।

ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলায় বৃহস্পতিবার রাতে ঘন কুয়াশায় মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হন আওয়ামী লীগের নেতা ফজলুল করিম রতন (৫৫)। তিনি ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও জাটিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন প্রথম আলোর সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিরা]

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
পৌষ ১৪৩১, ৪ জানুয়ারি ২০২৫

বিভিন্ন স্থানে সড়কে ঝরল ১১ প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার ও বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান ও শ্রীনগরের ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে পৃথক দুর্ঘটনায় চার জন নিহত ও আহত হয়েছে অন্তত ২০ জন। এর মধ্যে নিমতলা এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কাভার্ডভ্যানকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় একটি মিনিবাস। এতে বাসটি দুমড়েমুচড়ে গিয়ে দুই জন নিহত ও আহত হন অন্তত ১৬ জন। নিহতদের মধ্যে একজন বাসযাত্রী ও অপর জন হেলপার। এদিকে শুক্রবার ভোরে এক্সপ্রেসওয়ের হাসাড়াতে ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কায় দুই জন বাসযাত্রী নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন চার জন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সোয়া ১১টায় সিরাজদিখান উপজেলার নিমতলা যাত্রী ছাউনি এলাকায় ও শুক্রবার ভোরে শ্রীনগর উপজেলার হাসাড়া এলাকার এক্সপ্রেসওয়েতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক ডা. ক্যামিলায়া সরকার জানান, পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চার জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুই জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা হলেন বাসের হেলপার মো. জীবন (৪৪) ও বাসযাত্রী মো. রায়হান (২৭)। হাসাড়া হাইওয়ে থানার ওসি মো. আব্দুল কাদের জিলানী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘন কুয়াশার কারণে এসব দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বিরামপুর (দিনাজপুর) সংবাদদাতা : বিরামপুর শহরের মির্জাপুর মোড়ে ট্রাক চাপায় এক অটোরিকশা চালক নিহত হয়েছেন। তার নাম হাবিবুর রহমান (৪৫)। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে মির্জাপুর মোড়ে দিনাজপুর থেকে গোবিন্দগঞ্জগামী একটি ট্রাক হাবিবুর রহমানের অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই হাবিবুর রহমানের মৃত্যু হয় এবং যাত্রী ইমরান আহত হন। বিরামপুর থানার ওসি মমতাজুল হক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। অপরদিকে ভাদুরিয়া বাজার থেকে বিরামপুর রোডের রঞ্জাদিঘী নামক স্থানে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অটোরিকশার সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে আহত মোটরসাইকেল চালক রাতুল মিয়া (২২) রাতে মারা গেছেন। বিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

সময়ের আলো
শনিবার। ৪ জানুয়ারি ২০২৫

সড়কে ঝরল ৭ প্রাণ

● সময়ের আলো ডেস্ক

সারা দেশে এক দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৯ জন। এর মধ্যে শুধু ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ জন নিহত হয়েছে। এ ছাড়া চট্টগ্রামে ১ জন, বগুড়ায় ১ জন ও গাইবান্ধায় ১ জন নিহত হয়েছে। সময়ের আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধির পাঠানো খবর :

আহত ৯

ঢাকা : ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ৫ জন। গত বৃহস্পতিবার রাত ১২টায় মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানের নিমতলা ও শুক্রবার ভোর ৪টার দিকে শ্রীনগরের হাঁসাড়া এলাকায় পৃথক দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিরা হলেন-মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার কল্লিগাঁও এলাকার প্রয়াত নুরুল ইসলামের ছেলে মো. জীবন শেখ (২৪), সিরাজদিখান উপজেলার ফকিরবাড়ির মহিউদ্দিন আহমেদের ছেলে মো. রায়হান (৩৬), ঝিনাইদহ জেলার হলিদনী গ্রামের মো. কাশেমের ছেলে মো. রাকিব (২৫), চুয়াডাঙ্গা জেলার সিএন্‌পি পাড়া গ্রামের মৃত আবুর হোসেনের ছেলে মো. সবুজ (৩৫)।

চট্টগাম : চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পটিয়া পৌরসদরের বাইপাস এলাকায় প্রাইভেটকার-ড্রাম ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোহাম্মদ হাবিব (৩০) নামে এক প্রাইভেটকার চালক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আহত হয়েছে ৪ জন। আহতরা হলো-মোহাম্মদ মামুন (৩০), রুবেল (৩০), মো. নাঈম (৩২) ও মো. মামুন (২২)। আহতদের বাড়ি গাজীপুর। শুক্রবার ভোর ৪টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুর থেকে একটি প্রাইভেটে কয়েকজন বন্ধু কক্সবাজার উদ্দেশে যাচ্ছিল। তাদের প্রাইভেটকারটি পটিয়া বাইপাস এলাকায় পৌঁছালে চট্টগ্রামমুখী একটি ড্রাম ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন গাড়িচালক হাবিব। পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের ডাক্তার ফরহাদ বিন হারুন জানান, একটি ড্রাম ট্রাক ও প্রাইভেটকারের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত ও ৪ জন আহত হয়েছেন। আহতদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গাইবান্ধা : জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা শহরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী হাফেজ জাহিদ হাসান (৩০) নামে মসজিদের এক ইমামের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শহরের পশ্চিম চৌমাথা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জাহিদ হাসান পার্শ্ববর্তী শিবগঞ্জ উপজেলার দাড়িদহ কালুপাড়া গ্রামের ছোলায়মান আলী ছেলে। বগুড়ায় একটি মসজিদে ইমামের দায়িত্ব পালন করতে সেখানে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, নিহত হাফেজ জাহিদ হাসান শুক্রবার সকালে তার শ্বশুরবাড়ী থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে কর্মস্থল বগুড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে গোবিন্দগঞ্জ পশ্চিম চৌমাথা নামক এলাকায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাথা ও মুখ থেতলে গিয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মোজাফফর হোসেন দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহত জাহিদ হাসান বগুড়ায় একটি মসজিদে ইমামের দায়িত্ব পালন করতেন। তার মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বগুড়া : ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের বাসের ধাক্কায় শহিদুল ইসলাম (৩৫) নামের এক পথচারী নিহত হয়েছেন। তিনি সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার হরিনাথপুর গ্রামের শাহজাহান আলীর ছেলে। গত বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে শেরপুর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের মির্জাপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, শহিদুল রাস্তার পূর্বপাশ থেকে পশ্চিমে পার হচ্ছিলেন। এ সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা হানিফ পরিবহনে বেপরোয়া গতির বাস তাকে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই নিহত হন পথচারী। তার মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ আজিজুল ইসলাম।

যুগান্তর
শুক্রবার ৩ জানুয়ারি ২০২৫
১৯ পৌষ ১৪৩১

পুলিশ সদস্যসহ সড়কে নিহত ৮

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতি ও বুধবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। তাদের মধ্যে রাজধানীতে পুলিশ কনস্টেবল, মাদারীপুরে যুবক, দিনাজপুরে অটোচালক এবং খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, চুয়াডাঙ্গা ও গাজীপুরে পাঁচ আরোহী রয়েছেন। এছাড়া মাদারীপুরের শিবচর ও রাজশাহীর বাঘায় ঘন কুয়াশায় দুর্ঘটনায় ৩১ জন আহত হয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের**

বাঘা (রাজশাহী) : ট্রাক-ভটভটি সংঘর্ষে ২১ গার্মেন্ট শ্রমিক আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বাঘা-লালপুর সড়কের পাইকপাড়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতরা সবাই বাঘা পৌর এলাকার বাসিন্দা ও ঈশ্বরদী ইপিজেডের গার্মেন্ট শ্রমিক। তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বণিক বার্তা - শুক্রবার, জানুয়ারি ৩, ২০২৫

তিন শ্রমিক দগ্ধ

ফরিদপুরের মধুখালীতে একটি ব্যাটারি কারখানায় রোটারি ড্রাম বিস্ফোরণে তিন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। গতকাল বিকালে পৌরসভার পরিক্ষীতপুরে আলতু খান জুট মিলের অভ্যন্তরে পান্না গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ভলতো ব্যাটারি কারখানায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দগ্ধ শ্রমিকদের প্রথমে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পান্না গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক লোকমান খান।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, ফরিদপুর

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৫ জানুয়ারি ২০২৫ ।

গাজীপুরে ড্রাম বিস্ফোরণে দগ্ধ শ্রমিকের মৃত্যু

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী ব্রিস্টল ফার্মায় কেমিক্যাল ড্রাম বিস্ফোরণে দগ্ধ জুনায়েদ হোসেন হৃদয় (১৭) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গতকাল সন্ধ্যায় কোনাবাড়ী থানার ওসি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহত হৃদয় কোনাবাড়ী হরিণাচালা এলাকার দেলোয়ার হোসেনের ছেলে। জানা যায়, ২৮ ডিসেম্বর বিকালে কোনাবাড়ী বিসিক শিল্প এলাকার ব্রিস্টল ফার্মা কারখানায় কেমিক্যাল ড্রাম বিস্ফোরণে চারজন দগ্ধ হন। বিস্ফোরণে আহত অপর তিনজন হলেন– রেদোয়ান আহমেদ (২৫), খালিদ আবদুল্লাহ (১৯) ও আরমান হোসেন (২২)। আহতদের ঢাকা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। –গাজীপুর প্রতিনিধি

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২০ পৌষ ১৪৩১
Dhaka : Saturday 4 January 2025

বাসের ছাদ থেকে পড়ে হেল্পার নিহত

প্রতিনিধি, ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর)

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে বাসের ছাদ থেকে পড়ে চালকের সহকারী আল-আমিনের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় উপজেলার রাণীগঞ্জ বাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আল-আমিনের বাড়ি সিরাজগঞ্জের চান্দায়কোনা এলাকায়। জানা যায়, এলাকার কাপড় ব্যবসায়ীরা সিরাজগঞ্জ থেকে কাপড় কিনে রেখা পরিবহণের একটি বাসের ছাদে করে নিয়ে আসছিলেন। পথিমধ্যে বাসটি রাণীগঞ্জ বাজার এলাকায় পৌঁছালে, ব্যবসায়ীদের কাপড়ের ঢোপ নামিয়ে দেয়ার জন্য ছাদে ওঠেন চালকের সহকারী আল-আমিন। এ সময় ছাদ থেকে কাপড়ের ঢোপ নামাতে গিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে ছাদ থেকে সড়কের ওপরে পড়ে যান তিনি। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে ঘোড়াঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক অল-আমিসকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘোড়াঘাট থানার ওসি নাজমুল হক জানান, নিহতের মরদেহ পুলিশ হেফাজতে নিয়ে তার পরিবারের লোকজনের সাথে যোগাযোগ করে তাদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। এই ঘটনায় থানায় পরবর্তী প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

যুগান্তর | শুক্রবার ১০ জানুয়ারি ২০২৫
২৬ পৌষ ১৪৩১

ট্রাকে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তিন যুবক নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তিন যুবক প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার ফায়ার সার্ভিস কার্যালয়ের সামনে হালুয়াঘাট-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া সাত স্থানে আরও দশজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে মেহেরপুরে দুই শিক্ষার্থীসহ তিনজন, নওগাঁ ও কুমিল্লায় দুই শিশু, চট্টগ্রামে বৃদ্ধসহ দুজন, ঝিনাইদহে মিস্ত্রি, নোয়াখালীতে শ্রমিক এবং কক্সবাজারে এনজিও কর্মী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

নোয়াখালী ও কোম্পানীগঞ্জ : কোম্পানীগঞ্জে বাসচাপায় শ্রমিক মাঈন উদ্দিন মারা গেছেন। তিনি উপজেলার চরকাঁকড়া ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের মজিবুল হকের ছেলে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার কবিরহাট-বসুরহাট সড়কের করালিয়া সবজি আড়তের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ৭ জানুয়ারি ২০২৫
২৩ পৌষ ১৪৩১

সড়কে একসঙ্গে প্রাণ গেল মামা-ভাগিনার

বিভিন্ন স্থানে ঝরল আরও চার প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় একসঙ্গে প্রাণ হারিয়েছেন মামা-ভাগিনা। এছাড়া আরও চার জেলায় নিহত হয়েছেন চারজন। তাদের মধ্যে মেহেরপুর সরকারি কর্মকর্তা, নড়াইলে পিকআপচালক, নাটোরের বাগাতিপাড়ায় মোটরসাইকেলচালক ও ময়মনসিংহের ভালুকায় মোটরসাইকেল আরোহী রয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

নড়াইল : সদর উপজেলায় পিকআপ ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত দয়াল দাস যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সুজাপুর গ্রামের নারান দাসের ছেলে। সোমবার ভোরে যশোর-কালনা মহাসড়কের হাওয়াইখালি ব্রিজে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর
শুক্রবার ১০ জানুয়ারি ২০২৫

রূপগঞ্জে স্পিনিং মিলে অগ্নিকাণ্ড বিপুল ক্ষতি

যুগান্তর প্রতিবেদন, রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)

রূপগঞ্জের তারাব পৌরসভার কর্ণগোপ এলাকার আল-রাজি স্পিনিং মিলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মেশিনের মেটালিক স্পার্কের কারণে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে কাঁচপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট এসে প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ব্যাপারে আল-রাজি স্পিনিং মিলের জেনারেল ম্যানেজার কাজী হাসানুল করিম বলেন, রাতের শিফটে কাজ চলার সময় মেশিনের মেটালিক ঘর্ষণের কারণে আগুনের সূত্রপাত হয়। এ ঘটনায় ফ্যাক্টরির মেকানিক্যাল আইটেম, রু-কটন, ইলেকট্রিক্যাল আইটেম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল টিনসহ বিপুল পরিমাণ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কাঁচপুর ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, খবর পেয়ে রাত সোয়া ১১টার দিকে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাই।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ৩ জানুয়ারি ২০২৫

চার জেলায় সড়কে ঝরল ৫ প্রাণ

রূপান্তর ডেস্ক

কক্সবাজারের উখিয়ায় বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এক রোহিঙ্গাসহ দুজন নিহত হয়েছে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে কাভার্ডভ্যান ও মোটরসাইকেল সংঘর্ষে এক যুবক নিহত হয়েছে। এদিকে ঝিনাইদহে বাসের ধাক্কায় এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছে। আবার বরিশালে বাসের চাপায় মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

ঝিনাইদহ : ঝিনাইদহ সদরের হাটগোপালপুর বাজারে বাসের ধাক্কায় লিয়াকত আলী (৬০) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছে। গতকাল সকালে হাটগোপালপুর বাজারের পাওয়ার হাউজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, ভ্যানে দুই শিশুকে নিয়ে হাটগোপালপুর মর্নিংসান কিন্ডারগার্ডেনে যাওয়ার পথে মুজিবনগর থেকে কুয়াকাটাগামী একটি বাস ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানচালক ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, দুর্ঘটনার পর বাসটি আটক করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ জানুয়ারি ২০২৫

গজারিয়ায় নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ধসে ১৪ শ্রমিক আহত

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় নির্মাণাধীন একটি ভবনের ছাদ ধসে পড়ে ১৪ নির্মাণ শ্রমিক আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে চার জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতরা হলেন রিয়াজুল, নাইম, মাহেদুল, মিন্টু, সমুন, মামুন আলী, আবুবকর, রাকিব, কামাল, মিরাজ, আল আমিন, রাজিউল, মানিক ও আজাদ। তাদের অধিকাংশের বাড়ি ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলায় বলে জানা গেছে।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আহত নির্মাণ শ্রমিক সুমন বলেন, গজারিয়া উপজেলার হোসেন্দী এলাকায় সিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভেতরে একটি ভবনের নির্মাণকাজ চলছিল। শনিবার ভবনটির ছাদ ঢালাইয়ের তারিখ ছিল। সকাল ৭টা থেকে আমরা প্রায় ৩০-৪০ জন শ্রমিক ঢালাই কাজ শুরু করি। সবকিছু ঠিকঠাক মতোই চলছিল কিন্তু দুপুর ১টার দিকে সাটারসহ ছাদের বড় অংশ ধসে পড়লে বেশ কয়েক জন আহত হন। গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. মো. সোলাইমান বলেন, আহতদের মধ্যে আজাদ, রাজিউল, আল আমিন ও সুমনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকিদের এই হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

বণিক বার্তা - শুক্রবার, জানুয়ারি ১০, ২০২৫

সাভারে অ্যাম্বুলেন্সকে বাসের ধাক্কার পর তিন যানে আগুন, নিহত ৪

গাইবান্ধা ও পলাশবাড়ীতে আরো দুজনের মৃত্যু

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় একটি অ্যাম্বুলেন্সসহ তিনটি যানবাহনে আগুন লেগে অ্যাম্বুলেন্সে থাকা চারজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো অন্তত সাতজন। এছাড়া চট্টগ্রামের মিরসরাই ও গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

সাভারের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস কন্ট্রোল রুমের ডিউটি অফিসার মো. রাকিবুল ইসলাম জানান, বুধবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ফুলবাড়িয়া পুলিশ টাউন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মহাসড়কের ঢাকা অভিমুখী লেনে একটি অ্যাম্বুলেন্স সড়কের ডিভাইডারে ধাক্কা লেগে থেমে গেলে পেছন থেকে আসা একটি বাস তাতে ধাক্কা দেয়। এতে অ্যাম্বুলেন্সের সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটে এবং অ্যাম্বুলেন্স ও বাসটিতে আগুন লেগে যায়। পরে আগুন লাগা বাসটিতে পেছন থেকে আরেকটি বাস ধাক্কা দেয়। এতে সেই বাসটিতেও আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় ১ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্সসহ তিনটি যানবাহন পুরোপুরি পুড়ে যায়। এ সময় অ্যাম্বুলেন্সে থাকা চারজনের মৃত্যু হয়। আহত অন্য সাতজন বাসের যাত্রী। আহতদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহতদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ।

এদিকে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। তার নাম নাঈমুল হোসেন। তিনি উপজেলা হিঙ্গুলী ইউনিয়নের পূর্ব হিঙ্গুলী ইসলামপুর গ্রামের সার্জেন্ট তোফাজ্জলের ছেলে। গতকাল দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনাপাহাড় এলাকার বিএসআরএম গেটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নাঈমুল হোসেন নিজাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র।

জোরারগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিএসআরএম এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাসের পেছনে ধাক্কা দেয় মোটরসাইকেল আরোহী নাঈমুল হোসেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যান তিনি মারা যান।

অন্যদিকে গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বিকল ট্রাকের পেছনে একটি বাস সজোরে ধাক্কা দিলে এর চালক আব্দুল্লাহ (২২) ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এতে আহত হয়েছে অন্তত ১০ জন যাত্রী। পলাশবাড়ী পৌর শহরের ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে আখ ক্রয় কেন্দ্র এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল্লাহ কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার হাজিরহাট কালাপানি এলাকার নাছির উদ্দিনের ছেলে।

যুগান্তর
বুধবার ৮ জানুয়ারি ২০২৫
২৪ পৌষ ১৪৩১

বিদ্যুতায়িত হয়ে হাতির মৃত্যু

লামায় বন্যহাতির আক্রমণে প্রাণ গেল কৃষকের

বান্দরবান ও দক্ষিণ প্রতিনিধি

বান্দরবানের লামায় বিদ্যুতায়িত হয়ে একটি বন্যহাতির মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে বন্যহাতির আক্রমণে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত কৃষকের নাম ফরিদুল আলম (৪৪)। সোমবার রাতে এ ঘটনা ঘটেছে। বনবিভাগ ও স্থানীয়রা জানান, লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের কুমারী এলাকায় পাকা ধানখেতে এসে বিদ্যুতায়িত হয়ে বন্যহাতিটির মৃত্যু হয়। হাতিটি গর্ভবতী বা মা হাতি ছিল বলে জানিয়েছেন বনবিভাগের সদস্যরা। খবর পেয়ে বনবিভাগের লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃত বন্যহাতির বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছেন।

অন্যদিকে বন্যহাতির দল তাড়াতে গিয়ে হাতির আক্রমণে কৃষক ফরিদুল আলম নিহত হন। তিনি বিছন্যার ছড়া এলাকার মৃত আলী আহমদের ছেলে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আবু ওমর বলেন, সোমবার রাতে ৬-৭টি বন্যহাতির পাল কুমারী এলাকায় ফসল খেতে পাহাড় থেকে নেমে আসে। এ সময় হাতি তাড়াতে গিয়ে বন্যহাতির আক্রমণের শিকার হন ফরিদুল আলম। খবর পেয়ে এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী চকরিয়া হাসপাতালে নিলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। দুটি মৃত্যুর ঘটনা নিশ্চিত করেছেন লামা বনবিভাগের কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান। ঘটনাস্থলটি দুর্গম পাহাড়ি জনশূন্য এলাকা হওয়ায় সেখানে পৌঁছাতে সময় লেগেছে। নিহত কৃষকের পরিবারকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সহায়তা দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। মৃত হাতির আলামত সংগ্রহ করে হাতিটি মাটিচাপা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বনবিভাগ।

সময়ের আলো
বুধবার। ৮ জানুয়ারি ২০২৫।

বৈদ্যুতিক ফাঁদে প্রাণ হারানো হাতির সঙ্গীর আক্রমণে কৃষকের মৃত্যু

■ চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

কক্সবাজারের চকরিয়ায় হাতির আক্রমণে ফরিদুল আলম নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আর তার দেওয়া বৈদ্যুতিক তারে স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে আক্রমণকারী হাতির সঙ্গী আরও এক মা-হাতির। গত সোমবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার ফাঁসিয়াখালীর সীমান্তবর্তী লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের কুমারীর বিচাইন্নারছড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া বন্য হাতিটি গর্ভধারণ অবস্থায় ছিল।

লামা বন বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা এ কে এম আতা এলাহী বলেন, বিচাইন্নারছড়া এলাকার পাহাড়ের ঢালুতে বেশিরভাগই তামাক ক্ষেত। যে তামাক ক্ষেতে হাতির মৃত্যু হয়েছে, তার মালিক ফরিদুল আলম। গতকাল রাতেই মৃত হাতির সঙ্গী পুরুষ হাতির আক্রমণে মারা যান তিনিও।

বণিক বার্তা বুধবার, জানুয়ারি ৮, ২০২৫

ফরিদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় স্বামী-স্ত্রীসহ মাইক্রোবাসের পাঁচ যাত্রী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় আরো সাতজনের প্রাণহানি

গাজীপুর: গতকাল বিকালে পাঁচ যাত্রী নিয়ে কালিয়াকৈরে যাচ্ছিলেন অটোরিকশাচালক করিম মিয়া। এ সময় কালিয়াকৈর থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রাক চেয়ারম্যান বাজারে অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে ঘটনাস্থলেই নয়ন নামে এক যাত্রী নিহত হন। আহত চারজনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আরো দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতরা হলেন, উপজেলার টান সুত্রাপুর গ্রামের বাসুদেব দাসের ছেলে সুদিপ দাস (৩৭), গোবিন্দপুর গ্রামের রিয়াজুল ইসলামের ছেলে ও অটোচালক করিম মিয়া (৪২) এবং নয়ানগর গ্রামের গোপাল চন্দ্র রায়ের ছেলে অয়ন রায় (৩৫)।

প্রথম আলো • বুধবার, ৮ জানুয়ারি ২০২৫

ট্রেন-মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে নিহত ৫

অরক্ষিত রেলক্রসিং

ফরিদপুরের এ দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে চারজন নারী। এক দম্পতি রয়েছে। আহত চারজন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ফরিদপুর*

ফরিদপুর সদরে ট্রেন ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে এক দম্পতিসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে গেরদা এলাকায় রাজবাড়ী-ভাঙ্গা রেলপথের মুন্সিবাজার ক্রসিংয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন নারায়ণগঞ্জের ভূঁইয়াপাড়ার বাসিন্দা মামুন চৌধুরী (৫০), তাঁর স্ত্রী ফাহমিদা শারমীন (৪০), শ্যালক শহিদ ভূঁইয়ার স্ত্রী আতিফা রহমান (৩৬), চাচাতো ভাই হাসিব জহিরের স্ত্রী সাজিয়া সাজু (৪৫) ও চাচাতো বোন বন্দর থানার দড়িমোল্যাকান্দা এলাকার উম্মে তাসরুমা (৩০)। এ ঘটনায় লিটন চৌধুরীর মেয়ে তাসরিফ আক্তার (১৮), শ্যালিকা অরিন (৩৫), মাইক্রোবাসচালক নাজমুল হোসেনসহ (৩৫) চারজন আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী কাফুরা এলাকার বাসিন্দা আবু নাইম বলেন, রেললাইনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী মধুমতী এক্সপ্রেস ট্রেনটি মাইক্রোবাসটিকে ঠেলে প্রায় ১০০ গজ দূরে নিয়ে যায়। পরে রেললাইনের পাশের একটি পিলারে ধাক্কা

ট্রেনের ধাক্কায় খাদে পড়া মাইক্রোবাস। গতকাল দুপুরর ফরিদপুরের গেরদা এলাকায়। প্রথম আলো

লেগে মাইক্রোবাসটি খাদে পড়ে যায়।

সরেজমিনে দেখা যায়, মুন্সিবাজার রেলক্রসিংটিতে কোনো গেট নেই। রেলক্রসিং-সংলগ্ন রাস্তার দুই পাশে কয়েকটি দোকান রয়েছে। কিছু গাছ আছে। আরেক প্রত্যক্ষদর্শী শেখ জাফর বলেন, দোকান থাকার কারণে হুইসেল না দিলে ট্রেন আসছে কি না, বোঝা যায় না। আজও (গতকাল) তাই হয়েছিল।

মুন্সিবাজার রেলক্রসিং রেল বিভাগের অনুমোদিত নয় উল্লেখ করে ফরিদপুর রেলের স্টেশনমাস্টার তাকদির হোসেন বলেন, তবে ক্রসিংটি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে গেট ও গেটম্যান দেওয়ার জন্য তিনি রেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে অনুরোধ জানাবেন।

রেলওয়ে রাজবাড়ী থানার ওসি মো. সিদ্দিকুর ইসলাম বলেন, স্বজনদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

সড়কে সাতজন নিহত

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চেয়ারম্যান বাজার এলাকায় গতকাল বিকেলে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত ও দুজন আহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন করিম মিয়া (৪২), অয়ন রায় (৩৫) ও সুদীপ দাস (৩৭)।

গাজীপুরের শ্রীপুরে মাইক্রোবাসচাপায় নিহত হন পথচারী আবুল মনসুর (৫০)। তিনি একটি কারখানার নিরাপত্তাকর্মী ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় একটি ফর্কলিফট (মালামাল তোলার যন্ত্র) মাইক্রোবাসের পেছনে আছড়ে পড়লে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নওগাঁর মহাদেবপুরের তেরোমাইল এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন দুজন। তাঁরা হলেন উচ্চমাধ্যমিক প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ফারদিন (২০) ও শ্যামপুর গ্রামের রেজুয়ান ইসলাম (২১)।

পঞ্চগড় শহরে গতকাল সন্ধ্যায় বাসচাপায় নিহত হন এনজিও কর্মী হোসনে আরা (৪২)।

ঢাকার সাভারে গত রোববার সকালে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ঢোকার জন্য মহাসড়ক পার হওয়ার সময় বাসচাপায় আহত হয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানটির সহকারী প্রোগ্রামার মো. রুস্তম রাব্বানী। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সকালে তিনি মারা যান।

সময়ের আলো রোববার। ১২ জানুয়ারি ২০২৫।

তিন নারী শ্রমিকসহ সড়কে ৫ মৃত্যু

● সময়ের আলো ডেস্ক

তিনজন নারী শ্রমিকসহ পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় শনি ও শুক্রবার রাতে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে মাধবপুর এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা শ্রমিকবাহী লেগুনাকে চাপা দেয় একটি বাস। এতে তিন নারী শ্রমিকের মৃত্যু হয়। এ ছাড়া মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া ও নড়াইল সদরে আলাদা দুটি দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

হবিগঞ্জ : ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ঘন কুয়াশায় বাস ও লেগুনার সংঘর্ষে তিন নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তারা হলেন–পাইওনিয়ার ডেনিম লিমিটেডের জুনিয়র অপারেটর রুমি আক্তার, দিলারা বেগম ও উর্মি আক্তার। শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে মহাসড়কের হবিগঞ্জ মাধবপুর উপজেলার শাহজী বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলে দুই নারী মারা যান এবং সিলেটে নেওয়ার পথে আরও একজনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় আরও ৩ জন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি এটিএম মাহমুদুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে শাহজী বাজার এলাকায় পাইওনিয়ার ডেনিম লিমিটেডের শ্রমিকরা একটি লেগুনায় বসা ছিলেন। এ সময় ঘন কুয়াশার কারণে দাঁড়িয়ে থাকা লেগুনাকে একটি বাস এসে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে রুমি আক্তার ও দিলারা বেগম মারা যান। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে উর্মি আক্তার মারা যান। এ ঘটনায় আরও ৩ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) : গজারিয়ায় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় হাফেজ সৈয়দ আহমদ (৫৭) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। শনিবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের জামালদী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত হাফেজ সৈয়দ আহমদ নারায়ণগঞ্জের দীঘলদী এলাকার মৃত গুন মিয়ার ছেলে। তিনি উপজেলার হোসেন্দী ইউনিয়নের ভাটি বলাকি মসজিদের ইমাম ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শিক্ষক ছিলেন।

ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ হুমায়ুন কবির জানান, সকালে ওই মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন সৈয়দ আহমদ। এ সময় একটি অজ্ঞাত গাড়ি তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

নড়াইল : সদর উপজেলায় তুলরামপুর এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তামিম মোল্যা (২২) নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার রাত ৩টার দিকে সদর উপজেলার কালনা-নড়াইল-যশোর মহাসড়কের তুলরামপুর ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তামিম মোল্যা উপজেলার তুলরামপুর ইউনিয়নের চাচড়া গ্রামের দাউদ মোল্যার ছেলে। তিনি ঢাকায় একটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন।

নড়াইলের তুলরামপুর হাইওয়ে থানার ওসি জাফর আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৫ পৌষ ১৪৩১
Dhaka : Thursday 9 January 2025

শুঁটকি পল্লীতে কোল্ড স্ট্রোকে জেলের মৃত্যু

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের শ্যালার চর শুঁটকি পল্লীতে কোল্ড স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মোস্তফা শেখ নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার ভোর ৪টায় প্রচণ্ড শীতে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। মৃত মোস্তফা শেখ বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার সোনাতুনিয়া গ্রামের আহম্মদ আলী শেখের ছেলে। তিনি শ্যালার চর শুঁটকি পল্লীর মহাজন লিটন মোল্লার ডিপোতে শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণের কাজ করতেন।

পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের শ্যালার চর টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কুর্মকর্তা ফরেস্টার দিলীপ মজুমদার জানান, প্রচণ্ড শীতে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মোস্তফা শেখ মারা যান। তার মরদেহ গত মঙ্গলবার সকালে ট্রলারে গ্রামের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।

রোববার, জানুয়ারি ১২, ২০২৫ ■ পৌষ ২৮, ১৪৩১ বণিকবার্তা

হবিগঞ্জে তিনজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৮

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের কয়েকটি জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আটজনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে হবিগঞ্জে গাড়ির ধাক্কায় তিন নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এছাড়া কুষ্টিয়া, গোপালগঞ্জ, নাটোর, নড়াইল ও খাগড়াছড়িতে আরো পাঁচজনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

সিলেট : হবিগঞ্জের মাধবপুরে গাড়ির ধাক্কায় বাদশা পাইওনিয়ার কোম্পানির তিন নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৮টায় উপজেলার শাহজিবাজার বাদশা কোম্পানির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন বানিয়াচং উপজেলার মজলিশপুর গ্রামের মনসুর মিয়ার মেয়ে উর্মি আক্তার (২০), নবীগঞ্জ উপজেলার জান্তরি গ্রামের কাইয়ুম উল্লাহর মেয়ে দিলারা বেগম (৩২) ও বাদশা পাইওনিয়ার কোম্পানির সিনিয়র অপারেটর রুমি আক্তার (২৫)।

মাধবপুর থানার ডিউটি অফিসার সাইদুল হক জানান, নিহত তিন নারী সকালে একটি টমটমে শাহজিবাজার বাদশা পাইওনিয়ার কোম্পানিতে নিজ কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। ঘন কুয়াশায় দেখতে না পেয়ে একটি গাড়ি তাদের বহন করা টমটমে ধাক্কা দেয়। এ সময় টমটম উল্টে ওই তিন নারী প্রাণ হারান।

কুষ্টিয়া : ডাম্প ট্রাকচাপায় রাজু আহাম্মেদ (২০) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো তিন শ্রমিক। তাদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। গতকাল সকালে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার সৈয়দ মাস-উদ রুমী সেতু এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাজু কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের কামারতলা গ্রামের আয়ুব আলীর ছেলে।

রাজু লেখাপড়ার পাশাপাশি নলকূপ শ্রমিকের কাজ করতেন। আহত শ্রমিক মিরাজুল, আসলাম ও বিল্লাল একই এলাকার বাসিন্দা। কুষ্টিয়া হাইওয়ে থানার ওসি সৈয়দ আল মামুন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গোপালগঞ্জ : জেলার কাশিয়ানীতে ইটবোঝাই ট্রলির ধাক্কায় রহিমা বেগম (৭০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। উপজেলার ঘোনাপাড়ায় গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রহিমা ঘোনাপাড়া গ্রামের মৃত রফিক মোল্লার স্ত্রী।

নাটোর : জেলার নলডাঙ্গায় বাস ও ট্রলির সংঘর্ষে ট্রলিচালক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন তার সহকারী। গতকাল সকালে এ দুর্ঘটনায় আহত হন চালক মো. রাজিব হোসেন ও তার সহকারী মো. আশরাফ আলী। পরে তাদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুরে মারা যান রাজিব হোসেন। তিনি উপজেলার তেলকুপি গ্রামের মো. আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

বণিকবার্তা শনিবার, জানুয়ারি ১১, ২০২৫ ■ পৌষ ২৭, ১

ছয় জেলায় সড়কে প্রাণ গেল ১১ জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ঢাকাসহ ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১১ জন। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে গতকাল বিকাল পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

বগুড়ার শেরপুর উপজেলার গাড়িদহ এলাকায় একটি পেট্রলপাম্পের সামনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে গতকাল দুপুরে ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। নিহত দুজনের একজন দুলাল হোসেন (৪০)। অন্যজনের পরিচয় জানা যায়নি (৩২)। এতে বাস ও ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। আহতদের উদ্ধার করে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর দুলাল মারা যান। তার বাড়ি নওগাঁয়। অন্যজন মারা যান শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়ার পথে। উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা মো. সোহেল রানা বলেন, 'বাসটির চাকা ফেটে গেলে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।'

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন বলেছে, নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের সেতুভাঙ্গা এলাকায় ফেনী-নোয়াখালী সড়কে সকাল ৯টার দিকে দ্রুতগতির একটি বাসের ধাক্কায় রিকশাচালক মো. লোকমান (৩৪) সড়কের পাশে ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। বেলা ১১টার দিকে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের চরএলাহী এলাকায় দুটি মোটরসাইকেল পাল্লা দিয়ে চালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের গাছে ধাক্কা খায়। এতে ওই দুই মোটরসাইকেলে থাকা চার বন্ধু গুরুতর আহত হন। তাদের মধ্যে লোকমান হোসেন ওরফে সোহাগ (২৮) ও মো. সমির (২৫) মারা গেছেন। নিহত দুজনের বাড়ি কোম্পানীগঞ্জের চরকাঁকড়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে।

রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কের কাওলায় বৃহস্পতিবার রাত ২টার দিকে রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন শারীরিক প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক মকবুল হোসেন (৪৫)। কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার বাড়ি কুড়িগ্রামের রৌমারীতে।

গতকাল বিকালে রাজধানীর শনির আখড়ায় চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে রাস্তায় পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান গৃহবধূ আলো বেগম (২০)। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার বাসা গেন্ডারিয়ার শহীদনগরে। আলোর স্বামী রনি মোটরসাইকেলটি চালাচ্ছিলেন। তাদের একমাত্র ছেলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

ঢাকার আশুলিয়ার বাইপাইল বাসস্ট্যান্ডে নবীনগর-কালিয়াকৈর সড়কে সকালে ট্রাকের চাপায় রেজাউল (২৫) নামে এক যুবক নিহত হন। তিনি আশুলিয়ায় একটি পরিবহন কোম্পানির বাসের চেকার ছিলেন।

বরিশালের গৌরনদীতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এক পীরের মাজারের সামনে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন উষা রানী শীল (৭৫) নামে এক বৃদ্ধা। তার বাড়ি উপজেলার রামসিদ্ধি গ্রামে।

নীলফামারীর জলঢাকার কাঁঠালী ইউনিয়নের কাঁঠালী বাজার নামক স্থানে গতকাল বিকালে বালি পরিবহনকালে ট্রাক্টরসহ একটি ট্রলি উল্টে গিয়ে প্রকাশ চন্দ্র রায় (২৩) নামে এক শ্রমিক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তার বাড়ি বালাগ্রাম ইউনিয়নের ছিট মীরগঞ্জ গ্রামে।

নাটোরের গুরুদাসপুরের নাজিরপুর ইউনিয়নের বীরবাজার এলাকায় সকালে শ্যালোচালিত অবৈধ পাওয়ার ট্রলির সঙ্গে সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে আবদুল আলিম (২৮) নামে এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। তিনি নাটোর সদর থানার বাগরোম এলাকার ওয়াজেদ আলীর ছেলে।

সোমবার, জানুয়ারি ১৩, ২০২৫ ■ পৌষ ২৯, ১৪৩১ বণিক বার্তা

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জেলায় ১০ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ফরিদপুরে দুটি দুর্ঘটনায় চারজনের প্রাণহানি হয়েছে। এছাড়া নওগাঁ, রাজবাড়ী, নাটোর, দিনাজপুর ও মাগুরায় আরো ছয়জন নিহত হয়েছেন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৪৭ জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

ফরিদপুর: মধুখালীতে বাসচাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা পৌনে ১টার দিকে উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের বোয়ালিয়ায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মাগুরা সদর উপজেলার পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকার সাধন দাসের ছেলে বাঁধন দাস (২৭) ও তার শ্যালক প্রান্ত সরকার (১৯)। প্রান্ত ফরিদপুর সদর উপজেলার উত্তর শোভারামপুর এলাকার গোকুল সরকারের ছেলে।

অন্যদিকে নগরকান্দা উপজেলার বাশাবাড়ি এলাকায় বাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন বাসের অন্তত ৩০ যাত্রী। গতকাল সকাল ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কুষ্টিয়া থেকে আসা আরিফ মীম পরিবহনের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় ঘটনাস্থলেই আরিফ মীম পরিবহনের দুই যাত্রী নিহত হন। তবে তাদের পরিচয় জানা যায়নি।

নওগাঁ: জেলার বদলগাছিতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল খোজাগাড়ী গ্রামে আমিনুর ইসলাম মন্টু ভ্যানে করে সন্যাসতলী মোড় থেকে গোবরচাঁপা আসছিলেন। পথে তালতলী মোড়ে ভ্যানের অ্যাকসেল ভেঙে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান। এ ঘটনায় আরো দুজন আহত হন। অন্যদিকে ভাণ্ডারপুর-মিঠাপুর সড়কে গভীর নলকূপের পাশে চলন্ত ট্রলি থেকে ছিটকে পড়ে নিহত হয়েছেন জয় রাহুল নামে ওই ট্রলির হেলপার। তিনি খোকসাবাড়ী গ্রামের আমিনুর ইসলামের ছেলে।

রাজবাড়ী: কালুখালীতে দুই বাসের সংঘর্ষে এক চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন। শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার গড়িয়ানা এলাকায় রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বাচ্চু শেখ (৪৮) গোল্ডেন লাইন পরিবহনের চালক ছিলেন। তিনি ফরিদপুর জেলার মোনছের শেখের ছেলে। পাংশা হাইওয়ে থানার ওসি মো. হারুন অর রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নাটোর: বালিবোঝাই ট্রাক উল্টে বালির নিচে চাপা পড়ে ওসমান আলী (৫০) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে সদর উপজেলার পূর্ব হাগুড়িয়া ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা বালি সরিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।

দিনাজপুর: জেলার ঘোড়াঘাটে ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মিজানুর রহমান নামে এক ভ্যান যাত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৮টার দিকে উপজেলার ভেলাইন ভাণ্ডারি বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মিজানুর রহমান (৪০) ঘোড়াঘাট উপজেলার কুলানন্দপুর গ্রামের আবু বক্কর সিদ্দিকের ছেলে।

মাগুরা: বাসের ধাক্কায় রুমান আলী (২৬) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল মাগুরা সদর উপজেলার ভাবনহাটির ঢালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর | সোমবার ১৩ জানুয়ারি ২০২৫ ২৯ পৌষ ১৪৩১

ফরিদপুরে সড়কে ঝরল ৪ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

ফরিদপুরের নগরকান্দা ও মধুখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। রোববার নগরকান্দার ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের বাসাগাড়ী ও ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মধুখালী উপজেলার বোয়ালিয়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। এছাড়া চার স্থানে আরও পাঁচজন মারা গেছেন। তাদের মধ্যে নাটোরে ইউপি সদস্যসহ দুজন, দিনাজপুরে যাত্রী, রাজবাড়ীতে চালক এবং নওগাঁয় ব্যবসায়ী রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

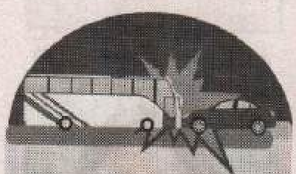

ইউপি সদস্যসহ চার স্থানে নিহত আরও ৫

ফরিদপুর, নগরকান্দা ও মধুখালী : নগরকান্দায় বাস-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত দুজনের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তার নাম সাজ্জাদ খাঁ। তিনি মধুখালীর বাসিন্দা। এছাড়া মধুখালী উপজেলার বোয়ালিয়ায় নিহতদের মধ্যেও একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি ফরিদপুর সদরের শোভারামপুর এলাকার সাধন চন্দ্র দাসের ছেলে বাধন কুমার দাস।

নাটোর ও লালপুর : লালপুরে ট্রাক চাপায় ইউপি সদস্য জহুরুল ইসলাম গোল্পী প্রাণ হারিয়েছেন। শনিবার রাতে গোপালপুর-বনপাড়া সড়কের মধুবাড়ী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি উপজেলার গৌরীপুর গ্রামের মৃত গফুর মৃধার ছেলে এবং ঈশ্বরদী ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য ছিলেন। এছাড়া সকালে ট্রাক উলটে পথচারি ওসমান আলীর মৃত্যু হয়েছে। সদর উপজেলার পূর্ব হাগুড়িয়া ব্রিজ এলাকায় নাটোর-বগুড়া মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ওসমান ওই এলাকার আকবর আলীর ছেলে।

হাকিমপুর (দিনাজপুর) : ঘোড়াঘাটে যাত্রীবাহী ভ্যানে ট্রাকের ধাক্কায় যাত্রী মিজানুর রহমান নিহত হয়েছেন। রোববার উপজেলার ভেলাইন ভান্ডারী বাজার এলাকায় মহাসড়কে দুর্ঘটনা ঘটে। মিজান উপজেলার কুলানন্দপুর গ্রামের আবু বক্কর সিদ্দিকের ছেলে।

রাজবাড়ী : দুই বাসের সংঘর্ষে চালক বাচ্চু শেখ নিহত হয়েছেন। শ?নিবার কালুখালী? উপজেলার গড়িয়ানা ব্রিজে রাজবাড়ী-কু?ষ্টিয়া আঞ্চ?লিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাচ্চু বাসচালক ছিলেন। তিনি ফরিদপুর সদর কোতোয়ালি থানার কোমরপুর গ্রামের মোনছের শেখের ছেলে।

মহাদেবপুর (নওগাঁ) : মহাদেবপুরে রোববার মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ব্যবসায়ী মোজাফফর রহমানের মৃত্যু হয়েছে। মোজাফফর উপজেলার রামরায়পুর গ্রামের মকবুল হোসেন শাহের ছেলে।

যুগান্তর | বুধবার ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ ১ মাঘ ১৪৩১

যুবক ও শিক্ষার্থীসহ সড়কে নিহত ৮

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থীসহ আটজন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে রাজধানীতে শিক্ষার্থী, বগুড়ায় মোটরসাইকেলচালক, মানিকগঞ্জে আরোহী, রাজশাহীতে কিশোরসহ দুজন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং গাজীপুরে দুই যুবক রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : শ্যামপুরে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী শিক্ষার্থী তাজিদ চয়ন নিহত হয়েছে। সে সিটি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল। এ ঘটনায় তার বন্ধু আহত হয়েছে। সোমবার মধ্যরাতে ধোলাইপাড় ডেন্টাল হাসপাতালের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বগুড়া : বগুড়ায় রাস্তা পারের সময় বাসের ধাক্কায় চালক নিরঞ্জন চন্দ্র সরকারের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাতে শহরতলির তেলিপুকুর এলাকায় অতিথি ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিরঞ্জন নাটোরের সিংড়া উপজেলার সরকারপাড়ার প্রিয়নাথ সরকারের ছেলে।

বাঘা (রাজশাহী) ও লালপুর (নাটোর) : বাঘায় ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে কিশোর ফয়সাল হোসেন ও যুবক নাসির উদ্দিন নিহত হয়েছেন। সোমবার রাতে চারঘাট-বাঘা মহাসড়কের মনিগ্রামের বিনোদপুর সাজির বটতলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফয়সাল লালপুর উপজেলার মোমিনপুর বাপনা গ্রামের বাবর আলীর ছেলে এবং নাসির উদ্দিন একই এলাকার মানিক হোসেনের ছেলে।

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) : সিংগাইরে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে আরোহী ইউসুফ নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার উপজেলার বায়রা ইউনিয়নের বাইমাইল সানাইল এলাকার চকের ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ইউসুফ মানিকগঞ্জ সদর থানার চর গোবিন্দপুর গ্রামের আরশাদ আলীর ছেলে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : ট্রাক্টরের চাপায় পরিচ্ছন্নতাকর্মী আল-আমিন মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার পৌর এলাকার ছয়বাড়িয়া মহল্লার ডাম্পিং এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আল আমিন সরাইল উপজেলার আইরল গ্রামের সালাম মিয়ার ছেলে।

কালিয়াকৈর ও শ্রীপুর (গাজীপুর) : কালিয়াকৈর উপজেলার বোর্ডঘর এলাকায় ট্রাক-অটো সংঘর্ষে যুবক আরিফুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। অটোচালক আরিফুল বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার সোনাতাইল এলাকার ফরিদ সরকারের ছেলে। তিনি উপজেলার বোর্ডঘর এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে অটো চালাতেন। এছাড়া শ্রীপুরে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী একলাছ নিহত হয়েছেন। তিনি কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার করগাঁও ইউনিয়নের মধ্যবাট্টা গ্রামের ছফির উদ্দিনের ছেলে।

দেশ রূপান্তর রবিবার, ১২ জানুয়ারি ২০২৫,

সড়কে প্রাণ গেল ৭ জনের

রূপান্তর ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে গতকাল শনিবার কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ড্রাম ট্রাকের চাপায় এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেছেন বিক্ষুব্ধ জনতা। মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে রাস্তা পারাপারের সময় এক মসজিদের ইমাম নিহত হয়েছেন। গোপালগঞ্জের মাধবপুরের শাহজিবাজার এলাকার রিয়াজনগরে বাসের ধাক্কায় টমটমের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। কাশিয়ানীতে ইটবোঝাই ট্রলির ধাক্কায় ৭০ বছর বয়সী বৃদ্ধা প্রাণ হারিয়েছেন।

গত শুক্রবার রাতে নীলফামারীতে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় এক কলেজ শিক্ষার্থী প্রাণ হারান। বিস্তারিত আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে :

কুমারখালীতে বালুবাহী ট্রাকচাপায় শ্রমিক নিহত : কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ড্রাম ট্রাকের চাপায় এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তার নাম মো. রাজু (২৪)। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আরও তিন শ্রমিক। গতকাল শনিবার সকাল ৮টা ১০ মিনিটের দিকে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের বাঁশআড়া এলাকা এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন একই এলাকার সিরাজুল (৩৫), বিল্লাল (৩৩) ও আশরাফ (৩৫)। তারা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে গড়াই নদী থেকে বালু উত্তোলন ও সড়কে ড্রাম ট্রাক চলাচল বন্ধ ও দুর্ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেন কয়েকশ বিক্ষুব্ধ জনতা। তারা সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী সড়কের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে এ কর্মসূচি পালন করেন। এতে সড়কের পশ্চিম ও পূর্বদিকে কয়েক কিলোমিটার যানজট ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করলে অবরোধ তুলে নেন তারা।

অন্যদিকে সড়কের দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়াই নদীর কয়াবাজার এলাকায় ৯টি ড্রাম ট্রাক, পাঁচটি ভেকু ও দুটি প্লেটার যন্ত্র ভাঙচুর এবং যন্ত্রগুলোর ব্যাটারি ও যন্ত্রাংশ লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক ধারণা করছেন ক্ষতিগ্রস্তরা।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, শনিবার সকাল ৮টা ১০ মিনিটের দিকে একটি ড্রাম ট্রাক একটি পাখিভ্যানকে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানের চালকসহ চার যাত্রী ছিটকে পড়েন এবং ট্রাকটি রাজুর মাথায় চাপা দিয়ে নদীতে চলে গেলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। অন্য তিনজন গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

তারা আরও জানায়, দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষুব্ধ জনতা বালু উত্তোলন ও সড়কে ড্রাম ট্রাক বন্ধ এবং ঘটনায় জড়িতের শাস্তির দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। অন্যদিকে উৎসুক জনতা নদীতে থাকা কিছু ড্রাম ট্রাক ও বালু কাটা যন্ত্রে ভাঙচুর ও যন্ত্রাংশ লুটপাটের ঘটনা ঘটায়।

নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক শ্রমিক ও গাড়িচালকরা বলেন, কয়ার নাছির উদ্দিনের ছেলে মো. পিকলুর নেতৃত্বে ২০-৩০ জন এসে ট্রাক ও যন্ত্রগুলোয় ভাঙচুর এবং লুটপাট করেছে।

ঠিকাদার জাহিদুল হোসেন বলেন, সড়কের দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি পক্ষ অন্তত ১৭টি যানবাহনে ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে। এতে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। থানায় মামলা করা হবে।

অভিযোগ অস্বীকার করে মো. পিকলু ফোনে বলেন, 'ঘটনার সময় নদীতে ছিলাম। অপরিচিত ছেলেপেলে ভাঙচুর করেছে। আমি জড়িত নই।'

কুষ্টিয়া হাইওয়ে পুলিশের ওসি সৈয়দ আল মামুন বলেন, ড্রাম ট্রাকের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছেন। মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা প্রায় দেড় ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করেছিল। এতে কয়েক কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি হয়। তবে বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

কুমারখালী থানার ওসি মো. সোলায়মান শেখ বলেন, নদীতে কিছু ট্রাক ও বালু কাটা যন্ত্র ভাঙচুর এবং কিছু যন্ত্রাংশ লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বালু ইজারা দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড বলে জানিয়েছেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম মিকাইল ইসলাম। তিনি বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। জনগণের দাবির বিষয়টি পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

গজারিয়ায় মসজিদের ইমাম নিহত : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের জামালদী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় এক মসজিদের ইমাম নিহত হয়েছেন। তার নাম মাওলানা ছৈয়দ আহমেদ। গতকাল সকাল ১০টায় উপজেলার জামালদী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকাগামী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

তিনি স্থানীয় হোসেন্দী ইউনিয়নের ভাটি বলাকী পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের ইমাম। তার বাড়ি চাঁদপুর জেলায়।

প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় দোকানদার গোলাম রাব্বানী জানান, মহাসড়ক পারাপারের সময় ঢাকাগামী লেনে অজ্ঞাত ট্রাকচাপায় ঘটনাস্থলেই মারা যান ইমাম।

গোপালগঞ্জে নিহত ৩ : গোপালগঞ্জের মাধবপুরের শাহজিবাজার এলাকার রিয়াজনগরে বাসের ধাক্কায় টমটমের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকালে ৮টায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার মজলিশপুর গ্রামের মো. মনসুর মিয়ার মেয়ে উর্মি আক্তার (২০) ও নবীগঞ্জ উপজেলার জান্তরি গ্রামের কাইউম উল্লাহর মেয়ে দিলারা খাতুন (৩২)।

উর্মি ও দিলারা হরিতলায় অবস্থিত একটি ডেনিম কোম্পানিতে শ্রমিক হিসেবে চাকরি করতেন। তারা টমটমে করে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। এ সময় রিয়াজনগরে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাস টমটমকে সজোরে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়।

এদিকে গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে ইটবোঝাই ট্রলির ধাক্কায় ৭০ বছর বয়সী বৃদ্ধা প্রাণ হারিয়েছেন। তার নাম রহিমা বেগম। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানী উপজেলার ঘোনাপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাড়ির সামনে ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক পারাপার হচ্ছিলেন রহিমা বেগম। এ সময় দ্রুতগতির একটি ইটবোঝাই ট্রলি তাকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি সড়কের ওপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে পরিবারের লোকজন তাকে কাশিয়ানী উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক ডা. অর্পিতা মল্লিক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নীলফামারীতে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত : নীলফামারীতে সড়ক দুর্ঘটনায় বিন্দু রায় (২৭) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার রাত ১১টার দিকে নীলফামারী-জলঢাকা সড়কের অংকুর সিড হিমাগারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কায় ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।

পুলিশ জানায়, শুক্রবার সন্ধ্যার পর থেকে ট্রাকটি ওই হিমাগারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় রাত ১১টার দিকে মোটরসাইকেলে করে বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় দ্রুত গতিতে বাক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাথায় গুরুতর আঘাত পান বিন্দু রায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

খাগড়াছড়িতে কলেজ শিক্ষার্থী নিহত : খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সাহ্লাপ্রু মারমা (২০) নামের এক কলেজ শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে আলুটিলা ব্যাঙমারা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার রাঙ্গাপানি দাইজ্জাপাড়া এলাকার আপ্রুমং মারমার ছেলে এবং মানিকছড়ি গিরি মৈত্রী সরকারি ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি মানবিক বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ও বাংলাদেশ মারমা ছাত্র ঐক্য পরিষদের উপজেলা শাখার অর্থ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, খাগড়াছড়ি জেলা সদরের বিজয় মেলা থেকে রাত ১২টার দিকে সাহ্লাপ্রু মারমা ও তার আরেক বন্ধু মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে আলুটিলার সাপমারা এলাকায় পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেলটি সড়কে উল্টে যায়। এতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে ঘটনাস্থলেই সাহ্লাপ্রু মারমার মৃত্যু হয়।

মাটিরাঙ্গা থানার ওসি মো. তৌফিকুল ইসলাম জানান, পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় নিহতের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তার এমন অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশ মারমা ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

ইত্তেফাক
৩০ পৌষ ১৪৩১, ১৪ জানুয়ারি ২০২৫

চন্দনাইশে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দিনমজুরের মৃত্যু

■ চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

চন্দনাইশে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নুর মোহাম্মদ (২৪) নামের রোহিঙ্গা দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার রাত ৮টার সময় উপজেলার হাশিমপুর ইউনিয়নের ৮নম্বর ওয়ার্ডস্থ সোনাইছড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের খবর পেয়ে পুলিশ উদ্ধার করে লাশ মর্গে পাঠায়।

চন্দনাইশ থানার ইনচার্জ ইমরান আল হোসাইন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৩০ পৌষ ১৪৩১, ১৪ জানুয়ারি ২০২৫

সিলেটে বাংকার থেকে পাথর তুলতে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

■ সিলেট অফিস

সিলেটের সীমান্ত এলাকা কোম্পানীগঞ্জে বাংকার থেকে পাথর তুলতে গিয়ে লিটন মিয়া নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন। গতকাল সোমবার সকালে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। লিটন উপজেলার বাঘারপাড় গ্রামের নবী হোসেনের ছেলে।

প্রতিদিনের মতো লিটন মিয়া তার দলের সঙ্গে ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে বাংকার এলাকায় পাথর তুলতে যান। সোমবার সকাল ৯টার দিকে বাংকারের স্থাপনার নিচ থেকে পাথর উত্তোলন করার সময় ওপর থেকে পাথর ও মাটি ধসে তার ওপর পড়ে যায়। এ সময় লিটন গুরুতর আহত হন। পরে সহশ্রমিকরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার সময় তার মৃত্যু হয়।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি উজায়ের আল মাহমুদ আদনান বলেন, লাশ উদ্ধার করে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর
রোববার ১২ জানুয়ারি ২০২৫
২৮ পৌষ ১৪৩১

মাধবপুরে গাড়ির ধাক্কায় তিন নারী শ্রমিক নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

হবিগঞ্জের মাধবপুরে অজ্ঞাতনামা গাড়ির ধাক্কায় তিন নারী শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। শনিবার সকালে উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের শাহজিবাজার বাদশা কোম্পানির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া সাত স্থানে আরও আটজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে কুষ্টিয়া, ফেনী ও নড়াইলে তিন যুবক, মাদারীপুরে কিশোর, নাটোরে ট্রলিচালক, গোপালগঞ্জে বৃদ্ধা এবং লক্ষ্মীপুরে আরোহীসহ দুজন রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

মাধবপুর (হবিগঞ্জ) : নিহতরা হলেন—বানিয়াচং উপজেলার মজলিশপুর গ্রামের মনসুর মিয়ার মেয়ে উর্মি আক্তার, নবীগঞ্জ উপজেলার জান্তরি গ্রামের কাইয়ুম উল্লাহর মেয়ে দিলারা বেগম এবং বাদশা পাইওনিয়ার কোম্পানির সিনিয়র অপারেটর রুমি আক্তার। তিন নারী সকালে টমটমে শাহজিবাজার বাদশা পাইওনিয়ার কোম্পানিতে নিজ কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। ঘন কুয়াশায় অজ্ঞাতনামা গাড়ি তাদের বহন করা টমটমে ধাক্কা দিলে উলটে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তাদের প্রাণ যায়।

লক্ষ্মীপুর : সদরে অটো-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহতরা হলেন—যুবক পিয়াস আহমেদ ও ফরহাদ হোসেন। শুক্রবার উপজেলার উত্তর হামছাদী ইউনিয়নের বাসুবাজার এলাকায় লক্ষ্মীপুর-রামগঞ্জ সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পিয়াস। পিয়াস উত্তর হামছাদী ইউনিয়নের মির্জাপুর গ্রামের মনসুর আহমেদের ছেলে। এছাড়া উপজেলার পিয়ারাপুর এলাকায় লক্ষ্মীপুর-রামগতি সড়কে প্রাণ হারান ফরহাদ। তিনি লক্ষ্মীপুর পৌরসভার বাঞ্চানগর এলাকার বাসিন্দা।

কুমারখালী (কুষ্টিয়া) : কুমারখালীতে ট্রাকচাপায় কয়া ইউনিয়নের কামারতলা এলাকার মাসুদের ছেলে যুবক রাজুর মৃত্যু হয়েছে। তিনি পেশায় টিউবওয়েল মিস্ত্রি। শনিবার উপজেলার সৈয়দ মাহ-উদ রুমি সেতুসংলগ্ন কাশেমপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নড়াইল : নড়াইলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেল চালক তামিম মোল্যা মারা গেছেন। শুক্রবার সদর উপজেলার কালনা-নড়াইল-যশোর মহাসড়কের তুলরামপুর ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তামিম উপজেলার তুলরামপুর ইউনিয়নের চাচড়া গ্রামের দাউদ মোল্যার ছেলে। তিনি ঢাকায় কোম্পানিতে চাকরি করতেন।

সোনাগাজী (ফেনী) : ট্রাকচাপায় ইলেক্ট্রিশিয়ান যুবক ইমরান হোসেন প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি সোনাগাজী উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের আহসান উল্লাহর ছেলে।

কালকিনি-ডাসার (মাদারীপুর) : কালকিনিতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ভ্যানচালক কিশোর রাকিব বেপারী নিহত হয়েছে। রাকিব উপজেলার পূর্ব এনায়েতনগর এলাকার কালাই সরদারের চর গ্রামের দাদন বেপারীর ছেলে। শুক্রবার উপজেলার সমিতিরহাট চৌরাস্তার মোড়ে যাত্রী নিয়ে যাওয়ার পথে সে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

নাটোর : নলডাঙ্গায় শনিবার ট্রলিচালক রাজিব হোসেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। রাজিব একই উপজেলার তেলকুপি গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে। সকালে যাত্রীবাহী বাস-ট্রলির সংঘর্ষে তিনি আহত হন।

কাশিয়ানী (গোপালগঞ্জ) : কাশিয়ানীতে ট্রলির ধাক্কায় বৃদ্ধা রহিমা বেগম নিহত হয়েছেন। শনিবার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানী উপজেলার ঘোনাপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রহিমা উপজেলার ঘোনাপাড়া গ্রামের মৃত রফিক মোল্লার স্ত্রী।

ইত্তেফাক
১৫ জানুয়ারি ২০২৫

কোটচাঁদপুরে কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে দুই জন নিহত

■ ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরের বলুহর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি কাঠ ডিজাইন কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে দুই জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো দুই জন। নিহতরা হলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলার সিঙ্গিয়া গ্রামের ওমর আলির ছেলে মিল্টন (২৮) ও একই গ্রামের ক্ষিতিশের ছেলে রাম (৫৫)। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

কোটচাঁদপুরের স্থানীয় সাংবাদিক এম রায়হান উদ্দিন জানান, মিজানুর রহমানের কাঠের ডিজাইন কারখানায় কাঠে ডিজাইন মিস্ত্রি মিল্টন ও রাম কাজ করছিলেন। পাশেই বয়লারের ভেতর কাঠ সিজনিং চলছিল। হঠাৎ বিকট শব্দে বয়লার বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণে মিল্টনের ও রামের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে তারা মারা যান। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেড কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে হতাহতদের উদ্ধার করে। বিস্ফোরণে কারখানারও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আহত দুই জনকে যশোর ২৫০ বেড হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাদের মধ্যে এক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কোটচাঁদপুর থানার ওসি কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। বয়লারে অতিরিক্ত উত্তাপে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২ মাঘ ১৪৩১, ১৬ জানুয়ারি ২০২৫

সিদ্ধিরগঞ্জের সুতার কোণ তৈরির কারখানায় ভয়াবহ আগুন

■ সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইলের চৌধুরীবাড়ি শান্তিনগর এলাকার কোণ তৈরি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। নারায়ণগঞ্জ সদর ও হাজীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ছয়টি ইউনিটের কর্মীরা দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। আগুনে পেপার কোণ (সুতা পেঁচানোর জন্য) তৈরি কারখানাসহ চারটি কারখানা ও গোডাউন পুড়ে গেছে। এতে আগুনে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে বলে মালিক পক্ষ দাবি করেছে।

গতকাল বুধবার সকাল সোয়া ৭টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সকাল সাড়ে ১০টায় আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপন করা সম্ভব হয়।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা জানায়, নূর আলমের মালিকানাধীন নূর পেপার কোণ তৈরি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। অগ্নিকাণ্ডের পর গার্মেন্টস ওয়েস্টেজের গোডাউনে ছড়িয়ে পড়লে আগুন আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরাও কাজ করেছে।

নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মো. আবদুল্লাহ আল আরেফিন বলেন, 'আমরা সকাল ৭টা ২৫ মিনিটে আগুন লাগার খবর পাই। ঘটনাস্থলে এসে আমরা দেখেছি রেজিন, প্যাকিং বক্স, কুনিং এবং ক্যামিকেলসহ বিভিন্ন উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। সেই সঙ্গে আগুনের ভয়াবহতা ছিল অনেক।' তিনি আরো বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে গ্যাস লিকেজ থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে। আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তসাপেক্ষে বলা যাবে। তিনি দাবি করেন আগুনের ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, জানুয়ারি ১৭, ২০২৫

আট জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় আট জেলায় ১০ জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে বাগেরহাটে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত ভটভটি উল্টে এবং পিরোজপুরে বাসচাপায় চারজন প্রাণ হারিয়েছে। এছাড়া হবিগঞ্জ, যশোর, রাজধানীর শনির আখড়া, বগুড়া, ঝিনাইদহ ও ফরিদপুরে আরো ছয়জন নিহত হয়েছে। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

বাগেরহাট: মোংলায় ধান কেটে বাড়ি ফেরার পথে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত ভটভটি উল্টে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো চারজন। বুধবার রাত দেড়টার দিকে মোংলার চাপড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ভটভটিচালক দিদার মোল্লা (২৫) ও রোকন উদ্দিন খোকন (৬০)। দিদারের বাড়ি খুলনার দাকোপ উপজেলার বানীশান্তায়। আর রোকন উদ্দিন খোকনের বাড়ি মোংলার সোনাইলতলায়।

নিহত ও আহতদের পরিবার জানায়, খুলনার লাউডোব থেকে ধান কেটে বাড়ি ফিরছিলেন তারা। মোংলার চাপড়া এলাকায় পৌঁছলে রাস্তার ওপরের পাথরের স্তূপে উঠে গেলে ভটভটি উল্টে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলেই মারা যান দিদার মোল্লা। পরে হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যান রোকন উদ্দিন।

মোংলা থানার ওসি মো. আনিসুর রহমান জানান, নিহতদের পরিবারের আপত্তি না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

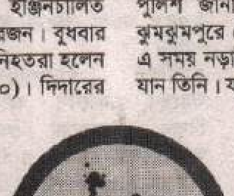

হবিগঞ্জ: শায়েস্তাগঞ্জে মাইক্রোবাসচাপায় ইয়াহিয়া মিয়া (৯) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। গতকাল দুপুরে উপজেলার নসরতপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইয়াহিয়া ওই গ্রামের হেলাল মিয়ার ছেলে।

যশোর: কাভার্ড ভ্যানচাপায় যশোরে অবসরপ্রাপ্ত এক সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে যশোর-নড়াইল সড়কের ঝুমঝুমপুর বটতলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আতাউর রহমান নড়াইলের কালিয়া উপজেলার চন্দ্রপুর গ্রামের মমতাজ মৃধার ছেলে।

পুলিশ জানায়, আতাউর রহমান মোটরসাইকেলে যশোরে আসছিলেন। ঝুমঝুমপুরে পৌঁছলে একটি ইজিবাইকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে রাস্তায় পড়ে যান। এ সময় নড়াইলগামী একটি কাভার্ড ভ্যান তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। যশোর কোতোয়ালি থানার ওসি (তদন্ত) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ঢাকা: শনির আখড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা গ্রিন লাইন পরিবহনের একটি বাসে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মো. সুজন (৩০) নামের এক হেলপার নিহত হয়েছেন। বুধবার রাত ২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সুজনের সহকর্মী রাসেল জানান, সুজন গ্রিন লাইন পরিবহনের হেলপার ছিলেন। রাতে শনির আখড়ায় একটি পেট্রল পাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কাভার্ড ভ্যান এসে বাসটিতে ধাক্কা দেয়। এতে সুজন গুরুতর আহত হন। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেয়া হলে রাত সাড়ে ৩টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর
শুক্রবার ১৭ জানুয়ারি ২০২৫
৩ মাঘ ১৪৩১

পিরোজপুরে বাসচাপায় শ্যালক-দুলাভাই নিহত

এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ দশ স্থানে দুর্ঘটনায় নিহত আরও ১১

যুগান্তর ডেস্ক

পিরোজপুরে বাসচাপায় পথচারী শ্যালক-দুলাভাই প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে পিরোজপুর-পাড়েরহাট সড়কে মোল্লাবাড়ি এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। এ ছাড়া দশ স্থানে দুর্ঘটনায় আরও ১১ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকায় অটোচালক, বগুড়ায় এসএসসি পরীক্ষার্থী, সিলেটে বৃদ্ধ, কুড়িগ্রামে বৃদ্ধা, দিনাজপুরে শিশু, ঝালকাঠিতে যুবক, বাগেরহাটে দুই শ্রমিক, লক্ষ্মীপুরে এনজিওকর্মী এবং ফরিদপুর ও নারায়ণগঞ্জে দুই মোটরসাইকেল আরোহী রয়েছেন। **ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

পিরোজপুর : নিহতরা হলেন—রিয়াদ ও শাহীন। তারা সম্পর্কে শ্যালক দুলাভাই। ঢাকা-পাথরঘাটা রুটের যাত্রীবাহী বাস তাদের চাপা দিলে তারা গুরুতর আহত হন। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রিয়াদ পূর্ব উত্তর শংকরপাশার কামাল কাজীর ছেলে এবং শাহিন ইন্দুরকানী উপজেলার পাড়েরহাটের বাসিন্দা।

চাঁদপুর : ঢাকার নবীনগরে ট্রাকচাপায় প্রাণ হারিয়েছেন চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার অটোচালক সাদ্দাম হোসেন। বুধবার রাতে ঢাকার আওলিয়া-নবীনগর মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে গুরুতর আহত হন শামীম সরকার নামে অপর বন্ধু। সাদ্দাম মতলব দক্ষিণ উপজেলার পদুয়া এলাকার আলমগীর হোসেনের ছেলে।

মোংলা (বাগেরহাট) : মোংলায় ভটভটি উলটে শ্রমিক দিদার মোল্লা ও রোকন উদ্দিন খোকন নিহত হয়েছেন। বুধবার মধ্যরাতে তারা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। দিদারের বাড়ি খুলনার দাকোপ উপজেলার বানীশান্তা গ্রামে আর খোকনের বাড়ি মোংলার সোনাইতলায়।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৬ জানুয়ারি ২০২৫
২ মাঘ ১৪৩১

সড়কে ঝরল নারী শিশুসহ ৮ প্রাণ

ভাঙ্গায় আহত ১৫

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ৮ জন নিহত হয়েছেন। বুধবার ও আগেরদিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে গাজীপুরে গার্মেন্টকর্মী, টাঙ্গাইলে যাত্রী, ঝিনাইদহে শিক্ষার্থী, ভোলায় শিশু এবং ফরিদপুরে বৃদ্ধাসহ দুজন ও বরিশালে দুজন রয়েছেন। **ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

কাশিমপুর-কোনাবাড়ী (গাজীপুর) : কাশিমপুরে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে গার্মেন্টকর্মী জেসমিন আক্তার প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার মহানগরীর কাশিমপুরের ৫নং ওয়ার্ডের রাইসমিল এলাকার শৈলভূবী সিরাজগঞ্জ ফ্যাশন লিমিটেডের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জেসমিন রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার জীবনপুর এলাকার ফরিদ হোসেনের স্ত্রী। তিনি কাশিমপুর এলাকায় থাকতেন।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ১৭ জানুয়ারি ২০২৫

বাগেরহাটে নছিমন উল্টে চালকসহ নিহত ২

বাগেরহাট, বগুড়া ও চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

বাগেরহাটের মোংলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নছিমন উল্টে চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও দুজন। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। গত বুধবার রাতে মোংলা উপজেলার গাছির মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন মোংলা উপজেলার সোনাইলতলা গ্রামের ওয়াজেদ আলী শেখের ছেলে রোকন উদ্দিন (৬০) ও খুলনার দাকোপ উপজেলার বানিশান্তা গ্রামের জাফর মোল্লার ছেলে দিদার মোল্লা (৩২)।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে মোংলা থানার ওসি আনিছুর রহমান বলেন, রাত ২টার দিকে মোংলা উপজেলার অভ্যন্তরীণ সোনাইলতলা-পেড়িখালী সড়কের গাছির মোড় এলাকার কালভার্টের সামনে দ্রুতগামী একটি নছিমন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে স্তূপ করে রাখা পাথরের ওপর উল্টে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই চালক দিদার ও শ্রমিক রোকন মারা যান। নছিমনে থাকা অন্য দুজন গুরুতর আহত হন। রাতে ফাঁকা রাস্তায় বেপরোয়া গতিতে নছিমন চালানোর কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ।

এদিকে বগুড়ায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মুন্না (১৬) নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলার বারপুর মাদারতলা মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মুন্না বারপুর এলাকার আলমের ছেলে।

ছিলিমপুর মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই লালন হোসেন জানান, সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে মোটরসাইকেলচালক গুরুতর আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও

বগুড়ায় নিহত আরও দুজন

জানান, এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আবার জেলার শেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাত এক ব্যক্তি (৬৫) নিহত হয়েছেন। গত বুধবার রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে শেরপুর উপজেলা উপ-কর কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের ঢাকাগামী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, রোড ডিভাইডার পার হওয়ার সময় ওই ব্যক্তি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন। লাশের ওপর দিয়ে কয়েকটি গাড়ি যাওয়ায় লাশ পিষ্ট হয়ে গেছে। বাহ্যিকভাবে নিহত ব্যক্তিকে দেখে পরিচয় শনাক্ত করার মতো অবস্থায় নেই।

শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ আজিজুল ইসলাম গতকাল বলেন, মরদেহের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। লাশের সুরতহাল শেষে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

এদিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চন্দনাইশে যাত্রীবাহী দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থলে হতাহতের নাম ও পরিচয় তাৎক্ষণিক জানা যায়নি। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার গাছবাড়িয়া পুরাতন কলেজ গেট যাত্রী ছাউনি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা কক্সবাজারগামী দোয়েল এক্সপ্রেস স্লিপার বাস এবং বিপরীত দিক থেকে আসা চট্টগ্রামগামী হানিফ পরিবহনের একটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই দোয়েল এক্সপ্রেসের ড্রাইভার সুমন ও হানিফ বাসের ড্রাইভার জসিম গুরুতর আহত হন।

দোহাজারী হাইওয়ে থানার এসআই মোহাম্মদ আবদুল মতিন বলেন, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত দুটি গাড়ি দোহাজারী হাইওয়ে থানা হেফাজতে রয়েছে। পরে এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বণিকবার্তা বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২৫

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ছয়জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে রাজধানীর কুড়িল ফ্লাইওভার ও শ্যামপুরে দুজনের প্রাণহানি হয়েছে। এছাড়া কুমিল্লা, মানিকগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও বগুড়ায় আরো চারজন নিহত হয়েছেন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

ঢাকা: রাজধানীর খিলক্ষেতে কুড়িল বিশ্বরোড ফ্লাইওভারে বাসের ধাক্কায় আকিলুল ইসলাম মণ্ডল (৩৫) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে ফ্লাইওভারে ওঠার সময় পেছন থেকে বাসটি তাকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হন তিনি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আকিলুল ইসলাম। তিনি ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার ঠ্যাংগাতী গ্রামের আতর মণ্ডলের ছেলে। বসুন্ধরার মৃধাবাড়ী এলাকায় ভাড়া থাকতেন।

অন্যদিকে শ্যামপুরে ট্রাকের ধাক্কায় আরাফাত তাজিদ চয়ন (১৭) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে। সে সিটি কলেজের এইচএসসি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিল। সোমবার রাত ২টার দিকে দোলাইরপাড় ডেন্টাল হাসপাতালের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কুমিল্লা: জেলার ময়নামতি হাইওয়ের পদুয়া বাজারে ট্রাকের ধাক্কায় মো. আজাদুল ইসলাম (২৪) নামে এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। গতকাল তাকে ঢামেকে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত আজাদুল পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার ধানখালী গ্রামের মো. দেলোয়ার হোসেনের ছেলে। তিনি ঢাকার ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতেন বলে জানিয়েছেন স্বজনরা। রাত পৌনে ২টার দিকে কুমিল্লা থেকে মোটরসাইকেলে তিনি ঢাকায় আসছিলেন।

মানিকগঞ্জ: সিংগাইরে ট্রাকের ধাক্কায় ইউসুফ আলী (২০) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো দুজন। গতকাল সিংগাইর উপজেলার হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের খোলাপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া: পৌরসভার ময়লার গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মো. আল-আমিন মিয়া (৩৫) নামে এক পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে শহরের ছয়বাড়িয়া ময়লা ডাম্পিং স্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আল-আমিন সরাইল উপজেলার আইরল গ্রামের সালাম মিয়ার ছেলে।

বগুড়া: বাসের ধাক্কায় নিরঞ্জন সরকার (৬৫) নামে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। সোমবার রাত ১০টার দিকে সদর উপজেলার তেলিপুকুরে রাস্তা পার হওয়ার সময় দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১৮ জানুয়ারি ২০২৫

ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে এসে প্রাণ হারালেন বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহীসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে এসে আসাদগেটে কাপড় ব্যবসায়ী আদম আলী (৫৫) এবং পল্লবীর কালশীতে গার্মেন্টকর্মী সিয়াম (১৮) নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া এসব ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন। লাশ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেলের মর্গে পাঠানো হয়েছে। গতকাল পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটায় আসাদগেটে ট্রাকচাপায় সিএনজি আরোহী আদম আলী (৫৫) আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল ভোর সাড়ে ৪টায় মারা যান। এ ছাড়া কালশীতে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে আহত হন সিয়াম। রাত সাড়ে ১২টায় তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মেডিকেল সূত্র জানায়, সড়ক দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন- আদম আলীর ছেলে সাকের আলী (১৬), ভাতিজা নবী হোসেন (৪৫) ও মেয়ের জামাই সাখাওয়াত হোসেন (৩৫)। তারা সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাদের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার মুক্তা রামপুর গ্রামে। এ ছাড়া সিয়াম রাজধানীর রূপনগর ইস্টার্ন হাউজিং এলাকায় থাকতেন।

দৈনিক ইত্তেফাক ১৯ জানুয়ারি ২০২৫

কাকরাইলে ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর কাকরাইলে একটি দ্বিতীয় তলা ভবনের সিলিংয়ে রঙের কাজ করার সময় পড়ে গিয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম মোহাম্মদ তাইজুল (৩৫)। গতকাল শনিবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত তাইজুলের পিতার নাম তোতা খান। তাদের গ্রামের বাড়ি মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায়। বর্তমানে তিনি খিলবাড়ীর টেক এলাকায় থাকতেন।

নিহতের সহকর্মী দেলোয়ার খালাসী বলেন, কাকরাইল মোড়ে একটি ভবনের ভেতরে প্রায় ২০ ফুট উঁচুতে কাজ করছিলাম। সে ছিল একপাশে আমি আরেক পাশে। অসাবধানতাবশত মাচা থেকে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হয় তাইজুল। পরে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসারত অবস্থায় বেলা সাড়ে ১১টায় দিকে তার মৃত্যু হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মৃতদেহটি ঢামেক মর্গে রাখা হয়েছে।

যুগান্তর | শনিবার ১৮ জানুয়ারি ২০২৫
E-mail: anandonagar@

মীরসরাই ও কাশিয়ানীতে সড়কে ছয় বন্ধু নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে তিন বন্ধু এবং খেজুর রস খেতে যাওয়ার পথে গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে অপর তিন বন্ধু প্রাণ হারিয়েছেন। শুক্রবার ভোরে মীরসরাইয়ের সদরে লতিফীয়া গেট এলাকায় এবং কাশিয়ানীর হিরণ্যকান্দি এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া ছয় স্থানে দুর্ঘটনায় আরও সাতজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রাজধানীতে ব্যবসায়ীসহ তিনজন, মৌলভীবাজারে শিশু, বরিশালে ট্রাকচালক, গাজীপুরে ইমাম, কক্সবাজারে তরুণ এবং কুষ্টিয়ায় মোটরসাইকেল আরোহী রয়েছেন।

ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : মিরপুরে গার্মেন্টকর্মী সিয়াম মৃধা ও আসাদগেইট এলাকায় কাপড় ব্যবসায়ী আদম আলী নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে পল্লবী থানাধীন কালশীতে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী গার্মেন্টকর্মী সিয়াম মৃধার প্রাণ যায়। সিয়ামের গ্রামের বাড়ি বাগেরহাটে। তার বাবার নাম আবু বক্কর। বর্তমানে মিরপুর ইস্টার্ন হাউজিং এলাকায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। এছাড়া এদিন মধ্যরাতে মোহাম্মদপুর আসাদগেইট এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় অটো উলটে মারা যান আদম আলী। তিনি অসুস্থ ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে এসে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। এসব দুর্ঘটনায় অন্তত আরও ৫ জন আহত হয়েছেন। এদিকে হাতিরঝিলে দুর্ঘটনায় আফজাল মোল্লা নামে প্রাইভেটকার মেকানিকের মৃত্যু হয়েছে। আফজাল মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার উত্তরাইল গ্রামের লিয়াকত আলী মোল্লার ছেলে। বর্তমানে তেজগাঁও বেগুনবাড়ি এলাকায় থাকতেন। শুক্রবার বিকালে হাতিরঝিল ব্রিজে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে এসে ঢাকায় বাবার মৃত্যু

ছয় স্থানে চালক ও আরোহীসহ নিহত আরও ৮

বাঁ-থেকে-রুবেল বড়ুয়া, নিপু বড়ুয়া ও সানি বড়ুয়া

মীরসরাই (চট্টগ্রাম) : নিহতরা হলেন—মীরসরাইয়ের মায়ানী বড়ুয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা সভারঞ্জন বড়ুয়ার ছেলে ও মায়ানী ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য রুবেল বড়ুয়া, একই গ্রামের বাসিন্দা মেঘল বড়ুয়ার ছেলে নিপু বড়ুয়া ও সুরেশ বড়ুয়ার ছেলে সানি বড়ুয়া। তারা তিন বন্ধু। শুক্রবার ভোরে তারা বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে মোটরসাইকেলে বাসায় ফিরছিলেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ওই স্থানে পৌঁছালে মোটরসাইকেল-বাস সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই তিনজন প্রাণ হারায়। একসঙ্গে তিনজনের মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকায় চলছে মাতম। এদিকে নিহত সবার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন উপজেলা ও স্থানীয় বিএনপির নেতারা।

কাশিয়ানী (গোপালগঞ্জ) : কাশিয়ানীতে গাড়ির চাপায় নিহতরা হলেন— উপজেলার পোনা এলাকার বিষ্ণু দাসের ছেলে দিপু দাস, একই এলাকার বাবুল নাগের ছেলে বিশাল নাগ ও মনির মৃধার ছেলে হৃদয় মৃধা। এদের মধ্যে দীপু দাস নবম শ্রেণি ও বিশাল নাগ অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী। শুক্রবার ভোরে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের উপজেলার হিরণ্যকান্দি এলাকার সাম্পান হাইওয়ে রেস্টুরেন্টের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তারা তিন বন্ধু খেজুর রস খেতে মোটরসাইকেলে ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার কালিনগর এলাকায় যাচ্ছিল।

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) : দৌলতপুরে মোটরসাইকেলে ট্রাকের ধাক্কায় যুবক সোহাগ হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার প্রাগপুর-ভেড়ামারা আঞ্চলিক মহাসড়কের বাগোয়ান ফজলুল হক গার্লস কলেজের যাত্রীছাউনির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোহাগ ভেড়ামারা মির্জাপুর গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে।

চকরিয়া (কক্সবাজার) : চকরিয়া উপজেলার ডুলাহাজারা মালুমঘাট স্টেশনের দক্ষিণে বাসের ধাক্কায় যুবক হুমায়ুন কবির লোকমান নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে মালুমঘাটস্থ ফাঁসিয়াখালী রেঞ্জ কর্মকর্তা কার্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। লোকমান ডুলাহাজারা ইউপির ৫নং ওয়ার্ড বালুরচর এলাকার বশির আহমদের ছেলে।

বড়লেখা (মৌলভীবাজার) : জুড়ীতে ট্রাকচাপায় শিশু আবু সাঈদের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে উপজেলার জায়ফরনগর ইউনিয়নের নয়াগ্রামে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বাকেরগঞ্জ (বরিশাল) : বাকেরগঞ্জে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে চালক মাহবুব মোড়ল প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি সাতক্ষীরার তালা গ্রামের লুৎফার মোড়লের ছেলে। শুক্রবার ভোরে বরিশাল-কুয়াকাটা সড়কের বাকেরগঞ্জ পৌর এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সুন্দরবন কুরিয়ার অফিস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আরও অন্তত ১০ যাত্রী আহত হয়েছেন।

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : কালিয়াকৈর উপজেলার সোনাখালি এলাকায় মোটরসাইকেল-অটো সংঘর্ষে ইমাম আব্দুল করিম নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাটি শুক্রবার সকালে উপজেলার সোনাখালি এলাকায় ঘটে। আব্দুল করিম টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানার বহুরা এলাকার দুলাল মিয়ার ছেলে। তিনি গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার বলিয়াদি গাংপার জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন।

বণিক বার্তা | রোববার, জানুয়ারি ১৯, ২০২৫

রুয়েটের নির্মীয়মাণ ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ রাজশাহী

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) নির্মীয়মাণ একাডেমিক ভবনের ছাদ থেকে পড়ে মো. সালাম নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সালাম পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার দড়িপাড়া গ্রামের আয়নুল হকের ছেলে। ভবনটিতে রাজমিস্ত্রির কাজ করছিলেন তিনি।

শ্রমিকরা জানান, রুয়েটের সিভিল অনুষদের ১০তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণকাজ করছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস ট্রেডিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন। কোনো ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই গতকাল সকালে রঙের কাজ করছিলেন সালাম। একপর্যায়ে পাঁচতলার ছাদ থেকে পড়ে যান তিনি। পরে কর্মরত শ্রমিকরা তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রুয়েটে অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভবনটি নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক অমিত রায় চৌধুরী জানান, নিরাপত্তার বিষয়ে তাদের বারবার সচেতন করা হয়েছে। তবে সাইটে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ঘাটতি ছিল। এ দুর্ঘটনার কারণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে শোকজ করা হবে। একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। তদন্ত শেষে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ বিষয়ে জানতে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও প্রকল্পের দায়িত্বরত প্রকৌশলী মমিনুল ইসলামসহ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কারও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

রামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শংকর কুমার বিশ্বাস জানান, হাসপাতালে আনার আগেই ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্ত শেষে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

যুগান্তর | রোববার ১৯ জানুয়ারি ২০২৫

রূপগঞ্জে স্পিনিং মিলে আগুন, ৫ শ্রমিক আহত

যুগান্তর প্রতিবেদন, রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)

রূপগঞ্জে তারাব পৌরসভার কর্ণগোপ এলাকায় শনিবার আগুনে পুড়েছে আল রাজি স্পিনিং মিল। ফায়ার সার্ভিসের ২টি ইউনিট ২ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে পাঁচ শ্রমিক আহত হন। আগুনে কারখানার বিভিন্ন মালামাল পুড়ে কমপক্ষে ৫ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি মালিকপক্ষের। কারখানার ম্যানেজার কাজী হাসানুল করিম জানান, শনিবার বেলা ১১টার দিকে কারখানা চালু অবস্থায় ভিতরে হঠাৎ আগুন জ্বলে ওঠে। আগুন নেভাতে গিয়ে আহত হন কারখানার শ্রমিক সোহান, নয়ন, শামীমসহ ৫ জন। আহতদের স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপ-পরিচালক আব্দুল্যাহ আল আরেফিন বলেন, প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সমকাল | শনিবার | ১৮ জানুয়ারি ২০২৫

রস খেতে যাওয়ার পথে প্রাণ গেল ৩ তরুণের

সমকাল ডেস্ক

শীতের সকালে মোটরসাইকেলে করে খেজুরের রস খেতে যাচ্ছিলেন তিন বন্ধু। গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই গাড়িচাপায় প্রাণ হারান তারা। গতকাল শুক্রবার গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার হিরণ্যকান্দি এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন উপজেলার পোনা গ্রামের বিষ্ণু দাসের ছেলে দীপক দাস দিপু (১৮), বাবুল নাগের ছেলে বিশাল নাগ (১৯) ও মনির মৃধার ছেলে হৃদয় মৃধা (১৮)। দীপু দাস নবম শ্রেণি ও বিশাল নাগ অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী। কাপড়ের দোকানের কর্মচারী ছিলেন হৃদয়।

ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশের ওসি মাকসুদুর রহমান মুরাদ জানান, ভোর সাড়ে ৫টার দিকে পোনা গ্রাম থেকে রস খাওয়ার উদ্দেশ্যে ১২ তরুণ তিনটি মোটরসাইকেলে বের হন। পার্শ্ববর্তী জেলা ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার কালিনগরে এলাকায় যাচ্ছিলেন তারা। দীপক, বিশাল ও হৃদয় এক মোটরসাইকেলে ছিলেন। ৬টার দিকে মহাসড়কের হিরণ্যকান্দির চায়না প্রকল্পের সামনে খুলনাগামী একটি বাস সামনে থেকে মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই দীপক ও বিশাল মারা যান। হৃদয়কে কাশিয়ানী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আরও ১২ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে গাড়ির ধাক্কায় এক মোটরসাইকেলে থাকা তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে মহাসড়কের সুফিয়া রোড এলাকার ইউটার্ন মুখে চট্টগ্রামগামী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন উপজেলার মায়ানী ইউনিয়নের দমদমা বড়ুয়াপাড়ার নিপু বড়ুয়া, হনি বড়ুয়া ও রুবেল বড়ুয়া।

জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার এসআই বোরহান উদ্দিন বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে মোটরসাইকেলে বাসায় ফিরছিলেন তিনজন। পথে একটি গাড়ি তাদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে তিনজনের মৃত্যু হয়।

পিরোজপুরে রাজিব পরিবহনের বাসচাপায় নিহত হয়েছেন রিয়াদ কাজী ও শাহীন মাঝি নামে দুই পথচারী। রিয়াদের বাড়ি সদর উপজেলার শংকরপাশা গ্রামে এবং শাহীনের বাড়ি ইন্দুরকানী উপজেলার পাড়েরহাট গ্রামে। তারা সম্পর্কে শালা-দুলাভাই। বৃহস্পতিবার রাতে শংকরপাশা ইউনিয়নের মোল্লাবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সড়ক দুর্ঘটনা

দীপক দাস হৃদয় মৃধা বিশাল নাগ

- বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে ফেরা হলো না তিনজনের
- বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত আরও ৯

রাজধানীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় কিশোরসহ দু'জন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন কাপড় ব্যবসায়ী আদম আলী (৫৫) ও পোশাকশ্রমিক সিয়াম (১৫)। বৃহস্পতিবার রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্র জানায়, অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে ধানমন্ডির একটি হাসপাতালে যান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার মুক্তা রামপুর এলাকার আদম আলী। সেখানে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকের পরামর্শে তারা আরেকটি হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ভাতিজা নবী হোসেন ও জামাতা সাখাওয়াত হোসেন। রাত ৩টার দিকে আসাদগেট এলাকায় তাদের বহনকারী সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয় একটি গাড়ি।

বৃহস্পতিবার রাতে পল্লবীর কালশী এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয় কিশোর সিয়াম। তাকে ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। রূপনগর এলাকার একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করত সিয়াম।

গতকাল সন্ধ্যায় হাতিরঝিল এলাকার মহানগর সেতুর ওপর মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আফজাল হোসেন নামে মোটরসাইকেল আরোহী এক তরুণ নিহত হয়েছেন। তিনি মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার উতরাইল গ্রামের লিয়াকত আলীর ছেলে।

কক্সবাজারে চকরিয়া উপজেলায় বিয়ের তিন দিন আগে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন নোমান নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী। গতকাল সকালে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ডুলাহাজারা ডুমখালী রাস্তার মাথায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নোমান ডুলাহাজারা ইউনিয়নের বালুরচর এলাকার বশির আহমদের ছেলে। ২০ জানুয়ারি তাঁর বিয়ের দিন ছিল বলে জানা গেছে।

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে আব্দুল করিম নামে এক ইমাম নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ছনাবাড়ী নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আব্দুল করিম টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানার বহুরা গ্রামের দুলাল মিয়ার ছেলে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় সোহান রহমান নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে কুষ্টিয়া-প্রাগপুর সড়কের বাগোয়ান কলেজ মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোহান ভেড়ামারা উপজেলার মির্জাপুর গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে।

বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক চালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন বাসের ১০ যাত্রী। গতকাল ভোরে উপজেলার ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম মাহবুব মোড়ল। তিনি দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকের চালক ছিলেন। তাঁর বাড়ি সাতক্ষীরার তালা উপজেলায়।

নরসিংদীর পলাশ উপজেলার ঘোড়াশাল-পাঁচদোনা আঞ্চলিক সড়কে দুই ট্রাক ও বাসের ত্রিমুখী সংঘর্ষে আটজন আহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ওই সড়কের ভাগদী কদমতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন ট্রাকচালক সালাউদ্দিন, বাসচালক আশরাফুল ইসলাম, বাসের যাত্রী জজ মিয়া, রনি, রফিক, সেলিম মিয়া, সুমন ইসলাম ও সুকুমার।

(প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সমকাল প্রতিবেদক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি)

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২৩ জানুয়ারি ২০২৫
৯ মাঘ ১৪৩১

সড়কে চার শিক্ষার্থীসহ ঝরল ১১ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ ও সুনামগঞ্জে দুই শ্রমিক, রংপুরে পথচারী, বরিশালে শিশু, সিলেটে দুই শিক্ষার্থী, পিরোজপুরে যুবক, কুমিল্লায় দুই কিশোরসহ তিনজন এবং কুড়িগ্রামে বৃদ্ধ রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) : বন্দরে কাভার্ডভ্যানচাপায় শ্রমিক ইয়াসিন আরাফাতের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বন্দরের কেওঢালা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইয়াসিন রাজধানীর যাত্রাবাড়ী শেখদী দনিয়া এলাকার আকরাম হোসেনের ছেলে। কেওঢালা এলাকায় রহমান স্পোর্টস ওয়্যার লিমিটেডের শ্রমিক ছিলেন।

জামালগঞ্জ (সুনামগঞ্জ) : সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জে ইজিবাইক উলটে উপজেলার ভীমখালী ইউনিয়নের চান্দবাড়ী গ্রামের আতাউর রহমানের ছেলে শ্রমিক শাহীনূর রহমান মারা গেছেন। বুধবার জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ জায়াবাজি এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সোমবার
২০ জানুয়ারি ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

বিভিন্ন স্থানে সড়কে ঝরল চার প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

খুলনা অফিস ও ডুমুরিয়া সংবাদদাতা : খুলনায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত হলেন ভ্যানযাত্রী মফিজুল ইসলাম (২৬)। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো পাঁচ জন। সকাল সোয়া ১০টায় জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগরের বটতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মফিজুল ইসলাম সাতক্ষীরা জেলার মধুমোল্লারডাঙ্গী গ্রামের গোলাম মোস্তফার ছেলে। ডুমুরিয়া উপজেলার খর্ণিয়া হাইওয়ে পুলিশের এসআই কামরুল ইসলাম জানান, সকাল সোয়া ১০টায় একটি ভ্যান স্থানীয় কাঁঠালতলা থেকে চার জন যাত্রী নিয়ে চুকনগর বাজারে যাচ্ছিল। এ সময় সাতক্ষীরা থেকে ছেড়ে আসা একটি দ্রুতগামী যাত্রীবাহী বাস চুকনগরের বটতলা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভ্যানটিকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়। এতে ছয় জন আহত হন। তাদের উদ্ধার করে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মফিজুল ইসলামকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পলাশ (নরসিংদী) সংবাদদাতা : পলাশ উপজেলার ঘোড়াশালে মাইক্রোবাস ও সিএনজির সংঘর্ষে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত হলেন সিএনজি চালক বাসেদ মিয়া (৬০)। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন সিএনজির তিন যাত্রী। সকাল সাড়ে ৬টায় উপজেলার ঘোড়াশাল-টঙ্গী বাইপাস সড়কের ঘোড়াশাল বাস কাউন্টার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বাসেদ মিয়া নরসিংদী সদর উপজেলার সিলমান্দী এলাকার সুরুজ মিয়ার ছেলে। ঘোড়াশাল পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক মো. ইউনুস আলী জানান, ঢাকায় নেওয়ার পথে মারা যান সিএনজি চালক বাছেদ মিয়া। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ করলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা : বন্দরে সিমেন্টবাহী ট্রাকচাপায় এক অটোরিকশা চালক নিহত ও তিন জন যাত্রী আহত হয়েছেন। সকালে বন্দর উপজেলার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মদনপুর থেকে মদনগঞ্জগামী ট্রাকের ধাক্কায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন বন্দর থানার ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম। নিহত অটোরিকশা চালকের নাম আরশাদ মিয়া (৫২)। তিনি বন্দরের চৌধুরীবাড়ি এলাকার মৃত আমীর হোসেনের ছেলে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা সড়ক অবরোধ এবং ১৫/২০টি গাড়ি ভাঙচুর করে। অবরোধের কারণে সড়কে দুই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল। তবে আহতদের মধ্যে আবুল হোসেনকে বন্দর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়। বাকি দুই জনের নামপরিচয় পাওয়া যায়নি। বন্দর থানার ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম জানান, আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। সে সময় নিহতের আত্মীয়স্বজন ও এলাকাবাসী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। আমরা ট্রাকটি আটকের চেষ্টা করছি। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বোয়ালমারী (ফরিদপুর) সংবাদদতা : বোয়ালমারী উপজেলার কলিমাঝিতে ট্রাকের ধাক্কায় এক ইজিবাইকের যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মানোয়ার মোল্যা (৩০)। সকাল সাড়ে ৯টায় মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক মহাসড়কের বোয়ালমারী উপজেলার রূপাপাত ইউনিয়নের কলিমাঝি ঈদগাহর সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মানোয়ার মোল্যা একই উপজেলার কাটাগড় গ্রামের আফসার মোল্লার ছেলে। বোয়ালমারী থানার ডহরনগর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক মধুসূদন পান্ডে জানান, দুর্ঘটনায় ইজিবাইকে থাকা দুই যাত্রী ও চালকের মধ্যে মানোয়ার মারা গেছে। চালক ও অন্য যাত্রীর কোনো ক্ষতি হয়নি। তবে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। ট্রাকটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সোমবার, জানুয়ারি ২০, ২০২৫ ■ মাঘ ৬, ১৪৩১ বণিকবার্তা

আট জেলায় সড়কে ঝরল নয়জনের প্রাণ

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় আট জেলায় নয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে গাজীপুরে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবক নিহত হয়েছেন। এছাড়া ফরিদপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, নাটোর, সাভার ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে আরো সাতজন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

গাজীপুর : জেলার জয়দেবপুরে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের হোতাপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন শ্রীপুর উপজেলার বাউনি এলাকার মিজানুল কবির মাসুদ (৪০) ও সম্রাট (৩৫)। মিজানুল একটি দৈনিক পত্রিকার শ্রীপুর প্রতিনিধি বলে জানা গেছে। তাদের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন সালনা হাইওয়ে থানার ওসি সালেহ আহমেদ।

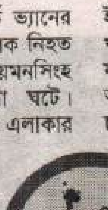

ফরিদপুর : বোয়ালমারীতে ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার রূপাপাত ইউনিয়নের কলিমাঝি ঈদগাহের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মানোয়ার মোল্যা (৩০) একই উপজেলার কাটাগড় গ্রামের আফসার মোল্লার ছেলে। তিনি খুলনায় জাহাজে চাকরি করতেন।

নরসিংদী : ঘোড়াশালে মাইক্রোবাসের সঙ্গে সংঘর্ষে সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অটোরিকশার আরো তিন যাত্রী। গতকাল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ঘোড়াশাল-টঙ্গী বাইপাস সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বাছেদ মিয়া (৬০) ঘোড়াশাল পৌর এলাকার খালিশারটেক মহল্লায় পরিবার নিয়ে ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

নারায়ণগঞ্জ : জেলার বন্দর উপজেলায় ট্রাকচাপায় আসাদ মিয়া (৪৫) নামে এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অটোরিকশার আরো তিন যাত্রী। গতকাল সকালে বন্দর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আসাদ মিয়া পুরান বন্দর এলাকার মৃত আমির হোসেনের ছেলে। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা সড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করেন। এ সময় দুই পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ ও স্থানীয় বিএনপি নেতারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বন্দর থানার ওসি তরিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

খুলনা : ডুমুরিয়ায় বাসের ধাক্কায় ভ্যানের এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরো চারজন আহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার চাকুন্দিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মফিজুল ইসলাম সাতক্ষীরার মধুমোল্লার ডাংগী এলাকার গোলাম মোস্তফার ছেলে।

নাটোর : গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মহন রাব্বী (১৮) নামে ট্রাকের এক হেলপার নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে সদর উপজেলার আহম্মদপুর সৈয়দ মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মহন রাব্বী রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার দেলুয়াবাড়ী গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে। নাটোর সদর থানার ওসি মাহাবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সাভার : আশুলিয়ায় বাসচাপায় শিলা রানী (২৭) নামে এক পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে টঙ্গী-আশুলিয়া-ইপিজেড সড়কের নরসিংহপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বাসচালককে আটক করেছে পুলিশ। নিহত শিলা সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার বাসিন্দা।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : ট্রলির ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ১০টার দিকে মহানন্দা সেতুর ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সোহান চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার হরিপুর মহল্লার আব্দুস সাত্তারের ছেলে।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ২১ জানুয়ারি ২০২৫।

পৌনে ৫ ঘণ্টার পর নিয়ন্ত্রণে বাটা শোরুমের আগুন

● নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মিরপুর-৬ নম্বরে প্রশিকা মোড়ে বাটার শোরুমে লাগা আগুন পৌনে পাঁচ ঘণ্টার পর সম্পূর্ণভাবে নিভিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। শোরুমের গোডাউন থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে শোরুমে। আগুনে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য পোড়ার গন্ধ ও অতিরিক্ত ধোঁয়ার কারণে আগুন নেভাতে সময় বেশি লাগে। তবে দোতলা ভবনটির নিচ তলায় বাটা শোরুম পুড়লেও দোতলায় রেস্টুরেন্টের ভেতরে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় লোকজন ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে এমনটা জানা যায়। এর আগে রোববার রাতে ফায়ার সার্ভিসের দায়িত্বরত কর্মকর্তা আল ফারুক বলেন, রোববার রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করে। পরে কল্যাণপুর থেকে আরও দুটি ইউনিট যোগ দেয়। জুতার শোরুম হওয়ায় আগুন মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে। জুতা পোড়ার তীব্র ঝাঁজালো গন্ধ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। সোমবার ভোর ৪টা ৫০ মিনিটে আগুন সম্পূর্ণ নেভাতে সক্ষম হয় ফায়ার সার্ভিস।

সোমবার বেলা ১১টায় সরেজমিন দেখা যায়, প্রশিকা মোড়ের পাশেই দোতলা একটি ভবনের দুই পাশ পুড়ে গেছে। ভবনের নিচেই পড়ে আছে বাটার পুড়ে যাওয়া একটি সাইনবোর্ড। শাটারগুলো লাগানো।

সামনে কিছু ভাঙা গ্লাস পড়ে আছে। আর ওপর তলায় গ্লাস লাগানো 'পিজ্জাস্তান' নামের একটি রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টে গিয়ে দেখা যায়, ভেতরে কিছু কালো ধোঁয়ার ছাপ। তবে সবকিছুই অক্ষত রয়েছে। ভবনটির সামনে দিয়ে চলাচল করা লোকজন কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন পোড়া ভবনটি। সোহাগ নামের স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান, রাতে শুনি এখানে আগুন লেগেছে। সকালে এলাম দেখতে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রাত পৌনে ১২টার দিকে হঠাৎই ভবনের পূর্ব পাশের নিচ তলা থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। পরে সেটি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

প্রথমে স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নেভায়। শোরুমের বেশ কিছু মালামাল পুড়ে গেছে।

পিজ্জাস্তান রেস্টুরেন্টের কর্মচারী হৃদয় বলেন, রাত পৌনে ১২টার দিকে নিচ থেকে একজন এসে জানায়, নিচে ভবন থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। এটি শুনে আমরা নিচে নেমে যাই। প্রথমে ধোঁয়া নেভানোর জন্য চেষ্টা করি। বাটার লোকজনকে খবর দিই। তারা আসতে আধঘণ্টা সময় লেগে যায়। এরই মধ্যে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে তারা এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। বাটার ভেতরে পুরোটাই শুধু ধোঁয়া ছিল।

বেলা ১১টার দিকে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির লোকজন ও শোরুমটির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঘটনাস্থলে আসেন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণে কাজ করেন তারা। এ সময় সেখানে বাটা শোরুমের অপারেশন ম্যানেজার শফিকুর রহমান বলেন, রাতেই খবর পেয়ে শোরুমে আসি। ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নেভায়। তবে কত টাকার মালামাল ছিল ও ক্ষয়ক্ষতি কেমন হয়েছে সে বিষয়ে কোনো তথ্য দিতে রাজি হননি তিনি।

আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে মিরপুর ফায়ার স্টেশনের ইনচার্জ মো. শাহজাহান সিরাজ বলেন, কীভাবে আগুন লেগেছে তা তদন্তের পর জানা যাবে। তবে শোরুমের গোডাউন থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য পোড়ার গন্ধ ও অতিরিক্ত ধোঁয়ার কারণে আগুন নেভাতে সময় লেগেছে। তদন্তের পর আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে।

শ্রীপুরে পোশাক কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে আহত ১২

● শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার জৈনাবাজারে একটি পোশাক কারখানায় মিনি বয়লার মেশিন বিস্ফোরণে ১২ শ্রমিক আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। সোমবার সকাল ৯টার দিকে এলকোর এইচডিএফ অ্যাপারেলস লিমিটেড নামের ওই কারখানা স্যাম্পল রুমে বয়লার বিস্ফোরণ ঘটে।

আহতদের মধ্যে যাদের নাম জানা গেছে তা হলেন-সুজন, রইছ উদ্দিন, শুক্কুর, সোনিয়া, লিমা, ইকবাল ও শাহজাহান। তাদের মধ্যে সুজন ছাড়া বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। সুজনের বাঁ পায়ে গুরুতর জখম হয়েছে। তাকে মাওনা চৌরাস্তার আলহেরা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। কারখানার সুইং অপারেটর সুজেদা খাতুন বলেন, কারখানার স্যাম্পল সেকশনের একটি মিনি বয়লার হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়। এতে কারখানার ছাউনির ঢেউটিন উড়ে যায় এবং থাই গ্লাস ভেঙে যায়। এগুলো ছিটকে গিয়ে শ্রমিকদের শরীরে বিঁধে। এ সময় ভয়ে সবাই ছোটাছুটি করে আহত হয়। কারখানার ইলেকট্রিক ইনচার্জ সোহেল রানা বলেন, স্যাম্পল রুমে একটি মিনি বয়লার ব্যবহার করা হয়। সেটি যারা চালায় তারা সকাল ৮টার দিকে এসে সুইচ অন করে, হয়তো তারা খেয়াল করেনি যে, সেটি পানি নিচ্ছে কি না।

শুক্রবার, জানুয়ারি ৩১, ২০২৫ ■ মাঘ ১৭, ১৪৩১ বণিক বার্তা

জামালপুরে পাঁচজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে ট্রাকচাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার পাঁচ যাত্রী নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় গাজীপুর ও নোয়াখালীতে আরো দুজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

জামালপুর: টাঙ্গাইলের মধুপুর থেকে ছেড়ে আসা জামালপুরগামী একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে চাপা দেয় ট্রাক। এতে ঘটনাস্থলেই চালকসহ তিন যাত্রী নিহত হন। হাসপাতালে নেয়ার পথে আরো দুজনের মৃত্যু হয়। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় সরিষাবাড়ী উপজেলার মহাদান ইউনিয়নের জামালপুর-মধুপুর সড়কের করগ্রাম এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন জামালপুর সদর উপজেলার নারায়ণপুর গ্রামের জয়নাল আবেদীনের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক, মৃত মুনসফ আলীর ছেলে মো. নুর জাহাঙ্গীর আলম, ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া এলাকার মহর উদ্দিনের ছেলে আরিফুল ইসলাম, জামালপুর শহরের গেইটপাড় এলাকার মেদু শেখের ছেলে আব্দুল করিম আলাল ও সরিষাবাড়ী উপজেলার নখদাইর এলাকার আমজাদ ফকিরের ছেলে এনাম ফকির।

সরিষাবাড়ী থানার ওসি চাঁদ মিয়া জানান, টাঙ্গাইলের মধুপুর থেকে জামালপুরের দিকে আসা যাত্রীবোঝাই সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে চাপা দেয় ঢাকামুখী একটি ট্রাক। দুর্ঘটনায় নিহতদের উদ্ধার করে জামালপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

গাজীপুর: শ্রীপুরে অটোরিকশাচাপায় মেরাজুল ইসলাম নামে এক স্কুল শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। গতকাল বেলা সোয়া ১টার দিকে উপজেলার টেংরা বাজারের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মেরাজুল ইসলাম উপজেলার দক্ষিণ ভাংনাহাটি ফালু মার্কেট এলাকার রুহুল আমিনের ছেলে। সে বনরূপা আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিল।

মেরাজুলের মামা লিটন মিয়া জানান, মেরাজুল তার মায়ের সঙ্গে অটোরিকশায় করে নানার বাড়ি যাচ্ছিল। টেংরা বাজারের পাশে রাস্তা পার হওয়ার সময় আরেকটি অটোরিকশা তাকে চাপা দেয়। এতে সে গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শ্রীপুর মডেল থানার এসআই সুজন কুমার পণ্ডিত জানান, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

নোয়াখালী: সেনবাগে পিকআপের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের নোয়াখালী-ফেনী হাইওয়ে সড়কের কল্যাণনী ভূঁইয়ার দিঘি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. হাকিম (৪০) উপজেলার কাদরা ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের নজরপুর গ্রামের ছদর উদ্দিন ব্যাপারী বাড়ির আব্দুল বারেকের ছেলে।

বণিক বার্তা বুধবার, জানুয়ারি ২২, ২০২৫

নাটোরে তিন বন্ধুসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৮

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

নাটোরে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী তিন বন্ধু নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় বগুড়া, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ ও কুমিল্লায় আরো পাঁচজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

কুমিল্লা: দাউদকান্দিতে বাসচাপায় তাহাজ্জদ হোসেন (৪০) নামে শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মালিখিল বাসস্ট্যান্ডের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তাহাজ্জদ হোসেন (৪০) দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নের মালিখিল গ্রামের মৃত তৌহিদ হোসেনের ছেলে। তিনি পেশায় রঙমিস্ত্রি ছিলেন। কাজ শেষ করে মহাসড়কের পাশ দিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলেন তিনি।

শনিবার, জানুয়ারি ১৮, ২০২৫ ■ মাঘ ৪, ১৪৩১ বণিকবার্তা

চট্টগ্রাম-গোপালগঞ্জে ছয়জনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৯

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

চট্টগ্রাম ও গোপালগঞ্জে গাড়ির ধাক্কায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। তারা সবাই মোটরসাইকেল আরোহী ছিলেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় বরিশাল, কুষ্টিয়া ও কুড়িগ্রামে প্রাণহানি হয়েছে আরো তিনজনের। নরসিংদীর পলাশে দুই ট্রাক ও বাসের ত্রিমুখী সংঘর্ষে আটজন গুরুতর আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় ও বৃহস্পতিবার রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

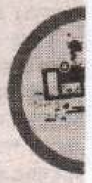

চট্টগ্রাম : জেলার মিরসরাইয়ে গাড়ির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী তিন বন্ধু নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সুফিয়া রোড এলাকার চট্টগ্রামমুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন মিরসরাই উপজেলার মায়ানী ইউনিয়নের বড়ুয়া পাড়ার সুরেশ বড়ুয়ার ছেলে শুভ্রজিৎ বড়ুয়া (৪০), একই এলাকার সত্য রঞ্জন বড়ুয়ার ছেলে রুবেল বড়ুয়া (৪০) ও মেগল বড়ুয়ার ছেলে নিপু বড়ুয়া (৪৫)।

নিহতদের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শুভ্রজিৎ বড়ুয়া ছিলেন সিমেন্টের দোকানের কর্মচারী। রুবেল বড়ুয়া কাঠমিস্ত্রি আর নিপু বড়ুয়া কৃষক। তিন বন্ধু সারা দিন কাজ সেরে রাতে দোকানে বসে আড্ডা দিতেন। বৃহস্পতিবার রাতে তারা একসঙ্গে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে একটি গাড়ি তাদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনজন।

জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক বোরহান উদ্দিন জানান, মরদেহ নিহতদের স্বজনদের বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। দুর্ঘটনায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া মোটরসাইকেলটি তাদের হেফাজতে রয়েছে।

গোপালগঞ্জ : কাশিয়ানীতে গাড়িচাপায় মোটরসাইকেলের তিন আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৬টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের হিরণ্যকান্দি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন উপজেলার পোনা এলাকার বিষ্ণু দাসের ছেলে দিপু দাস (১৮), একই এলাকার বাবুল নাগের ছেলে বিশাল নাগ (১৯) ও মিনারুল মৃধার ছেলে হৃদয় মৃধা (১৮)। তাদের মধ্যে দিপু দাস নবম শ্রেণী ও বিশাল নাগ অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিল।

বরিশাল : জেলার বাকেরগঞ্জে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছে আরো অন্তত সাতজন। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কের বাকেরগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মাহাবুব হোসেন (৪৫) সাতক্ষীরার তালা উপজেলার নওয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

কুষ্টিয়া : দৌলতপুরে ট্রাকের ধাক্কায় সোহাগুর রহমান (৩২) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের বাগোয়ান কলেজ মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সোহাগ পার্শ্ববর্তী ভেড়ামারা থানার মির্জাপুর গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে।

কুড়িগ্রাম : উলিপুরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চাপায় আরশি খাতুন (৩) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অটোরিকশার আরো তিন যাত্রী। গতকাল বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার ধামশ্রেণি ইউনিয়নের সুড়িরভারা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৩ জানুয়ারি ২০২৫

সড়ক দুর্ঘটনায় সারা দেশে ১১ জনের মৃত্যু, আহত ১৯

মিঠাপুকুরে কুয়াশাচ্ছন্ন সড়কে একে একে দুর্ঘটনার কবলে চার বাস

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় গত দুই দিনে ১১ জন নিহত ও ১৯ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে রংপুরের মিঠাপুকুরে কুয়াশাচ্ছন্ন সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একে একে চারটি যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অন্তত সাত জন আহত হয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে দৈনিক ইত্তেফাকের সংবাদদাতা ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

মিঠাপুকুর (রংপুর) সংবাদদাতা জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা আরবিএস ট্রাভেলস, রানী পরিবহন ও অপু পরিবহনসহ যাত্রীবাহী আরেকটি বাস মহাসড়কের জায়গীর-বলদিপুকুরের মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছালে কুয়াশার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একে অপরকে ধাক্কা দেয়। এতে সাত জন আহত হন।

জামালগঞ্জ (সুনামগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, উপজেলার ভীমখালী এলাকায় রাস্তার ভাঙা অংশে অটোরিকশা পড়ে শাহীনূর রহমান (৩৫) নামে এক দিনমজুর নিহত ও সাত জন আহত হয়েছেন। গতকাল জাল্লাবাজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বরিশাল অফিস : ব্যাটারিচালিত হলুদ অটোরিকশার চাপায় গতকাল সকালে নগরীর সরকারি ব্রজমোহন কলেজের সামনে জান্নাতুল মাওয়া (১০) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ দুর্ঘটনার প্রতিবাদ ও অন্যান্য দাবিতে দুপুরে সড়ক অবরোধ বিক্ষোভ করে ব্রজমোহন কলেজের শিক্ষার্থীরা। পরে সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার আশ্বাসে রাত ৮টায় অবরোধ তুলে নেয় শিক্ষার্থীরা।

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান উপজেলার বাঘানগর ব্রীজের সামনে গত মঙ্গলবার ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশা গর্তে পড়ে নাসির উদ্দিন (৪৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত ও দুইজন আহত হয়েছেন।

খুলনা অফিস : বালুভর্তি ডাম ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে তারেক রেজওয়ান নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাতে নগরীর খানজাহান আলী সেতু (রূপসা ব্রিজ) সংলগ্ন এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ভাণ্ডারিয়া (পিরোজপুর) সংবাদদাতা জানান, ইকড়ি ইউনিয়ন এলাকায় গতকাল নির্মাণাধীন ব্রিজের খাদে পড়ে রাকিব জোমাদ্দার (২৫) নামে এক যুবক নিহত ও তার বন্ধু আহত হয়েছেন। নিহত রাকিব মঠবাড়িয়া উপজেলার ভগিরথপুর গ্রামের কবির জোমাদ্দারের ছেলে।

যুগান্তর | বুধবার ২২ জানুয়ারি ২০২৫
৮ মাঘ ১৪৩১

ট্রাক-মোটরবাইক সংঘর্ষে লালপুরে তিন বন্ধু নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

নাটোরের লালপুরে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে তিন বন্ধু প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার কদিমচিলান ইউনিয়নের সেকচিলান গ্রামে পাবনা-ঢাকা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বগুড়ায় প্রাইভেটকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শ্যালক-দুলাভাই নিহত হয়েছেন। এছাড়া পাঁচ স্থানে দুর্ঘটনায় আরও ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে রাজশাহীতে যুবদল কর্মীসহ দুজন, কুড়িগ্রামে শিশু, মুন্সীগঞ্জে চালকের সহকারী এবং ফরিদপুরে শিক্ষার্থী ও ময়মনসিংহে মোটরসাইকেল আরোহী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

লৌহজং (মুন্সীগঞ্জ) : পদ্মা সেতু সামনে ওজন স্কেলের মোড়ে বাস ব্রেক করলে হঠাৎ হেল্পার তাহসিন মাহমুদ রিফাত দরজা থেকে ছিটকে চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান। রিফাত দোহার উপজেলার মুকসুদপুর বেথুয়া গ্রামের ফিরোজ আলমের ছেলে। এ সময় ঘন কুয়াশার কারণে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দুগাছি থেকে পদ্মা সেতু পর্যন্ত দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

NEW AGE
FRIDAY, JANUARY 24, 2025, MAGH 10, 1431 BS

6 killed in road accidents in 4 districts

Staff Correspondent

AT LEAST six people were killed and another one injured in road accidents in Magura, Sylhet, Patuakhali and Dinajpur distrcits on Thursday.

Bangladesh Sangbad Sangstha reported that a motorcycle rider was killed and another injured as a truck hit their bike at Kullia Bazar under the sadar upazila of Magura.

The deceased is Jeet Ghosh, 19, a resident of Kullia village in Kuchiamora union of the upazila.

Magura Sadar police station officer-in-charge Md Ayub Ali said that the accident took place at around 1:40pm and the injured Barshan Roy, 22, was shifted to Faridpur Medical College Hospital in critical condition.

In another incident, the BSS reported that two workers were killed in a road accident on the Ambarkhana-Airport road in Sylhet city.

The deceased is Layes Mia, 35, a resident of Duhaliya village under Dowarabazar upazila in Sunamganj district and Md Jahangir, 20, of Biswanathpur upazila in Sylhet.

Airport police station OC Sayed Anisur Rahman said that the accident took place in Chawkidekhi area at around 1:30am when a CNG-run auto-rickshaw hit the workers.

Layes and Jahangir were working as labourers unloading products from a truck of a shop and preparing to return home.

The BSS reported that two people were killed in separate accidents at Bauphal upazila in Patuakhali.

A motorcycle rider was killed in a road accident on the Bauphal-Barishal highway in the Rajanagar area of the upazila early this morning, said Bauphal police station OC Md Kamal Hossain.

The deceased is Tariqul Sharif, 35, a resident of Ward 8 of Kanakdia union under the upazila.

A fisherman, on the other hand, was killed when his fishing trawler sank after being hit by a launch at Mathbaria Point in Dhulia union section of the Tentulia River, said Kalaiya naval police station officer-in-charge Tariqul Islam.

The deceased is Sentu Pyada, 50, of Mominpur village under Keshabpur union of the upazila.

The BSS, meanwhile, reported that a motorcyclist was killed as a bus hit his bike in the 13 Mile Gareya Bazar area under Kaharol upazila in Dinajpur.

The deceased is Delwar Hossain, 35, of Kamalpur village in Birganj upazila of the district.

The accident took place on the Dinajpur-Panchagarh highway at around 3:30pm when a BRTC bus hit the motorcycle, said Kaharol police station OC Md Ruhul Amin.

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
১০ মাঘ ১৪৩১, ২৪ জানুয়ারি ২০২৫

সিলেটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

■ সিলেট অফিস

সিলেটে বেপরোয়া গতিতে আসা সিএনজিচালিত অটোরিকশার চাপায় দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গত বুধবার দিবাগত রাতে নগরীর চৌকিদীঘি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—মহানগরের শাহজালাল উপশহরের তেরবতল এলাকার লায়েছ মিয়া (৩৫) ও মো. জাহাঙ্গীর (২০)। তাদের দুই জনের বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলায়।

পুলিশ জানায়, নিহত দুই শ্রমিক বুধবার রাত ৩টার দিকে ট্রাক থেকে রড নামানোর কাজ করছিলেন। এ সময় পেছন দিক থেকে আসা দ্রুতগতির একটি সিএনজি অটোরিকশা তাদের চাপা দেয়। পরে স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাদেরকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিমানবন্দর থানার এসআই অর্জুন চৌধুরী বলেন, পুলিশ সিএনজি অটোরিকশাটি জব্দ করে থানায় নিয়ে গেছে। নিহতদের লাশের সুরতহাল রিপোর্ট শেষে ময়নাতদন্তের জন্য ওসমানী মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

DHAKA FRIDAY JANUARY 24, 2025
MAGH 10, 1431 BS
The Daily Star

Worker dies falling from ladder

UNB, *Dhaka*

A power company worker died after falling from a ladder while setting up an electric line behind the BSMMU hospital in Dhaka yesterday.

The deceased, identified as Zahid, 35, was employed by Moon Power Company. He was from Jamalpur, said Inspector Md Faruk, in charge of the Dhaka Medical College Hospital Police Outpost.

Zahid was rushed to BSMMU hospital, before being transferred to the DMCH emergency department for advanced treatment at 3:20pm. Doctors declared him dead at 4:25pm, the police officer said.

যুগান্তর
শুক্রবার ২৪ জানুয়ারি ২০২৫
১০ মাঘ ১৪৩১

টঙ্গীতে টিফিন খেয়ে কারখানার শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ

A

টঙ্গী শিল্পাঞ্চল (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি কারখানায় টিফিন খেয়ে শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে টঙ্গীর সিংবাড়ি মোড় এলাকার বারাকা ফ্যাশন লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। অসুস্থ শ্রমিকদের রাতেই টঙ্গীর গুটিয়া এলাকার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। টঙ্গী পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসকান্দার হাবিবুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে যুগান্তরকে জানান, সম্ভবত খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে শ্রমিকরা অসুস্থ হয়ে পড়েন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বারাকা ফ্যাশনে এক হাজারের বেশি শ্রমিক কাজ করেন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে টিফিন দেওয়া হয়। টিফিন খাওয়ার সময়ই বেশ কয়েকজন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ হওয়ার হার বাড়তে থাকে। শ্রমিকদের টঙ্গী শহিদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতাল ও গুটিয়া ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে নেওয়া হয়।

অসুস্থ শ্রমিক হালিমা খাতুন, সবুজা বেগম, নুরজাহান ও রুবিনা জানান, রাতের টিফিন হিসাবে ড্যানিশ, কেক, কলা ও ডিম দেওয়া হয়। এগুলো খাওয়ার পরেই শ্রমিকরা অসুস্থ হয়ে মাটিতে ঢলে পড়তে থাকে। পেটে জ্বালাপোড়া, পেট ব্যথা ও বমি বমি ভাব শুরু হয়। এ বিষয়ে জানতে কারখানা মালিক গোলাম রব্বানী চৌধুরীর মোবাইলে একাধিকবার কল দেওয়া হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

শহিদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক শাহরিয়া লুনা বলেন, হাসপাতালে আসা রোগীদের নমুনা দেখে মনে হচ্ছে সিরেটিভ বা ড্রাগমিশ্রিত খাবার খেয়ে এমন হয়েছে।

শনিবার, জানুয়ারি ২৫, ২০২৫ ■ মাঘ ১১, ১৪৩১ বণিকবার্তা

সড়ক দুর্ঘটনায় সাত জেলায় নিহত ৮

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের সাত জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে নাটোরে দুজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া রাজধানীর ডেমরা, ঝালকাঠি, রাজবাড়ী, গাইবান্ধা, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জে আরো ছয়জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত ২১ জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

নাটোর: গুরুদাসপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরো অন্তত ১০ জন। তাদের নাটোর সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল ভোর ৬টা ও সকাল ৭টার দিকে উপজেলার বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের টোল প্লাজা এবং আইরমাড়ি তরমুজ পাম্প এলাকায় এ দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। নিহতদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি হলেন সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার গয়াহাটা গ্রামের আলতাফ আকন্দের ছেলে শাহীন আকন্দ (২৯)। অন্যজনের পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বনপাড়া হাইওয়ে থানার ওসি ইসমাইল হোসেন।

ঢাকা: রাজধানীর ডেমরায় দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানের পেছনে ধাক্কা লেগে অন্য কাভার্ড ভ্যানের চালক নিহত হয়েছেন। আহত হন থেমে থাকা গাড়িচালকের সহকারী মো. শারফিন (৬০) ও অন্য কাভার্ড ভ্যানের চালকের সহকারী নাজমুল (৪৫) ও বাবু (২৩)। তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ডেমরা-যাত্রাবাড়ী সড়কের ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হৃদয় হোসেনের (৩০) বাড়ি নরসিংদীতে। ডেমরা থানার এসআই শীতল কুমার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ঝালকাঠি: নলছিটিতে গাড়িচাপায় আসাদুজ্জামান আসাদ (৬৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল ৫টার দিকে ঝালকাঠি-বরিশাল মহাসড়কের প্রতাপ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন নলছিটি থানার ওসি আব্দুস সালাম। নিহত আসাদুজ্জামান যশোরের বেনাপোল বন্দর এলাকার মৃত রুহুল আমিন সরদারের ছেলে। কুয়াকাটায় পিকনিকে যাওয়ার সময় তিনি এ দুর্ঘটনার শিকার হন।

রাজবাড়ী: পাংশায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে রাসেল মণ্ডল নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো দুজন। বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার যশাই ইউনিয়নের উদয়পুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাসেল মণ্ডল মৌরাট ইউনিয়নের খান্দুয়া গ্রামের বক্কার মণ্ডলের ছেলে।

গাইবান্ধা: পলাশবাড়ীতে বাসচাপায় সাকিব মিয়া (২০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা ১১টার দিকে গাইবান্ধা-পলাশবাড়ী সড়কের চুনিয়াপাকুর জামেরতল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাকিব মিয়া পলাশবাড়ী পৌরসভার শিবরামপুর গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে।

চট্টগ্রাম: মিরসরাইয়ে পিকনিকের বাসের নিচে চাপা পড়ে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। এ সময় বাসটি খাদে পড়ে চালক ও শিক্ষার্থীসহ ছয়জন আহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তির পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ। গতকাল সকাল ৭টায় উপজেলার মিঠাছড়া বাজারের হাদি মুসা এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নারায়ণগঞ্জ: রূপগঞ্জে ট্রাকচাপায় মাজেদা বেগম (৫০) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকালে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বরপা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মাজেদা বেগম বরপা এলাকায় মতিনের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৯ মাঘ ১৪৩১
Dhaka : Thursday 23 January 2025

চার জেলায় সড়কে ঝরল ৭ জনের প্রাণ

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

নাটোরের লালপুরে ট্রাকের সাথে সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের ৩ আরোহী, বগুড়া সদরের গোকুল এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন, ফরিদপুরের সদরপুরে অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে এক কলেজছাত্র এবং মুন্সিগঞ্জের পদ্মা সেতু উত্তর থানা এলাকায় বাস থেকে ছিটকে পড়ে পিছনের চাকায় পিষ্ঠ হয়ে হেল্পার নিহত হয়েছেন। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

শ্রীনগর (মুন্সিগঞ্জ) : মুন্সিগঞ্জের পদ্মা সেতু উত্তর থানা এলাকায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেনে গাংচিল বাস থেকে ছিটকে পড়ে পিছনের চাকায় পিষ্ঠ হয়ে বাসের হেল্পার তাহসিন মাহমুদ রিফাত নিহত হয়েছেন। হাসারা হাইওয়ে থানার ওসি আব্দুল কাদের জিলানী জানান, গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে নিহত হেল্পারের মরদেহ উদ্ধার করেছেন তারা। ওসি আরও জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী বাস গাংচিল পরিবহনের বাসটি পদ্মা সেতু উত্তর থানা সংলগ্ন এলাকায় সার্ভিস লেনে আসলে, বাসের দরজার সামনে অসতর্ক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা হেল্পার তাহসিন বাস থেকে ছিটকে পড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিহত হেল্পার তাহসিন মাহমুদ রিফাত ঢাকার দোহার উপজেলার বতুয়া গ্রামের ফিরোজ আলমের ছেলে।

বণিকবার্তা
শুক্রবার, জানুয়ারি ৩১, ২০২৫

কারখানায় আগুন

গাজীপুরে পিভেন্সি গ্রুপের জাহিন রিসাইক্লিং প্লান্ট কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বেলা দেড়টার দিকে সদর উপজেলার মনিপুর এলাকায় অবস্থিত কারখানাটিতে আগুনের সূত্রপাত হয়। ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ২ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানাতে পারেননি গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক (ডিএডি) মোহাম্মদ মামুন।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, গাজীপুর

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
১৭ মাঘ ১৪৩১, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫

সেনবাগে ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজি চালক নিহত

■ সেনবাগ (নোয়াখালী) সংবাদদাতা

সেনবাগে ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজি চালক আবদুল হাকিম (৪০) নিহত হয়েছেন। নোয়াখালী-ফেনী ফোর লেন মহাসড়কের সেনবাগ উপজেলার ভুঁইয়াদীঘি এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে গ্যাস পাম্প থেকে গ্যাস নিয়ে রাস্তায় বের হওয়ার সময় একটি দ্রুতগতির ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজি চালক আবদুল হাকিম ঘটনাস্থলে নিহত হন।

এ ব্যাপারে সেনবাগ থানার ওসি এসএম মিজানুর রহমান বলেন, ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজি চালকের মৃত্যুর বিষয়টি শুনেছেন। বিষয়টি হাইওয়ে পুলিশ দেখছে বলে জানান তিনি।

দেশ রূপান্তর শনিবার, ২৫ জানুয়ারি ২০২৫

টঙ্গীতে কারখানায় রাতে টিফিন খেয়ে শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গীতে একটি কারখানায় রাতে টিফিন খেয়ে শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে টঙ্গীর সিংবাড়ি মোড় এলাকার বারাকা ফ্যাশন লিমিটেড নামক পোশাক কারখানা এ ঘটনাটি ঘটে। অসুস্থ শ্রমিকদের রাতে টঙ্গী সরকারি হাসপাতাল ও গুটিয়া এলাকার ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং কয়েকটি প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

কারখানার শ্রমিক সূত্র জানা যায়, কারখানা কর্তৃপক্ষ ওভারটাইমে কাজ করানোর জন্য বৃহস্পতিবার রাতে প্রায় ১১ হাজার শ্রমিককে রেখে দেয়। রাত অটটার দিকে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের টিফিন সরবরাহ করে। রাত সাড়ে ৮টার দিকে পোশাক শ্রমিকদের মধ্যে টিফিন বিতরণ করা হলে, এর পরই একে একে শ্রমিকরা অসুস্থ হতে থাকেন। অসুস্থ হওয়া শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হতে থাকায় কারখানার ভেতর প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতাল ও গুটিয়া ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বারাকা ফ্যাশন লিমিটেড শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. হাসান আলী বলেন, বৃহস্পতিবার কারখানাটিতে ১১ হাজার শ্রমিক কাজ করছিলেন। রাতে ওভারটাইম করানোর কথা ছিল। পরে রাতে টিফিন খেয়ে রোকন, মিলি বেগম, মফিজুল ইসলাম, হাবিবা খাতুন, শিল্পী বেগম, রেজাউল করিম, রাব্বি, নাসিমাসহ প্রায় ১৬৪ জন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ শ্রমিকদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

টঙ্গীর বারাকা ফ্যাশন লিমিটেড শ্রমিক মিলি বেগম বলেন, রাত ৯টার দিকে আমিসহ ১১ জন একসঙ্গে টিফিন খাচ্ছিলাম। হঠাৎ মাথাব্যথা ও বমি হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর আমি অচেতন হয়ে যাই। রাত ২টার পর থেকে আমি অনেকটা সুস্থ। বারাকা ফ্যাশন লিমিটেড কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা শাকিল আহমেদ বলেন, শ্রমিকরা অসুস্থ হওয়ার পর কারখানার ভেতরেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। অসুস্থ শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়লে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

টঙ্গীর সাতাইশ গুটিয়া ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. কাজী কাশফিয়া তাবাসসুম বলেন, রাত ৩টা পর্যন্ত দেড় শতাধিক রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে অতিরিক্ত ডিরেক্টর উপস্থিত থাকার কারণে সব রোগী সেবা পাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, দেড় শতাধিক রোগীর মধ্যে তিনজন গর্ভবতী শ্রমিক থাকায় তাদের আলাদা সেবা দেওয়া হচ্ছে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ পরিদর্শক (টঙ্গী জোন) মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, অসুস্থদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অনেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। শুক্রবার (গতকাল) দুপুরে খবর নিয়ে জানা গেছে অসুস্থ হওয়া শ্রমিকরা সুস্থ হয়ে সবাই বাসায় চলে গেছেন।

NEW AGE TUESDAY, JANUARY 28, 2025

Auto-rickshaw snatched, driver killed

Staff Correspondent

AN AUTO-RICKSHAW driver was declared dead at Dhaka Medical College Hospital in the capital early Monday, hours after a group of miscreants snatched his three-wheeler by hitting him on the head with a heavy object at Aftabnagar in Dhaka.

The deceased is Abdus Salam, 65, of Merul Baada in the city.

The report of the murder by suspected snatchers came amid media reports suggesting a deteriorating law and order situation in the city.

Badda police station officer-in-charge Saiful Islam said that the police went to the spot as they were informed about the incident by the national emergency service 999 at about 9:00pm on Sunday.

'We found Salam in a pool of blood as miscreants hit him with a rod on his head. But police found no auto-rickshaw on the spot,' he said.

The victim's nephew Md Sujan termed it 'an incident of snatching' and said that the snatchers hit his uncle on the head with a heavy object and took away his auto-rickshaw.

'Hearing the news, I rushed to the spot and took my uncle to Dhaka Medical College Hospital, where doctors declared him dead at about 2:00am on Monday,' he said.

OC Saiful, however, said on Saturday afternoon that they were yet to confirm the motive behind the killing.

'We are not sure if it was a case of snatching or planned murder,' he said.

He said that a case was lodged with his police station on Monday but none was arrested.

According to the Dhaka Metropolitan Police data, 17 cases of snatching were reported in September in the past year, 33 in October, 38 in November and 51 cases were reported in December in the year.

The data also shows that 564 suspects were arrested following snatching incidents in December 2024.

যুগান্তর বুধবার ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ ১৫ মাঘ ১৪৩১

দিনমজুর ও ব্যবসায়ীসহ সড়কে ঝরল ৮ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার ও আগেরদিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। তাদের মধ্যে রাজধানীতে মোটরসাইকেল চালক, সিলেটে বৃদ্ধ, ভোলায় আরোহী, বগুড়ায় ট্রাকচালকের সহকারী, ময়মনসিংহে ব্যবসায়ী, বরিশালে ইজিবাইক চালক, বরগুনায় দিনমজুর এবং হবিগঞ্জে যুবক রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

ঢাকা : রামপুরা টিভি ভবনের পাশে শাপলা চত্বরে কাভার্ডভ্যান চাপায় মোটরসাইকেল চালক এসএম মোয়াজ্জেম হোসেন নিহত হয়েছেন। তিনি নরসিংদীর মৃত আবুল হাসেমের ছেলে। তিনি উত্তর শাহজাহানপুর পরিবার নিয়ে থাকতেন।

সিলেট : মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বৃদ্ধ দুলাল আহমেদ নিহত হয়েছেন। সিলেট-তামাবিল মহাসড়কে উমনপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তিনি জৈন্তাপুর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামের বাসিন্দা খলিলুর রহমানের ছেলে। সোমবার রাতে উমনপুরে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

বগুড়া : নন্দীগ্রামে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে হেলপার রাজু আহমেদের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে উপজেলার কুন্দারহাট বাসস্ট্যান্ডে বগুড়া-নাটোর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার কবতপুর গ্রামের বাসিন্দা।

ফুলপুর (ময়মনসিংহ) : তারাকান্দায় ট্রাকচাপায় ব্যবসায়ী মেহেদী হাসান গনির প্রাণ গেছে। তিনি বিসকা ইউনিয়নের দয়ারামপুর গ্রামের আ. গফুরের ছেলে। নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ সড়কের কাশিগঞ্জ বাজারে মঙ্গলবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বাকেরগঞ্জ (বরিশাল) : বাকেরগঞ্জে ইজিবাইক চাপায় যুবক রফিকুল ইসলামের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে উপজেলার গারুড়িয়া ইউনিয়নের ভিঙ্গারহাট সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রফিকুল বাকেরগঞ্জ পৌর এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত মান্নান হাওলাদারের ছেলে।

শায়েস্তাগঞ্জ (হবিগঞ্জ) : শায়েস্তাগঞ্জের ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে গাড়িচাপায় মোটরসাইকেল চালক টিটন মিয়া নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে নূরপুরে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তিনি শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার কাজীরগাঁও গ্রামের কদ্দুস মিয়ার ছেলে।

আমতলী (বরগুনা) : আমতলীতে ট্রাকের ধাক্কায় দিনমজুর সোহরাফ হাওলাদার নিহত হয়েছেন। সোমবার রাতে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। সোহরাফ আড়পাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নের তারিকাটা গ্রামের মোশাররফ হাওলাদারের ছেলে।

ভোলা : ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী রিপন মাতাব্বরের মৃত্যু হয়েছে। তিনি পক্ষিয়া ৮নং ওয়ার্ডের ইদ্রিস মিয়ার ছেলে। ভোলা-চরফ্যাশন সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

NEW AGE FRIDAY, JANUARY 31, 2025,

Worker dies falling from under-construction building

Staff Correspondent . Sylhet

A CONSTRUCTIOn worker died after falling from an under-construction building in Sylhet on Thursday morning.

The deceased is Md Rubel Miah, 18, son of Asad Ali of Manglirpar area under the Biman Bandar police station in the city.

The victim's uncle Shakil Hossain Sourav told reporters that Rubel was working on the second floor of a multi-storey under-construction building in the morning in the Bypass Crossing area under the Biman Bandar police station.

At one point, he fell to the ground from the floor where he was working at around 10:00am and sustained serious injuries, Shakil said.

Briman Bandar police station officer-in-charge Syed Anisur confirmed the victim's death to New Age.

He said that local people took the victim to Sylhet MAG Osmani Medical College Hospital immediately after rescuing him in critical condition from the spot.

সংবাদ বৃহস্পতিবার ১৬ মাঘ ১৪৩১
Thursday 30 January 2025

৩ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

যশোরের মণিরামপুরে ট্রাক ও ব্যাটারিচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে ভ্যানের চালক ও এক যাত্রী, হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে অজ্ঞাত গাড়ীর চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবক এবং বগুড়ার নন্দীগ্রামে দ্রুতগতির দুটি ট্রাক ওভারটেকিং করার সময় সংঘর্ষে এক ট্রাকের হেলপার নিহত হয়েছেন। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

যশোর : যশোরের মণিরামপুরে ট্রাক এবং ব্যাটারিচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে ভ্যানের চালক এবং এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় মণিরামপুর হাসপাতাল মোড়ে যশোর-চুকনগর মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন উপজেলার ফেদায়পুর গ্রামের বাসিন্দা ভ্যানচালক মোসলেম হোসেন এবং মুন্সিখানপুর গ্রামের রবিউল ইসলাম রবির ভ্যানের যাত্রী স্ত্রী রুপা খাতুন। মণিরামপুর ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের অফিসার সাফায়াত বলেন, মালবাহী ট্রাকের নিচ থেকে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পরে অন্যদেরকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়া হলে, সেখানে রুপা নামে এক গৃহবধূ মারা যান। মণিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক সাইফউদ্দিন বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই ওই দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। মণিরামপুর থানার এসআই অমিত কুমার দাস জানান, স্থানীয়দের সহযোগিতায় ঘাতক ট্রাকটিকে জব্দ করা হয়েছে। তবে ট্রাকচালক পালিয়ে গেছেন। এই ব্যাপারে থানায় পরবর্তী প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

হবিগঞ্জ : হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে অজ্ঞাত গাড়ীর চাপায় টিটক মিয়া নামে মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবক নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার সকালে উপজেলার সুতাং বাইপাস রোড সংলগ্ন ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত টিটক মিয়া উপজেলার নিশাপট গ্রামের কদ্দুস মিয়ার ছেলে। শায়েস্তাগঞ্জ থানার ওসি দিলীপ কান্ত নাথ বলেন, অজ্ঞাত গাড়ী চাপা দিলে মোটরসাইকেল আরোহী টিটক মিয়া গুরুতর আহত হন। আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ঢাকায় প্রেরণ করেন। পরে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান টিটক মিয়া।

বগুড়া : বগুড়ার নন্দীগ্রামে দ্রুতগতির দুটি ট্রাক ওভারটেকিং করার সময় সংঘর্ষে রাজু আহমেদ নামে এক ট্রাকের হেলপার নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার সকালে উপজেলার কুন্দারহাট বাসস্ট্যান্ডে বগুড়া-নাটোর মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাজু আহমেদ কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার কবতপুর গ্রামের বাসিন্দা। কুন্দারহাট হাইওয়ে থানার ওসি মনোয়ারুজ্জামান বলেন, চালকের বেপরোয়া ড্রাইভিং এবং সড়কে ওভারটেকিং করার অসতর্কতাই এই দুর্ঘটনার মূল কারণ। দুর্ঘটনার পরপরই ট্রাকের চালক পালিয়ে যান। ট্রাক দুটিকে থানা হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

যুগান্তর
বুধবার ২৯ জানুয়ারি ২০২৫
১৫ মাঘ ১৪৩১

টঙ্গীতে কারখানার লিফট ছিঁড়ে শ্রমিক নিহত

টঙ্গী পশ্চিম (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গী ভাদাম এলাকায় লিফটের তার ছিঁড়ে আনোয়ারুল (৪০) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে সোমবার রাত ১০টায় তামিশনা ফ্যাশন লিমিটেড কারখানায়। এ খবর মঙ্গলবার কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। নিহত আনোয়ারুল গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ থানার বেলকা নবাবগঞ্জ গ্রামের সৈয়দ আলীর ছেলে। তিনি ভাদাম এলাকায় বসবাস করে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন।

শ্রমিকরা জানান, সোমবার ১০টার দিকে আনোয়ারুল কারখানার লিফটে চড়ে উপরে ওঠার সময় লিফটের তার ছিঁড়ে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে টঙ্গী শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ঢামেকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তার মৃত্যু হয়।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২৮ জানুয়ারি ২০২৫
১৪ মাঘ ১৪৩১

তানোরে ইউএস বাংলার এক্সিকিউটিভসহ নিহত ২

যুগান্তর ডেস্ক

রাজশাহীর তানোরে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের সিনিয়র এক্সিকিউটিভসহ দুজন নিহত ও দুজন আহত হয়েছেন। এদিকে, আট জেলায় নিহত হয়েছেন আরও ৯ জন। এদের মধ্যে নাটোরে দুই স্কুলছাত্র, নোয়াখালীর সুবর্ণচরে তরুণ, গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে শিশু, মেহেরপুরের গাংনীতে শিক্ষার্থী, টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে পল্লীবিদ্যুতের লাইনম্যান, বগুড়ার শাজাহানপুরে কিশোর, সাতক্ষীরায় যুবক ও রাজধানীর শনির আখড়ায় পার্লার কর্মী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : রাজধানীর শনির আখড়ায় রাস্তা পারাপারের সময় প্রাইভেটকারের ধাক্কায় সাথী আক্তার নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। তিনি বিউটি পার্লারের কর্মী ছিলেন। সোমবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে শনির আখড়া অগ্রদূত স্কুলের সামনে এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার মো. মুজিবুর রহমানের মেয়ে সাথী।

বণিক বার্তা বুধবার, জানুয়ারি ২৯, ২০২৫

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

বণিক বার্তা ডেস্ক

যশোরে ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানচালক ও এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় রাজধানীর রামপুরা, বগুড়া, দিনাজপুর, কক্সবাজার ও হবিগঞ্জে আরো পাঁচজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

যশোর : মণিরামপুরে ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানচালক ও এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ভ্যানের আরো দুই যাত্রী। গতকাল বেলা ৩টার দিকে মণিরামপুর হাসপাতাল মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ভ্যানচালক মোসলেম হোসেন (৫৫) ও উপজেলার মুন্সিখানপুর গ্রামের রবিউল ইসলাম রবির স্ত্রী রুপা খাতুন (৪৫)।

মনিরামপুর থানার এসআই অমিত কুমার দাস জানান, স্থানীয়দের সহযোগিতায় ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক পালিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঢাকা : রামপুরায় কাভার্ড ভ্যানের চাপায় এসএম মোয়াজ্জেম হোসেন (৪৫) নামে এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। সোমবার রাত পৌনে ১২টার দিকে রামপুরা টেলিভিশন ভবনের ৪ নম্বর গেটের পাশে মোয়াজ্জেমের মোটরসাইকেলটিকে একটি কাভার্ড ভ্যান চাপা দেয়। এতে মোয়াজ্জেম ঘটনাস্থলেই মারা যান। তার বাড়ি নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায়। স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে তিনি ঢাকার উত্তর শাহজাহানপুরে থাকতেন। রামপুরা থানার এসআই মাসুদ রানা বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বগুড়া : নন্দীগ্রামে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে রাজু আহমেদ (৫০) নামে একজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে বগুড়া-নাটোর মহাসড়কের কুন্দারহাট বাসস্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাজু কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার কবতপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ট্রাকচালকের সহকারী ছিলেন।

সময়ের আলো
রোববার। ২৬ জানুয়ারি ২০২৫।

গাছের ডাল মাথায় ঢুকে শ্রমিকের মৃত্যু

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে কদম গাছ কাটতে গিয়ে মাথায় ডাল ঢুকে আবদুল মজিদ নামের এক গাছ কাটা শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

শনিবার আনুমানিক বেলা ১১টার দিকে উপজেলার পোগলদিঘা ইউনিয়নের গেন্দারপাড়া মজিবর রহমান মাস্টারের বাড়িতে এই ঘটনা ঘটেছে। নিহত আবদুল মজিদ তারাকান্দি গ্রামের মৃত লেফাসু মণ্ডলের ছেলে।

এ বিষয়ে জানার জন্য যোগাযোগ করা হলে সরিষাবাড়ী থানার ওসি চাঁদ মিয়া বলেন, এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কেউ অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান সরিষাবাড়ী থানার ওসি চাঁদ মিয়া।

নিহত আবদুল মজিদের পরিবারের সদস্য, স্থানীয় লোকজন ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সরিষাবাড়ী উপজেলার পোগলদিঘা ইউনিয়নের গেন্দারপাড়ায় আনু মণ্ডলের বাড়িতে একটি কদম গাছ কাটতে যান আবদুল মজিদ। এ সময় তার সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক ছিলেন গাছ কাটার জন্য। গাছটি যাতে বৈদ্যুতিক তারের ওপর পড়ে না যায় সে লক্ষ্যে রশি টেনে ধরেন আবদুল মজিদ। এ সময় আবদুল মজিদের মাথায় গাছ পড়ে একটি ডাল

প্রথম আলো • বুধবার, ১ জানুয়ারি ২০২৫,

নড়াইলে সাংবাদিককে কুপিয়ে জখম

প্রতিনিধি, নড়াইল

নড়াইলে এক সাংবাদিককে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। গত সোমবার মধ্যরাতে শহরের শেখ রাসেল সেতুর ওপর এ ঘটনা ঘটে। তিনি বুকে, হাতে ও পায়ে জখম নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

আহত সাংবাদিকের নাম সজীব রহমান। তিনি সময় টেলিভিশনের নড়াইল জেলা প্রতিনিধি।

পুলিশ ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় ওই সেতুতে দুই শিক্ষার্থী আড্ডা দিচ্ছিলেন। এ সময় সেখানে একটি মোটরসাইকেলে দুই ব্যক্তি গিয়ে নিজেদের প্রশাসনের লোক পরিচয় দেন এবং তাঁদের মোটরসাইকেলের কাগজপত্র দেখতে চান। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান তাঁরা। এ সময় সেখান দিয়ে গ্রামের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন সজীব। তিনি নিজের মোটরসাইকেল থামিয়ে ওই দুই ব্যক্তির পরিচয় জানতে চান। একপর্যায়ে তাঁরা ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে সজীবের বুকে, হাতে ও পায়ে আঘাত করে পালিয়ে যান।

সেখানে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের একজন শাহরিয়ার সিফাত বলেন, 'কথা-কাটাকাটির মধ্যে মুহূর্তেই সাংবাদিক সজীব ভাইকে ছুরি দিয়ে কয়েকটি কোপ দেয় তারা (দুর্বৃত্তরা)। একজন মোটরসাইকেলে বসা ছিল, অন্যজন কোপ দিয়ে দ্রুত চলে যায়। আমরা পিছু নিয়েও তাদের ধরতে পারিনি।'

নড়াইল সদর থানা-পুলিশের ওসি সাজেদুল ইসলাম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।

সময়ের আলো
বুধবার। ১ জানুয়ারি ২০২৫।

১৮ বনশ্রমিক মুক্ত উদ্ধার হয়নি ফের অপহৃত ৮ জন

● টেকনাফ (কক্সবাজার)

কক্সবাজারের টেকনাফে প্রশাসনের সাঁড়াশি অভিযানের মুখে বন বিভাগের কাজ করতে গিয়ে অপহরণের শিকার হওয়া ৩ বন কর্মীসহ ১৮ শ্রমিক মুক্ত হয়েছেন। অপহরণ চক্রের সদস্যরা তাদের ছেড়ে দিলেও উদ্ধার হয়নি ফের অপহরণ হওয়া ৮ জন।

অপহরণ চক্রের আস্তানা থেকে ফেরা ১৮ জন ভিকটিম নিজ বাড়িতে ফিরে এসেছেন বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টেকনাফের জাদিমুড়া পশ্চিমের পাহাড় থেকে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এদিকে মঙ্গলবার হোয়াইক্যং বাহারছড়া শামলাপুর যাওয়ার পথে অপহরণ হওয়া অপর ৮ জন এখনও উদ্ধার হননি। তাদের উদ্ধারে র‌্যাব, পুলিশের যৌথ অভিযান চলমান। তাদের মধ্যে ১ জন সিএনজি ও ১ জন অটো চালক রয়েছেন। বাকিরা যাত্রী বলে জানা গেছে। তবে এখনও তাদের নাম-ঠিকানা পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ১৮ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। তবে তাদের মধ্যে ৪ জন বাংলাদেশি ও ১৪ জন রোহিঙ্গা।

স্থানীয়রা জানান, গত সোমবার ১৮ জন বনের শ্রমিক অপহরণের ঘটনায় তাদের উদ্ধারে অভিযান চালায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তাদের তৎপরতার মুখে ভুক্তভোগীদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় অপহরণকারী চক্র। রোহিঙ্গা ক্যাম্প ২৭-এর হেড মাঝি মোহাম্মদ নুর জানান, মুক্তিপণ ছাড়া অপহরণ হওয়া সবাই বাড়ি ফিরেছেন। তাদের সঙ্গে কথা বললে বিস্তারিত জানতে পারব।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২ জানুয়ারি ২০২৫

লালবাগে অটো চালককে কুপিয়ে হত্যা

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর লালবাগে মাহবুব আলম (৩২) নামে এক অটোরিকশা চালককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাত আড়াইটার দিকে জেএন সাহা রোডের শিবাটি ক্লাবের সামনে থেকে ওই ব্যক্তির রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

মাহবুবের গ্রামের বাড়ি মাদারীপুর জেলায়। তিনি স্ত্রী ফাতেমা আক্তার ও এক মেয়েকে নিয়ে লালবাগ শহীদনগর ৮ নম্বর গলিতে থাকতেন এবং ভাড়ায় অটোরিকশা চালাতেন।

লালবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ক্যশৈনু বলেন, মাহবুব আলমের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। এছাড়া দুই হাত, শরীর ও পায়ে পুরাতন ব্যান্ডেজ ছিল। মাহবুব অটোরিকশা চালক ছিলেন। তার নামে লালবাগ থানায় হত্যা মামলাসহ দুটি মামলা রয়েছে। এলাকায় দুই গ্রুপের দ্বন্দ্বে তাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত চলছে।

একজন স্বজন জানান, আতশবাজি ফোটানো দেখার কথা বলে রাত ১০টার দিকে বাসা থেকে বের হয়েছিলেন মাহবুব। ভোরে স্বজনরা খবর পান, ক্লাবের সামনে তাকে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে। ১৫ দিন আগে লালবাগ কেল্লা এলাকায় কে বা কারা মাহবুবকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করেছিল। তখন শ্যামলীর ক্রিসেন্ট হাসপাতালে ৪ দিন ভর্তি ছিলেন। এখনো হাতসহ শরীরে ব্যান্ডেজ রয়েছে। কে বা কারা তাকে আহত করেছিল, তখন মাহবুব কিছুই জানায়নি।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১৯ পৌষ ১৪৩১
Dhaka : Friday 3 January 2025

দোকান থেকে চা বিক্রেতার মরদেহ উদ্ধার

জেলা বার্তা পরিবেশক, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে নিজ দোকানের ভেতর থেকে এক চা বিক্রেতার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত বুধবার সকালে উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নের এলঙ্গীপাড়া ব্রিজ মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। শামীম হোসেন (৩৫)। নামের ওই যুবক একই গ্রামের মৃত আলাউদ্দিন হোসেনের ছেলে। তিনি পেশায় একজন চা বিক্রেতা ছিলেন। তবে পরিবারের দাবি পরকীয়া প্রেমের জেরে শামীম আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত থেকে পরিবারের লোকজন শামীমকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বুধবার সকালে শামীরের ছেলে চায়ের দোকানে এসে দোকান খুলে দেখতে পায় ভেতরে বাঁশের তাবের সঙ্গে তার বাবা গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলে থাকতে। সে তা দেখে চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। পরে পুলিশকে খবর দিলে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়। নিহতের স্ত্রী নিলুফা খাতুন জানান, দীর্ঘদিন যাবত তার স্বামীর সঙ্গে এক নারীর পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি তার স্বামী সবসময় বিষাদগ্রস্ত থাকতেন বলে জানান তিনি। স্ত্রীর দাবি ওই নারীর সাথে সম্পর্কের কারণে তার স্বামী আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারেন। কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সোলাইমান জানান, একজন চা বিক্রেতার লাশ তার দোকান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট আসার পর মৃত্যু প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ৪ জানুয়ারি ২০২৫

অটোরিকশা ছিনতাই চক্রের ৪ সদস্য গ্রেপ্তার

আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চালককে ছুরিকাঘাত করে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ছিনতাই চক্রের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাতে চট্টগ্রাম নগর, আনোয়ারা ও রাউজান উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে থানায় মামলা রেকর্ডের পর এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন আনোয়ারা থানার ওসি মো. মনির হোসেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন– চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার উরকিরচর গ্রামের আবুল কাসেম, মোহাম্মদ করিম,. ভোলার লালমোহন উপজেলার তরাগঞ্জ গ্রামের মোহাম্মদ আব্বাস ও আনোয়ারা উপজেলার চাতরী গ্রামের মোহাম্মদ জিসান।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার ভোরে আনোয়ারা উপজেলার চাতরী চৌমুহনী বাজারের একটি রেস্টুরেন্টের সামনে থেকে চালক মিজানকে ছুরিকাঘাত করে ৩-৪ ছিনতাইকারী সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি নিয়ে যায়।

ওসি মো. মনির হোসেন বলেন, চালককে ছুরিকাঘাত করে অটোরিকশা ছিনতাইকারী চক্রের চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১৩ জানুয়ারি ২০২৫ ।

নিখোঁজ কৃষকের লাশ উদ্ধার

নিখোঁজের দুই দিন পর গতকাল জবিদ আলী (৭০) নামে এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সদর উপজেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামের মাঠ লাশ পড়ে থাকতে দেখে গ্রামবাসী থানায়

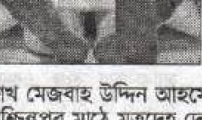

জানান। স্বজনদের দাবি কেউ তাকে হত্যা করে মাঠে ফেলে রাখতে পারে। মেহেরপুর সদর থানার ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ জানান, নিশ্চিন্তপুর মাঠে মৃতদেহ দেখে গ্রামবাসী পুলিশকে খবর দেন। লাশের সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন এলে কারণ জানা যাবে। –মেহেরপুর প্রতিনিধি

প্রথম আলো • শুক্রবার, ৩ জানুয়ারি ২০২৫,

রাজধানীতে দিনমজুরকে 'পিটিয়ে' হত্যা

রাজধানীর গাবতলীর দ্বীপনগরে 'পূর্ববিরোধের' জেরে মুকুল শেখ (৩৭) নামের এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। একই ঘটনায় তাঁর ভাই রাব্বানি শেখ আহত হয়েছেন। গত বুধবার রাতে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান আহত রাব্বানি শেখ। তিনি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। মুকুলের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজের (ঢামেক) মর্গে রাখা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক।

মুকুলের বাড়ি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলায়। রাব্বানি শেখ বলেন, ভাইসহ তিনি গাবতলীতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন। গ্রামের বাড়িতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে জমিজমা নিয়ে তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এ বিরোধের জেরে বুধবার রাত ৮টার দিকে গাবতলীর দ্বীপনগর এলাকায় ১৫ থেকে ২০ জন পথ রোধ করে তাঁদের পেটান।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ৪ জানুয়ারি ২০২৫

কিশোরকে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই

ফরিদপুর প্রতিনিধি

বাবা খোকা ব্যাপারী মারা যান মাত্র ৯ দিন আগে। বাবার মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরতে ১৩ বছরের হুসাইন ব্যাপারীকে একটি অটোরিকশা কিনে দেন স্বজনরা। সেই রিকশাই কাল হলো হুসাইনের জীবনে। গতকাল ভোরে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। রিকশাটি ছিনিয়ে নিতে খুন করা হয় তাকে।

এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, অটোরিকশা নিয়ে বৃহস্পতিবার বিকালে বাসা থেকে বেড়িয়ে নিখোঁজ হয় হুসাইন। রাতে বাড়ি না ফেরায় বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি ও মাইকিং করা হয়। গতকাল ভোরে শহরের ভাটি লক্ষ্মীপুর এলাকায় লাশ দেখে থানায় খবর দেন স্থানীয়রা। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। হুসাইন শহরের চর টেপাখোলা ব্যাপারী পাড়ার খোকা ব্যাপারীর ছেলে। তার মায়ের নাম শেফালী।

কোতোয়ালি থানার এসআই সনাতন জানান,

কিশোরকে হত্যা করে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। খুনে জড়িতদের ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে। নিহতের চাচাতো ভাই ওবায়দুর রহমান জানান, তিন বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে ছোট হুসাইন। বড় তিন বোনের বিয়ে হয়েছে। গত সপ্তাহে হুসাইনের বাবা মারা যান। সংসার চালানোর কেউ না থাকায় তাকে একটি নতুন অটোরিকশা কিনে দেওয়া হয়। রিকশা চালিয়ে যা আয় করত তা দিয়ে মাকে নিয়ে চলত। দুর্বৃত্তরা রিকশাটি ছিনতাই করতে হুসাইনকে হত্যা করেছে।

সময়ের আলো
শুক্রবার । ৩ জানুয়ারি ২০২৫

জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দিনমজুরকে পিটিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক

গ্রামের জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে রাজধানীর গাবতলী এলাকায় মুকুল শেখ (৩৭) নামে এক দিনমজুরকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গত বুধবার রাত ৮টার দিকে গাবতলি দ্বীপনগর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনরা উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত সাড়ে ১১টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত মুকুলের ভাই রব্বানী শেখ জানান, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার ছেলোচাপরি গ্রামে তাদের বাড়ি। তার বাবার নাম মৃত দুলাল শেখ। বর্তমান গাবতলী দ্বীপনগর এলাকায় বসবাস করেন তারা। গাবতলীর ওই এলাকায় বালু-সিমেন্ট বহনের কাজ করতেন মুকুল।

তিনি আরও জানান, রাতে কাজ শেষ করে দুই ভাই হেঁটে বাসায় ফিরছিলেন। তখন হুট করে ১০ থেকে ১২ জন তাদের ওপর হামলা করে। অন্ধকারে তাদেরকে এলোপাতাড়ি পিটাতে থাকে। প্রাণ বাঁচাতে রব্বানী সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যান। তবে একা পেয়ে মুকুলকে পিটিয়ে যখম করে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা। পরে আহত মুকুলকে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। গ্রামে তাদের জায়গা জমি নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলছিল। দুই বছর আগে তাদেরকে সেই প্রতিপক্ষ ব্যাপক মারধর করেছিল বলেও জানান তিনি। তাদের ভয়ে গ্রাম থেকে ঢাকায় এসে কাজ করছিলেন মুকুল ও রব্বানী।

রব্বানী অভিযোগ করে বলেন, তাদের গাবতলীর ঠিকানা খুঁজে বের করে গ্রামের প্রতিবেশী কামরুল, লাল্টু, আনোয়ার, জাহাঙ্গীর, লোকমান, ইয়াসিন, হাকিম, সাইদুল, ওয়াজেদ ফকিরসহ ১০ থেকে ১২ জন মিলে রাতে তাদের ওপর হামলে করে।

এ বিষয়ে ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক জানান, রাতে গাবতলী এলাকা থেকে নিয়ে আসা ওই যুবকের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে।

যুগান্তর
বুধবার ৮ জানুয়ারি ২০২৫
E-mail : sportsjugantor(

কটিয়াদীতে মাদক উদ্ধারে অভিযান

অটোচালকের মৃত্যু নিয়ে রহস্য

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে মাদক ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচিত লিটন মিয়ার বাড়ি থেকে মাদকের একটি বড় চালান উদ্ধারে অভিযান চালানোর সময় ইয়াসিন মিয়া (৪০) নামে এক সিএনজি চালিত অটোরিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের স্বজনদের দাবি পুলিশের মারধরে ইয়াসিনের মৃত্যু হয়েছে। তবে পুলিশ বলছে, মাদক ব্যবসায়ীকে ধরতে অভিযান চালানোর সময় দৌড়ে পালাতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইয়াসিন মারা গেছেন। সোমবার রাতে উপজেলার জালালপুর ইউনিয়নের চরঝাকালিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ইয়াসিন মিয়ার বাড়ি নরসিংদী জেলা সদরের চিনিশপুর ইউনিয়নের বিরপুর গ্রামে। তার বাবার নাম মৃত সাঈদ মিয়া। তিনি কটিয়াদীর জালালপুর ইউনিয়নের ফেকামারা গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীসহ বসবাস করতেন।

পরিবার বলছে পুলিশের মারধরে মৃত্যু

ইয়াসিনের পরিবারের লোকজন ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ইয়াসিন ৭ বছর ধরে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকছিলেন। সোমবার সন্ধ্যার পর চরঝাকালিয়া গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী লিটন মিয়ার বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। পুলিশ আসার খবর পেয়ে সবাই দৌড়ে পালিয়ে যান। কিন্তু ওই বাড়িতে থাকা ইয়াসিন মিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। পরে সেখানেই ইয়াসিনকে মারধর শুরু করে পুলিশ। এতে ইয়াসিন অচেতন হয়ে পড়েন। পরে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের স্ত্রী আমেনা খাতুন জানান, হাসপাতাল থেকে একজন পরিচিত লোক ফোন করে জানায়, আমার স্বামীর লাশ পড়ে আছে হাসপাতালে। পরে স্বজনদের নিয়ে হাসপাতালে ছুটে আসি।

রাত সাড়ে ১১টার দিকে কটিয়াদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিহতের মরদেহ সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করা সময় উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হোসেনপুর সার্কেল) মো. তোফাজ্জল হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাঈদুল ইসলাম, ওসি তরিকুল ইসলাম, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মেহেদী হাসান ও নিহতের স্বজনরা।

কটিয়াদী মডেল থানার ওসি তরিকুল ইসলাম জানান, চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী লিটন মিয়ার বাড়িতে এসআই কামালের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি দল অভিযান চালায়। পুলিশ লিটনের বাড়িতে পৌঁছলে বাড়িতে থাকা সবাই দৌড়ে পালিয়ে গেলেও ইয়াসিন মিয়া দৌড়াতে গিয়ে মাটিতে পরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। কটিয়াদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাঈদুল ইসলাম জানান, সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করার সময় ইয়াসিনের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর বলা যাবে সে স্ট্রোক করে মারা গেছে নাকি নির্যাতনে মারা গেছে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১৯ পৌষ ১৪৩১
Dhaka : Friday 3 January 2025

নাইটগার্ডকে তুলে নিয়ে বিআরবি ক্যাবল বিক্রয় কেন্দ্রে ডাকাতি

প্রতিনিধি, শিবচর (মাদারীপুর)

মাদারীপুরের শিবচরে বিআরবি ক্যাবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের শিবচর বিক্রয় কেন্দ্রে এক দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টায় সংঘটিত এই ডাকাতির ঘটনায় ৪০ লাখ টাকার মালামাল এবং নগদ অর্থ লুট হয়েছে। ঘটনার সময় বিক্রয় কেন্দ্রের নাইটগার্ড মো. দাদন মিয়া ডাকাতদের আক্রমণের শিকার হন। ডাকাতরা তাকে এলোপাথারি মারধর করে গুরুতর আহত অবস্থায় গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে মাদারীপুরের মোস্তফাপুর এলাকায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

শিবচর থানার ওসি মো. মোক্তার হোসেন জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে? অভিযোগ পেলে এই ঘটনায় থানায় পরবর্তী প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৪ পৌষ ১৪৩১, ৮ জানুয়ারি ২০২৫

ফতুল্লায় চালককে হত্যা দুইটি ইজিবাইক লুট

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় চালককে খুন করে দুটি ইজিবাইক নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার ভোরে ফতুল্লার পিলকুনী পশ্চিমপাড়া এলাকার শুক্কুর মিয়ার গ্যারেজে এ ঘটনা ঘটে। নিহত হারেজ মিয়া (৪৫) নীলফামারী সদরের তালুক মানুষমারা গ্রামের মৃত গফুর মিয়ার ছেলে। তিনি ইজিবাইক চালাতেন এবং গ্যারেজেই থাকতেন। ঘটনার সময় ঐ গ্যারেজে চারটি ইজিবাইক ছিল যার দুটি নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।

গ্যারেজ মিস্ত্রি খোরশেদ জানান, সকাল সাড়ে ৭টায় গ্যারেজে গিয়ে হারেজকে কম্বল জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেন। তাকে গাড়ি নিয়ে বের হওয়ার জন্য ডাক দেন কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে মাথা থেকে কম্বল সরাতেই তার রক্তাক্ত নিথর দেহ দেখেন। বিষয়টি গ্যারেজের মহাজনকে জানান তিনি।

নিহতের শ্যালক মুসফিকুর রহমান জানান, গত তিন-চার দিন ধরে শুক্কুর আলীর গ্যারেজে থাকতেন হারেজ মিয়া। চার কন্যাসন্তানের জনক হারেজ মিয়ার স্ত্রী-সন্তানরা গ্রামের বাড়িতে থাকেন।

ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন বলেন, 'লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ দেড়শ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। লুণ্ঠিত ইজিবাইক উদ্ধার ও খুনিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

সমকাল
রোববার। ১২ জানুয়ারি ২০২৫।

পোশাক শ্রমিককে ৩৬ ঘণ্টা আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে এক পোশাক শ্রমিককে ৩৬ ঘণ্টা আটকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এ ঘটনায় গতকাল শনিবার পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

শ্রীপুর পৌর এলাকার একটি কারখানায় চাকরি করেন ওই নারী, তাঁর ধর্মভাই নাজমুল ইসলাম এবং অভিযুক্ত ইয়াসিন আলী।

টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার কোনাবাড়ী গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে নাজমুল ইসলাম জানান, গত বুধবার সকালে তাঁকে ফোন করে জরুরি কথা আছে জানিয়ে দেখা করতে বলেন ইয়াসিন। দেখা করতে গেলে ফখরুদ্দিন মোড়ের একটি বাড়িতে নিয়ে যান। একটি ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে জিম্মি করেন। ১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেন। ইয়াবা ও গাঁজা খাইয়ে শুরু করে নির্যাতন। মাঝে মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরে আবার শুরু করে মারধর। পরে ধর্মবোনকে ফোন করে টাকা নিয়ে সেখানে আসতে বলেন।

ওই নারী জানান, বুধবার বিকেলে কান্নাজড়িত কণ্ঠে নাজমুল ফোনে বলেন, 'আমাকে বাঁচাতে চাইলে দ্রুত টাকার ব্যবস্থা করো।' ২৯ হাজার টাকার ব্যবস্থা করে ফখরুদ্দিন মোড়ে নিয়ে যান। সেখান থেকে অপরিচিত এক ছেলে তাঁকে একটি ঘরে নিয়ে যায়। দরজা-জানালা বন্ধ করে হুমকি দিতে থাকে। টাকার জন্য শুরু করে মারধর। ২৯ হাজার টাকা নিয়ে শুরু করে যৌন নির্যাতন। ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাই ১৯-২০ বছরের তরুণ। কয়েকবার জ্ঞান হারান। ক্রমশ তাঁর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিল। পরে শুক্রবার সকালে একটি অটোরিকশায় তুলে দেয়। রাস্তায় এসে দেখেন অন্য একটি অটোরিকশায় তাঁর ভাই অচেতন হয়ে শুয়ে আছেন। পরে দু'জনকে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার রাতে ওই নারী শ্রীপুর থানায় মামলা করেন।

২৯ হাজার টাকা মুক্তিপণ আদায়ের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ২

শ্রীপুর থানার ওসি জয়নাল আবেদীন মণ্ডল বলেন, 'আশরাফুল, মনিরুল ও সাগরকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ওই নারীকে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।'

যুগান্তর
শুক্রবার ১০ জানুয়ারি ২০২৫
২৬ পৌষ ১৪৩১

আশুলিয়ায় চাঁদার দাবিতে চা দোকানিকে গুলি

আশুলিয়া (ঢাকা) প্রতিনিধি

আশুলিয়ায় চাঁদার দাবিতে চা দোকানি সৈনিক ইসলামকে গুলি করে আহত করেছে সন্ত্রাসীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে আশুলিয়ার ঘোরাট এলাকার ডেব নেওয়ার পোশাক কারখানার সামনে এ ঘটনা ঘটে। আহত সৈনিক ইসলাম নীলফামারী জেলার ডিমলা থানার আব্দুল লতিফের ছেলে। তিনি ঘোরাট এলাকায় পরিবারসহ ভাড়া বাসায় থেকে চায়ের দোকান করে জীবিকা নির্বাহ করেন। গুলিবিদ্ধ সৈনিক ইসলামের মা নাজমা বেগম জানান, স্থানীয় আওয়ামী লীগের লোক আকাশ, আসিক, সজীব, পারভেজ ও তৈয়বসহ ৮/১০ জন সন্ত্রাসী প্রতিনিয়ত পোশাক কারখানার সামনের প্রত্যেক দোকান থেকে প্রতিদিন ৫০ টাকা করে চাঁদা আদায় করে। চাঁদা না দিলে দোকানদারদের বেদম মারধর করে। বৃহস্পতিবার দুপুরে রতন, আকাশ, আশিক, তৈয়ব, পারভেজ প্রত্যেক দোকান থেকে চাঁদা আদায় করছিল। এ সময় সৈনিক ইসলাম চায়ের দোকানে চা বিক্রি করছিল। চাঁদাবাজরা প্রতিদিনের মতো সৈনিক ইসলামের কাছে ৫০ টাকা চাঁদা চাইলে সে টাকা দিতে অস্বীকার করে। এতে সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে মারধর করে। একপর্যায়ে সে ছুটে দৌড় দিলে তৈয়ব নামের এক সন্ত্রাসী তাকে পেছন থেকে গুলি করে। এ গুলি সৈনিক ইসলামের বাম পায়ে বিদ্ধ হয়। এ অবস্থায় সে পাশের একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পরে স্থানীয়রা থানায় সংবাদ দিলে আশুলিয়া থানা পুলিশ তাকে উদ্ধার করে নারী-শিশু হাসপাতালে ভর্তি করে।

কালের কণ্ঠ
৮ জানুয়ারি ২০২৫
৭ রজব ১৪৪৬

সীমান্তে বাংলাদেশিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি ▷

চুনারুঘাটে বাংলাদেশি কৃষক জহুর আলীকে (৬০) পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার বাল্লা সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে। জহুর উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের পশ্চিম ডুলনা গ্রামের মনসুর উল্লার ছেলে।

নিহতের পরিবার জানায়, শনিবার ওই সীমান্তের অভ্যন্তরে ধানক্ষেতে কাজ করতে যান জহুর আলী। প্রতিদিনের মতো তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। পরে মঙ্গলবার বিকেলে তাঁরা জানতে পারেন, চোরাকারবারি সন্দেহে বিএসএফ জহুর আলীকে ধরে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। তাঁর লাশ ভারতের খোয়াই থানার মর্গে রাখা হয়েছে।

বিজিবির বাল্লা কম্পানি কমান্ডার বলেন, মরদেহ এলে ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় পতাকা বৈঠকের জন্য বিএসএফকে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

চুনারুঘাট থানার ওসি নজরুল ইসলাম বলেন, তিন দিন আগে জহুর আলী বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন। ভারতে পাওয়া মরদেহটি জহুর আলীর বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। লাশ ফেরত আনার চেষ্টা চলছে।

প্রথম আলো • বুধবার, ৮ জানুয়ারি ২০২৫,

নারায়ণগঞ্জ

রিকশা গ্যারেজ থেকে চালকের লাশ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার গ্যারেজ থেকে এক রিকশাচালকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে ফতুল্লার পিলকুনী পশ্চিমপাড়া এলাকায় শুক্কুর আলীর গ্যারেজে মরদেহটি পাওয়া যায়। নিহত হারেজ মিয়া (৪৫) নীলফামারী সদরের মৃত গফুর মিয়ার ছেলে। তিনি রিকশার গ্যারেজের ভেতরেই থাকতেন। খোরশেদ নামের গ্যারেজের এক মিস্ত্রি বলেন, সকাল সাড়ে সাতটার দিকে গ্যারেজে এসে দেখেন হারেজ কম্বল জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর মাথা থেকে কম্বল সরালে রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান। ফতুল্লা মডেল থানার ওসি শরীফুল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধারের পর জানা গেছে, ওই গ্যারেজ থেকে দুটি ব্যাটারিচালিত রিকশা খোয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, চালককে খুন করে দুর্বৃত্তরা রিকশা দুটি নিয়ে গেছে। হত্যাকারীদের শনাক্ত করতে কাজ চলছে।

সংবাদদাতা, *নারায়ণগঞ্জ*

দেশ রূপান্তর
বুধবার, ৮ জানুয়ারি ২০২৫,

চালককে হত্যা করে ২ অটোরিকশা লুট

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি গ্যারেজে হারেজ মিয়া নামে এক চালককে হত্যার পর দুটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে পিলকুনী পশ্চিমপাড়া এলাকায় শুক্কুর আলীর গ্যারেজে এ ঘটনা ঘটে। হারেজ মিয়া নীলফামারী সদরের তালুক মানুষমারা গ্রামের মৃত গফুর মিয়ার ছেলে। নিহতের শ্যালক মুসফিকুর রহমান জানান, তিন-চার দিন যাবৎ শুক্কুর আলীর গ্যারেজে থাকতেন তিনি।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৩ জানুয়ারি ২০২৫

বেনাপোলে কৃষকসহ পাঁচ জন গুলিবিদ্ধ, দুই ছাত্রের অবস্থা আশঙ্কাজনক

■ বেনাপোল (যশোর) সংবাদদাতা

বেনাপোল পোর্ট থানার শিকড়ী গ্রামে গভীর নলকূপের পানি এবং ইরিগেশনের হিসাব নিয়ে সৃষ্ট গোলযোগে প্রতিপক্ষের বন্দুকের গুলিতে শনিবার রাতে দুই জন কৃষক, দুই জন পথচারী ছাত্র এবং একজন ইজিবাইকের চালক আহত হয়েছেন। আহত ছাত্ররা হলো শিকড়ী গ্রামের শহিদুলের ছেলে নাহিদ (১৭) ও শাহাবুদ্দীনের ছেলে আরাফাত (১৬)। তারা দুই জন দশম শ্রেণির ছাত্র। তারা স্কুল থেকে কোচিং করে বাড়ি ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ চাষি দুই জন হলো শিকড়ী গ্রামের জহিরুলের ছেলে তৌফিক (২৭) ও সাদ্দাম (৩০) এবং ইজিবাইক চালক মহিষাডাঙ্গা গ্রামের মাহবুর রহমান (৩২)। আহত কৃষক ও ইজিবাইক চালক স্থানীয় প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি হলেও গুলিবিদ্ধ ছাত্ররা খুলনা মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

প্রত্যক্ষদর্শী এবং এলাকাবাসীরা জানান, শনিবার রাতে গভীর নলকূপের পানি এবং চলতি ইরিগেশনের হিসাব নিয়ে চাষিদের সঙ্গে হিসাবে বসেন শিকড়ী গ্রামের সোনালী ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুর রহমান, তার ভাই মশিয়ার রহমান প্রতিবেশী সাইফার, রুহু এবং সাদ্দাম। হিসাব চলাকালে চাষিদের সঙ্গে নলকূপের মালিক আব্দুর রহমান ও মশিয়ার চাষিদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে আব্দুর রহমান ও তার ভাইয়ের লাইসেন্সধারী দুটি বন্দুক দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি করলে পাঁচ জন গুলিবিদ্ধ হয়। এ সময় শিকড়ী গ্রামের মাদ্রাসা থেকে কোচিং করে বাড়ি ফেরার পথে পথচারী ছাত্ররা গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। আহত ছাত্রদের খুলনা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তবে আহত কৃষকদের স্বজনরা জানান, কৃষকদের ওপর হামলার সময় সাইফার, সাদ্দাম এবং রুহু চাষিদের আটকে রাখে।

বেনাপোল পোর্ট থানার অফিসার ইনচার্জ রাসেল মিয়া ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, এ ব্যাপারে থানায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২ মাঘ ১৪৩১, ১৬ জানুয়ারি ২০২৫

শ্রীপুরে যুবক খুন

■ শ্রীপুর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

শ্রীপুর পৌরসভার ভাংনাহাটি গ্রামের সিআরসি গার্মেন্টসের পাশে সৈকত নামে একজন খুন হয়েছে। সৈকত বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার হাওরাখালি গ্রামের মো. চাঁন মিয়ার ছেলে। তিনি শ্রীপুর পৌরসভার ভাংনাহাটি গ্রামের ইব্রাহিমের বাসায় ভাড়া থেকে স্থানীয় এমএইচএসি এ্যাপারেলস কারখানায় কোয়ালিটি পদে চাকরি করতেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার পর রাস্তার পাশে একটি মরদেহ পড়ে রয়েছে, এমন খবর পায় পুলিশ। সৈকতের ঘাড়ে, গলায় ও পেটে একাধিক আঘাত রয়েছে।

শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. সাঈদা ইমরোজ ইমা বলেন, মৃত অবস্থায় স্বজনেরা সৈকতকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। ধারালো অস্ত্রে উপর্যুপরি আঘাত করা হয়েছে। প্রচুর রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি জয়নাল আবেদীন মণ্ডল বলেন, এক মেয়ের সঙ্গে দুজনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সাবেক প্রেমিক সৈকতকে খুন করেছে। আমরা সাবেক প্রেমিককে গ্রেফতারের চেষ্টা করছি। হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি হচ্ছে। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২৯ পৌষ ১৪৩১, ১৩ জানুয়ারি ২০২৫

কিশোরগঞ্জে অটোচালকের মরদেহ উদ্ধার

■ কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জে অটোরিকশাচালক মীর হোসেনের (৬৫) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রবিবার কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার মারিয়া বিসিক শিল্পনগরী এলাকা সংলগ্ন একটি ধানখেতে তার মরদেহ পড়ে রয়েছে দেখতে পেয়ে এলাকাবাসী থানায় খবর দেয়। পরে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে। মীর হোসেনের বাড়ি কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার পূর্ব তারাপাশা (সতাল) গ্রামে। পরিবারের লোকজনের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ জানায়, শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে মীর হোসেন অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। রাতে আর তিনি বাসায় ফিরেননি।

কিশোরগঞ্জ মডেল থানার ওসি আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, নিহতের শরীরে একাধিক ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তার চোখে-মুখে মরিচের গুঁড়া ছিটানোর আলামত পাওয়া যায়। তার অটোরিকশাটি ঘটনাস্থলের অদূরে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। কী কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে, তদন্তের পর জানা যাবে।

সমকাল
১৫ জানুয়ারি ২০২৫

চোর চিনে ফেলায় কেয়ারটেকারকে হত্যা করা হয়

■ ভাঙ্গা (ফরিদপুর) প্রতিনিধি

ভাঙ্গায় একটি বাড়িতে চুরি করতে গেলে চোরটি চিনে ফেলায় বৃদ্ধ কেয়ারটেকারকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তার মরদেহ উদ্ধারের পাঁচ দিনের মধ্যে এ ঘটনায় জড়িত সব আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আব্দুল জলিল।

গ্রেপ্তার আসামিরা হলো– ভাঙ্গার আলেখারকান্দার রাজ্জাক কাজীর ছেলে আমিন কাজী, সদরপুরের চর ব্রাহ্মন্দী গ্রামের কাইয়ুম হাওলাদারের ছেলে অভি হাওলাদার ও হাজেরিয়া হাজীরকান্দি গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে আব্দুর রহমান।

গত বুধবার রাতে নাসিরাবাদ ইউনিয়নের আলেখারকান্দা গ্রাম থেকে প্রয়াত চিকিৎসক জামাল উদ্দিন খলিফার বাড়িতে চুরি ও হত্যার ঘটনা ঘটে। বাড়ির তিনতলার সিঁড়ির রেলিংয়ের সঙ্গে কেয়ারটেকার ওহাব মাতুব্বরের (৭৩) হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

সংবাদ সম্মেলনে ফরিদপুরের পুলিশ সুপার বলেন, পুলিশ প্রথমে চুরি হওয়া বাড়ির প্রতিবেশী সন্দেহভাজন আমিনকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গত সোমবার দিনভর অভিযান চালিয়ে বাকি দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুপুরেই আসামিদের আদালতে পাঠানো হবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ ॥

কেরানীগঞ্জে দোকান কর্মচারীর লাশ উদ্ধার

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার কেরানীগঞ্জে বুড়িগঙ্গা নদীর বেড়িবাঁধ থেকে সাইদুল (২৬) নামে একজনের দুই চোখ উপড়ানো লাশ উদ্ধার করেছে মডেল থানা পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করেছে। সাইদুল কেরানীগঞ্জ মডেল থানার আমিরাবাগ এলাকার মহিবুল্লাহ মুহিবের ছেলে। তিনি রাজধানীর চকবাজার এলাকায় সুতার দোকানের কর্মচারী ছিলেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৭টায় কেরানীগঞ্জ মডেল থানার কালিন্দী পটকাজোড় এলাকার বুড়িগঙ্গা নদী সংলগ্ন টিনের মসজিদের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহতের ফুপাতো ভাই পারভেজ জানান, সাইদুল কাজের উদ্দেশে বাসা থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হয়। আমরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে না পেয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি করতে গেলে পুলিশ আমার ফুপুকে একটি লাশ উদ্ধারের ছবি দেখায়। পরে এটি সাইদুলের লাশ হিসেবে শনাক্ত করি। আমার ভাইকে দুই চোখ উপড়ে ফেলে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৭ মাঘ ১৪৩১, ২১ জানুয়ারি ২০২৫

হালুয়াঘাটে জমি নিয়ে বিরোধে কৃষকের মৃত্যু

■ হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

হালুয়াঘাটে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে ছুরিকাঘাতে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার ভুবনকুড়া ইউনিয়নের লক্ষীকুড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কৃষক ঐ গ্রামের মৃত আন্তাজ আলীর ছেলে ইসরাফিল (৪০)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ইসরাফিলের সঙ্গে জমি নিয়ে একই গ্রামের আবু রায়হান (১৯) ও তার পরিবারের বিরোধ চলছিল। সোমবার সকালে ধান খেতে চাষ করতে গেলে আবু রায়হানের সঙ্গে ইসরাফিলের সংঘর্ষ বাধে। এ সময় ইসরাফিলের পেটে ছুরিকাঘাত করা হয়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হালুয়াঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল খায়ের বলেন, 'সংবাদ পেয়ে হালুয়াঘাট সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার সাগর সরকারকে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। এ ঘটনায় জড়িত আবু রায়হানকে ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।'

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ৯ মাঘ ১৪৩১
Thursday 23 January 2025

আত্রাইয়ে হাতুরি পেটায় শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, আত্রাই (নওগাঁ)

নওগাঁর আত্রাইয়ে ধান রোপনকে কেন্দ্র করে মারপিটে আহত কৃষি শ্রমিক আবু বক্কর সিদ্দিক (৩৮) মারা গেছেন। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি।

গত সোমবার সন্ধ্যায় সিদ্দিককে হাতুরি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করা হয়। এঘটনায় গত মঙ্গলবার রাতেই তিনজনকে আসামি করে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। আবু বক্কর সিদ্দিক উপজেলার পাঁচুপুর ইউনিয়নের মালিপুকুর গ্রামের মোবারক আলীর ছেলে।

আবু বক্কর সিদ্দিকের স্ত্রী বিউটি বিবি বলেন, তার স্বামী কৃষি শ্রমিক হিসেবে মাঠে ধান রোপনের কাজ করতেন।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৯ মাঘ ১৪৩১
Dhaka : Thursday 23 January 2025

সুন্দরগঞ্জে বিষপানে কৃষকের আত্মহত্যা

প্রতিনিধি, সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা)

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সর্বানন্দ ইউনিয়নের উত্তর সাহাবাজ গ্রামের আব্দুল জলিল মিয়া নামে এক কৃষক বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন। গত মঙ্গলবার সকালে তিনি নিজ শয়নঘরে সবার অজান্তে বিষপান করেন। পরে পরিবারের লোকজন ঘরের দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করেন। ততক্ষণে তার মৃত্যু হয়। সে ওই গ্রামের ফরমান আলীর ছেলে। জানা গেছে, দীর্ঘদিন থেকে তিনি নানাবিধ জটিল রোগে ভুগছেন। কষ্ট সইতে না পেয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করেছে।

সুন্দরগঞ্জ থানার পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত সেলিম রেজা জানান, এই ঘটনায় থানায় একটি ইউডি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সমকাল
রোববার । ২৬ জানুয়ারি ২০২৫

পুকুরে মিলল নিরাপত্তাকর্মীর মরদেহ

■ সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নিখোঁজ হওয়ার রাতে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁর একটি পুকুরে পাওয়া গেছে সাইফ আহমেদ (৪৮) নামের এক নিরাপত্তাকর্মীর লাশ। গত শুক্রবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার জামপুরের বস্তল এলাকায় নির্মাণাধীন সিটি লুভ অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজের কারখানার পাশে পাওয়া যায় তাঁর লাশ। শুক্রবার সকাল থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

সাইফ আহমেদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মুন্সেফপাড়ার মৃত মির্জা সিরাজ উদ্দিন আহমেদের ছেলে। তিনি পি-সিকিউরিটি গার্ড প্রতিষ্ঠানের (নাবিল সিকিউরিটি লিমিটেড) মাধ্যমে সিটি লুভ অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজে কর্মরত ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শুক্রবার সকাল ৭টায় সাইফের দায়িত্বে আসার কথা থাকলেও তিনি আসেননি। পরে তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর তালতলা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে সাধারণ ডায়েরি করা হয়। এদিন রাতেই কারখানার পাশের পুকুরে সাইফের একটি স্যান্ডেল ভাসতে দেখেন এলাকাবাসী। তাদের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে তালতলা তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ সদস্যরা জাল ফেলে লাশ উদ্ধার করেন। তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মো. ফেরদৌস ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সমকাল
সোমবার । ২৭ জানুয়ারি ২০২৫

শরীয়তপুরে ডিবির অভিযানে দিনমজুরের মৃত্যু

পরিবারের দাবি হত্যা

■ শরীয়তপুর প্রতিনিধি

শরীয়তপুরের জাজিরায় গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) অভিযান চলাকালে মিলন ব্যাপারী (৫৫) নামে এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের দাবি, ডিবির মারধরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে পুলিশ বলছে, আতঙ্কিত হয়ে মাটিতে পড়ে অসুস্থ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

মিলন ব্যাপারী

গত শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার নাওডোবা ইউনিয়নের কালু ব্যাপারী কান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

গোয়েন্দা পুলিশ, স্থানীয় সূত্র ও ভুক্তভোগী সূত্রে জানা যায়, শনিবার রাতে জাজিরা পদ্মা সেতু এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালান জেলার গোয়েন্দা পুলিশের উপপরিদর্শক নওশের আলীসহ আট সদস্য। অভিযান চলাকালে মোজাম্মেল নামে এক ব্যক্তিকে গাঁজাসহ আটক করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী কালু ব্যাপারী কান্দি এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী জামাল ব্যাপারীর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় জামালের প্রতিবেশী ও মামা মিলন ব্যাপারী আতঙ্কিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে তাঁর মৃত্যু হয় বলে দাবি করে গোয়েন্দা পুলিশ। তবে পরিবারের অভিযোগ, ডিবি পুলিশ পরিচয়ে তাঁকে ঘর থেকে বের করে মারধর করা হলে তিনি অসুস্থ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। পরবর্তী সময়ে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

নিহতের স্ত্রী রেনু বেগম অভিযোগ করে বলেন, ডিবি পরিচয়ে রাতে বাড়ি তল্লাশি করার পর আমার স্বামীকে মারধর করা হয়েছে। মারধর করায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। স্বামী হত্যার বিচার চাই।

নিহতের ছেলে আল-আমিন বলেন, আমাদের সামনে বাবাকে ডিবির লোকজন মারধর করেছে। মারধরের ফলে তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে মারা গেছেন। ডিবির লোকজন আমার বাবাকে মেরেছে।

এ ব্যাপারে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালের আরএমও আকরাম এলাহী বলেন, শনিবার রাতে মরদেহ নিয়ে আসা হয়েছিল। ময়নাতদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিবেদন এলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

জেলা গোয়েন্দা শাখার পরিদর্শক আবু বকর মাতুব্বর বলেন, পদ্মা সেতু এলাকায় চিহ্নিত মাদক কারবারি জামাল ব্যাপারীর বাড়িতে অভিযান চলাকালে তার মামা মিলন ব্যাপারী খবর পেয়ে ছুটে আসার সময় আতঙ্কিত হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে ডিবির সদস্যরা তাঁর পরিবারকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। আমরা আসামিদের গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসি। পরে শুনতে পাই তিনি নাকি মারা গেছেন। তবে ডিবির মারধরের বিষয়টি সত্য নয়।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১৩ মাঘ ১৪৩১
Dhaka : Monday 27 January 2025

রাজধানীতে পোশাক শ্রমিককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর মিরপুরের দিয়াবাড়ি সিটি কর্পোরেশন বস্তিতে যুবককে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মিলন (২৩) নামের ওই যুবককে গত শুক্রবার রাত ১২টার দিকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে নেয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির এসআই মো. মাসুদ বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

'বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।' ছোট দিয়াবাড়ি এলাকার আনোয়ারুলের ছেলে মিলন পেশায় পোশাক শ্রমিক ছিলেন। নিহত মিলনের বন্ধু মো. আলীর বরাতে এসআই মাসুদ বলেন, কে বা কারা মিলনকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর আহত করে।

'স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
২৮ জানুয়ারি ২০২৫

আফতাবনগরে চালককে হত্যা করে রিকশা ছিনতাই

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর বাড্ডার আফতাবনগরে চালককে হত্যা করে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত রিকশাচালকের নাম আব্দুস সালাম (৬৫)। রবিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে আফতাবনগর চায়না প্রজেক্ট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সালামের ভাতিজা মো. সুজন জানান, সালাম পাঁচ দিন আগে গ্রাম থেকে ঢাকায় রিকশা চালানোর উদ্দেশে আসেন। রবিবার সন্ধ্যায় মেরুল বাড্ডায় গ্যারেজ থেকে রিকশা নিয়ে বের হন। রাত সাড়ে ১০টার দিকে আফতাবনগর চায়না প্রজেক্ট এলাকায় যাত্রীবেশে ছিনতাইকারীরা ভারী বস্তু বা রড নিয়ে মাথায় আঘাত করে হত্যা করে ফেলে রেখে রিকশাটি নিয়ে যায়।

তিনি আরো জানান, খবর পেয়ে সেখান থেকে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে রবিবার রাত পৌনে ২টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সালামকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২৮ জানুয়ারি ২০২৫

ঢাকা

রাজধানীতে ব্যাটারিচালিত রিকশাচালককে হত্যা

রাজধানীর বাড্ডায় একজন ব্যাটারিচালিত রিকশাচালককে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর চালানো রিকশাটিও পাওয়া যাচ্ছে না। গত রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে আফতাবনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম আবদুস সালাম (৬৫)। তাঁর গ্রামের বাড়ি শেরপুর সদর উপজেলার যুগনিবাগ গ্রামে। আবদুস সালামের ভাতিজা মো. সুজন বলেন, তাঁর চাচা পাঁচ দিন আগে গ্রাম থেকে ঢাকায় রিকশা চালাতে এসেছেন। সন্ধ্যায় মেরুল বাড্ডায় গ্যারেজ থেকে রিকশা নিয়ে বের হয়েছিলেন। সুজনের অভিযোগ, আফতাবনগর চায়না প্রজেক্ট এলাকা থেকে যাত্রীবেশে ছিনতাইকারীরা তাঁর চাচার গাড়িতে ওঠে। কিছুদূর গিয়ে ছিনতাইকারীরা রড দিয়ে তাঁর চাচার মাথায় আঘাত করে রাস্তায় ফেলে রেখে রিকশা নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। বাড্ডা থানার এসআই মো. মাহফুজুল হাসান ফারুক বলেন, সালামের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ২১ জানুয়ারি ২০২৫.

মাগুরায় রাস্তার পাশে শ্রমিক লীগ নেতার লাশ
হালুয়াঘাটে কৃষক খুন

মাগুরা ও ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ছুরিকাঘাতে ইসরাফিল (৪০) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার ভূবনকুড়া ইউনিয়নের লক্ষ্মীকুড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। একই দিনে মাগুরায় মহাসড়কের পাশ থেকে জেলা শ্রমিক লীগের সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রুমনের (৪০) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে

হালুয়াঘাটে নিহত ইসরাফিল লক্ষ্মীকুড়া গ্রামের মৃত আস্তাজ আলীর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ইসরাফিলের সঙ্গে জমি নিয়ে আবু রায়হান ও তার পরিবারের বিরোধ চলছিল। সোমবার সকালে ধান ক্ষেতে চাষ করতে গেলে আবু রায়হান ছুরি দিয়ে ইসরাফিলের পেটে পরপর তিনটি আঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হালুয়াঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

হালুয়াঘাট থানার ওসি আবুল খায়ের বলেন, এ ঘটনায় অভিযুক্ত আবু রায়হানকে ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে মাগুরায় মহাসড়কের পাশ থেকে জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের লাইন সম্পাদক ও জেলা শ্রমিক লীগের সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রুমনের (৪০) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সকালে সদরের জাগলা চারা বটতলা এলাকায় মাগুরা-যশোর মহাসড়কের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত রুমন মাগুরা সদর উপজেলার গোয়ালবাড়ি গ্রামের মৃত আক্কাস মোল্যার ছেলে। তিনি শহরের পারলা এলাকায় বসবাস করতেন।

নিহত রুমনের বড় ভাই মিলন মোল্যা বলেন, 'রুমন মোটরসাইকেলে ভাড়ায় যাত্রী পরিবহন করত। গত রবিবার রাত ৮টার দিকে সে মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর ভোররাতে তার এক পরিচিতজনের মাধ্যমে জানতে পারি জাগলা চারা বটতলা এলাকায় তার মরদেহ পড়ে আছে।'

মাগুরা সদর থানার ওসি মোহাম্মদ আইয়ুব আলী বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ সদরের জাগলা চারা বটতলা এলাকায় মাগুরা-যশোর মহাসড়কের পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে। তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তার পরিবার জানিয়েছে এর আগেও সে স্ট্রোক করে রাস্তায় পড়ে ছিল। মরদেহ ময়নাতদন্ত করা হবে। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৯ মাঘ ১৪৩১, ২৩ জানুয়ারি ২০২৫

সাভারে ডেইরি ফার্মের শ্রমিককে গলা কেটে হত্যা

ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের ডেইরি ফার্মের ভেতরে এক শ্রমিককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার সকালে সাভারের ডেইরি ফার্মের ভেতরের একটি মাঠ থেকে নিহত ঐ শ্রমিকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে আশুলিয়া থানাপুলিশ। এর আগে ডেইরি ফার্মের ভেতরের জঙ্গলে ঐ শ্রমিকের লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন।

নিহত মাফুজুর রহমান পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ থানার চৈতা গ্রামের আতাহার শিকদারের ছেলে। তিনি সাভারের ডেইরি ফার্ম এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

ডেইরি ফার্মের শ্রমিকরা জানান, মাফুজুর রহমান প্রায় ছয় মাস ধরে অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিতে ডেইরি ফার্মে চাকরি করতেন। মঙ্গলবার ডেইরি ফার্মের কাজ শেষে মাফুজুর আর বাসায় ফেরেননি। পরে বুধবার সকালে শ্রমিকরা কাজ করতে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় মাফুজুর রহমানের মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন।

ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সাভার সার্কেল) শাহীনুর কবির বলেন, স্থানীয়দের খবরের ভিত্তিতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতের গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে কে বা কারা ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে তা তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ঘটনায় আশুলিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

যুগান্তর
বুধবার ২২ জানুয়ারি ২০২৫
৮ মাঘ ১৪৩১

ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে শ্রমিক আহত
কালিয়াকৈরে সড়কে নিরাপত্তার দাবিতে বিক্ষোভ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে এক পোশাক শ্রমিক আহতের ঘটনায় সড়কে নিরাপত্তার দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন পোশাক শ্রমিকরা। মঙ্গলবার বিকালে কয়েকটি কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের দোকান পাড় এলাকায় অবরোধ করে ওই বিক্ষোভ মিছিল করেন। এতে সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় মৌচাক, নিশ্চিন্তপুর ও দোকানপাড়া এলাকার অন্তত ১০টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। সোমবার রাতে মহাসড়কের পাশে লোহাকৈর সড়কের মাথায় লিবাস টেক্সটাইল কারখানার সুইং অপারেটর জহির উদ্দিনকে ছিনতাইকারীরা ছুরিকাঘাত করে আহত করে। মৌচাক পুলিশ ফাঁড়ির ওসি মহিদুল ইসলাম বলেন, সোমবার রাতে জহির উদ্দিন নামে এক শ্রমিক ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আহত হন। কিন্তু পরের দিন মঙ্গলবার কারখানায় গুজব ছড়ায় জহির উদ্দিন মারা গেছে। এ গুজবে এবং সড়কে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের দাবিতে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে সড়কে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং লাইটিং ব্যবস্থা ও সিসিক্যামেরা বসানোর আশ্বাসে বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে শ্রমিকরা সড়ক থেকে সরে যায়।

যুগান্তর
শুক্রবার ২৪ জানুয়ারি ২০২৫
১০ মাঘ ১৪৩১

লিবিয়ায় দালালদের নির্যাতনে মাদারীপুরের রাকিবের মৃত্যু

টেকেরহাট (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

তিন বছর লিবিয়ায় দালালচক্রের নির্যাতনে মারা গেছেন রাকিব মহাজন। বুধবার রাতে মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে তার পরিবার। তিনি মাদারীপুর সদর উপজেলার খোয়াজপুর ইউনিয়নের পখিরা গ্রামের নাজিম উদ্দিন মহাজনের ছেলে। এ বিষয়ে প্রশাসন থেকে আইনগত সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

মাদারীপুর সদর উপজেলার ফটিক মৃধার ছেলে জাহাঙ্গীর মৃধার প্রলোভনে পড়েন রাকিব। জাহাঙ্গীর তার ভায়রা শরীয়তপুরের পালং থানার ছোট বিনোদপুরের সোহাগ মাতুব্বরের মাধ্যমে ২৭ লাখ টাকায় ইতালিতে পৌঁছে দেওয়ার চুক্তি করেন। কিন্তু রাকিবকে লিবিয়ায় নেওয়ার পর আরও টাকার জন্য নির্যাতন চালাতে থাকেন সোহাগ। পরে রাকিবের বাবা ধার করে আরও ৫ লাখ টাকা দেন সোহাগকে। দুই বছর চার মাস পর ছেলের মুক্তির জন্য আরেক দালাল সদর উপজেলার ঝাউদি ইউনিয়নের ব্রাহ্মন্দী গ্রামের মাজেদ খলিফাকে ধরে রাকিবের পরিবার। তাকেও ৮ মাস আগে ১৫ লাখ টাকা দেয়। কিন্তু তিনিও টাকা নিয়ে নির্যাতন চালান। একপর্যায়ে রাকিব অসুস্থ হয়ে পড়লে লিবিয়ার একটি হাসপাতালে নেওয়ার পর তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর খবর মাজেদ রাকিবের পরিবারকে জানান।

রাকিবের বাবা নাজিম জানান, 'সোহাগ আর মাজেদকে ৪৭ লাখ টাকা দিয়েছি। আমার ছেলেকে না খাইয়ে মেরে ফেলছে। কয়েক দিন আগেও আমার ছেলে ভিডিওতে তার নির্যাতনের কথা বলেছে। আর বাঁচার জন্য আকুতি করেছে।'

জাহাঙ্গীর বলেন, আমার ভায়রা সোহাগ, সেজন্য আমাকে জড়ানো হচ্ছে। কেউ বলতে পারবে না যে, আমি তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি। আর ওই ছেলে অসুস্থ হয়ে লিবিয়ায় মারা গেছে। আর মাজেদের বাড়িতে কাউকে পাওয়া যায়নি। স্থানীয়রা বলেছেন, মৃত্যুর বিষয়টি জানার পরে তার পরিবার বাড়ি থেকে পালিয়েছে।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ২৬ জানুয়ারি ২০২৫.

রূপনগরে পোশাক শ্রমিককে কুপিয়ে হত্যা

ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীর রূপনগর দিয়াবাড়ী এলাকায় মিলন (২২) নামে এক পোশাক শ্রমিককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। একই ঘটনায় সোহান (২৩) এক যুবক আহত হয়েছেন।

গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে রূপনগর দিয়াবাড়ী সিটি কলোনিতে এ ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজন ও বন্ধুরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক রাত সাড়ে ১২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে নিহত মিলনের বাবা আনারুল ইসলাম জানান, তাদের বাড়ি রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলায়। বর্তমানে রূপনগর দিয়াবাড়ী এলাকাতে থাকেন।মিলন স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। শুক্রবার রাতে মিলনের বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারি সিটি কলোনিতে মিলন ও তার বন্ধু সোহানকে কারা যেন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করেছে। পরে দ্রুত সেখানে গিয়ে মিলনকে রক্তাক্ত অবস্থায় পান। উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। তবে কে বা কারা কেন তাকে হত্যা করেছে তা তিনি জানেন না।

সংবাদ ঢাকা : সোমবার ১৩ মাঘ ১৪৩১ Dhaka : Monday 27 January 2025

সাভারে ধর্ষণ মামলা তুলে নিতে বাদীকে হুমকি

প্রতিনিধি, সাভার (ঢাকা)

সাভারে এক পোশাক শ্রমিককে ধর্ষণের ঘটনায় মামলা তুলে নিতে ভুক্তভোগী ও তার পরিবারের সদস্যদের প্রাণ নাশের হুমকি দিয়েছে মামলার অভিযুক্তরা। এঘটনায় জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কায় রয়েছে মামলার বাদী ভুক্তভোগী পোশাক শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যরা।

গত শনিবার দুপুরে সাভার মডেল থানায় ভুক্তভোগীর মা মলিদা বেগম একটি সাধারণ ডাইরী করেছে।

ভুক্তভোগী পোশাক শ্রমিককের মা মলিদা বেগম বলেন,'আমি ও আমার মেয়ের জীবনের নিরাপত্তা হীনতায় ভুকছি। মামলায় অভিযুক্ত হৃদয় ও রবিন বিভিন্নভাবে মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। গতকালও হৃদয়ের ভাই মামলত আমাকে ফোনে করে বলে মামলা তুলে না নিলে সাভারে থাকতে দিবে না বলে জানায়। একই সাথে আমাদের মা-মেয়েকে মেরে ফেলার হুমকিও দিচ্ছে। ঘটনার পর থেকে পুলিশ এখনো অভিযুক্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। আমরা জীবনের নিরাপত্তার জন্য থানায় এসে জিডি করেছি বলে জানান তিনি।

এঘটনায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাভার মডেল থানার হেমায়েতপুর ট্যানারি ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) আমির হোসেন বলেন, ঘটনার পর থেকেই আসামিরা পলাতক রয়েছে। তাদের মোবাইল নাম্বার বন্ধ রয়েছে। এছাড়া বাদী এখানকার স্থানীয় না হওয়ায় সহযোগিতা করতে পারছে না। তবে আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানান পুলিশের ওই কর্মকর্তা।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে ১৮ নভেম্বর রাতে সাভারের তেঁতুলঝড়া ইউনিয়নের হেমায়েতপুর নতুনপাড়া এলাকায় ধর্ষণের শিকার হয় ওই ভুক্তভোগী পোশাক শ্রমিক। পরে ২৩ নভেম্বর ভুক্তভোগী পোশাক শ্রমিক সাভার মডেল থানায় দুইজনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা দায়ের করেন।

সমকাল রোববার । ১৯ জানুয়ারি ২০২৫

চালককে ছুরিকাঘাত করে ৪ লাখ টাকা ছিনতাই

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়কে একটি মুরগিবাহী পিকআপের চালককে ছুরিকাঘাত করে প্রায় ৪ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত শুক্রবার রাতে কাঞ্চন ব্রিজ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। পরে আহত চালক এনামুল হককে (২৪) উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

চালকের সহকারী রাকিবের ভাষ্য, নরসিংদী থেকে মুরগি নিয়ে রাজধানীর কাপ্তান বাজার যাওয়ার পথে ৩০০ ফুট কাঞ্চন সেতু পার হওয়ার পর একটি বাস তাদের গাড়ির পেছনে ধাক্কা দেয়। পরে তাদের পিকআপকে একপাশে চাপানোর চেষ্টা করে। কিছুদূর যাওয়ার পর বাসটি সামনে গিয়ে চাপ দেয়।

এ সময় পিকআপ থামালে বাস থেকে চার-পাঁচজন নেমে দু'পাশের গ্লাস ভেঙে চালক এনামুলকে কুপিয়ে আহত করেন। তাদের কাছে থাকা ৩ লাখ ৮২ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় বলে দাবি করেন তিনি।

রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. লিয়াকত আলী বলেন, 'আমাদের কাছে এমন কোনো অভিযোগ আসেনি। রাতে এলাকায় আমাদের অভিযান দল ছিল। বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি। ভুক্তভোগীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে।'

দেশ রূপান্তর মঙ্গলবার, ২৮ জানুয়ারি ২০২৫,

রাজধানীতে চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই

ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীর বাড্ডা আফতাবনগরে আব্দুস সালাম (৬৫) নামে এক অটোরিকশাচালককে হত্যার পর অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গত রবিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে বাড্ডা থানা পুলিশ আফতাবনগর চায়না প্রজেক্ট ৫ নম্বর সেক্টর, এন ব্লক, ১৩ নম্বর অ্যাভিনিউ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য রাতেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়। তার বাড়ি শেরপুর সদর উপজেলার সুগনিবাগ গ্রামে। বর্তমানে ঢাকার মেরুল বাড্ডা বৈঠাখালী মোড় এলাকায় থাকতেন।

নিহতের ভাতিজা মো. সুজন বলেন, ৪ ছেলে ও ৩ মেয়ের জনক আব্দুস সালাম। পরিবারের সবাই গ্রামের বাড়িতে থাকেন। মেরুল বাড্ডায় তার এক ছেলে থাকেন। এক সপ্তাহ আগে গ্রাম থেকে ঢাকায় ছেলের কাছে এসেছিলেন তিনি। এরপর ভাড়ায় অটোরিকশা চালানো শুরু করেন। রবিবার সন্ধ্যার দিকে অটোরিকশা চালানোর জন্য বাসা থেকে বের হয়েছিলেন। এরপর রাত সাড়ে ১০টার দিকে তিনি খবর পান, বাড্ডা আফতাবনগর এলাকায় তার লাশ পাওয়া গেছে। পরে সেখানে গিয়ে রাস্তার পাশে তাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি বলেন, লাশের পাশেই অটোরিকশার একটি এক্সেল পড়েছিল। আর তার মাথায় আঘাত রয়েছে। এদিকে বাড্ডা আফতাবনগর পুলিশ ফাঁড়ির এক কর্মকর্তা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) জানান, রবিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে ট্রিপল নাইনের মাধ্যমে তাদের কাছে খবর আসে, আফতাবনগর চায়না প্রজেক্ট ৫ নম্বর সেক্টর, এন ব্লক, ১৩ নম্বর অ্যাভিনিউয়ে এক ব্যক্তির মরদেহ পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে আব্দুস সালাম নামের ওই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়। এ সময় তার পকেটে থাকা একটি মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে তার পরিচয় শনাক্ত এবং স্বজনদের খুঁজে বের করা হয়। তিনি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা তার অটোরিকশাটি ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করে সেখানে ফেলে গেছে এবং রিকশাটি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় একটি হত্যা মামলা প্রক্রিয়াধীন। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেলের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সংবাদ ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৬ মাঘ ১৪ Dhaka : Thursday 30 January 2025

ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

জেলা বার্তা পরিবেশক, বগুড়া

বগুড়ায় শহরের ফুলবাড়ি মধ্যপাড়া এলাকায় গত মঙ্গলবার ছুরিকাঘাতে হৃদয় আকন্দ নামে এক যুবক খুন হয়েছে। পেশায় তিনি একজন দোকান কর্মচারী ছিলেন। বন্ধুরা তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। জানা যায়, ফুলবাড়ি মধ্যপাড়ার বাবু মিয়া আকন্দের ছেলে হৃদয় একটি কাপড়ের দোকানে কর্মচারী ছিলেন। সকালে তাকে বন্ধুরা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। কয়েক দিন আগে এক বন্ধুর মোবাইল হারানোর ঘটনায় বিরোধ তৈরী হয়েছিলো।

এঘটনায় হৃদয়কে ডেকে নিকটবর্তী একটি সরিষা ক্ষেতে নেয়ার পর মারপিট বাঁধে। পুলিশ জানায় এক পর্যায়ে হৃদয়কে ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে একটি বেসরকারী হাসপাতালে নেয় স্থানীয়রা।

অবস্থা গুরতর হওয়ায় সেখান থেকে তাকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করে। ফুলবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ি জানিয়েছে হৃদয় অপরাধমুলক কর্মকান্ডে জড়িত ছিলো। বগুড়া সদর থানার ওসি এসএম মঈন উদ্দীন জানান, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদেরকে গ্রেপ্তার করতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

সংবাদ ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৬ মাঘ ১৪৩১ Dhaka : Thursday 30 January 2025

চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই

প্রতিনিধি, সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ)

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে নয়ন নামে এক অটোরিকশা চালককে হাত-পা বেঁধে ছুড়িকাঘাতে হত্যার পর ব্রহ্মপুত্র নদে ফেলে অটোরিকশা নিয়ে গেছে ছিনতাইকারী দলের একটি চক্র।

গত সোমবার রাতে দড়িকান্দী এলাকায় চালককে হত্যার পর তার লাশ ব্রহ্মপুত্র নদে ফেলে দিয়ে রিকশাটি নিয়ে যায়। ঢাকার মোহাম্মদপুর থানার টিক্কাপাড়া এলাকার মৃত জয়নাল আবেদীনের ছেলে নয়ন সোনারগাঁ উপজেলার সাদীপুর ইউনিয়নের বেলপাড়া এলাকার মোক্তার হোসেনের বাড়িতে ভাড়ায় থেকে অটোরিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

বৈদ্যেরবাজার নৌ ফারি পুলিশের উপ-পরিদর্শক শামীম উদ্দিন জানান, মরদেহের কপাল এবং গলায় ছুড়িকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তার হাত-পা বাধাঁ ছিল। সোনারগাঁ থানার ওসি এমএ বারী জানান, এই ঘটনায় নিহতের পরিবারের সদস্যদের থেকে সোনারগাঁ থানায় একটি মামলা দায়ের করার প্রস্তুতি চলছে এবং হত্যাকারীদেরকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশের অভিযান চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
১৭ মাঘ ১৪৩১, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫

অপহরণের চার দিনেও উদ্ধার হয়নি ১৫ জেলে

উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে পরিবারের সদস্যদের

■ সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

চার দিন পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত অপহৃত জেলেদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে তাদের পরিবারের সদস্যদের। অপহৃত জেলেদের দ্রুত উদ্ধার করার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা।

সুন্দরবনের দুবলার চরে সাগর এলাকা থেকে গত ২৭ জানুয়ারি ভোরে জলদস্যুদের হাতে অপহৃত হন ১৫ জেলে। এদের মধ্যে ১০ জনের বাড়ি সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার প্রতাপনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে।

অপহৃত জেলেরা হলেন সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার প্রতাপনগর ইউনিয়নের সুভদ্রাকাটি গ্রামের মো. দাউদ আলী সানার ছেলে অজাহারুল ইসলাম, চাকলা গ্রামের মহিজুদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে জাহাঙ্গীর আলম, একই গ্রামের নুরমান আলী সরদারের ছেলে অরাফাত হোসেন, শামছুর রহমান গাজীর ছেলে শাহাজান গাজী, রুইয়ারবিল গ্রামের জুলফিকার সরদারের ছেলে আলমগীর হোসেন, একই গ্রামের শহর আলী গাজীর ছেলে হাফিজুর রহমান, আব্দুল হক সানার ছেলে শাহীনুর আলম, দিঘালারাইট গ্রামের আবু দাউদ জদ্দারের ছেলে রাসেল, শ্রীপুর গ্রামের রুহুল আমিন ঢালির ছেলে শাহাজান ঢালী ও দৃষ্টিনন্দন গ্রামের আনিচ সরদারের ছেলে নুরে আলম এবং শ্যামনগর উপজেলার বন্যতলা গ্রামের আবু তালেবের ছেলে শাহ আলম। এছাড়া বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার ইসলামাবাদ গ্রামের মোস্তাহার সরদারের ছেলে মতিয়ার সরদার, কাশিপুর গ্রামের খান হাসমতের ছেলে খান রফিক, মোংলা থানার চিলা গ্রামের বাদল বিশ্বাসের ছেলে নীথন বিশ্বাস এবং খুলনার পাইকগাছা উপজেলার কাশিমনগর গ্রামের গফুর মোড়লের ছেলে রিপন মোড়ল।

অপহৃত সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার প্রতাপনগর ইউনিয়নের চাকলা গ্রামের শাহাজান গাজীর স্ত্রী নাজমা খাতুন জানান, জলদস্যুরা আমার স্বামীকে অপহরণ করায় তিনটি সন্তানকে নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। মুক্তিপণ দিয়ে তাকে ছেড়ে আনার সক্ষমতা আমাদের নেই। অপহরণের খবর শোনার পর থেকে আমাদের নাওয়া-খাওয়া নেই। বাচ্চা তিনটা তাদের বাবার জন্য খুবই কান্নাকাটি করছে। সারাদিন অপেক্ষায় থাকি কখন তার ফেরার খবর পাব।

প্রতাপনগর ইউপি চেয়ারম্যান আবু দাউদ ঢালী জানান, ১৫ জেলেকে এক সঙ্গে অপহরণ এর আগে কখনো এই এলাকায় ঘটেনি। প্রশাসনিকভাবে তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। প্রতাপনগর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য গোলাম রসুল বলেন, দুবলারচর মৎস্যপল্লি থেকে সরকার প্রতি শুঁটকি মৌসুমে মোটা অঙ্কের রাজস্ব পায়। অপহৃত জেলেদের দ্রুত উদ্ধার করে নিরাপদে তাদের মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। তিনি সাগরে মাছ ধরা সব জেলের নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি জানান।

গত ২৭ জানুয়ারি ভোরে সুন্দরবনের ডাকাত দয়াল বাহিনী সদস্যরা সুন্দরবনের দুবলারচরে জেলেদের ওপর আক্রমণ করে। এ সময় দুঃসাহসী জেলেরা নিজেদের আত্মরক্ষার্থে ডাকাতদের প্রতিহতের চেষ্টা করেন। দুবলারচরের কোস্ট গার্ড স্টেশনে সাহায্য চেয়ে ফোন করে। ডাকাতদের সঙ্গে জেলেদের হাতাহাতির একপর্যায়ে জেলেরা তিন ডাকাতকে জাল দিয়ে ধরে ফেলে। কিন্তু এ সময় ডাকাতরা সেখান থেকে ১৫ জেলেকে ধরে নিয়ে যায়। কোস্ট গার্ড ও বন বিভাগের সদস্যরা অপহৃত জেলেদের উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ৩ জানুয়ারি ২০২৫

দুই দফা মহাসড়ক অবরোধ করে অটোরিকশাচালকদের বিক্ষোভ

গাজীপুরের কালিয়াকৈর

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

সার্ভিস রোড ব্যবহার, মামলা না দেওয়াসহ কয়েক দফা দাবিতে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন অটোরিকশাচালকেরা। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ও সন্ধ্যায় দুই দফায় মহাসড়কের চন্দ্রা ত্রিমোড় এলাকায় সড়ক অবরোধ করা হয়। এতে সড়কের দুই পাশে সৃষ্টি হওয়া কয়েক কিলোমিটার যানজটে দুর্ভোগ পোহান যাত্রী ও পথচারীরা।

অটোরিকশাচালক ও হাইওয়ে পুলিশ জানায়, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে প্রতিদিনই শত শত ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল করে থাকে। হাইওয়ে পুলিশ অটোরিকশা আটক করে চালকদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে থাকে। গতকাল দুপুরে দুই শতাধিক অটোরিকশাচালক মহাসড়কের চন্দ্রা ত্রিমোড় এলাকায় জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া চালকেরা বলেন, হাইওয়ে পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দিতে পারবে না। মামলা দিলেও কমপক্ষে এক মাস তাঁদের সড়কে চলাচল করতে দিতে হবে। এ ছাড়া সড়কের সার্ভিস রোড মামলা ছাড়াই তাদের ব্যবহার করতে দিতে হবে।

চালকেরা বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে পুলিশ তাঁদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু সন্ধ্যা ছয়টার দিকে একই দাবিতে তাঁরা আবারও সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। রাত আটটায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সড়কে অবরোধ চলছিল।

মহাসড়ক অবরোধ করে অটোরিকশাচালকদের বিক্ষোভ। গতকাল রাতে কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দা মাহফুজুর রহমান বলেন, কয়েক মাস ধরে মহাসড়কে এত অটোরিকশা হয়েছে যে সেগুলোর জন্য চলাচল করা দায়। প্রতিদিনই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। তাই মহাসড়কে অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ করাটাও জরুরি।

নাওজোর হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রইজ উদ্দিন বলেন, অটোরিকশার কারণে মহাসড়কে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। এলাকাবাসীও অনেক দিন ধরেই ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। সেগুলোর কারণে মহাসড়কে অযথা যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে।

যুগান্তর | শুক্রবার ৩ জানুয়ারি ২০২৫ ১৯ পৌষ ১৪৩১

কেয়া গ্রুপের চার পোশাক কারখানা বন্ধ ঘোষণা

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর জরুন এলাকার কেয়া গ্রুপের ৪ পোশাক তৈরি কারখানা আগামী ১ মে থেকে স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বাজার অস্থিতিশীলতা, ব্যাংকের সঙ্গে হিসাবের অমিল, কাঁচামাল অপর্যাপ্ততা ও ফ্যাক্টরির উৎপাদন কার্যক্রমের অপ্রতুলতার কারণ দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চেয়ারম্যান কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড (নিট কম্পোজিট ডিভিশন) স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ বৃহস্পতিবার সকালে কারখানার প্রধান ফটকে সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে। নোটিশে বলা হয়েছে, কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড (নিট কম্পোজিট গার্মেন্টস ডিভিশন, নিটিং বিভাগ, স্পিনিং ডিভিশন, কটন ডিভিশন) ও কেয়া ইয়ার্ন মিলস্ লিমিটেডের (জরুন, কোনাবাড়ী, গাজীপুর) শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১ মে থেকে ফ্যাক্টরির সব কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হলো। নোটিশে আরও বলা হয়েছে, ফ্যাক্টরিতে কর্মরত সব শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পাওনা কারখানা বন্ধের পরবর্তী ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে প্রদান করা হবে।

এর আগে ২৯ ডিসেম্বর (রোববার) থেকে জরুন এলাকায় অবস্থিত কেয়া গ্রুপের শ্রমিকরা নভেম্বর মাসের বকেয়া বেতন দাবিতে বিক্ষোভ ও কর্মবিরতি পালন করছেন। কয়েক হাজার শ্রমিক কারখানার সামনে কোনাবাড়ী-কাশিমপুর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। সেদিন শ্রমিকদের বেতন না দিয়ে বন্ধের নোটিশ পেয়ে শ্রমিকরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে কোনাবাড়ী ফ্লাইওভারের পাশে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িক বন্ধ থাকা কারখানা ১ জানুয়ারি খুলে দিয়ে নতুন করে বন্ধের ওই নোটিশ দেয় কর্তৃপক্ষ। কারখানার এইচ আর ম্যানেজার সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, বাজার অস্থিতিশীলতা, ব্যাংকের সঙ্গে হিসাবের অমিল, কাঁচামাল অপর্যাপ্ততা ও ফ্যাক্টরির উৎপাদন কার্যক্রমের অপ্রতুলতার কারণ দেখিয়ে আগামী ১ মে থেকে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি ধাপে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করা হবে।

কালের কণ্ঠ | সোমবার। ৬ জানুয়ারি ২০২৫।

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে গাজীপুরে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

গাজীপুরে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সকালে মহানগরীর জিরানী এলাকায় বিক্ষোভ করেছে আইরিশ ফ্যাশনের শ্রমিকরা। তারা আশপাশের কারখানার গেটে গিয়ে স্লোগান দিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানায়। এর জেরে বেশ কয়েকটি কারখানায় গতকাল এক দিনের ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

শিল্প পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সরকারঘোষিত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, চাকরির মেয়াদ এক বছর পূর্ণ হলে তবেই একজন শ্রমিকের বেতন ৯ ভাগ বৃদ্ধি হবে। কিন্তু আইরিশ ফ্যাশন লিমিটেডের শ্রমিকরা নতুন-পুরনো সবার বেতন বৃদ্ধির দাবিতে গতকাল সকাল থেকে কাজে যোগ না দিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা আশপাশের সব কারখানার সামনে গিয়ে বিক্ষোভ করে এবং সব শ্রমিককে তাদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানায়। বাধ্য হয়ে নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ওই সব কারখানা কর্তৃপক্ষ ছুটি ঘোষণা করে। আইরিশ ফ্যাশন লিমিটেড কারখানার অপারেটর শফিকুল ইসলাম বলেন, যাদের চাকরি এক বছর বা তার বেশি তারাও শ্রমিক। আবার যাদের চাকরির বয়স সাত-আট মাস হয়েছে তারাও শ্রমিক। পুরনোদের বেতন বৃদ্ধি করতে হলে নতুনদের বেতনও বৃদ্ধি করতে হবে।

সুইং বিভাগের শ্রমিক নাজমা বেগম বলেন, 'নতুন-পুরাতন সবার বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। তা না হলে আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের সহকারী পুলিশ সুপার আবু তালেব বলেন, 'বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আইরিশ ফ্যাশনের শ্রমিকরা সকাল থেকে বিক্ষোভ শুরু করে। বিক্ষোভের কারণে আশপাশের বেশ কয়েকটি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়। কারখানা এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তবে শ্রমিকরা কোনো ভাঙচুর করেনি। বিষয়টি নিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।'

দৈনিক ইত্তেফাক | সোমবার ২২ পৌষ ১৪৩১, ৬ জানুয়ারি ২০২৫

জুড়ীতে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে চা-শ্রমিকদের ধর্মঘট বাগান বন্ধ ঘোষণা

■ জুড়ী (মৌলভীবাজার) সংবাদদাতা

মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার আতিয়াবাগ চা-বাগানে সমান মজুরির দাবিতে দুই দিন ধরে ধর্মঘট পালন করছেন শ্রমিকরা। এ দিকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণ দেখিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ একই দিন অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ ঘোষণা করে।

সরজমিনে রবিবার দুপুরে গিয়ে দেখা যায়, বাগানের কারখানার প্রবেশ ফটকে একটি নোটিশ সাঁটানো। বাগানের ব্যবস্থাপক আবুল কালাম জমাদ্দার স্বাক্ষরিত ঐ নোটিশে বলা হয়েছে, বাগানের শ্রমিকরা অবৈধ ধর্মঘট পালন করছেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির কারণে ২০০৬ সালের শ্রম আইনের ১৩ (১) ধারা অনুযায়ী, কোম্পানির নির্দেশক্রমে ৩ জানুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাগান বন্ধ ঘোষণা করা হলো।

বাগানের শ্রমিক পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি ভোজন মুণ্ডা ইত্তেফাককে বলেন, আতিয়াবাগে ২৪২ জন স্থায়ী ও ১৩০ জন অস্থায়ী শ্রমিক কাজ করেন। বাগানটি 'বি' শ্রেণির। সরকার ২০২৪ সাল থেকে প্রতি বছর শ্রমিকদের মজুরি ৫ শতাংশ (৮.৫০ টাকা) করে বৃদ্ধির গেজেট ঘোষণা করে। সেই অনুযায়ী, আতিয়াবাগের স্থায়ী শ্রমিকরা দৈনিক মজুরি ১৭৭.৪৫ টাকা করে পেলেও অস্থায়ী শ্রমিকরা তা পাচ্ছেন না। অস্থায়ী শ্রমিকরা মাত্র ১৬৯ টাকা করে মজুরি পাচ্ছেন। তাদের মজুরি বৃদ্ধি হয়নি।

ভোজন মুণ্ডা বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে অস্থায়ী শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য বাগান কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো হচ্ছে। কিন্তু, কর্তৃপক্ষ অযথা সময়ক্ষেপণ করে।

ভোজন মুণ্ডা বলেন, বাগানকে 'এ' শ্রেণিতে উন্নীত করারও দাবি জানান তারা। কোনো বাগানে পর পর তিন বছর ১ লাখ ৮০ হাজার কেজি চা উৎপাদন হলে এটিকে 'এ' শ্রেণিতে উন্নীত করার নিয়ম রয়েছে। গত তিন বছরে তাদের বাগানে গড়ে ১ লাখ ৯৫ হাজার কেজি চা উৎপাদন হয়। সেই হিসাবে, বাগানটি 'এ' শ্রেণিতে উন্নীত হয়ে যায়। উন্নীত হলে প্রত্যেক শ্রমিকের মজুরি ১.৫ টাকা করে বৃদ্ধি হতো। কিন্তু, তা-ও করা হয়নি। এ অবস্থায় তারা বাধ্য হয়ে ৩ জানুয়ারি সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেন। বাগানের ব্যবস্থাপক আবুল কালাম জমাদ্দার বলেন, কোম্পানি বাগান বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

THE BUSINESS STANDARD MONDAY 06.01.2025

15 Gazipur RMG factories declare holiday as workers demand wage hike

RMG - BANGLADESH

TBS REPORT

Workers of a garment factory yesterday staged a demonstration on the Chandra-Nabinagar road in Gazipur's Zirani area, demanding a wage increase.

Workers of nearby factories joined the demonstration and blocked the road, prompting the authorities of 15 factories to declare a holiday.

Abu Taleb, assistant superintendent of industrial police-2 in Gazipur, told TBS that additional police forces were deployed in the area.

He said the vehicular movement resumed after the workers left the highway at noon.

Workers and locals said workers of Irish Fashion Limited took to the road in the morning demanding an increase in their wages. Later, workers from other factories joined the demonstrators.

A government decision mandates a 9% salary increase for workers who have completed one year of service.

However, according to industrial police, workers with less than one year of service staged demonstrations on the road, demanding a wage hike.

Ashraful Islam, a worker at Irish Fashion, said, "Those who were appointed earlier are workers, and we, who have been working for 7-8 months, are also workers. If their salaries increase, ours should also increase."

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
২৮ পৌষ ১৪৩১, ১২ জানুয়ারি ২০২৫

চট্টগ্রাম ইপিজেডে শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত অর্ধশতাধিক

দুই কারখানায় তিন দিনের ছুটি ঘোষণা

■ চট্টগ্রাম অফিস

মেইন গেট খোলা ও বন্ধ করাকে কেন্দ্র করে পতেঙ্গার চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (সিইপিজেড) দুইটি কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষে উভয়পক্ষের প্রায় অর্ধশতাধিক আহত হয়েছেন।

আহতদের দফায় দফায় সিইপিজেডের ভেতরে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) হাসপাতালে এবং চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। সেনাবাহিনী, শিল্প পুলিশ ও সিইপিজেডের নিরাপত্তা কর্মীরা একযোগে সংঘর্ষরত দুই কারখানার শ্রমিকদের দুই দিকে সরিয়ে দিলে বিকালে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। সিইপিজেডের গেটের কাছে লাগোয়া কারখানা দুটির মালিক-কর্তৃপক্ষ কারখানা দুটিতে আগামী তিন দিনের জন্য ছুটি ঘোষণা করেছেন। সংঘর্ষকারীরা সংঘর্ষকালে রপ্তানি পণ্যবোঝাই বন্দরমুখী কয়েকটি কাভার্ড ভ্যান ভাঙচুর করে।

সিইপিজেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুস সোবহান ইত্তেফাককে বলেন, গতকাল শনিবার সকালে জেএমএসএস ও মেরিনকো নামে দুটি কারখানার শ্রমিকরা মেইন গেট বন্ধ ও খোলা রাখার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইটপাটকেল নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে উভয় পক্ষের ৬০-৭০ জন আহত হয়েছেন। এদের সবাইকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। সেনাবাহিনী, শিল্প পুলিশ এবং সিইপিজেড প্রশাসন ঘটনাস্থলে অবস্থান করে পরিস্থিতি প্রায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে।

ঘটনাস্থল থেকে শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জসিম উদ্দিন ইত্তেফাককে বলেন, একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আন্দোলনরত শ্রমিকরা সকালে সিইপিজেডের মেইন গেট বন্ধ করে দেয়। পাশেরই আরেকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা তাদের কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য গেট খুলে ফেলে। এ নিয়ে দুই কারখানার শ্রমিকরা প্রথমে বাগ্‌বিতণ্ডা ও পরে ইটপাটকেল নিয়ে প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। দুই পক্ষেরই বিস্তর শ্রমিক আহত হয়েছে। কেউ গ্রেফতার হয়নি। কোনো পক্ষ এ নিয়ে মামলাও করেনি। এদিকে দুটি কারখনার মালিক-প্রশাসন আগামী তিন দিনের জন্য কারখানা দুটিতে ছুটি ঘোষণা করেছেন।

স্থানীয় একাধিক সূত্র ইত্তেফাককে জানায়, গত কয়েক দিন ধরে জেএমএসএস কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ ছিল। বেতন-ভাতা নিয়ে দফায় দফায় শ্রমিকদের বিক্ষোভে কারখানা দু'দিন বন্ধ রাখার পর গতকাল সকালে খুলে দেওয়া হয়। এদিকে গতকাল সকাল থেকে মেরিনকো কারখানার শ্রমিকরা বেতন-ভাতা নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। সকালে তারা কারখানা থেকে বেরিয়ে আসেন। বিক্ষোভের সময় জেএমএসএস কারখানায় ঢিল ছোড়ার অভিযোগে শ্রমিকদের দুই পক্ষ ধাওয়া-পালটা ধাওয়া ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও সেনাসদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ৫০ জনেরও বেশি শ্রমিক আহত হয়েছেন বলে শ্রমিকরা জানিয়েছেন। তারা জানান, চমেক হাসপাতালে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত ১৮ জন শ্রমিককে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার, ৭ জানুয়ারি ২০২৫, ২৩ পৌষ ১৪
দেশ রূপান্তর

গাজীপুরে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর জিরানী এলাকায় বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পোশাক শ্রমিকরা। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে আইরিশ ফ্যাশন লিমিটেড নামের একটি পোশাক তৈরির কারখানার শ্রমিকরা চন্দ্রা-নবীনগর সড়কে অবস্থান নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন। এতে ওই সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

শিল্প পুলিশ ও শ্রমিকরা জানায়, সরকার ঘোষিত ৯ ভাগ বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধিতে বলা আছে, যাদের এক বছর পূর্ণ হয়নি তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হবে না। কিন্তু জিরানী এলাকার আইরিশ ফ্যাশন লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা গত রবিবার সকাল থেকে বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। দুপুর পর্যন্ত আন্দোলন করে শ্রমিকরা বাড়ি ফিরে যান। সোমবার সকালে শ্রমিকরা কারখানায় হাজিরা দিয়ে ফের বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে শ্রমিকরা চন্দ্রা-নবীনগর সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন।

খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেন। শ্রমিকরা সরে গেলে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ওই সড়কে ফের যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে শ্রমিকরা কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ অব্যাহত রাখেন।

আইরিশ ফ্যাশন লিমিটেড কারখানার শ্রমিক মো. ইকবাল হোসেন বলেন, অন্য শ্রমিকদের মতো নতুন শ্রমিকদেরও (চাকরিতে এক বছরের কম) বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। যারা আগে কাজে যোগ দিয়েছে তারাও যে কাজ করে আমরাও সেই কাজ করি। তাহলের আমাদের কেন বেতন বৃদ্ধি করা হবে না।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. খলিলুর রহমান বলেন, শ্রমিক কিছু সময়ের জন্য সড়ক অবরোধ করেছিলেন। পরে পুলিশ বুঝিয়ে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, জানুয়ারি ৭, ২০২৫

বেতন বৃদ্ধির দাবি

পোশাক শ্রমিকদের চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়ক অবরোধ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে গতকালও গাজীপুর মহানগরের জিরানী এলাকায় চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন শ্রমিকরা। পরে পুলিশ এসে তাদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। জানা গেছে, জিরানী এলাকার আইরিশ ফ্যাশন লিমিটেড নামে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বেতন বৃদ্ধির দাবিতে রোববার মহাসড়ক অবরোধ করেছিল। সে সময় বিক্ষোভের কারণে ওই এলাকার বেশ কয়েকটি কারখানা কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেয়। গতকাল সকালে কারখানায় এসে পুনরায় তারা বিক্ষোভ শুরু করেন। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তারা চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়কে অবস্থান নেন। এক ঘণ্টা পর সড়ক থেকে সরে যান এবং কারাখানায় গিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। শিল্প পুলিশ ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সরকারঘোষিত ৯ শতাংশ বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির প্রজ্ঞাপনের আলোকে বেশ কয়েকটি কারখানা কর্তৃপক্ষ তা বাস্তবায়ন করে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৪ পৌষ ১৪৩১, ৮ জানুয়ারি ২০২৫

লুসাকা গার্মেন্টস গ্রুপে নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানি বন্ধের দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানি বন্ধে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থার দাবি করেছে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে লুসাকা গার্মেন্টসে নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানির প্রতিবাদে ৫০ জন নারী শ্রমিকের প্রতিবাদী প্রতীকী অনশন কর্মসূচি থেকে এ দাবি করা হয়।

কর্মসূচিতে ভুক্তভোগী নারী শ্রমিকদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন লুসাকা গ্রুপের শ্রমিক তাসমিনা আক্তার, মাহফুজা আক্তার, লাকী আক্তার, শারমিন আক্তার ও সুমি প্রমুখ। গার্মেন্টস শিল্পকে যৌন হয়রানিমুক্ত করার দাবি এবং নারী শ্রমিকদের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করেন ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল হক আমিন, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. ফরিদুল ইসলাম। লুসাকা গ্রুপের দুটি কারখানা তাম্মাম ডিজাইন ও বেক নিট।৫

NEW AGE SUNDAY, JANUARY 12, 2025,

50 injured as workers of two factories clash in CEPZ

Staff Correspondent · Chattagram

AT LEAST 50 people were injured as workers of two readymade garment factories in the Chattogram Export Processing Zone clashed on Saturday morning.

According to police and factory workers, JMS garment factory workers staged a protest on Wednesday to press for their demands.

During the demonstration, they blocked a gate in the EPZ area. Merim Co Ltd, another factory located adjacent to JMS, was affected by the blockade. This led to an altercation between workers of the two factories on the same day.

The tension escalated into a violent clash on Saturday morning.

The injured included Mohibul, 26, Farida, Elias, 34, Bidyut, 30, Sheuli, 24, Chanchal, 28, Monowara, 33, and others. Many of them were admitted to BEPZA Hospital and Chattogram Medical College Hospital for treatment.

Tuhin Shuvra Das, an on-duty doctor at the CMCH, said, 'About 50 workers from the CEPZ have received treatment after noon. Two individuals sustained fractures to the arms and legs, and none of the injured are in critical condition.'

Ramiz Uddin, a garment worker receiving treatment at the CMCH, said, 'On Wednesday, workers from both the factories staged demonstrations demanding pay increases. Merim Co Ltd's management later accepted their workers' demands, leading to their withdrawal from the protest. JMS workers, however, launched an unprovoked attack on Merim Co Ltd workers this morning.'

Mohammad Akhtaruzzaman, officer-in-charge of the EPZ police station, said, 'The clash began over a dispute regarding access to the main factory gate during the protests. Workers from one factory started hurling bricks at workers of the other factory.'

The situation is now under control, and army personnel are present at the scene, the OC said.

Executive director of Chattogram Export Processing Zone, Md Abdus Sobhan, said, 'The misunderstanding between JMS and Merim Co Ltd workers led to a minor scuffle. The situation is now calm. Both factories announced leave for a day to diffuse the tension.'

বণিক বার্তা রোববার, জানুয়ারি ১২, ২০২৫

ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল

কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে বিঘ্নিত রোগীর সেবা

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ফেনী

ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের আউটসোর্সিংয়ে নিয়োগকৃত কর্মচারীদের বেতন বন্ধ রয়েছে ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে। বকেয়া পরিশোধের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছেন তারা। কয়েক দিনের কর্মবিরতির কারণে হাসপাতালে বিঘ্নিত হচ্ছে রোগীর সেবা। পরিচ্ছন্নতাসহ ছোটখাটো কাজগুলো বন্ধ রয়েছে। বিশেষ করে হাসপাতাল পরিচ্ছন্নতায় এক ধরনের স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। দ্রুত সমস্যা সমাধান না হলে ভোগান্তি আরো বাড়বে বলে মনে করেন রোগী ও তাদের স্বজনরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ফেনী জেনারেল হাসপাতালে ৫৩ জন কর্মচারী আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এসব কর্মচারীর মাঝে ডোম ও ডোম সহকারী, ওয়ার্ড বয়, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, বাবুর্চি সহকারী, আয়া, মালি, দারোয়ান রয়েছেন। প্রতি মাসে ঠিকাদারের মাধ্যমে তারা ১৫ হাজার টাকা হারে বেতন পাওয়ার কথা। তবে অভিযোগ রয়েছে হাসপাতালের কয়েকজন কর্মকর্তার যোগসাজশে ৮ হাজার টাকা বেতন দেয়া হয় তাদের। সে টাকাও ছয় মাস ধরে দেয়া হচ্ছে না।

যমুনা রানী দাস নামে এক কর্মচারী বলেন, জুনের পর আর কোনো বেতন পাইনি। নতুন বছর এসেছে, টাকার জন্য ছেলেটাকে এখনো স্কুলে ভর্তি করাতে পারিনি। পাঁচ মাসের বাসা ভাড়া বকেয়া পড়েছে। মানবেতর জীবনযাপন করছি। এভাবে কতদিন কাজ করা যাবে?'

হাসপাতালে ২২ বছর ধরে কাজ করেন রিনা আক্তার। তিনি বলেন, 'আগস্টে বন্যার সময় বাসাবাড়ি পানির নিচে তলিয়ে যায়। হাসপাতাল থেকে বাসায় গিয়ে আর কিছুই রক্ষা করতে পারিনি। বেতন না পাওয়ায় বাসায় আসবাবপত্র নিতে পারিনি। শীতের কাপড় পর্যন্ত কিনতে পারলাম না। অনেক দিন ধরে অসুস্থ। বেতনও পাচ্ছি না। তার পরও হাসপাতালে ক্লিনারের কাজ করে যাচ্ছি।'

হাসপাতালের ডোম আবদুর রহীম বলেন, '৩৬ বছর ধরে হাসপাতালে ডোমের কাজ করছি। আমরা কাজ করে খেতে চাই। আমাদের নামে ১৫ হাজার টাকা করে বেতন হয়। কিন্তু আমাদের ৮ হাজার টাকা দেয়া হয়। তাও আবার ছয় মাস বন্ধ। বেতন পাব কিনা তা কেউ নিশ্চিত বলতেও পারছে না। আমরা পূর্ণাঙ্গ বেতন-ভাতা নিয়মিত না পেলে কীভাবে কাজ করব?'

এ ব্যাপারে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক (উপপরিচালক) আবুল খায়ের মিয়াজী বণিক বার্তাকে বলেন, 'হাসপাতালে বর্তমানে আউটসোর্সিংয়ে কর্মরত ৫৩ জন কর্মচারীর বেতন-ভাতা ছয় মাস বন্ধ রয়েছে। এ নিয়ে তাদের মাঝে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। জটিলতা নিরসনে আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।'

যুগান্তর

সোমবার ১৩ জানুয়ারি ২০২৫
২৯ পৌষ ১৪৩১

নারায়ণগঞ্জে ট্রাফিক পুলিশের চাঁদাবাজি চালকদের বিক্ষোভ

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জে ট্রাফিক পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যাটারিচালিত ভ্যান চালকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। ট্রাফিক পুলিশের চাঁদাবাজি ও হয়রানি বন্ধের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শতাধিক ভ্যান চালক। রবিবার দুপুরে নগরীর চাষাড়ায় ভ্যান গাড়ি থামিয়ে রেখে বিবি সড়ক অবরোধ করে এ বিক্ষোভ করেন তারা। ভ্যান চালকদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বিক্ষোভে অংশ নেন গণসংহতি আন্দোলনের জেলা শাখার নেতারা। এ সময় শহরে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে সদর মডেল থানার পুলিশ সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে ভ্যান চালকরা সড়ক অবরোধ তুলে নেন। রবিবার বিকালে সাড়ে ৫টায় ভ্যান চালকদের বিক্ষোভের কথা স্বীকার করে বলেন, এ সময় তারা আধঘণ্টা সড়কে অবস্থান করে বিক্ষোভ করেছেন।

বণিকবার্তা
সোমবার, জানুয়ারি ১৩, ২০২৫

সমাবেশে বক্তারা

বৈষম্যের শিকার চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন করতে হবে

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ মৌলভীবাজার

চা শ্রমিকরা যুগ যুগ ধরে বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছেন। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থায় অবাধ লুটপাট চা শিল্প ও শ্রমিকদের ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। চা শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চাকরির নিশ্চয়তাসহ জীবনমান উন্নয়ন করতে হবে। গতকাল বিকালে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে চা শ্রমিক সমাবেশে এসব কথা বলেন বক্তারা।

উপজেলার সীমান্তবর্তী ইসলামপুর ইউনিয়নের কুরমা চা বাগান মাঠে পঞ্চায়েত কমিটি ও চা ছাত্র যুব সংঘ আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন মনু-দলই ভ্যালির সভাপতি ধনা বাউরী।

শেখ হাসিনার নজর শুধু ঢাকা থেকে টুঙ্গীপাড়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল উল্লেখ করে সারজিস আলম বলেন, 'দেশের অন্য কোথাও তার নজর পড়েনি। চা শিল্পেও শেখ পরিবার ভাগ বসিয়েছে।' চা বাগানে মদের পাট্টা থাকা উচিত নয়। তিনি সেগুলো ভেঙে দেয়ার অনুরোধ করেন চা শ্রমিকদের।

দেশে বন্ধ চা বাগান চালু, শ্রমিক ও চা শিল্প রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা, মানুষের জন্য শোভন মজুরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও চাকরির নিশ্চয়তার দাবিতে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে আপন বোনাজী রুদ্র ও ভোলা সিংহের যৌথ সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় নাগরিক কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার, কেন্দ্রীয় সংগঠক প্রীতম দাশ, কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক শ্যামলী সুলতানা জ্যানি, আসাদুল্লাহ গালিব ও কুরমা চা বাগানের সহকারী ব্যবস্থাপক ইউসুফ খাঁন। এছাড়া অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান খাইরুন আক্তার, স্থানীয় ইউপি সদস্য নুরুল ইসলাম, পঞ্চায়েত সভাপতি নারদ পাশী, চা শ্রমিক নারী নেত্রী গিতা কানু, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাজমিন সুলতানা।

বক্তারা বলেন, 'চা বাগানের প্রেক্ষাপটে বন্ধ বাগান অবিলম্বে চালু করা, শ্রমিক ও চা শিল্প রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ এবং শোভন মজুরির ব্যবস্থা করতে হবে।'

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৪ জানুয়ারি ২০২৫,

সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শারমিন গ্রুপের চারটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। গতকাল সাভারের আশুলিয়ার নরসিংহপুরে। ছবি : প্রথম আলো

সড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

ঢাকার সাভার

অবরোধের প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

ঢাকার সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে শারমিন গ্রুপের চারটি তৈরি পোশাক কারখানার চার শতাধিক শ্রমিক। গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে বাইপাইল-আবদুল্লাহপুর সড়কের নরসিংহপুর এলাকায় কারখানার সামনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। অবরোধের প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বিক্ষোভকারী শ্রমিকেরা বলেন, সম্প্রতি একটি বিয়ে উপলক্ষে শ্রমিকদের খাওয়াদাওয়ার আয়োজনকে কেন্দ্র করে কারখানার অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন শ্রমিককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। পরে চার শতাধিক শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা হয়। শ্রমিকেরা চাকরিচ্যুত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী সব সুযোগ-সুবিধা প্রদানসহ শ্রমিকদের কালোতালিকাভুক্ত না করার দাবি জানান।

শারমিন গ্রুপের কর্মকর্তাদের দাবি, ৫ জানুয়ারি বেলা আড়াইটার দিকে চারটি কারখানার দুই শতাধিক শ্রমিক রড, লাঠিসোঁটা ও ইট নিয়ে কারখানার ভেতরে প্রবেশের পর বেশ কয়েকজন শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের মারধর করেন। নারী শ্রমিকদেরও মারধর করেন তাঁরা। এ ছাড়া কারখানার ভেতরে বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ভাঙচুর করেন। পরে আহত বেশ কয়েকজনকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ ছাড়া এ ঘটনায় আহত এক শ্রমিক আশুলিয়া থানায় গত শনিবার মামলাও করেছেন। ভিডিও ফুটেজ ও ছবি দেখে ওই ঘটনায় জড়িতদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিক্ষোভকারী এক শ্রমিক *প্রথম আলোকে* বলেন, '৩ জানুয়ারি কারখানায় খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করা হয়। ওই খাবার নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ঝামেলা হয়। এরপর আমাদের ঝামেলা করেছি এই কারণ দেখিয়ে চাকরিচ্যুত করা হয়। আমরা বলছি ৪ মাস ১৩ দিনের বেতন, বার্ষিক ছুটি, সামনের ঈদের টাকা দিয়ে আমাদের বাদ দিতে হবে।'

> দুই দিন ধরে শ্রমিকদের পাওনা কীভাবে পরিশোধ করা যায়, এটি নিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে সভা হয়।
>
> **মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম**, পুলিশ সুপার, আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১

শারমিন গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক রুহুল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে একটি গোষ্ঠী চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ৫ জানুয়ারি উদ্দেশ্যমূলকভাবে কারখানার কয়েক শ শ্রমিক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে অন্যান্য শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের ওপর হামলা চালান। কারখানার বিভিন্ন মূল্যবান সরঞ্জামাদি ভাঙচুর করেন। বিষয়টি আমাদের হতবাক করেছে। ঘটনার পর নিয়ম অনুসারে যথাযথ প্রক্রিয়ায় ৪৫৩ জনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।'

এদিকে গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতিতে (বিজিএমইএ) শ্রমিক, বিজিএমইএ, কারখানা ও সরকারের প্রতিনিধিরা উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে সভা করেন। সভায় সমঝোতা চুক্তি হয়। সমঝোতা চুক্তির মধ্যে রয়েছে বরখাস্ত হওয়া শ্রমিকদের কর্মস্থলে হাজিরা মোতাবেক বকেয়া মজুরি ও ওভার টাইম (যদি থাকে) প্রদান, কারখানার নিয়ম অনুসারে অর্জিত ছুটির টাকা, আবেদন করা থাকলে মাতৃত্বকালীন ছুটির টাকা, এক বছরের ঊর্ধ্বে সব শ্রমিককে সার্ভিস বেনিফিট বাবদ প্রতিবছরের জন্য ৩০ দিন করে মূল মজুরি, নোটিশ পে বাবদ এক বছরের ঊর্ধ্বে সব শ্রমিককে ৩০ দিনের মূল মজুরি, চাকরির মেয়াদ এক বছরের নিচে যাঁদের, তাঁদেরও ৩০ দিনের মূল মজুরি প্রদান করা হবে।

আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, দুই দিন ধরে শ্রমিকদের পাওনা কীভাবে পরিশোধ করা যায়, এটি নিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে সভা হয়। গতকালও বিজিএমইএ শ্রমিক প্রতিনিধি, মালিকপক্ষসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সভা চলাকালে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করে জনদুর্ভোগ তৈরি করেন।

প্রথম আলো • বুধবার, ১৫ জানুয়ারি ২০২৫,

বেক্সিমকোর ১৬ কারখানা খোলার দাবিতে মানববন্ধন

গাজীপুর

এসব কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে এর আগে কয়েক দফায় চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে শ্রমিকদের মানববন্ধন। গতকাল গাজীপুর মহানগরের চক্রবর্তী এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

গাজীপুর মহানগরীর সারাব এলাকার বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের বন্ধ হওয়া ১৬টি কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন কর্মহীন শ্রমিকেরা। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়ক-সংলগ্ন চক্রবর্তী ও আশপাশের এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।

এসব কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে কয়েক দফায় চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। সর্বশেষ গত ২১ ডিসেম্বর শ্রমিকদের কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছুড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এর পর থেকে তাঁরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে আসছেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, আগের ঘোষণা অনুযায়ী গতকাল সকাল আটটা থেকে কয়েক হাজার শ্রমিক চক্রবর্তী এলাকায় জড়ো হতে থাকেন। এরপর সকাল ৯টা থেকে মানববন্ধনটি আশুলিয়ার জিরানি হয়ে নবীনগর এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

জিরানি বাজার এলাকায় অবস্থান করা 'টিম লিডার' ও কারখানাটির শ্রমিক হাবিবুর রহমান বলেন, 'বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের সব কারখানার ব্যাংকিং-ব্যবস্থা পুনরায় চালু করার পাশাপাশি অন্যান্য বকেয়াগুলো দিতে হবে। আমাদের দাবি আদায় না হলে পুনরায় নতুন কর্মসূচি দেওয়া হবে।'

শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি জানান খায়রুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান নামের আরও দুই শ্রমিক।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবু তালেব *প্রথম আলো*কে বলেন, বেক্সিমকোর ১৬টি কারখানা প্রায় এক মাস আগে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে সকাল থেকে শ্রমিকেরা শান্তিপূর্ণভাবে এ কর্মসূচি পালন করেন।

এর আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের মালিকানাধীন গাজীপুরের বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৬টি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বন্ধের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, কারখানাগুলোয় অর্ডার না থাকা ও কারখানার নামে ব্যাংকে পর্যাপ্ত ঋণখেলাপি থাকায় আর পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ জন্য বেক্সিমকো টেক্সটাইল লিমিটেড ও গার্মেন্টিসের ১৬টি প্রতিষ্ঠান ১৬ ডিসেম্বর থেকে শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক বন্ধ থাকবে।

NEW AGE

TUESDAY, JANUARY 14, 2025,

RMG workers block highway for benefit

Staff Correspondent

SEVERAL hundred workers of a readymade garment factory at Ashulia, on the outskirts of the capital, on Monday blocked the Dhaka-Tangail Highway for five hours demanding their termination benefit.

Witnesses and police said that the workers of Sharmin Group blocked the highway at around 10:00am to press home their demand.

After five hours, police and other law enforcement agencies removed them from the road.

Superintendent of Ashulia Industrial Police Mohammad Mominul Islam Bhuiyan said that for the past several days, workers had been observing work abstention in the factory disrupting production.

On Monday, the workers took to the streets to press their demand disrupting traffic. Police used water cannons and charged batons to disperse them to ease the traffic movement.

The workers said that the factory management suspended them and served show-cause notices on 453 workers over unrest in the factory in the past week but did not give any termination benefits.

Sharmin Group executive director Md Ismail Hossain said that the workers were invited to a wedding feast on the occasion of wedding ceremony of his elder brother and owner of Ha-Meem Group AK Azad's son on January 3.

Due to mismanagement in serving food, some workers were demonstrating in the factory and vandalised the factory, Ismail added.

Between Thursday and Sunday, they served the show-cause notice under the Labour Act section 23 on the workers, Ismail said, adding that the workers, however, have been demonstrating for termination benefits under the Labour Act Section 26.

He alleged that some labour leaders provoked the workers to the demonstration even after assuring them of serving food to them once again.

Nazma Akter, president of Sammilita Garment Sramik Federation, said that a tripartite negotiation setttled the issue as factory owners agreed to pay termination benefits to the workers.

Sharmin Group employed over 16,000 workers under their several RMG units like Sharmin Fashions Ltd and Sharmin Apparels Ltd.

The factory quality controller Tofazzel Hossaain, who was injured during vandalism, filed a case with Ashulia police on Saturday against three workers.

প্রথম আলো • বুধবার, ১৫ জানুয়ারি ২০২৫

অটোরিকশাচালক ও পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

নারায়ণগঞ্জ

বিআরটিসি বাসের ঠিকাদারের লোকজনের মারধরের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকেরা।

প্রতিনিধি ও সংবাদদাতা, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বিআরটিসি বাসের ঠিকাদারের লোকজনের মারধরের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকেরা। গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে তিনটায় রূপগঞ্জের এশিয়ান হাইওয়ে সড়কের মায়ারবাড়ী স্টেশন এলাকায় তাঁরা এ অবরোধ করেন। পরে পুলিশ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে তাঁরা সড়ক ছেড়ে দেন।

অবরোধে অংশ নেওয়া কয়েকজন অটোরিকশাচালক বলেন, বছরের পর বছর ধরে তাঁরা কাঞ্চন থেকে রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড পর্যন্ত যাত্রী পরিবহন করেন। কিন্তু পাঁচ দিন ধরে কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় যাত্রী ওঠানামা করতে গেলে সড়কে চলাচলরত বিআরটিসি বাসের ঠিকাদারের লোকজন তাঁদের বাধা দিচ্ছেন। এ নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁরা সিএনজিচালকদের মারধর করেন। গত সোমবার পুলিশের মধ্যস্থতায় বিআরটিসি বাসের ঠিকাদার ও তাঁদের লোকজনের সঙ্গে সিএনজিচালকদের বৈঠক হয়। বৈঠক থেকে ভবিষ্যতে এমনটি হবে না বলে ঠিকাদার আশ্বাস দেন।

অটোরিকশাচালকেরা জানান, গতকাল সকাল থেকে আবার কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় ঠিকাদারের লোকজন সিএনজিচালকদের যাত্রী পরিবহনে বাধা দেন। এ সময় তাঁরা কয়েকটি সিএনজি ভাঙচুরের পাশাপাশি অন্তত সাত চালককে মারধর করেন। এর প্রতিবাদে বেলা সাড়ে তিনটার দিকে এশিয়ান হাইওয়ে সড়কের কাঞ্চন সেতুর টোল প্লাজার সামনে মায়ারবাড়ী স্টেশনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

এ বিষয়ে জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) প্রত্যুষ কুমার মজুমদার বলেন, সড়ক অবরোধের সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে চালকদের সঙ্গে কথা বলেছে। সিএনজিচালকদের অভিযোগ নিয়ে তাঁরা বিআরটিসি বাস সার্ভিস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। দ্রুতই এ সমস্যার সমাধান হবে।

পোশাক কারখানায় ছাঁটাই বন্ধের দাবি

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লায় শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধসহ বিভিন্ন দাবিতে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ মিছিলসহ সড়ক অবরোধ করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত ফতুল্লার পুলিশ লাইনস গেটের সামনে শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করে রাখেন। শ্রমিকদের অবরোধের কারণে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ পুরাতন সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

আন্দোলনরত শ্রমিকদের অভিযোগ, কারখানা কথায় কথায় শ্রমিক ছাঁটাই করে। আর শ্রমিক ছাঁটাই করলেও শ্রম আইন অনুযায়ী তাঁদের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হয় না। বিনা কারণে শ্রমিকদের সঙ্গে কর্মচারীরা খারাপ আচরণ করেন। এমনকি কারখানার ভেতরে ক্যানটিন না দিয়ে কাউকে নাশতা খাওয়ার জন্য বাইরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না। মালিকের কঠিন ও মনগড়া নিয়ম বাতিল করতে হবে। কোনো কারণ ছাড়া ও শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে হঠাৎ করে কারখানা বন্ধের নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া মালিকের সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে শ্রমিকদের নানাভাবে হয়রানিসহ হুমকি দেওয়া হয়।

নারায়ণগঞ্জ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শক রাজীব ঘোষ বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষ নিয়ম অনুযায়ী কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে। এ নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন করছেন শ্রমিকেরা।

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধসহ বিভিন্ন দাবিতে পোশাকশ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করে রাখেন। গতকাল সকালে পুলিশ লাইনস গেটের সামনে। ছবি : প্রথম আলো

সমকাল
বুধবার। ১৫ জানুয়ারি ২০২৫।

১০ কিমিজুড়ে পোশাক শ্রমিকদের মানববন্ধন

■ বেক্সিমকোর ১৬ কারখানা খুলে দেওয়াসহ নানা দাবি

সমকাল প্রতিবেদক ও কালিয়াকৈর প্রতিনিধি

গাজীপুরে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের বন্ধ ১৬ কারখানা, এলসি খুলে দেওয়া, ব্যাংকিং সুবিধা চালুসহ বেশ কিছু দাবিতে মানববন্ধন করেছেন শ্রমিকরা। মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত জেলার কালিয়াকৈর চক্রবর্তী এলাকার চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়কের পাশ ধরে প্রায় ১০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে শান্তিপূর্ণভাবে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা।

চন্দ্রা-নবীনগর সড়কের গুরুত্বপূর্ণ ১৩টি পয়েন্ট ভাগ করে দু'জন করে টিম লিডারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাদের নেতৃত্বেই গতকাল সকাল থেকে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এজন্য কয়েক দিন ধরে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রচারণাও চালিয়েছেন। শ্রমিকরা তাদের দাবি সংবলিত লিফলেট বিতরণ করেন।

তবে এ কর্মসূচি ঘিরে গতকাল গাজীপুর ও আশুলিয়ায় ছিল কড়া নিরাপত্তা। যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং মহাসড়কের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সতর্ক রয়েছেন।

গত ১৫ ডিসেম্বর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বেক্সিমকোর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম ও ব্যবসা পরিস্থিতি পর্যালোচনা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের কমিটির সভায় ওই ১৬ কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুর থানার সারাবো এলাকার সেসব কারখানায় কাজ করতেন অন্তত ৪০ হাজার শ্রমিক।

মো. হাবিব নামে কারখানার এক কর্মী বলেন, কারখানার ৪০ হাজার কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক আজ বেকার। আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াব। তাই সরকারের কাছে অনুরোধ করছি তারা যেন আমাদের কাজের জায়গা খুলে দেন। আমরা কাজ করতে চাই এই দাবি নিয়ে মানববন্ধনে দাঁড়িয়েছি।

আশুলিয়া শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের এলসি খুলে দেওয়া, ব্যাংকিং সুবিধা চালুসহ বেশ কিছু দাবিতে তারা শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন করেন। প্রায় ১০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে মানববন্ধন হয়েছে। তারা মহাসড়কের পাশে অবস্থান করেন। ফলে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি।

কারখানার শ্রমিক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, এরপরও কারখানা খুলে দেওয়া না হলে আমরা যারা টিম লিডার আছি, তারা বসে নতুন ও শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি ঘোষণা করব।

কারখানার শ্রমিক ও শিল্প পুলিশ জানায়, এসব কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে কয়েক দফায় চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। সর্বশেষ গত ২১ ডিসেম্বর বিক্ষোভে শ্রমিকদের কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছুড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এরপর তারা আর কোনো বিক্ষোভ না করে শান্তিপূর্ণভাবে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে আসছেন। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য শ্রমিকরা লিফলেটও বিতরণ করেন। গতকাল সকাল ৮টা থেকে কয়েক হাজার শ্রমিক গাজীপুর মহানগরীর চক্রবর্তী এলাকায় জড়ো হতে থাকেন। মানববন্ধনটি আশুলিয়ার জিরানি হয়ে নবীনগর এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

জিরানি বাজার এলাকায় অবস্থান করা 'টিম লিডার' ও কারখানাটির শ্রমিক হাবিবুর রহমান বলেন, আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের সব কারখানার ব্যাংকিং–ব্যবস্থা পুনরায় চালু করার পাশাপাশি অন্য বকেয়াগুলো দিতে হবে। আদায় না হলে নতুন কর্মসূচি দেওয়া হবে।

শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি জানান আয়েশা বেগম নামে আরেক শ্রমিক।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবু তালেব বলেন, বেক্সিমকোর ১৬টি কারখানা প্রায় এক মাস আগে বন্ধ ঘোষণা হয়। কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে সকাল থেকে তারা শান্তিপূর্ণভাবে এ কর্মসূচি পালন করেন।

কালের কণ্ঠ

শুক্রবার । ১৭ জানুয়ারি ২০২৫ ।

সরকারঘোষিত মজুরি, হাজিরা বোনাস, টিফিন বিল প্রদানসহ শ্রম আইন বাস্তবায়নের দাবিতে মিছিল করে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন। গতকাল সচিবালয়ের সামনে। ছবি : কালের কণ্ঠ

দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার

২ মাঘ ১৪৩১, ১৬ জানুয়ারি ২০২৫

বিসিসির পরিচ্ছন্নতাকর্মীসহ ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের বিক্ষোভ

■ বরিশাল অফিস

বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) ১৬০ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে ছাঁটাই করার প্রতিবাদসহ দুই দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শ্রমিকরা। বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায় বরিশাল সিটি করপোরেশন শ্রমিক ইউনিয়নের সব শ্রমিক ও হরিজনের ব্যানারে নগরীর বিবির পুকুর পাড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে নগর ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে বিক্ষোভ করেন ছাঁটাইকৃত শ্রমিকরা।

বরিশাল সিটি করপোরেশন শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি হোসেন ঢালীর সভাপতিত্বে বিক্ষোভে শ্রমিকরা বলেন, কোনো ধরনের কারণ দর্শানো কিংবা নোটিশ না দিয়ে ১৬০ শ্রমিককে আকস্মিক ছাঁটাই করা হয়েছে। হঠাৎ চাকরি চলে যাওয়ায় এখন তারা অসহায়। অন্য কোনো পেশার সঙ্গে জড়িত না থাকায় তাৎক্ষণিক বিকল্প কিছু করারও সুযোগ নেই, তাই চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্য নগর ভবনের কর্মকর্তাদের দ্বারে দ্বারে গিয়েও ফিরে আসছেন ছাঁটাইকৃতরা। এ সময় বক্তারা ছাঁটাইকৃতদের পুনর্বহালের পাশাপাশি পহেলা নভেম্বর থেকে সরকার নির্ধারিত বেতন প্রদানের দাবিও জানান। অন্যথায় কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা। তাদের দাবিগুলো হচ্ছে, গত বছরের ১ নভেম্বর থেকে বর্ধিত বেতন প্রদান ও মৌখিক আদেশে বাদ দেওয়া ষাটোর্ধ্ব ১৬০ শ্রমিককে পুনর্বহাল করতে হবে।

বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল সিটি করপোরেশন শ্রমিক ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক সেলিম জোমাদ্দার, সদস্য মানিক লাল, কামরুল হোসেনসহ শ্রমিকরা।

দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার

২ মাঘ ১৪৩১, ১৬ জানুয়ারি ২০২৫

পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবি

ফের কর্মবিরতিতে রাবির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

■ রাবি সংবাদদাতা

পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পূর্ব নির্ধারিত দুই দিনের পূর্ণদিবস কর্মবিরতির প্রথম দিন শেষ করেছেন। গতকাল বুধবার সকাল ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রশাসনিক ভবনসংলগ্ন লিচু চত্বরে দিনব্যাপী এ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। পূর্ণদিবস কর্মবিরতি চলবে আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টা পর্যন্ত। এর আগে গত ১ জানুয়ারি ভর্তি কমিটির সভায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের সম্মান শ্রেণির ভর্তিতে পোষ্য কোটা ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১ শতাংশ করে। শিক্ষার্থীরা সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে ২ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন। ঐদিন রাতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের সম্মান শ্রেণির ভর্তিতে ৫ শতাংশ পোষ্য কোটা বাতিলের ঘোষণা দেন উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকিব। শিক্ষার্থীরা গত এক মাস ধরে পোষ্য কোটা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করে আসছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার্স সমিতির সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) মুক্তার হোসেন বলেন, বুধ ও বৃহস্পতিবার আমরা পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করব। এরপর আমরা সব সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করব।

দৈনিক ইত্তেফাক

বুধবার
১ মাঘ ১৪৩১, ১৫ জানুয়ারি ২০২৫

ফতুল্লায় পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ

■ স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ফারিহা গ্রুপের সেনসিবল ফ্যাশনের শ্রমিকরা কারখানা বন্ধের প্রতিবাদ ও বিভিন্ন দাবিতে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর পর্যন্ত ফতুল্লার পুলিশ লাইনের গেটের সামনে এ অবরোধ চলতে থাকে

শ্রমিকরা জানান, ফতুল্লার টাগারপাড় এলাকায় অবস্থিত ফারিহা গ্রুপের সেনসিবল ফ্যাশন কারখানায় কয়েকশ শ্রমিক রয়েছেন। মালিকপক্ষ কথায় কথায় শ্রমিক ছাঁটাই করেন। আর শ্রমিক ছাঁটাই করলেও শ্রম আইন অনুযায়ী তাদের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হয় না। বিনা কারণে শ্রমিকদের সঙ্গে স্টাফরা খারাপ আচরণ করেন। কারখানায় ক্যানটিন না থাকার কারণে কাউকে নাস্তা খাওয়ার জন্য বাইরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না।

মালিকের কঠোর এবং মনগড়া নিয়ম বাতিল করতে হবে। তারা আরো জানান, কোনো কারণ ছাড়াই এবং শ্রমিকদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে হঠাৎ করে কারখানা বন্ধের নোটিশ টানিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও মালিকপক্ষের সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে শ্রমিকদের নানাভাবে হয়রানি ও হুমকি দেওয়া হয়। ফতুল্লা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শরিফুল ইসলাম জানান, সেনসিবল ফ্যাশনের শ্রমিকরা রাস্তায় এসে সড়ক অবরোধ করে রাখেন এবং বিক্ষোভ করেন। তাদের সঙ্গে কথা বলে মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পরে মালিকপক্ষ এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতায় সমস্যার সমাধান করে শ্রমিকদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ : ফতুল্লায় সেনসিবল ফ্যাশনের শ্রমিকরা গতকাল কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করেন —তাপস সাহা

যুগান্তর

বুধবার ১৫ জানুয়ারি ২০২৫
১ মাঘ ১৪৩১

ফতুল্লায় শ্রমিক বিক্ষোভ

গার্মেন্ট খুলে দিলেন মালিক

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ফতুল্লায় সেনসিবল ফ্যাশন নামে একটি রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাইকে কেন্দ্র করে আন্দোলন করলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেন মালিকপক্ষ। কারখানা বন্ধের দুদিন পর মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত ফতুল্লার পঞ্চবটি ও মাসদাইর জেলা পুলিশ লাইনসের সামনে দীর্ঘ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। এতে মালিকপক্ষ ১৩টি শর্ত জানালে শ্রমিকরা তা মেনে নিয়ে সড়ক অবরোধ ছেড়ে দেন। এরপর কারখানার গেট থেকে বন্ধ ঘোষণার নোটিশ উঠিয়ে ১৩ শর্তের ও কারখানা খোলার পৃথক দুটি নোটিশ সাটিয়ে দেন মালিকপক্ষ। জানা যায়, সেনসিবল ফ্যাশন গার্মেন্টসে প্রায় ১৮শ শ্রমিক কাজ করেন। এর মধ্যে কিছু শ্রমিক উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করায় তাদের ছাঁটাই করেন মালিকপক্ষ। এতে সব শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কারখানায় কাজ বন্ধ করে আন্দোলন করেন। এরপর মালিকপক্ষ ১২ জানুয়ারি কারখানা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে নোটিশ সাটিয়ে দেন গেটে।

দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার
২ মাঘ ১৪৩১, ১৬ জানুয়ারি ২০২৫

পাঁচ দফা দাবিতে বারি শ্রমিকদের কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, নিয়মিতকরণ ও হয়রানিমূলক বদলি বন্ধ করাসহ পাঁচ দফা দাবিতে বুধবার সকালে কর্মবিরতি, বিক্ষোভ, সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি করেছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) শ্রমিকরা। এ সময় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তারা দাবি মেনে নেওয়ার জন্য আলটিমেটাম দেন। এ ব্যাপারে তারা প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনা করেন। বিএআরআই শ্রমিক সমিতির উদ্যোগে বারির সদর দপ্তরের সামনে দুপুর পর্যন্ত এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

জানা গেছে, বারির শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে তিন বছরের বেশি সময় ধরে সব দপ্তরে কর্মরত অনিয়মিত ও অফিস মাস্টাররোলের শ্রমিকদের নিয়মিত করণ, চাকরিতে থাকা অবস্থায় কোনো শ্রমিক মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরিবার থেকে যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগ, অতিরিক্ত কাজের মজুরি ও সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদান, কারণে-অকারণে শ্রমিকদের অন্যত্র বদলি বন্ধ করাসহ পাঁচ দফা দাবি মেনে নেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সাড়া না পেয়ে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিদিনের মতো বুধবার সকালে বারির শ্রমিকরা কাজে যোগ দেয়। তারা নাস্তার বিরতির পর সকাল ৯টা থেকে কর্মবিরতি শুরু করেন। একপর্যায়ে তারা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সদর দপ্তরের সামনে অবস্থান নেন। এ সময় অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন— বিএআরআই শ্রমিক সমিতির সভাপতি আবুল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক রফিক উদ্দিন, বিএআরআই শ্রমিক ক্লাবের সভাপতি মো. আমির হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর আলম এবং সমিতির সহসম্পাদক হাসান উদ্দিন প্রমুখ। পরে মহাপরিচালক বরাবর একটি স্মারকলিপি দেন তারা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দাবি না মেনে নেওয়া পর্যন্ত শ্রমিকদের আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। প্রয়োজনে ভবিষ্যতে বৃহৎ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা দেওয়া হবে।

শ্রমিক নেতৃবৃন্দ জানান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বারি) প্রায় ২ হাজার ৬০০ জন নিয়মিত, অনিয়মিত ও অফিস মাস্টাররোলের শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন।

কালের কণ্ঠ

শনিবার। ১৮ জানুয়ারি ২০২৫।

গাজীপুরে বেতনের দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

গাজীপুরে ডার্ড কম্পোজিট টেক্সটাইল লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনসহ অন্যান্য পাওনা পরিশোধের দাবিতে মহাসড়কে বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তায় দুই শতাধিক শ্রমিক অবস্থান নিয়ে সাত মাসের বকেয়া বেতনসহ অন্যান্য পাওনা পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোভকারী শ্রমিকরা জানান, সাত মাস ধরে বকেয়া বেতনসহ প্রভিডেন্ট ফান্ড, সার্ভিস বেনিফিটের টাকা দিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। বেতন না পাওয়ায় মানবেতর জীবন পার করতে হচ্ছে। একাধিকবার মালিকপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েও শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করেনি। এ সময় বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের গাজীপুর মহানগর সভাপতি শফিউল আলম বলেন, এক বছর আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া ডার্ড কম্পোজিট টেক্সটাইল লিমিটেড শ্রমিকদের বকেয়া বেতন, সার্ভিস বেনিফিট, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা, নারী শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন টাকা এখনো পরিশোধ করেনি।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ১৯ জানুয়ারি ২০২৫

১২ দফা দাবিতে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শোভাযাত্রা ও মানববন্ধন করে ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন। ছবি : কালের কণ্ঠ

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
৫ মাঘ ১৪৩১, ১৯ জানুয়ারি ২০২৫

নির্মাণশ্রমিকদের ১২ দফা বাস্তবায়নের দাবি ইনসাবের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের নির্মাণশ্রমিকদের ১২ দফা বাস্তবায়নের জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবি জানিয়েছে ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব)। গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে নির্মাণশ্রমিকদের দাবি দিবস উপলক্ষ্যে ইনসাব আয়োজিত সমাবেশে শ্রমিক নেতারা এই দাবি জানান। এতে সভাপতিত্ব করেন ইনসাবের সভাপতি রবিউল ইসলাম।

সমাবেশে সংগঠনের নেতারা বলেন, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প খাত হলো নির্মাণ খাত। এই খাতে দেশে প্রায় ৩৫ লাখের বেশি শ্রমিক কাজ করছেন। প্রবাসী শ্রমিক হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও রয়েছে আমাদের দেশের সমপরিমাণ নির্মাণশ্রমিক। নির্মাণশ্রমিকরা আধুনিক নগর সভ্যতা বিনির্মাণের মূল কারিগর। দেশের দালানকোঠা, ব্রিজ ও কালভার্টসহ নান্দনিক সৌন্দর্য ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে নীরবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। কিন্তু যাদের শ্রমে-ঘামে জাতীয় অর্থনীতি বিকশিত হচ্ছে, দেশ মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর হতে চলছে সেই নির্মাণশ্রমিকরা এখনো মানবেতর জীবন যাপন করছেন। রাষ্ট্রের কাছে তাদের কাজের তেমন কোনো স্বীকৃতি নেই। নেই সামাজিক সুরক্ষা। এই খাতে কাজ করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত অনেক শ্রমিক আহত-নিহত হন। অনেকেই দুর্ঘটনায় সারা জীবনের জন্য কর্মক্ষম ও পঙ্গুত্ববরণ করেন। স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়ে গেলেও তাদের মজুরি, বাসস্থান, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আজও আন্দোলন করতে হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত এবং পঙ্গুত্ববরণকারী শ্রমিকদের আইএলও কনভেনশন ১২১ মোতাবেক এক জীবনের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির ও শ্রমিকদের প্রদানের দাবি জানান। রেশনিং প্রথা চালুর মাধ্যমে চাল, ডাল, তেল, আটা সর্বস্তরের নির্মাণশ্রমিকদের ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করা; বিনা মূল্যে চিকিৎসা এবং নির্মাণশ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা। নির্মাণ খাতের শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান ও ছুটি, ওভারটাইম সুবিধা নেই। তারা শ্রম আইনের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক সালেহ আহমেদ, ইনসাব কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, সাংগঠনিক সম্পাদক আলী হোসেন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম রাব্বানী, অর্থ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম, শ্রম ও দরকষাকষি সম্পাদক জালাল আহমেদ, মহিলা সম্পাদিকা সায়েরা খাতুন, দপ্তর সম্পাদক আজিজুর রহমান আজিজ, প্রচার সম্পাদক শরিফ মিয়া প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ২০ জানুয়ারি ২০২৫।

নিরাপত্তাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি ▷

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় কারখানার নিরাপত্তাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ এবং মহাসড়কে ফুট ওভারব্রিজের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন পোশাক শ্রমিকরা। গতকাল রবিবার দুপুরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পল্লী বিদ্যুৎ হরিণহাটি এলাকায় স্টারলিংক কারখানার শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। সড়ক অবরোধের কারণে দুই পাশে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়। বিকেল ৪টার দিকে পুলিশ বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শ্রমিক ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পল্লী বিদ্যুৎ হরিণহাটি এলাকার স্টারলিংক কারখানার শ্রমিকরা গতকাল দুপুরের খাবার শেষে কারখানায় কাজে ফিরছিলেন। শ্রমিকদের নিরাপদে পারাপারের জন্য কারখানার নিয়োগকৃত নিরাপত্তাকর্মীরা রশি দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। এ কারণে শিক্ষার্থীদের বেশ কিছু মোটরসাইকেল ও একটি মাইক্রোবাস আটকা পড়ে। এতে শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে নিরাপত্তাকর্মীদের মারধর করেন। এ সময় কারখানার কয়েকজন কর্মী এগিয়ে গেলে শিক্ষার্থীরা তাঁদেরও মারধর করেন।

কালিয়াকৈর থানার ওসি রিয়াদ মাহমুদ বলেন, টিফিনের সময় কারখানার নিরাপত্তাকর্মীরা রশি টানিয়ে শ্রমিকদের সড়ক পার করছিলেন। শিক্ষার্থীরা এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় এতে বাধা পেয়ে ক্ষুব্ধ হন এবং নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডার এক পর্যায়ে ঝগড়া হয়। পরে শ্রমিকরা এগিয়ে আসার আগেই শিক্ষার্থীরা চলে যান। এ সময় নিরাপত্তাকর্মীদের ওপর হামলা এবং ওই স্থানে ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা।

NEW AGE SUNDAY, JANUARY 19, 2025,

Construction workers demand safe workplace

Staff Correspondent

THE Imarat Nirman Sramik Union Bangladesh, a trade union for construction workers, on Saturday called upon the authorities concerned to ensure a safe and healthy workplace for them, said a press release.

The INSUB at a rally in front of the National Press Club also demanded introducing a rationing system and fair compensation for the families of workers killed in workplace-related accidents.

At the rally, the union leaders raised a 12-point demand that included affordable housing, expansion of welfare programmes, workplace safety, establishment of workers' legal rights and enforcement of occupational safety and health measures.

The demands also included their representation in health councils, protection from violence, government-led training for overseas employment, establishment of labour shelters, equal wages for female workers, implementation of a worker registration system and enforcement of the government-declared minimum wage.

Md Anwar Hossain, president of the Bangladesh Nationalist Workers Party, general secretary of Bangladesh Trade Union Centre Abul Kalam Azad and general secretary of Sammilita Samajik Andolan Saleh Ahmed were present at the event along with INSUB's central leaders.

The leaders emphasised that despite the construction workers' significant contribution to the country's development, they continued to face hazardous conditions, low wages, and a lack of social security.

They also demanded establishment of construction workers' colonies in Dhaka and across the country, along with schools and medical centres for workers' families.

Ensuring workplace safety and fair compensation was highlighted as a key concern at the rally, with INSUB calling for full implementation of labour rights, a mandatory rationing system, and a minimum compensation of Tk 15 lakh for fatal workplace accidents or life-long disabilities, in line with ILO Convention 121.

The leaders also demanded the establishment of labour courts in districts and upazilas with a 42-day deadline for resolving labour disputes, ensuring a safe working environment at construction sites, and inclusion of INSUB representatives in the National Industrial Health Council.

At the event, the leaders also called for government-led training programmes and fair employment opportunities abroad with reduced worker exploitation.

The workers further demanded the implementation of a worker registration system at all under-construction sites and strict enforcement of the government-declared minimum wage.

দেশ রূপান্তর শনিবার, ১৮ জানুয়ারি ২০২৫

বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনের (বিজেএমসি) আওতাধীন ২৬টি জুট মিল চালুর দাবিতে গতকাল শুক্রবার খুলনার খালিশপুর ক্রিসেন্ট জুট মিলস গেটে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ■ দেশ রূপান্তর

খুলনায় শ্রমিক সমাবেশ রাষ্ট্রায়ত্ত ২৬ পাটকল চালুর দবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা

বাংলাদেশে জুট মিলস করপোরেশনের (বিজেএমসি) আওতাধীন ২৬টি জুট মিল চালুর দাবিতে খুলনায় শ্রমিক সমাবেশ হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল রক্ষায় খুলনা-যশোর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে গতকাল শুক্রবার বিকেলে নগরীর খালিশপুর ক্রিসেন্ট জুট মিলস গেটে এ সমাবেশ হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পাট শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল রক্ষায় খুলনা-যশোর আঞ্চলিক কমিটির আহ্বায়ক সমশের আলম। প্রধান অতিথি ছিলেন খালিশপুর থানা বিএনপি সভাপতি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবু।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ করে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা শ্রমজীবী মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের শাসনামলে লোকসানের অজুহাতে খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকা অঞ্চলের সব রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছিলেন ছয় মাসের মধ্যে মিলগুলো আবারও উৎপাদনে ফিরিয়ে আনা হবে। কিন্তু চার বছরের বেশি সময় পার হলেও বন্ধ মিলগুলো চালু করতে পারেননি।

শ্রমিকনেতারা বলেন, শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হলেও তাদের ন্যায্য হিসাব সঠিকভাবে দেওয়া হয়নি। মিল কর্তৃপক্ষের কাছে এখনো শ্রমিকদের পাওনা রয়েছে। কর্ম হারিয়ে শ্রমিকরা আজ পথে পথে ঘুরছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে মিলগুলো আবার সরকারিভাবে চালু না করলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা।

NEW AGE
SATURDAY, JANUARY 18, 2025,

Garment workers demonstrate for wage arrears, benefits

Our Correspondent · Gazipur

SEVERAL hundred workers from Gazipur-based DIRD Composite Textile marched along the Dhaka-Mymensingh Highway on Friday morning and held a protest rally at the Rajendrapur crossing, demanding wage arrears, maternity benefit, provident fund and service benefits.

The agitating workers complained that the factory owners refrained from paying them their wages and other benefits for the last seven months.

They claimed that the factory owners owed Tk 8-10 lakh to some of the workers.

'Despite repeated appeals, the factory owners took no heed,' the workers said.

Gazipur city unit president of Bangladesh Garments and Industry Workers Federation, Shafiul Alam said that the owners closed the garments factory permanently on November 22, 2023, leaving around eight thousand workers unemployed. The owners even didn't pay the wage arrears, service benefits, a provident fund and maternity benefit.

'The government provided the owner with Tk 13 crore free of interest as incentives to pay the workers,' Shafiul said, warning that the workers' movement would escalate if payment of the dues are delayed.

DIRD Group chief financial official Foyez Ahmed claimed that the factory authority had already disbursed Tk 8.65 lakh.

A financial problem is delaying the total payment, and it will be solved soon, Foyez added.

Industrial Police inspector at Gazipur, Abdul Latif said that the workers' movement was closely monitored to check any unwanted situation.

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
৬ মাঘ ১৪৩১, ২০ জানুয়ারি ২০২৫

নারায়ণগঞ্জে ভিন্ন ভিন্ন দাবিতে দুই গার্মেন্ট শ্রমিকদের পৃথক বিক্ষোভ

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

ভিন্ন ভিন্ন দাবি নিয়ে নারায়ণগঞ্জের দুটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা রবিবার পৃথক দুই স্থানে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন। বন্ধঘোষিত কারখানা অবিলম্বে চালু করা এবং শ্রমিকদের সব পাওনা শ্রম আইন অনুযায়ী পরিশোধ করার দাবিতে নগরের চাষাঢ়া শহিদ মিনারে সমাবেশ করেন মাস্টার টেক্সটাইল গার্মেন্টের শ্রমিকরা। অন্যদিকে, শ্রমিককে মারধরের প্রতিবাদে ফতুল্লার আরএস কম্পোজিটের শ্রমিকরা ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-পোস্তগোলা সড়কের সিটি কবরস্থানের সামনে বিক্ষোভ করেন। জানা গেছে, ফতুল্লার উত্তর মাসদাইর কেতাবনগরে অবস্থিত মাস্টার টেক্সটাইল গার্মেন্টটি বেশ কিছুদিন আগে লে-অফ ঘোষণা করে মালিকপক্ষ। বন্ধ ঘোষিত প্রতিষ্ঠানটি অবিলম্বে চালু করা এবং শ্রমিকদের সব পাওনা শ্রম আইন অনুযায়ী পরিশোধ করার দাবিতে তারা নগরের চাষাঢ়া শহিদ মিনারে সমাবেশ করেন। ঐ সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন, নারায়ণগঞ্জ জেলা গার্মেন্ট শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি সেলিম মাহমুদ, নারায়ণগঞ্জ জেলা বাসদের সদস্য সচিব আবু নাইম খান বিপ্লব, ফতুল্লা থানা গার্মেন্ট শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি মো. মাহবুব আলম, সাধারণ সম্পাদক মো. সাইফুল ইসলাম ও শ্রমিক নেতা মো. কাদের। সমাবেশ শেষে তারা মিছিল করে বিকেএমইএ কার্যালয়ের সামনে গিয়ে অবস্থান নেন।

অপর দিকে, ফতুল্লার আরএস কম্পোজিটের এক শ্রমিককে মারধর করে মাদার কালারের শ্রমিকরা। রবিবার দুপুরে ঘটনার বিচারের দাবিতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ পুরাতন সড়ক অবরোধ করে আরএস কম্পোজিটের শ্রমিকরা। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জের উপ-মহাপরিদর্শক রাজীব ঘোষ জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

মঙ্গলবার ২১ জানুয়ারি ২০২৫
৭ মাঘ ১৪৩১
যুগান্তর

১০ দফা বাস্তবায়নের আলটিমেটাম

অটোরিকশা চালকদের সড়ক অবরোধে তীব্র যানজটে জনদুর্ভোগ

বিশেষ প্রতিনিধি

অতিরিক্ত জমা, বিআরটিএ এবং পুলিশের হয়রানি বন্ধসহ ১০ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালকরা। সোমবার বনানীতে এ কর্মসূচির ফলে উত্তরা থেকে বনানী পর্যন্ত ঢাকামুখী সড়কে তীব্র যানজটে মারাত্মক দুর্ভোগের শিকার হন নগরবাসী। এর প্রভাব পড়ে রাজধানীর অন্যান্য অংশেও।

বনানীস্থ বিআরটিএ ভবনের সামনের বিমানবন্দরমুখী ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক অবরোধ করে দুপুর সাড়ে ১২টার পর থেকে ২টা পর্যন্ত বিক্ষোভ করে ঢাকা মহানগর সিএনজি অটোরিকশা চালক ঐক্য পরিষদ। পরে বিআরটিএ চেয়ারম্যানের আশ্বাসে তারা সড়ক থেকে সরে যায়। সংক্ষুব্ধ চালকরা বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটিএ) কাছে জানানো ১০ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে—১. বিআরটিএর নির্ধারিত ঢাকা মেট্রোর সিএনজি অটোরিকশার দৈনিক জমা ৯০০ টাকা অবিলম্বে কার্যকর করা ২. ২০০৭ সালে ৫ হাজার সিএনজি অটোরিকশা চালকদের রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার, যা এখনো কার্যকর হয়নি; অবিলম্বে ওইসব চালকদের নামে সিএনজি অটোরিকশার রেজিস্ট্রেশন (ব্লু-বুক) দিতে হবে ৩. ঢাকা শহরের আয়তনের সঙ্গে সংগতি রেখে আরও ১৫ হাজার সিএনজি অটোরিকশা চালকের নামে সিএনজি অটোরিকশার অনুমোদন দিতে হবে ৪. সিএনজি অটোরিকশা চালক কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ৫. আইএলও কনভেনশন ৮৭- অনুযায়ী অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে ৬. প্রশাসনের সব ধরনের চালক হয়রানি বন্ধ করতে হবে ৭. পার্কিংয়ের পর্যাপ্ত স্থান নির্ধারণ না করে নো পার্কিং মামলা বন্ধ করতে হবে ৮. লেন/বাইলেন করে মহাসড়কে অটোরিকশা চলাচল করতে দিতে হবে ৯. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এবং বিধিমালা ২০২৩ এর শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ধারা ও বিধি বাতিল করতে হবে এবং ১০. সরকার ঘোষিত সিএনজি অটোরিকশা চালকদের ৫ হাজার সিএনজি অটোরিকশা বা ব্লু-বুক রেজিস্ট্রেশন চালকদের না দেওয়া পর্যন্ত ঢাকা মহানগরে প্রাইভেট/জেলার সিএনজি অটোরিকশা চলাচলের সুযোগ দিতে হবে।

চালকরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিআরটিএ চেয়ারম্যানের আগেও বহুবার নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু তার বাস্তবায়ন করেননি।

সোমবার
২০ জানুয়ারি ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

নৌপথে চাঁদাবাজি, ডাকাতি ও শ্রমিক নির্যাতন বন্ধের দাবিতে মুন্সীগঞ্জে মানববন্ধন

■ মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

নৌপথে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী হামলা ও ডাকাতির প্রতিবাদে মুন্সীগঞ্জে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে নৌযান শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন। রবিবার দুপুরে শহরের লঞ্চ টার্মিনালে তারা এসব কর্মসূচি পালন করেন। নৌযান ও শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের অভিযোগ, মেঘনা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের ফলে চাঁদাবাজি, ডাকাতির মতো ঘটনা ঘটছে। এছাড়াও এসব অপকর্ম চলাকালে নৌযান শ্রমিকদের ওপর অমানবিক নির্যাতন করা হচ্ছে যার সঙ্গে প্রকাশ্যে জড়িত রয়েছে ডাকাত নয়ন, পিয়াস, রিপন বালুদস্যু কিবরিয়া মিঝি, জিন্নত গংরা। অনতিবিলম্বে এসব চিহ্নিত নৌসন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া না হলে বৃহত্তর কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ার দেন তারা।

বাংলাদেশ নৌযান ও শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের মুন্সীগঞ্জ জেলা সভাপতি তাইজুল ইসলাম বাদশার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন নৌযান ও শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. সবুজ শিকদার, ড্রেজার মালিক সমিতির জেলা সভাপতি মো. ইউনুস আলীসহ নৌযান শ্রমিক সুজন, উজ্জ্বল, রিপন, নাদিম যাদু ফারুক, শামিল ও চঞ্চল প্রমুখ।

সমকাল
সোমবার । ২০ জানুয়ারি ২০২৫

অটোরিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

■ ফুলবাড়িয়া (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহ নগরীতে অটোরিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন চালকরা। গতকাল রোববার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি শেষে সিটি করপোরেশনের সামনের সড়ক অবরোধ করে ঘণ্টাখানেক বিক্ষোভ করেন। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে সব সড়কে অটোরিকশা চলাচলের অনুমতি দাবি করেছেন তারা।

নগরীতে যানজট নিয়ন্ত্রণে ছয়টি রুটে ইজিবাইক চলাচলে নির্দেশনা দেন সিটি করপোরেশন। রোববার সকাল থেকে নির্দেশনার কারণে জিলা স্কুল মোড় থেকে নতুন বাজার হয়ে গাঙ্গিনারপাড়, সিকে ঘোষ রোড, দুর্গাবাড়ী রোড এবং স্বদেশী বাজারে ইজিবাইক চলাচল না করায় স্বস্তি প্রকাশ করেন সাধারণ মানুষ। তারা বলেন, সিটি করপোরেশনের এমন সিদ্ধান্তে নগরীতে যানজট কমে আসায় কাজের গতি বেড়েছে। এটি অব্যাহত থাকলে মানুষের দুর্ভোগ অনেকাংশেই কমে যাবে।

ইজিবাইকের চালকরা বলছেন, অটোরিকশাপ্রতি ৮ হাজার টাকা খরচ করে লাইসেন্স করার পরও প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তে যাত্রী পাচ্ছেন না। এতে প্রায় ৮ হাজার ইজিবাইক চালকের পথে বসার উপক্রম হয়েছে। তাই দ্রুত এমন সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান তারা।

কোতোয়ালি থানার ওসি শফিকুল ইসলাম খানের ভাষ্য, যানজট নিয়ন্ত্রণে নগরীর কয়েকটি রুটে অটোরিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ায় চালকরা আন্দোলন করেছে জেলা প্রশাসক ও সিটি করপোরেশন ঘেরাও করে। সেখানে শৃঙ্খলা ফেরানোর জন্য পুলিশ কাজ করেছে।

ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের সচিব সুমনা আল মজিদ জানান, ইজিবাইক চালকরা স্মারকলিপি দিয়েছেন। যেহেতু বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসকের সমন্বয়ে নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সেহেতু সেটি পুনর্বিবেচনা করতে আলোচনার প্রয়োজন। আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

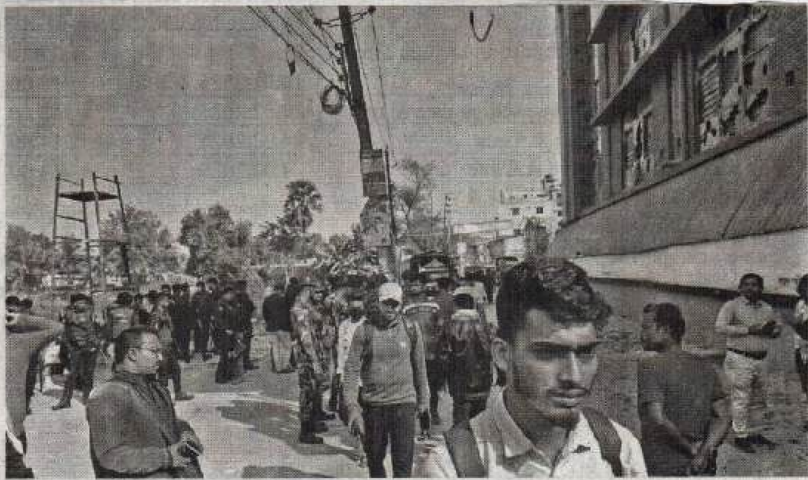

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় রোববার পোশাক কারখানায় ভাঙচুর চালায় শ্রমিকরা ● সমকাল

পোশাক কারখানায় ভাঙচুর

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লায় শ্রমিকরা দুটি পোশাক কারখানায় ভাঙচুর চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার দুপুরে ফতুল্লার শাসনগাঁও এলাকার মাদার কালার ও আরএস গার্মেন্ট কারখানায় এ ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এ সময় ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে প্রায় আধ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।

প্রত্যক্ষদর্শী আরএস গার্মেন্টের শ্রমিক রুকাইয়া আক্তার ও শাহিনা বেগম জানান, শনিবার মাদার কালার গার্মেন্টের এক শ্রমিককে মারধর করেন কারখানার সুপারভাইজার। এর জের ধরে রোববার দুপুর ১২টার দিকে মাদার কালারের বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা লোহার পাইপ, লাঠিসোটা নিয়ে প্রথমে নিজেদের গার্মেন্ট ভাঙচুর করে। পরে পাশের আরএস নামে একটি কারখানার শ্রমিকদের নামিয়ে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু ডাকে সাড়া না দেওয়ায় আরএস গার্মেন্টেও হামলা চালায়। খবর পেয়ে ফতুল্লা থানা পুলিশ, সেনাবাহিনী ও বিজিবি এসে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের ধাওয়া করে। দুপুরের পরে পরিস্থিতি শান্ত হয়। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

মাদার কালার গার্মেন্টের গেটে ছুটির নোটিশ টানানো হয়েছে। পরিস্থিতি অনুকূলে এলে কারখানাটি খোলা হবে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার শাহনেওয়াজ। তবে শ্রমিকদের অভিযোগ বিনা কারণে মালিকপক্ষ একজন শ্রমিককে মারধর করেন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিন ম্যানেজার শাহনেওয়াজ জানান, রিপন নামে এক অপারেটর চার দিন অনুপস্থিত থাকার কারণে শনিবার লাইন সুপারভাইজার মিজান তাঁকে ধমক দিয়ে কথা বলেন। এতে ক্ষুব্ধ রিপন সুপারভাইজার মিজানকে মারধর করেন। মিজান ও রিপনের মধ্যে হাতাহাতি হয়। শনিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে অপারেটর রিপন অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে পুনরায় সুপারভাইজার মিজানকে মারধর করেন। রোববার সকালে কারখানা কর্তৃপক্ষ দুই শ্রমিককে ডেকে নিয়ে কথা বলে। এ সময় গুজব রটানো হয়, অপারেটর রিপনকে মালিকপক্ষ মারধর করে আটকে রেখেছে। এতে শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে উঠলে মাদার কালার কর্তৃপক্ষ গার্মেন্ট ছুটি দিয়ে দেয়। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আরএস গার্মেন্টেও। বাধ্য হয়ে সেই কারখানাও ছুটি দেওয়া হয়।

যুগান্তর
শনিবার ১৮ জানুয়ারি ২০২৫

গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে ডার্ড কম্পোজিট টেক্সটাইল লিমিটেড নামে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা ৭ মাসের বকেয়া বেতনসহ অন্যান্য পাওনা পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। শুক্রবার বেলা ১১টায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের রাজেন্দ্র পুর চৌরাস্তা এলাকায় তারা বিক্ষোভ করেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শিল্প পুলিশের অনুরোধে তারা মহাসড়ক ত্যাগ করেন। আন্দোলনকারী শ্রমিকরা জানান, সাত মাস ধরে বকেয়া বেতনসহ প্রভিডেন্ট ফান্ড, সার্ভিস বেনিফিটের টাকা পরিশোধ করছে না কারখানা কর্তৃপক্ষ। টাকার অভাবে তাদের জীবন চলছে না। একাধিকবার মালিকপক্ষ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২১ জানুয়ারি ২০২৫

বনানীতে সিএনজি চালকদের সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) নির্ধারিত ঢাকা মেট্রোর সিএনজি অটোরিকশার দৈনিক জমা ৯০০ টাকা অবিলম্বে কার্যকর করাসহ নয় দফা দাবিতে রাজধানীর বনানীর সড়ক অবরোধ করেন সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালকরা। গতকাল দুপুরে বনানীতে বিআরটিএ প্রধান কার্যালয়ের সামনে ঢাকা মহানগর সিএনজি অটোরিকশাচালক ঐক্য পরিষদের ব্যানারে তারা সড়কে শুয়ে অবরোধ করেন। এতে মহাখালীগামী সড়কে যানজট শুরু হয়। ভোগান্তিতে পড়েন শত শত মানুষ। যান সড়কে আটকে অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় যাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ঢাকা মহানগর সিএনজি অটোরিকশাচালক ঐক্য পরিষদের অন্যান্য দাবিগুলো হলো– ২০০৭ সালে ঢাকা মেট্রোর জন্য সরকার অনুমোদিত ৫ হাজার সিএনজি অটোরিকশা অবিলম্বে চালকদের নামে রেজিস্ট্রেশন (ব্লু-বুক) করে দিতে হবে; ঢাকা শহরের আয়তনের সঙ্গে সংগতি রেখে আরও ১৫ হাজার সিএনজি অটোরিকশাচালকদের নামে অনুমোদন দিতে হবে; সিএনজি অটোরিকশাচালক কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে; আইএলও কনভেনশন ৮৭ অনুযায়ী অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে; প্রশাসনের সব ধরনের চালক হয়রানি বন্ধ করতে হবে; পার্কিংয়ের পর্যাপ্ত স্থান নির্ধারণ না করে নো পার্কিং মামলা বন্ধ করতে হবে; লেন কিংবা বাইলেন করে মহাসড়কে অটোরিকশা চলাচল করতে দিতে হবে। এ ছাড়া সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ এবং বিধিমালা ২০২৩-এর শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ধারা ও বিধি বাতিল করতে হবে।

বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল সরোয়ার বলেন, সড়ক অবরোধের কারণে যানজট সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়ে নগরবাসী। দুপুর ২টায় বিআরটিএর আশ্বাসে সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকরা সড়ক অবরোধ ছেড়ে দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

২১ জানুয়ারি ২০২৫। ৭ মাঘ ১৪৩১ **সময়ের আলো**

মঙ্গলবার ২১ জানুয়ারি ২০২৫ ■ ২০ রজব ১৪৪৬ ■ ৭ মাঘ ১৪৩১ ■ রেজি. নং ডিএ ৬৪৭০ ■ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৩৪৩ ■

পোশাক খাত অস্থিতিশীল করতে চাইছে বেক্সিমকো

- ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে শ্রমিকদের
- শ্রীপুরের সানসিটি মাঠে ৪২ হাজার শ্রমিকের বিশাল সমাবেশের ডাক
- শনিবার ১৫ কিলোমিটারের মানববন্ধন থেকে ঢাকা চলো কর্মসূচি ঘোষণা দেওয়া হয়

❝ সমাবেশকে ঘিরে শিল্প পুলিশ কঠোর অবস্থানে থাকবে
সিবগাত উল্লাহ শিল্প পুলিশপ্রধান

❝ বেক্সিমকোর আন্দোলনকে ঘিরে অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে পোশাক শিল্প
তৌহিদুর রহমান শ্রমিক নেতা

● এসএম আলমগীর

গত ৫ আগস্টের পর থেকে টানা তিনটি মাস দেশের তৈরি পোশাক খাত চরম অস্থিতিশীল অবস্থায় ছিল। কারখানায় কারখানায় হামলা-ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ করে একেবারে বিশৃঙ্খলা অবস্থা তৈরি করা হয়েছিল। সে অবস্থা পার করে মাস দেড়েক বেশ স্থিতিশীলতা রয়েছে পোশাক শিল্পে। কিন্তু সে স্থিতিশীল অবস্থা নষ্ট করতে এবার মাঠে নেমেছে সালমান এফ রহমানের বেক্সিমকো গ্রুপ। এ কাজে তারা ব্যবহার করছে আশুলিয়া এলাকার বেক্সিমকো শিল্প পার্কের পাঁচ গার্মেন্টস কারখানার ৪২ হাজার শ্রমিককে।

সালমান এফ রহমানের ঋণ কেলেঙ্কারি ও টাকা পাচারের কারণে ব্যাংক তার কারখানার এলসি খোলা বন্ধ করে দিয়েছে। এই এলসি খোলার ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে প্রতিষ্ঠানটি তার শ্রমিকদের আন্দোলনে নামিয়েছে। এর অংশ হিসেবে গত শনিবার প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক জড়ো করে আশুলিয়া থেকে নবীনগর পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটার মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। সে কর্মসূচি থেকে ২১ জানুয়ারি বেক্সিমকোর ৪২ হাজার শ্রমিক নিয়ে ঢাকা চলো কর্মসূচি ঘোষণা দেওয়া হয়। পরে নানামুখী চাপে সে কর্মসূচি থেকে সরে এলেও ঘোষণা দেওয়া হয়েছে শ্রমিক সমাবেশের। এই শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে আজ মঙ্গলবার। এই সমাবেশকে ঘিরে ওই এলাকার অন্যান্য পোশাক শিল্প মালিক আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। শিল্প মালিক ও শ্রমিক নেতারা আশঙ্কা করছেন বেক্সিমকো গ্রুপ শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলনে নামিয়ে পুরো পোশাক শিল্প আবার অস্থিতিশীল করে তুলবে। তারা সরকারের কাছে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

জানা গেছে, বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের পাশের মাঠে আজ দুপুর ২টায় শ্রমিকদের বিশাল গণসমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই সমাবেশকে সফল করতে এবং শ্রমিকদের অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ওই এলাকায় ব্যানার, ফেস্টুন ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। এমন একটি লিফলেট সময়ের আলোর হাতে এসেছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, শ্রীপুরের সানসিটি মাঠে ২১ জানুয়ারি দুপুর ২টায় বিশাল শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। শ্রমিকদের অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

অবশ্য শিল্প পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই সমাবেশকে ঘিরে তাদের ব্যাপক প্রস্তুতি রয়েছে। শ্রমিকরা যাতে সমাবেশের নামে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য শিল্প পুলিশ কঠোর অবস্থায় থাকবে। তবে শিল্প মালিক ও শ্রমিক নেতারা বলছেন, কোনোভাবেই যাতে আর পোশাক শিল্পে অস্থিরতার সৃষ্টি না হয়-এই ইস্যুকে ঘিরে।

এ বিষয়ে শিল্প পুলিশের প্রধান ও এআইজি মো. সিবগাত উল্লাহ এ বিষয়ে সময়ের আলোকে বলেন, 'বেক্সিমকোর শ্রমিকদের সমাবেশ কর্মসূচির বিষয়টি আমরা অবগত আছি। তাদের কারখানা লে-অফ ঘোষণা করা আছে। শ্রমিকরা চাচ্ছে মালিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে। এই ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা চলছে। তবে একসঙ্গে ৪০-৪৫ হাজার শ্রমিক সমাবেশে নামলে সেটিকে ঘিরে শিল্পে কোনো অস্থিরতা হবে বলে আমরা আশঙ্কা করছি না। এ বিষয়ে শিল্প পুলিশ খুবই তৎপর রয়েছে। তারাও আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে-কোনো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করবে না। তারা মানববন্ধন করেছে-তেমন কোনো সমস্যা তৈরি করেনি। আগে হয়তো তারা বিশৃঙ্খলা করেছে, কিন্তু এখন করবে বলে আমাদের জানিয়েছে। তবে এতটুকু বলতে পারি-বেক্সিমকোর কারখানাকে ঘিরে চলমান এই সংকট নিয়ে হয়তো গুড নিউজ আসতে পারে-আপনারা একটু অপেক্ষা করেন, জানতে পারবেন।

তিনি বলেন, তবে শ্রমিক নেতা ও গার্মেন্টস মালিকরা বেক্সিমকোর শ্রমিকদের এসব কর্মসূচি নিয়ে উদ্বিগ্ন। তারা আশঙ্কা করছেন, বেক্সিমকোর শ্রমিকদের আন্দোলনকে ঘিরে পুরো তৈরি পোশাক শিল্প আবার অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে। আপনারা এ আশঙ্কা করছেন কি না-আমরা অবশ্য সে রকমটি আশঙ্কা করছি না, আমার বিশ্বাস শ্রমিকরা সে ধরনের পথে পা বাড়াবে না। শনিবারের মানববন্ধন থেকে শ্রমিকরা ঢাকা চলো কর্মসূচি দিয়েছিল, তারা সেটি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বণিক বার্তা বুধবার, জানুয়ারি ২২, ২০২৫

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক খুলে দেয়ার দাবি

বেক্সিমকোর ১৬ কারখানার শ্রমিকদের গণসমাবেশ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

ব্যাংকিং সুবিধাসহ বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের বন্ধ সব কারখানা খুলে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন শ্রমিকরা। গতকাল দুপুরে গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরের সানসিটি মাঠে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশ থেকে এ দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে এলসি খুলে দেয়া ও বকেয়া বেতন পরিশোধেরও আহ্বান জানান তারা।

বন্ধ ১৬ কারখানার শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সমাবেশে অংশ নেন। তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক সূত্রে জানা গেছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্য উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের মালিকানাধীন বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৬টি কারখানায় প্রায় ৪২ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করছিল। কয়েক মাস ধরে তাদের বেতন নিয়মিত পরিশোধ করতে পারছিল না কর্তৃপক্ষ। এজন্য বকেয়া পরিশোধের দাবিতে শ্রমিকরা বেশ কয়েক দফা চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়ক অবরোধ করেন। এক পর্যায়ে সরকার ঋণ দিয়ে শ্রমিকদের কয়েক মাসের বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করে। ১৫ ডিসেম্বর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বেক্সিমকোর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম ও ব্যবসায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পর বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৬ কারখানা বন্ধ করা হয়। এর পর থেকে শ্রমিকরা বকেয়া বেতনসহ বন্ধ কারখানা খুলে দেয়ার জন্য আন্দোলন করে আসছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় তারা গতকাল এ সমাবেশ আয়োজন করে।

শ্রমিক নেতা মোশরেফা মিশু বলেন, 'এ সমাবেশ থেকে যে কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে ৪২ হাজার শ্রমিক সবাই তাতে অংশগ্রহণ করবে। সরকারের কাছে তিনটি দাবি তুলে ধরব। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের বন্ধ কারখানা খুলে দিতে হবে। বন্ধ কারখানার কোনো শ্রমিককে ছাঁটাই করা চলবে না এবং প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করতে হবে।'

তিনি বলেন, 'বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পোশাক কারখানার শ্রমিকরাও ছিলেন। তাহলে সবাই সুবিধাভোগী হলে পোশাক কারখানা সুবিধা পাবে না কেন? সরকার যদি দাবি না মানে, তাহলে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি পালন করা হবে।'

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ কোনাবাড়ী জোনের সহকারী পুলিশ সুপার আবু তালেব জানান, বেলা ২টা থেকে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকরা কারখানা খোলার দাবিতে গণসমাবেশ করেছে। তবে সমাবেশের কারণে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

পোশাক খাত অস্থিতিশীল করতে চাইছে বেক্সিমকো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাতিল করেছে। আমরা এখনও আশা করছি শ্রমিকরা শুভবুদ্ধির পরিচয় দেবে–তারা এমন কোনো কর্মসূচি দেবে না যাতে শিল্প অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। মঙ্গলবারের সমাবেশকে ঘিরে শিল্প পুলিশের প্রস্তুতি কেমন–এ বিষয়ে শিল্প পুলিশপ্রধান সময়ের আলোকে বলেন, আমাদের যথেষ্ট প্রস্তুতি রয়েছে। পর্যাপ্ত পুলিশ ফোর্স থাকবে, গোয়েন্দা নজরদারি থাকবে।

এ বিষয়ে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের অ্যাডমিন বিভাগের ডিজিএম আবদুর রাজ্জাক সময়ের আলোকে বলেন, 'শ্রমিকদের গণসমাবেশ কর্মসূচি রয়েছে। তারা মূলত কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতেই এই কর্মসূচি দিয়েছে, আমাদেরও একই দাবি। এই শিল্প পার্কের সব গার্মেন্টস কারখানা লে-অফ ঘোষণা করা আছে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত।

বর্তমান সরকার আগে থেকেই আমাদের সিগন্যাল দিচ্ছে যে, বেক্সিমকোর শ্রমিকদের জন্য আর সহযোগিতা দেবে না। গত আগস্ট মাস থেকে আমাদের এলসিও বন্ধ রয়েছে। এ জন্য কারখানাও চালু করা যাচ্ছে না। শ্রমিকরা সেই আগস্ট থেকে ধৈর্য ধরে আছে। এখন তারা কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে সোচ্চার হচ্ছে। এ দাবিতে গত শনিবার প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক আশুলিয়া থেকে নবীনগর পর্যন্ত রাস্তার ধারে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। শ্রমিকদের তো আর আটকে রাখা যায় না। এখন তারা গণসমাবেশের ডাক দিয়েছে। সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হবে আমাদেরই শিল্প পার্কের একটি মাঠে।

বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের পাঁচ গার্মেন্টস কারখানায় ৪২ হাজার শ্রমিক কাজ করে। এই শ্রমিকদের অবশ্য বেতন বকেয়া নেই। তবে যেহেতু লে-অফ ঘোষণা দেওয়া আছে, তাই আইন অনুযায়ী গত মাসের বেতনের অংশ হিসেবে মূল বেতনের অর্ধেক পেয়েছেন শ্রমিকরা। এ ছাড়া কারখানার ম্যানেজমেন্ট স্টাফ হিসেবে কর্মরত আছেন প্রায় ১ হাজার ৬০০ জন। গত পাঁচ মাস ধরে তাদের বেতন বকেয়া রয়েছে। অবশ্য এই ৪২ হাজার শ্রমিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পাবে। যদি চাকরি চলে যায় বা কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়–তখন শ্রমিকরা এই প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পাবে।

তিনি আরও বলেন, বেক্সিমকোর মালিক সালমান এফ রহমান জেলে থাকায় এবং এলসি বন্ধ থাকায় আমরা সংকটে পড়েছি। এই সংকট দূর করার জন্য আমরা বর্তমান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু কোনো কূলকিনারা করতে পারছি না। আগস্টের পর থেকে আমাদের এলসি বন্ধ। বর্তমানে কোনো ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে কোম্পানির কোনো টাকা নেই। আইএফআইসি ব্যাংকের ধানমন্ডি শাখায় ছিল ৩৪ কোটি টাকা, আর বনানী শাখায় ছিল ৪৪ কোটি টাকা। সে টাকাও এখন আর নেই। এ জন্য আমরা আর্থিক সংকটে পড়েছি। তিনি আরও বলেন, তবে বিভিন্ন ব্যাংকে কোম্পানির ঋণ রয়েছে। দেখা যাচ্ছে একটি কারখানার বিপরীতে ৫০০ কোটি টাকা ঋণের লিমিট রয়েছে, কিন্তু মালিক ঋণ নিয়েছে ২ হাজার কোটি টাকা। এখন ব্যাংক থেকে বলা হচ্ছে–ওইসব ঋণের টাকা আন্ডার ইনভয়েসের মাধ্যমে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। বলা হচ্ছে–বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের মধ্যে ২৬ হাজার কোটি টাকা বেক্সিমকো দেশে আনেনি। এর মধ্যে শুধু জনতা ব্যাংক থেকেই নেওয়া হয়েছে ২৩ হাজার কোটি টাকা। এই অর্থ এখনও অ্যাডজাস্ট হয়নি।

মালিকের কারণে আমরা এখন সংকটে পড়েছি। এই সংকট থেকে উদ্ধার পেতে আমরা বর্তমান সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, অর্থ উপদেষ্টাসহ বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ করছি। সরকারি-বেসরকারি ২০টির মতো সংস্থা বেক্সিমকোর সংকট নিয়ে কাজ করছে। তাদের সবই আমাদের ব্যাপারে ইতিবাচক, কিন্তু আমরা আটকে যাচ্ছি প্রধান উপদেষ্টা ও অর্থ উপদেষ্টার কাছে গিয়ে।

বেক্সিমকোর ৪২ হাজার শ্রমিক সমাবেশ করলে, রাস্তায় নামলে শিল্পে আবার বিশৃঙ্খলা হবে কি না, এ বিষয়ে তিনি বলেন, আশা করি কোনো বিশৃঙ্খলা হবে না। কারণ গত শনিবার ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ মানববন্ধন করেছে শ্রমিকরা–এতে কোনো বিশৃঙ্খলা হয়নি। তবে মঙ্গলবারের সমাবেশ থেকে যাতে শ্রমিকরা রাস্তায় না নামে বা বিশৃঙ্খলা না করে আমরা সে বিষয়ে তাদের বোঝাচ্ছি।

বেক্সিমকোর ৪২ হাজার শ্রমিক সমাবেশ করলে, রাস্তায় নামলে শিল্পে অস্থিরতা দেখা দেবে কি না–এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'বেক্সিমকোর শ্রমিকরা কোনো বিশৃঙ্খলা করবে না, তবে তৃতীয় কোনো পক্ষ এর সুযোগ নিতে পারে। এ জন্য আমাদের শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ করবে না।'

বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের গার্মেন্টস কারখানার অপারেটর ও এই শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা আরিফুল ইসলাম তাদের কর্মসূচির বিষয়ে সময়ের আলোকে বলেন, 'আমরা মঙ্গলবার দুপুর ২টার সময় সমাবেশ করব। তার আগে গত শনিবার আমরা মানববন্ধন করেছি। আমরা মূলত কারখানা খুলে দেওয়ার জন্য আন্দোলনে নেমেছি–এটাই আমাদের একমাত্র দাবি। আমরা এখন খুবই কষ্টে আছি। লে-অফ ঘোষণা দেওয়ায় শুধু বেসিকের অর্ধেক টাকা (৪-৫ হাজার) দিচ্ছে। এই টাকা দিয়ে আমরা কীভাবে চলব। বেতনের বাকি টাকা তো আমরা এখন পাচ্ছি না। বেক্সিমকোর মালিক অপরাধ করেছে–তার জন্য আমরা কেন কষ্ট ভোগ করব। মালিক জেলে আছে না, অন্য কোথায় আছে–সেটি তো আমরা বুঝব না। আমরা বুঝি কারখানা চলবে, মাস শেষে আমরা বেতন পাব। সরকারের সঙ্গে মালিকের ঝামেলা চললে সেটি মালিকরা বুঝবে।

আশুলিয়া এলাকার শ্রমিক নেতা আনিসুর রহমান সময়ের আলোকে বলেন, বেক্সিমকোর যে ৪২ হাজার শ্রমিক রয়েছে তাদের বেতন পাওনা রয়েছে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পাওনা আছে, ওভারটাইমের টাকা রয়েছে। কারখানা বন্ধ করলে তো শ্রমিকদের এসব পাওনা দিতে হবে, কিন্তু এসব মালিকরা দিচ্ছে না। শ্রমিকদের যত পাওনা রয়েছে তা শোধ করতে হলে বেক্সিমকোর এই কারখানা দশবার বিক্রি করলেও টাকায় কুলাবে না। শ্রমিকরা এত টাকা ফেলে কীভাবে চুপ করে বসে থাকবে। প্রত্যেক শ্রমিকদের কমপক্ষে ২ লাখ টাকা করে প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা রয়েছে, আর সর্বোচ্চ সেটি ২৮ লাখ টাকা পর্যন্ত পাবে। কারণ এখানকার শ্রমিকদের চাকরির বয়স একেকজনের ২৫ থেকে ৩০ বছর। তবে শ্রমিকদের চাওয়া হচ্ছে–সরকার এলসির নিষেধাজ্ঞা তুলে নিক, কারখানা চালু করে দিক। সালমান এফ রহমান পাপ করেছেন, শাস্তি তার হোক। এর জন্য শ্রমিকদের কেন ভুগতে হবে। অবশ্য কেন্দ্রীয় শ্রমিক নেতা তৌহিদুর রহমান সময়ের আলোকে বলেন, 'আমি মনে করি বেক্সিমকোর মালিকরা নিজেদের স্বার্থে শ্রমিকদের ব্যবহার করছে, শ্রমিকদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। বিগত কয়েক মাসের অস্থিরতা পর শিল্পে এখন স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। আমি মনে করি শিল্পের এই শান্তিপূর্ণ অবস্থা নষ্ট করতে চাইছে তারা এবং সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বেক্সিমকো সুবিধা আদায় করতে চাইছে। এ বিষয়ে সরকারকে এখনই কঠোর হতে হবে, না হলে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে।'

এ বিষয়ে শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর প্রশাসক ও ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। তবে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল সময়ের আলোকে বলেন, 'টানা অস্থিরতার পর পোশাক শিল্পে এখন যে স্থিতিশীলতা চলছে, সেটি নষ্ট হোক আমরা তা কোনোভাবেই চাই না। বেক্সিমকোর শ্রমিকরা যেভাবে আন্দোলনে নেমেছে, সেটি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। কেননা তাদের আন্দোলন ভিন্ন খাতে নিয়ে বিশেষ কোনো মহল ষড়যন্ত্র করতে পারে। পরে পুরো পোশাক শিল্প খাত অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। এ জন্য সরকারের কাছে আমাদের চাওয়া বেক্সিমকোর শ্রমিকদের আন্দোলন যাতে ভিন্ন খাতে না যায়, সে ব্যাপারে যেন প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।'

যুগান্তর

মঙ্গলবার ২১ জানুয়ারি ২০২৫

শ্রীপুরে কারখানার বয়লার বিস্ফোরণে আহত ২০

গাজীপুর ও শ্রীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরের জৈনাবাজার এলাকায় এইচটিএফ অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার বয়লার বিস্ফোরণে ২০ শ্রমিক আহত হয়েছেন। সোমবার সকাল ৯টায় দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে জানায় কারখানা কর্তৃপক্ষ। আহতদের মাওনা চৌরাস্তার আল-হেরা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। আহতদের মধ্যে রয়েছেন—সুজন, রইছ উদ্দিন, শুক্কুর, সোনিয়া, লিমা, ইকবাল হোসেন, ইয়াছিন আলী, শাহজাহান প্রমুখ। এদের মধ্যে সুজনের বাঁ-পায়ে জখম হওয়ায় তাকে আল-হেরা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য স্বজনরা ইয়াছিনকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে গেছেন।

কারখানার এডমিন শিপু চৌধুরী বলেন, কারখানার স্যাম্পল কক্ষের ৫ কেজি ক্যাপাসিটির মিনি বয়লার বিস্ফোরিত হয়। আহত অনেককে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে পাঠানো হয়।

কারখানার ইলেকট্রিক ইনচার্জ সোহেল রানা বলেন, স্যাম্পল কক্ষের বয়লারটি যারা চালায় তারা সকাল ৮টার দিকে এসে সুইচ অন করে। এ সময় হয়তো তারা খেয়াল করেনি, সেটি পানি নিচ্ছে কিনা। পানি না পাওয়ায় হিট হয়ে বয়লারটির বিস্ফোরণ হয়েছে। হয়তো পানি ছিল না বা মোটর পানি টানতে পারেনি অথবা এমনও হতে পারে ট্যাংকিতে পানি ছিল না।

দেশ রূপান্তর

মঙ্গলবার, ২১ জানুয়ারি ২০২৫,

আরএন গার্মেন্ট শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, কারখানা বন্ধের ঘোষণা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার জেলা পুলিশ লাইনসের সামনে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ পুরনো সড়কে আরএন নিট টেক্সটাইল লিমিটেডের শ্রমিকরা ১২ দফা দাবিতে অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে। পুলিশ তাদের সরিয়ে দিতে চাইলে দাবি না আদায় হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকরা অবরোধ প্রত্যাহার করবে না বলে ঘোষণা দেয়। গতকাল সোমবার দুপুর ১২টায় আরএন নিট টেক্সটাইল থেকে মিছিল নিয়ে পুলিশ লাইনের সামনে এসে রাস্তায় অবরোধ করে তারা। বিষয়টি সমাধানের জন্য মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও শিল্প পুলিশ। দুপুর ১টার দিকে অবরোধ ছেড়ে চলে যায় শ্রমিকরা। অবরোধের কারণে সড়কটিতে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ শিল্প পুলিশের পরিদর্শক (ইন্টিলিজেন্স) সেলিম বাদশা জানান, শ্রমিকরা ১২ দফা দাবিতে ও তাদের ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে। আমাদের শিল্প পুলিশ, জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ সেখানে মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি সমাধান করেন।

এদিকে বিকেলে কারখানা বন্ধের নোটিস সাঁটিয়ে দেয় আর. এন নিট টেক্স লিমিটেড এবং ইউনাইটেড কসটিউম লিমিটেড।

বণিক বার্তা

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ২১, ২০২৫

নারায়ণগঞ্জে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ নারায়ণগঞ্জ

১২ দফা দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার আরএন নিট টেক্সটাইল লিমিটেডের শ্রমিকরা। গতকাল দুপুরে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ পুরনো সড়কটি অবরোধ করেন শ্রমিকরা। পরে মালিক পক্ষ দাবি মেনে নিলে অবরোধ প্রত্যাহার করেন তারা।

নারায়ণগঞ্জ শিল্প পুলিশের পরিদর্শক (ইন্টেলিজেন্স) সেলিম বাদশা বলেন, 'শ্রমিকরা ১২ দফা দাবি ও ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করেছিলেন। পরে শিল্প ও জেলা পুলিশ এবং জেলা প্রশাসন মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি সমাধান করেছে। মালিক পক্ষ শ্রমিকদের দাবি মেনে নিয়েছে। আগামীকাল থেকে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেবেন।'

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৩ জানুয়ারি ২০২৫,

অর্ধশতাধিক যানবাহন ভাঙচুর, ট্রাক-বাস ও কারখানায় আগুন

গাজীপুর

'বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের' বন্ধ হওয়া ১৬টি কারখানা চালুর দাবিতে বিক্ষোভের এক পর্যায়ে ভাঙচুর ও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

গাজীপুর নগরের সারাব এলাকার 'বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের' বন্ধ হওয়া ১৬টি কারখানা চালুর দাবিতে আবার বিক্ষোভ শুরু করেছেন শ্রমিকেরা। গতকাল বুধবার বিকেলে শ্রমিকেরা উত্তেজিত হয়ে চন্দ্রা-নবীনগর সড়কে অবস্থান নিয়ে অর্ধশতাধিক যানবাহন ভাঙচুর করেন। একপর্যায়ে তাঁরা একটি মালভর্তি ট্রাক ও তিনটি বাসে অগ্নিসংযোগ করেন। ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে শ্রমিকদের হামলায় তিন সংবাদকর্মী আহত হন।

শ্রমিকদের অবরোধের কারণে সড়কের উভয় দিকে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে সড়কে চলাচলকারী যানচালক ও যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েন। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলে রাত পৌনে আটটার দিকে সড়কের যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এ ঘটনার মধ্যে নগরের তেঁতুইবাড়িতে 'গ্রামীণ ফেব্রিকস' নামের একটি কারখানার পাঁচতলা ভবনের নিচতলায় অগ্নিসংযোগ করে উত্তেজিত শ্রমিকদের একটি অংশ। ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট রাত সাড়ে ৯টার দিকে আগুন নেভায়।

শিল্প পুলিশ ও কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বন্ধ হওয়া ১৬টি কারখানা চালুর দাবিতে গত মঙ্গলবার গণসমাবেশ করেন কারখানার শ্রমিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। শ্রীপুরের সান সিটির মাঠে আয়োজিত ওই সমাবেশ থেকে প্রতিষ্ঠানটির ৪২ হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর জীবন-জীবিকার স্বার্থে বন্ধ কারখানাগুলো খুলে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল বিকেলে আবার শ্রমিকেরা সানসিটি মাঠে সমাবেশ শুরু করেন। সমাবেশের এক পর্যায়ে শ্রমিকদের একটি পক্ষ চক্রবর্তী এলাকায় চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করে গাছের গুঁড়িতে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। এ সময় উত্তেজিত শ্রমিকেরা সড়কে চলাচলরত অর্ধশতাধিক যানবাহন ভাঙচুর করেন। একপর্যায়ে মালবোঝাই একটি ট্রাক ও তিনটি বাসে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

শ্রমিকদের অবরোধের খবর সংগ্রহ করতে গেলে দীপ্ত টিভির গাজীপুরের প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম, *প্রতিদিনের বাংলাদেশ* পত্রিকার কালিয়াকৈর প্রতিনিধি আবু সাইদ, বাংলা ভিশনের চিত্রসাংবাদিক আমির হোসেনকে বেধড়ক পেটানো হয়। তাঁদের ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করেন শ্রমিকেরা।

খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রথমে শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন; কিন্তু শ্রমিকেরা উত্তেজিত হয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকেন। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। পরে রাত পৌনে আটটার দিকে চন্দ্রা-নবীনগর সড়কের যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

সন্ধ্যা সাতটার দিকে কাশিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, শ্রমিকদের একটি পক্ষ চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। একপর্যায়ে তারা সড়কে যানবাহন ভাঙচুর শুরু করে। এ সময় কিছু দুষ্কৃতকারী একটি ট্রাক ও তিনটি বাসে অগ্নিসংযোগ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

পরে রাত আটটার দিকে গাজীপুর শিল্পাঞ্চল পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার মো. আবু তালেব বলেন, 'আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছি। এখন যান চলাচল স্বাভাবিক আছে। শ্রমিকেরা বেশ কিছু যানবাহন ভাঙচুর করেছেন। কয়েকটিতে অগ্নিসংযোগ করেছেন। ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য মোতায়েন আছেন।'

এদিকে চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক থেকে শ্রমিকদের সরিয়ে দেওয়ার মধ্যে নগরের তেঁতুইবাড়িতে গ্রামীণ ফেব্রিকস নামের একটি কারখানায় আগুন দেয় শ্রমিকদের একটি পক্ষ। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়।

সারাব ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা মোহাম্মদ তাশারফ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, শ্রমিকেরা পাঁচতলা ভবনের নিচতলায় আগুন দেন। আগুন লাগার খবর পেয়ে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ফায়ার সার্ভিস কাজ শুরু করে। রাত পৌনে ৯টার দিকে নিয়ন্ত্রণে আসে এবং রাত সাড়ে ৯টায় পুরোপুরি নেভানো সম্ভব হয়। তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা যায়নি।

প্রসঙ্গত, গত ১৫ ডিসেম্বর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বেক্সিমকোর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম ও ব্যবসায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পর বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৬টি কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। বন্ধের কারণ হিসেবে সরকার জানায়, কারখানাগুলোতে ক্রয়াদেশ না থাকা ও ব্যাংকে ঋণখেলাপি থাকায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

ইত্তেফাক
বুধবার
৮ মাঘ ১৪৩১, ২২ জানুয়ারি ২০২৫

বেক্সিমকোর কারখানা খোলার দাবিতে শ্রমিকদের গণসমাবেশ

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬টি বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গতকাল গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরের শ্রীপুরে সানসিটি মাঠে শ্রমিকদের গণসমাবেশ —সংগৃহীত

বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের সব কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে গণসমাবেশ করেছেন কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ২টায় গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরের শ্রীপুরে সানসিটি মাঠে এ গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গণসমাবেশে বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের পাশাপাশি স্থানীয় বাড়িওয়ালা ও দোকানের মালিক-কর্মচারীরাও অংশগ্রহণ করেন।

শ্রমিকরা জানান, ব্যাংকিং সুবিধাসহ বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে অবস্থিত সব কারখানা খুলে দিতে হবে। একই সঙ্গে বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে হবে। এ সময় শ্রমিকরা বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানের সব ফ্যাক্টরি পুনরায় চালু করার এবং নিজেদের কর্মসংস্থান ও পরিবারের ভবিষ্যৎ রক্ষার লক্ষ্যে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি।

নিজেদের বৈষম্যের শিকার দাবি করে শ্রমিকরা আরো বলেন, 'যদি বেক্সিমকো কারখানা না চলে তাহলে আশপাশে কোনো পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

কারখানা চলতে দেব না। বুধবার (আজ) সকালে আমরা কারখানায় কাজে যোগ দিতে চাই। এ সময় শ্রমিকরা 'বেক্সিমকোর দালালরা, হুঁশিয়ার-সাবধান', 'এক দফা এক দাবি, বেক্সিমকোর খোলার দাবি' প্রভৃতি স্লোগান দেন। কারখানা ম্যানেজার মুন্না বলেন, 'ছাত্র-জনতা যদি ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান করতে পারেন, তাহলে ধরে নিন ২০২৫ সালে আরো একটি গণঅভ্যুত্থান হবে। বেক্সিমকোর ৪২ হাজার শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তা মানবেতর জীবন যাপন করছে। কেন আপনারা আমাদের খোঁজ নিচ্ছেন না। কেন এই সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নিচ্ছেন না।'

শ্রমিক নেতা মোশরেফা মিশু বলেন, 'বর্তমান সরকারের কাছে তিনটি দাবি করছি। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৬টি বন্ধ কারখানা খুলে দিতে হবে, বন্ধ কারখানার কোনো শ্রমিককে ছাঁটাই করা চলবে না এবং প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করতে হবে।' তিনি গত ১৪ নভেম্বর রিসিভার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তিন মাসে রিসিভারের খোঁজ পাওয়া যায়নি উল্লেখ করে মিশু সরকারকে বেক্সিমকোর পোশাক কারখানাগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত ঘোষণা করার প্রস্তাব দেন। তিনি তার তিনটি প্রস্তাব মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পোশাক কারখানা শ্রমিকরা ছিলেন দাবি করে এই শ্রমিক নেত্রী সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'সরকার যদি দাবি না মানে তাহলে কমপ্লিট শাট ডাউন কর্মসূচি পালন করা হবে।'

গাজীপুর শিল্প পুলিশ ২ কোনাবাড়ী জোনের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) আবু তালেব জানান, বেলা ২টা থেকে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকরা কারখানা খোলার দাবিতে ও বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে গণসমাবেশ করেছেন।

বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের একটি তৈরি পোশাক কারখানার ফিনিশিং কোয়ালিটি ইনচার্জ মো. মামুনুর রশিদ গণমাধ্যমকে জানান, কারখানা বন্ধ থাকায় শ্রমিকরা মানবেতর জীবন যাপন করছেন। তারা বাধ্য হয়েই রাস্তায় নেমে এসেছেন। কারখানা খোলা ছাড়া শ্রমিকদের হাতে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নতুন নতুন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। তিনি জানান, বেলা ২টায় সমাবেশ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সকাল ১০টা থেকেই শ্রমিকরা সমাবেশস্থলে জড়ো হতে শুরু করে।

গণসমাবেশের আগে শ্রমিকরা ঐ এলাকায় প্রচারপত্র বিতরণ করেন। এতে কারখানার শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশে বলা হয়, 'কারখানাগুলো পুনরায় চালু, ব্যাংকিং কার্যক্রম সচল এবং বকেয়া পরিশোধের দাবিতে তারা যেন একত্রিত হন। ১৫ ডিসেম্বর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বেক্সিমকোর ১৬টি কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসব কারখানায় প্রায় ৪২ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। বৈঠকে জানানো হয়, কারখানাগুলোতে নতুন ক্রয়াদেশ না থাকায় এবং প্রতিষ্ঠানটি ঋণখেলাপি হওয়ায় কার্যক্রম চালানো সম্ভব নয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ২৭ জানুয়ারি ২০২৫

বরিশাল সিটি করপোরেশন

১৬০ পরিচ্ছন্নতাকর্মী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বরিশাল প্রতিনিধি

বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) ১৬০ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে ছাঁটাই করার প্রতিবাদে তিন দফা দাবিতে নগর ভবনের মূল গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। গতকাল রবিবার দুপুরে বরিশাল সিটি করপোরেশন শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যানারে নগর ভবনের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেন তারা। ছাঁটাইকৃত ১৬০ জন শ্রমিককে পুনর্বহাল, শ্রম আইন অনুযায়ী সব কর্মীকে স্থায়ীকরণ, পরিচয়পত্র-নিয়োগপত্র ও সার্ভিস বুক সরবরাহ এবং বেতন বৈষম্য দূরীকরণ এবং প্রাপ্য ভাতা পরিশোধের দাবি জানান তারা।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২৩, ২০২৫ ■

মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা কর্মীদের সড়ক অবরোধ

আইন উপদেষ্টার আশ্বাসে স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

মালয়েশিয়া যেতে না পারা একদল কর্মী রাজধানীর কারওয়ান বাজার মোড় অবরোধ করে আন্দোলন করেছেন। গতকাল সকালে প্রায় ২ ঘণ্টা অবস্থান করার পর পুলিশ তাদের রাস্তার এক পাশে সরিয়ে দেয়। পরে মিছিল নিয়ে ইস্কাটনে প্রবাসী কল্যাণ ভবনের সামনে আসেন এবং সেখানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।

পরে দুপুরের দিকে আন্দোলনকারীদের চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ও সচিব মো. রুহুল আমিনের সঙ্গে দেখা করেন। উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের আশ্বাস পেয়ে আন্দোলন স্থগিত করে বাড়ি ফেরে গেছেন মালয়েশিয়া যেতে না পারা কর্মীরা। গতকাল প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে এ কথা জানান আন্দোলনকারী কর্মীদের প্রতিনিধি মাইন উদ্দিন বাবু ও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব রুহুল আমিন।

মাইন উদ্দিন বাবু বলেন, 'উপদেষ্টা আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে মালয়েশিয়া যদি কেউ যেতে নাও পারে তাদের অন্য দেশে পাঠানোর জন্য মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকার দেবে।'

প্রথম আলো • রোববার, ২৬ জানুয়ারি ২০২৫

ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

দ্রুত ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার দাবি

দ্রুততম সময়ে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা, স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ও শ্রম আইন সংশোধন করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি)। গতকাল শনিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ দাবি জানানো হয়। সংগঠনটির পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। টিইউসির সহসভাপতি তপন দত্তের সভাপতিত্বে সভার শুরুতে বিদ্যমান শ্রমপরিস্থিতি ও সাংগঠনিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ। সভায় বক্তারা বলেন, দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতি শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সম্প্রতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ওপর উচ্চ হারে ভ্যাট ও কর আরোপের ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় আরও বৃদ্ধি পেয়ে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়বে। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন টিইউসির সাধারণ সম্পাদক ওয়াজেদুল ইসলাম খান, সহসভাপতি মাহবুব আলম, অর্থ সম্পাদক কাজী মো. রুহুল আমিন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহবুবুর রহমানসহ প্রমুখ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশ রূপান্তর

শনিবার, ২৫ জানুয়ারি ২০২৫,

রূপগঞ্জে ওয়াসা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানববন্ধন

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ওয়াসা প্রকল্পে বিদেশি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি-লুটপাট এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকদের আট মাসের বকেয়া টাকা পরিশোধের দাবিতে মানববন্ধন করেছে ওয়াসার প্রকল্পের কর্মচারী ও দেশীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। গতকাল শুক্রবার দুপুরে তারাব পৌরসভার রূপসী গন্ধর্বপুর এলাকায় ওয়াসা প্রকল্পে প্রধান গেটে তারা এ কর্মসূচি পালন করে।

জানা গেছে, ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার প্ল্যান্ট প্রকল্পের অধীনে নগরবাসীর পানির চাহিদা পূরণে বিগত সরকার মেঘনা নদীর পানি শোধনের উদ্যোগ নেয়। কথা ছিল ২০২৩ সাল থেকে এ প্রকল্প থেকে দিনে ৫০ কোটি লিটার পানি পাবে ঢাকা ওয়াসা। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ফ্রেঞ্চ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এএফডি), ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় প্রায় ৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের গন্ধর্বপুর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ শুরু হয় ২০১৯ সালে। কিন্তু পতিত সরকারের অন্যান্য মেগা প্রকল্পের মতোই হরিলুট হয়েছে এ প্রকল্পেও। ফ্রান্সের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সুয়েজ ভেউলিয়া দেশীয় আলাদা তিনটি প্রতিষ্ঠানকে সাব কন্ট্রাক্ট কাজ দিয়ে ওয়াসার কয়েকজনের যোগসাজশে লুটে নিয়ে গেছে সব টাকা। গত সাত মাস বন্ধ হয়ে আছে প্রকল্পের কাজ।

এ অবস্থায় গতকাল মানববন্ধনে শ্রমিক ও দেশীয় প্রতিষ্ঠান এরিডভ জানায়, শতকোটি টাকা এই প্রকল্পে লুটপাট হলেও তারা তাদের পাওনা টাকা ও আট মাসের শ্রমিকদের বেতন বকেয়া। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বকেয়া টাকা পরিশোধ করা না হলে ওয়াসা ভবনের সামনে আমরণ অনশনের ঘোষণা দেন তারা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন

মঙ্গলবার ॥ ২৮ জানুয়ারি ২০২৫

গাজীপুরে শ্রমিক বিক্ষোভ মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের বোর্ডবাজারে বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধে করেছেন এক কারখানার শ্রমিকরা। এতে ওই মহাসড়কে গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে কয়েক কিলোমিটারজুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে সেনাবাহিনী, পুলিশ গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে ঘণ্টাখানেক পর রাত ৯টার দিকে যান চলাচল শুরু হয়।

বকেয়া বেতন দাবি

গাজীপুর শিল্পপুলিশ-২-এর পুলিশ সুপার এ কে এম জহিরুল ইসলাম জানান, সন্ধ্যা ৬টার পর বোর্ডবাজারের কালাই মার্কেটের নুর এসএমএস ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেডের শ্রমিকরা দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। পরে তারা কারখানার পাশে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) গাছা জোনের সহকারী কমিশনার ফাহিম আহজাদ জানান, বিকাল থেকে বোর্ডবাজার এলাকার নুর এসএমএস ফ্যাশনের শ্রমিকরা কারও এক মাসের,, কারও দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে কারখানা চত্বরে জড়ো হচ্ছিলেন। পরে সন্ধ্যায় কারখানার ভবন মালিক কারখানায় তালা লাগিয়ে দেন। এতে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভ মিছিল এবং পাশের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করেন। প্রথমে পুলিশ ও পরে সেনাবাহিনী গিয়ে মালিকের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রমিকদের পাওনার বিষয়ে সমাধান করার আশ্বাস দিয়ে তাদের মহাসড়ক ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানালে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন। কারখানার মালিকপক্ষের কাউকে পাওয়া যায়নি।

দেশ রূপান্তর

মঙ্গলবার, ২৮ জানুয়ারি ২০২৫,

মহাখালীতে পরিবহন শ্রমিকদের অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মহাখালী বাস টার্মিনালের সামনে ট্রাফিক পুলিশের দেওয়া মামলার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করেন পরিবহন শ্রমিকরা। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় রাস্তা অবরোধ করেন তারা। এতে ওই পথে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে ট্রাফিক পুলিশ ও তেজগাঁও পুলিশের অনুরোধে রাস্তা থেকে সরে যান শ্রমিকরা।

সকাল সাড়ে ৯টায় মহাখালী বাস টার্মিনালের সামনের সড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকরা। এতে মহাখালী ও তেজগাঁও এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। সকাল পৌনে ১১টা পর্যন্ত তারা সড়ক বন্ধ রাখেন। এতে মগবাজার সাতরাস্তা পর্যন্ত রাস্তা যানজটে পুরোপুরি বন্ধ থাকে। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গুলশান ট্রাফিক বিভাগের মহাখালী জোনের সহকারী কমিশনার জুনায়েদ জাহেদী বলেন, সকালে রাস্তা বন্ধ করে বিশৃঙ্খলার অভিযোগে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে কয়েকটি পরিবহনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। সেটার প্রতিবাদে রাস্তায় নামে পরিবহন শ্রমিকরা।

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ৩০ জানুয়ারি ২০২৫

১৬ মাঘ ১৪৩১

ন্যূনতম মজুরির দাবি

সাভারে ট্যানারি শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও কর্মবিরতি

যুগান্তর প্রতিবেদন, ঢাকা উত্তর

আঠারো হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবিতে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করেছেন সাভারের চামড়া শিল্প নগরীর ট্যানারির শ্রমিকরা। বুধবার সকাল থেকে উপজেলার তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের হরিণধরা এলাকায় বিসিক শিল্প নগরীর ট্যানারির মূল গেটের সামনে বিক্ষোভ করেন তারা। এ সময় তারা রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করে দেন। শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণে ট্যানারির বেশির ভাগ কারখানায় গত মঙ্গলবার থেকে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। চামড়া শিল্পের শ্রমিকদের জন্য সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নের দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা।

তারা বলেন, এতদিন ধরে ট্যানারি শ্রমিকরা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে কাজ করতেন। তাদের চাকরি স্থায়ী করা হয় না। সব ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার পরপরই তা বাস্তবায়ন হলেও ট্যানারি শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি এখনো বাস্তবায়ন করেনি মালিকপক্ষ। দীর্ঘ সময় পার হওয়ায় বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন শ্রমিকরা।

ট্যানারি শ্রমিক মাহফুজ আলম বলেন, সরকার আমাদের জন্য পাঁচটি গ্রেডে মজুরি বোর্ডের মাধ্যমে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছে। যেখানে সর্বনিম্ন মজুরি ১৮ হাজার ১ টাকা। মালিক, শ্রমিক, ইউনিয়নসহ সব পক্ষের সম্মতিতেই এ মজুরি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু মালিকরা এখন বলেন এই মজুরি তাদের জন্য বেশি হয়ে গেছে। আমরা ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা বেতন পাই। তা দিয়ে সংসার চলে না। গত ২১ নভেম্বর সরকার আমাদের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করেছে। এর থেকে কম নিতে আমরা রাজি নই।

বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) সভাপতি শাহীন আহমেদ বলেন, শুধু ন্যূনতম মজুরি নয়, আরও বেশ কিছু বিষয় যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়েও সমস্যা রয়ে গেছে। আমরা তিন দিন আগেও আলোচনায় বসেছিলাম, তবে এখনো সমাধান হয়নি। আগামী সপ্তাহের মধ্যে বসে এটা সমাধান করতে হবে।

প্রথম আলো • বুধবার, ২৯ জানুয়ারি ২০২৫,

রেল কর্মচারীরা অনড়, দফায় দফায় বৈঠকেও ফল আসেনি

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ট্রেন পরিচালনায় যুক্ত কর্মচারীরা বাড়তি সময় কাজ করেন। তাঁরা এক মাস করলে দুই মাস কিংবা এর চেয়ে বেশি সময় কাজ করেছেন ধরে বেতন হিসাব করার রীতি ব্রিটিশ আমল থেকেই। এসব কর্মচারী অবসরের পর পেতেন বাড়তি সুবিধা। বিশেষ এই সুবিধা পুরোপুরি দেওয়া না-দেওয়া নিয়ে অচল হয়ে পড়েছে সরকারের গণপরিবহন রেলওয়ে। ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে সারা দেশে। ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা।

গত সোমবার মধ্যরাত থেকে ট্রেন পরিচালনায় যুক্ত কর্মচারীরা কর্মবিরতি শুরু করেছেন। রেলের ভাষায়, তাঁরা রানিং স্টাফ। রানিং স্টাফরা হলেন ট্রেন পরিচালনায় যুক্ত পরিচালক (গার্ড), ট্রেনচালক (লোকোমাস্টার), সহকারী চালক ও টিকিট পরিদর্শক (টিটিই)। তাঁরা ট্রেন চালানোর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাঁরা সাধারণত দীর্ঘ সময় ট্রেনে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ট্রেনচালক ও সহকারী চালকের সংখ্যা এক হাজারের কিছু বেশি। পরিচালক ও টিটিই মিলিয়ে রানিং স্টাফের সংখ্যা প্রায় ১ হাজার ৯০০।

রেলওয়ের সূত্র বলছে, পুরো রেলওয়েতে ২৫ হাজারের মতো কর্মী। দাবিদাওয়া আদায়ে নিকট অতীতে কোনো কর্মচারীর পক্ষ থেকে সারা দেশে ট্রেন বন্ধ করে দেওয়ার নজির নেই। রানিং স্টাফরাই এ নজির স্থাপন করলেন। এ ঘটনা রেলের অনেক কর্মকর্তাকেই বিস্মিত করেছে।

গত সোমবার সকালে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও রেলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আন্দোলনকারী কর্মচারীদের বৈঠকে ডেকেছিলেন। তাঁরা সায় দেননি। এটিও কিছুটা বিরল। ওই দিন বিকেলে রেলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা চেষ্টা করে কমলাপুরে আন্দোলনকারী দু-একজন নেতাকে পান এবং বৈঠক করেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, আন্দোলনকারীদের মধ্যে ছাড় দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়নি। তাঁদের মধ্যে আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে। কেউ কেউ সন্দেহ করছেন, এ আন্দোলনে কোনো মহলের ইন্ধন থাকতে পারে।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে কমলাপুর স্টেশনে অবস্থান করেন। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানও কমলাপুর স্টেশন পরিদর্শন করেন। একপর্যায়ে আলোচনায় যুক্ত হন বিএনপির চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সমন্বয়ক শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস। তিনি মূলত সড়ক পরিবহন খাতের শ্রমিকনেতা। এর আগে রেলশ্রমিকদের সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতা দেখা যায়নি। তিনি প্রথমে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরে রেলসচিবসহ আন্দোলনকারীদের নিয়ে কমলাপুর রেলস্টেশনে বৈঠক করেন। কিন্তু কোনো সমাধান আসেনি; বরং আন্দোলনকারী রানিং স্টাফদের অন্যতম নেতা সাইদুর রহমান সেখান থেকে বেরিয়ে যান।

সাইদুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা দীর্ঘক্ষণ রেলসচিব, মহাপরিচালকের সঙ্গে বৈঠক করেছি। কোনো সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছাতে পারিনি। তাই বৈঠক চলাকালেই চলে এসেছি। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যাঁরা আছেন, বিষয়টি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করব। তবে আমরা আমাদের কর্মবিরতিতে অনড় আছি।'

সন্ধ্যার পর আবার রেল উপদেষ্টা, রেলসচিব ও শিমুল বিশ্বাস রেলভবনে বৈঠক করেন রানিং স্টাফদের সঙ্গে। এ বৈঠকে বিএনপি, জামায়াতপন্থী রেলশ্রমিক এবং ছাত্র প্রতিনিধিরাও অংশ নেন। তাঁদের আরেক দফা বৈঠক শুরু হয় কমলাপুর স্টেশনে। সরকারের পক্ষ থেকেই তাদের আলোচনা যুক্ত করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

রাত সাড়ে ১০টার দিকে বৈঠক শেষে শিমুল বিশ্বাস *প্রথম আলোকে* বলেন, দাবি কিছু পূরণ হবে সরকারের পক্ষ থেকে এমন আশ্বাস আছে। তিনি সেটা আন্দোলনকারীদের বলেছেন। আলোচনার দরজা খোলা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু আন্দোলনকারীরা বলছেন, রানিং স্টাফ ঐক্য পরিষদের প্রধান সমন্বয়কারী মো. মজিবুর রহমান আত্মগোপনে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

রেলপথ মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান বিকেলে ফোনে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে একমত হন। আগে থেকে দাবি বাস্তবায়ন করার আশ্বাস দিতে চান না।

এর আগে দুপুরে সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে এ সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'রেলের কর্মচারীদের কিছু দাবি ছিল। আমরা বেশ কয়েক দিন আগেই যৌক্তিক দাবি মেনে নিয়েছি। আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব আমরা করেছি। এখন অন্য দাবিগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দেখবে। আমার এখানে যদি আসে, যৌক্তিক কিছু থাকলে অর্থ মন্ত্রণালয় মানা করবে না।'

এই জটিলতার শুরু ২০২২ সালে। তখন অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়ে দেয়, রেলের রানিং স্টাফরা যে বাড়তি সুবিধা পান, তা আর দেওয়া হবে না। অবশ্য পরে রানিং স্টাফ, রেল কর্তৃপক্ষ ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দর-কষাকষির মাধ্যমে কিছু সুবিধা ফিরে পান রানিং স্টাফরা। কিন্তু এখন ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা সুবিধা পুরোপুরি পুনর্বহাল চান রানিং স্টাফরা। এ দাবিতেই কর্মবিরতি চলছে।

বিকল্প না থাকায় চাপ দেওয়ার কৌশল

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, রানিং স্টাফরা ট্রেন পরিচালনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে চালকেরা কাজ না করলে ট্রেন চালানোর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে রেল কর্তৃপক্ষ রানিং স্টাফদের বিষয়ে কঠোর হতে পারছে না; বরং তাঁদের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল রেল কর্তৃপক্ষ, এমনকি রেলপথ মন্ত্রণালয়ও।

দৈনিক আট ঘণ্টার বেশি কাজ করলে বেসিকের (মূল বেতন) হিসাবে বাড়তি অর্থ পেতেন তাঁরা। যাকে রেলওয়ের ভাষায় বলা হয় মাইলেজ। মাইলেজ রানিং স্টাফদের বেতনেরই অংশ মনে করা হয়। প্রতি ১০০ কিলোমিটার ট্রেন চালালে রানিং স্টাফরা মূল বেতনের এক দিনের বেসিকের সমপরিমাণ টাকা অতিরিক্ত পেতেন। ৮ ঘণ্টায় এক দিনের কর্মদিবস ধরলে রানিং স্টাফদের প্রতি মাসে কাজ দাঁড়ায় আড়াই বা তিন মাসের সমপরিমাণ।

এ ছাড়া অবসরের পর মূল বেতনের সঙ্গে এর ৭৫ শতাংশ অর্থ যোগ করে অবসরকালীন অর্থের হিসাব হতো। তবে ২০২১ সালের ৩ নভেম্বর এই সুবিধা সীমিত করা হয়।

২০২২ সালের পর নিয়োগপত্রে দুটি শর্ত আরোপ করা হয়। নতুন নিয়োগ পাওয়া কর্মীরা চলন্ত ট্রেনে দায়িত্ব পালনের জন্য রানিং অ্যালাউন্স ছাড়া অন্য কোনো ভাতা পাবেন না এবং মাসিক রানিং অ্যালাউন্সের পরিমাণ মূল বেতনের চেয়ে বেশি হবে না। এ ছাড়া অবসরে যাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বশেষ আহরিত মূল বেতনের ভিত্তিতে পেনশন ও আনুতোষিক পাবেন।

শুরুতে পুরোনো রানিং স্টাফরা সুযোগ-সুবিধা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। একপর্যায়ে নতুন নিয়োগ পাওয়া রানিং স্টাফরাও এ আন্দোলনে যুক্ত হন।

২২ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলনে মাইলেজের ভিত্তিতে পেনশন ও আনুতোষিক প্রদান এবং নিয়োগপত্রের দুই শর্ত প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন দাবি জানান রেলওয়ের রানিং স্টাফরা। তা না হলে ২৮ জানুয়ারি থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ করার ঘোষণা দেন তাঁরা।

রেল কর্তৃপক্ষের অবস্থান

রেলওয়ে সূত্র বলছে, রানিং স্টাফদের দাবির বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষ আন্তরিক। রেলপথ মন্ত্রণালয়কে তারা বিষয়টি নানাভাবে বুঝিয়েছে। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়কে রাজি করানো যাচ্ছে না। আগামী শুক্রবার টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমা শুরু হচ্ছে। এ জন্য প্রতিবারের মতো এবারও বিশেষ ট্রেন চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে আন্দোলনের মাধ্যমে চাপ দিয়ে অনেকেই দাবি আদায় করছে। রানিং স্টাফদের কর্মবিরতির পেছনে এই চিন্তা কাজ করতে পারে। এটাও সত্য যে অর্থ মন্ত্রণালয় দীর্ঘদিন ধরেই বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখেছে। ফলে এবার আলোচনার জন্য বৈঠক ডাকা হলেও এড়িয়ে যাচ্ছেন রানিং স্টাফ আন্দোলনের নেতারা। এ অবস্থায় জটিলতা আরও বাড়ছে।

যুগান্তর

মঙ্গলবার ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ •
E-mail: anandonagar@gm

বকেয়া বেতনের দাবি

গাজীপুরে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর বোর্ড বাজার এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন কারখানার শ্রমিকরা। সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে রাত ৯টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। সোমবার রাত ৮টার দিকে বোর্ড বাজার এলাকার কলাই মার্কেটের নুর এসএমএস ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেডের শ্রমিকরা দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেন বলে জানান গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ এর সুপার একেএম জহিরুল ইসলাম। তিনি আরও জানান, একটি ভবন ভাড়া করে জনৈক ব্যক্তি সাব কন্ট্রাক্টে শ্রমিকদের কাজ করাত। কারখানার মালিক বেতন পরিশোধ না করে পালিয়ে গেছে। এমন খবরে ভবন মালিক কারখানায় তালা দেন। বিকালে বোর্ড বাজার এলাকার নুর এসএমএস ফ্যাশনের শ্রমিকরা দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে কারখানা চত্বরে জড়ো হচ্ছিলেন। পরে ভবনের মালিক তালা লাগিয়ে দেওয়ায় শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেন। পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে মহাসড়ক ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানালে শ্রমিকরা মহাসড়ক ছেড়ে চলে যান।

প্রথম আলো • বুধবার, ২৯ জানুয়ারি ২০২৫,

কর্মবিরতি তৃতীয় দিন পার, জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত

খুলনায় ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়ন

শ্রমিকদের কর্মবিরতির কারণে গতকাল কাশিপুর এলাকায় পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা অয়েল ডিপো থেকে জ্বালানি তেল উত্তোলন ও পরিবহন বন্ধ ছিল।

প্রতিনিধি, *খুলনা*

খুলনা বিভাগীয় ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আলী আজিমের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গতকাল মঙ্গলবার তৃতীয় দিনের মতো কর্মবিরতি পালন করেছেন শ্রমিকেরা। এদিন খুলনার কাশিপুর এলাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা অয়েল ডিপো থেকে জ্বালানি তেল উত্তোলন ও পরিবহন বন্ধ ছিল। এতে খুলনা ও ফরিদপুর অঞ্চলের ১৫টি জেলায় জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে।

কর্মবিরতির মধ্যে গতকাল নগরের খালিশপুরের কাশিপুরে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের ফটক ও এর আশপাশে বিচ্ছিন্নভাবে ট্যাংকলরি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। গতকালও খালিশপুরে অবস্থিত শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দেন শ্রমিকেরা।

পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা ট্যাংকলরি শ্রমিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি মীর মোকসেদ আলী গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, আলী আজিমকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গত রোববার দুপুর থেকে ট্যাংকলরি শ্রমিকেরা এ কর্মসূচি পালন করছেন। নতুন কোনো সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

খুলনা নগরের পেট্রলপাম্পগুলো গতকাল রাতেও সচল দেখা গেছে। তবে কর্মবিরতির প্রভাবে পাম্পগুলোর মজুত কমে আসছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে শেরেবাংলা রোডের মেট্রো ফিলিং স্টেশনের স্বত্বাধিকারী শেখ মাসুদ হোসেন গতকাল সকালে বলেন, গত দুই দিনে বেচাকেনা অনেক বেশি ছিল। জ্বালানির মজুত যতটুকু আছে, তাতে দুপুরের পর হয়তো তিন রকমের জ্বালানিই শেষ হয়ে যাবে।

শহরের নতুন রাস্তা এলাকার মেসার্স খুলনা ফিলিং স্টেশনের স্বত্বাধিকারী গোলাম কাদের বলেন, ডিজেল, পেট্রল ও অকটেন তিন ধরনের জ্বালানিই কমে আসছে। যতটুকু আছে, তাতে সর্বোচ্চ আগামীকাল (আজ বুধবার) সকাল পর্যন্ত চলবে।

রোববার বেলা দুইটা পর্যন্ত পদ্মা অয়েল কোম্পানির ডিপো থেকে সর্বশেষ তেল উত্তোলন করা হয়। এর পর থেকে উত্তোলন ও সরবরাহ বন্ধ আছে। এ বিষয়ে দৌলতপুর ডিপোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (পরিচালন) মো. মুশফিকুর রহমান বলেন, এই ডিপো থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৩ লাখ লিটার জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হয়। বোরোর মৌসুম হওয়ায় এ সময় ডিজেলের চাহিদা বেশি। এ সময়ে প্রতিদিন ৯-১০ লাখ লিটার ডিজেল যায়। এ ছাড়া প্রতিদিন গড়ে ৯০ হাজার লিটার অকটেন ও ২ লাখ লিটার পেট্রল সরবরাহ করা হয়।

শ্রমিকনেতাদের সূত্রে জানা গেছে, রোববার দুপুরে খুলনা বিভাগীয় ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আলী আজিমকে আটক করে খালিশপুর থানায় হস্তান্তর করে গোয়েন্দা পুলিশ। গত বছরের ২১ আগস্ট খুলনা নগরের খালিশপুর থানার ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় করা এক মামলার আসামি তিনি।

এতে ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির চারজনসহ সাবেক দুই নেতা ও তিন সদস্যকে আসামি করা হয়েছে। আজিমকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে রোববার থেকে যৌথভাবে কর্মবিরতির ডাক দেয় খুলনা বিভাগীয় ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়ন; পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা ট্যাংকলরি শ্রমিক কল্যাণ সমিতি এবং জ্বালানি তেলসম্পর্কিত অন্য দুটি সংগঠন।

প্রথম আলো • বুধবার, ২৯ জানুয়ারি ২০২৫,

ট্যানারিশিল্পের শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়নের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ। গতকাল সকালে সাভারের হেমায়েতপুরে চামড়াশিল্প নগরীর ফটকে। ছবি : প্রথম আলো

ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নের দাবি ট্যানারিশ্রমিকদের

সাভারে বিক্ষোভ

গত বছরের ২১ নভেম্বর ট্যানারিশিল্পের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হলেও এখনো বাস্তবায়ন হয়নি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

ট্যানারি শিল্পের শ্রমিকদের জন্য পাঁচটি গ্রেডে সরকারঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নের দাবিতে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকেরা। সাভারের হেমায়েতপুরের হরিণধরায় চামড়াশিল্প নগরের প্রধান ফটকে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে 'ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'-এর ব্যানারে শ্রমিকেরা অবস্থান নেন। পরে কর্মবিরতিসহ দুপুর ১২টা পর্যন্ত তাঁরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন।

বিক্ষোভকারী শ্রমিকেরা জানান, বিভিন্ন খাতে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার পর ইতিমধ্যে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তবে ট্যানারি শিল্পের শ্রমিকদের জন্য পাঁচটি গ্রেডে সরকারঘোষিত ন্যূনতম মজুরি এখনো বাস্তবায়ন করেনি মালিকপক্ষ। এটি বাস্তবায়নের দাবিতে তাঁরা এসব কর্মসূচি পালন করেন।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শ্রমিক মো. মামুন বলেন, নভেম্বরের ২১ তারিখে বেতন বাড়ানো হয়েছে। তাঁরা চান না, ট্যানারি মালিক ও শ্রমিকেরা মুখোমুখি হোক। শান্তিপূর্ণভাবে দাবি আদায়ে তাঁরা আন্দোলন করছেন এবং করবেন। পাঁচটি গ্রেডে যেভাবে বেতন ঘোষণা করা আছে, তাঁরা সেভাবে বেতন চান। মালিকেরা কোনো সমাধান না দিয়ে বেতন কম দেওয়ার চেষ্টা করছেন। দাবি পূরণ না হলে তাঁরা ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।

আন্দোলনকারী নারী শ্রমিক শান্তি খাতুন বলেন, 'আমরা অনেক ধৈর্য ধরেছি। কিন্তু আমাদের দাবি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। আমরা বাধ্য হয়ে রাস্তায় বসে আন্দোলন করছি। আমরা আমাদের দাবি আদায় করেই ছাড়ব।'

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) সাধারণ সম্পাদক মো. সাখাওয়াত উল্লাহ প্রথম আলোকে বলেন, মজুরি-সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে বিটিএ, বাংলাদেশ ফিনিশ লেদার, লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএফএলএলএফইএ) এবং ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা চলছে। গত রোববার বিএফএলএলএফইএর উপদেষ্টা অসুস্থ থাকায় সবার সম্মতিতে পরবর্তী একটি তারিখ নির্ধারণ করে আলোচনা করে বিষয়টির সমাধান করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। এর মধ্যেই কোনো নোটিশ না দিয়ে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন কর্মসূচি পালন করল।

ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ প্রথম আলোকে বলেন, ট্যানারি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হলেও বাস্তবায়ন হয়নি। এটি বাস্তবায়নের দাবিতে ২২ তারিখ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। তখন শুধু টিফিনের সময় ট্যানারির ফটকে শ্রমিকেরা অবস্থান নিয়ে সংশ্লিষ্ট কারখানা কর্তৃপক্ষকে ঘোষিত মজুরি বাস্তবায়নের অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এটি এখন বাস্তবায়ন করতে হবে। এখন কোনটি মানা হবে, কোনটি মানা হবে না এমন আলোচনার কোনো সুযোগ নেই। মালিকপক্ষ বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেওয়ায় তাঁরা কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করেছেন।

গত বছরের ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী ট্যানারি শিল্পের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম মজুরি-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার।

প্রথম আলো • বুধবার, ২৯ জানুয়ারি ২০২৫,

স্কেলভুক্তির দাবিতে হট্টগোল দৈনিক মজুরির শ্রমিকদের

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন

ক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা নগর ভবনের সভাকক্ষের সামনে স্লোগান দিতে থাকেন। সভা শেষে তাঁরা ভবনের মূল ফটকে তালা দেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চাকরি 'স্কেলভুক্ত' করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় হট্টগোল করেছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে (ডিএনসিসি) দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়া শ্রমিকেরা। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে ঢাকা উত্তর সিটির নগর ভবনে এ ঘটনা ঘটে।

উত্তর সিটির বিভিন্ন বিভাগের পাঁচজন কর্মকর্তা ও তিনজন কর্মীর সঙ্গে কথা বলে হট্টগোলের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। তাঁরা বলেছেন, ঢাকা উত্তর সিটির সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গঠিত কমিটির চতুর্থ সভা (বোর্ড সভা) ছিল গতকাল। সভা চলাকালে ক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা নগর ভবনের ষষ্ঠ তলায় সভাকক্ষের সামনে স্লোগান দিতে থাকেন। সভা শেষে তাঁরা করপোরেশনের মূল ফটকে তালা দেন। এতে সভা শেষে চলে যাওয়ার সময় বাধার মুখে পড়েন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।

ঢাকা উত্তর সিটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সভায় চার নম্বর আলোচ্যসূচিতে ছিল 'দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকদের স্কেলভুক্তকরণ'। এ বিষয়ে সভায় অংশ নেওয়া বোর্ড সদস্যদের আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়, স্কেলভুক্তির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা এবং আর্থিক বিধিবিধান পর্যালোচনা করে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে।

দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রত্যাশা ছিল, গতকালের বোর্ড সভাতেই তাঁদের স্কেলভুক্তি করা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। এমন সিদ্ধান্ত না হওয়ার খবর দ্রুত শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিক অর্ধশতাধিক শ্রমিক নগর ভবনের ষষ্ঠ তলায় সভাকক্ষের সামনে জড়ো হন। কর্মীদের একজনের করা ভিডিওতে হট্টগোলকারী শ্রমিকদের স্লোগান দিতে শোনা গেছে। স্লোগানে বলা হয়, 'আমাদের দাবি, আমাদের দাবি—মানতে হবে, মানতে হবে।'

হট্টগোলের বিষয়ে জানতে ঢাকা উত্তর সিটির প্রশাসক মো. মাহমুদুল হাসান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা (সংস্থাটির সচিব) মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিকের মুঠোফোনে কল করা হয়। তবে তাঁদের কেউই ফোন ধরেননি।

হট্টগোলের বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন জাতীয়তাবাদী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, বোর্ড সভা শেষে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রশাসক আলোচনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, শ্রমিকদের দাবি যৌক্তিক। বেতন বাড়ানোর বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তিনি আলোচনা করবেন। আর স্কেলভুক্তির বিষয়টি পরবর্তী বোর্ড সভায় উত্থাপন করা হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
১৭ পৌষ ১৪৩১, ১ জানুয়ারি ২০২৫

বিলস-এর জরিপ

বিদায়ী বছরে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭০৭ নির্যাতনে ১১৩ শ্রমিক নিহত

সবচেয়ে বেশি ২৭৩ শ্রমিকের মৃত্যু পরিবহনে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০২ কৃষিতে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

২০২৪ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭০৭ শ্রমিকের মৃত্যু হয়, এর মধ্যে ৭০৫ পুরুষ এবং ২ নারী শ্রমিক। সবচেয়ে বেশি ২৭৩ শ্রমিকের মৃত্যু হয় পরিবহনে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০২ শ্রমিকের মৃত্যু হয় কৃষিতে। মঙ্গলবার এই তথ্য প্রকাশ করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭৪২ শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং আহত হন ৪৮৯ শ্রমিক। নিহতদের মধ্যে ৭৩৯ পুরুষ এবং তিন নারী শ্রমিক ছিলেন।

বিলস দেশের জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত সংবাদের ওপর ভিত্তি করে 'বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি বিষয়ে সংবাদপত্রভিত্তিক বিলস জরিপ, ২০২৪' প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। জরিপে ১৩টি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত কর্মক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের বাইরে দুর্ঘটনা ও নির্যাতন সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদনমতে তৃতীয় সর্বোচ্চ ৯১ শ্রমিকের মৃত্যু হয় নির্মাণ খাতে। এছাড়া রিকশা শ্রমিক ৪৩, প্রবাসী শ্রমিক ৩৮, দিনমজুর ৩২, বিদ্যুৎ খাতে ২২, মৎস্য শ্রমিক ১৯, জাহাজ ভাঙা শিল্প ৯, স্টিলমিলে ৯, নৌপরিবহন খাতে ৮, অক্সিজেন ফ্যাক্টরিতে ৭, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ৬, হোটেল-রেস্টুরেন্টে ৫, রাইস মিলে ৫ , ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপে ৫, দোকানে ৫ কর্মচারী এবং অন্যান্য খাতে ২৭ জন শ্রমিক নিহত হন।

প্রতিবেদনে দেখা যায় ২০২৪ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ২৯২ শ্রমিক আহত হন। এর মধ্যে ২৯২ জনই পুরুষ শ্রমিক। সর্বোচ্চ ৪৭ মৎস্য শ্রমিক আহত হন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিবহন খাতে ৪১ আহত হন। তৃতীয় সর্বোচ্চ নির্মাণ খাতে ২৭ শ্রমিক আহত হন। এছাড়া অক্সিজেন কারখানায় ২৪, নৌপরিবহন খাতে ২৩, দিনমজুর ২০, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ১৮, তৈরি পোশাক শিল্পে ১৬, হোটেল-রেস্টুরেন্টে ১৩ পেপার মিলে ১১, দোকানে কর্মচারী ১০, কৃষিতে ৯, ভোজ্য তেল ফ্যাক্টরিতে ছয় জন, জাহাজ ভাঙায় ছয় জন, বিদ্যুৎ খাতে পাঁচ জন এবং অন্যান্য খাতে ১৬ জন শ্রমিক আহত হন।

এছাড়া ৫৫ শ্রমিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিখোঁজ হন, যাঁর মধ্যে অধিকাংশই মৎস্য শ্রমিক।

সড়ক দুর্ঘটনা, দেয়াল/ছাদ ধসে পড়া, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, অগ্নিকাণ্ড, সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, বজ্রপাত, বিষাক্ত গ্যাস, নৌ-দুর্ঘটনা, উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া, পড়ন্ত বস্তুর আঘাত, বিস্ফোরণ, সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড়ে, নৌকা/ট্রলারডুবি, বন্যপশুর আক্রমণ ইত্যাদি কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

সংবাদপত্রভিত্তিক জরিপ অনুযায়ী ২০২৪ সালে ২২৯ শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হন। এর মধ্যে ১১৩ নিহত, ১০০ আহত, ১৫ নিখোঁজ, এক জনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করা হয়। নির্যাতিতদের মধ্যে ১৯৩ পুরুষ এবং ৩৬ নারী শ্রমিক ছিলেন।

সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হন ৪৪ অটোরিকশা শ্রমিক, যার মধ্যে ৪৩ নিহত হন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৫ শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন তৈরি পোশাক শিল্প খাতে, যার মধ্যে পাঁচ জন নিহত, ২৯ আহত ও এক জন আত্মহত্যা করেন। তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৫ পরিবহন খাতে, যার মধ্যে ২০ জন নিহত, চার জন আহত ও এক জন নিখোঁজ হন। ১৭ সংবাদকর্মী নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে দুই জন নিহত ও ১৫ আহত হন। এছাড়া ১৪ গৃহশ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে সাত জন নিহত এবং সাত জন আহত হন। কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের ধরনগুলোর মধ্যে রয়েছে, শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ, ছুরিকাঘাত, খুন, রহস্যজনক মৃত্যু, অপহরণ, মারধর ইত্যাদি।

সংবাদপত্র ভিত্তিক জরিপ অনুযায়ী ২০২৩ সালে ৩০১ শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হন। এর মধ্যে ২৭৩ জন (৯১ শতাংশ) পুরুষ এবং ২৮ জন (৯ শতাংশ) নারী শ্রমিক। যার মধ্যে ১৫৩ জন নিহত, ১২৬ জন আহত, ১৬ জন নিখোঁজ, তিন জনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও অপহৃত তিন জনকে পরবর্তীকালে উদ্ধার করে পুলিশ। অপহৃতদের মধ্যে তিন জনই ছিলেন নির্মাণশ্রমিক। বিলস জানায় ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত তথ্য পরবর্তীকালে হালনাগাদ করে বিলস ওয়েবসাইটে জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে এটি প্রকাশ করা হবে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২ জানুয়ারি ২০২৫,

জাহাজভাঙা শিল্প

শ্রমিক নিরাপত্তা কবে নিশ্চিত হবে

চট্টগ্রামের জাহাজভাঙা শিল্পের সাফল্যের বিষয়টিই আমরা বেশি শুনে থাকি। এ শিল্প থেকে আসে অন্য আরও শিল্পের কাঁচামাল। রিরোলিং মিলের কাঁচামাল ইস্পাত তার মধ্যে অন্যতম, যে কারণে দেশে বড় বড় রিরোলিং শিল্পপ্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। শিল্পটির শ্রমিক নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এ নিয়ে শ্রমিক ও অধিকারকর্মীদের অভিযোগও খুব একটা আমলে নেওয়া হয় না।

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বিভিন্ন জাহাজভাঙা কারখানার শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে গত রোববার এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস)। সেখানে বলা হয়, জাহাজভাঙা শিল্পে গত ১০ বছরে ১২৯ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন দুই শতাধিক। কারখানাগুলোয় ১০০ জন ঠিকাদারের মধ্যে ৯৮ জনই অদক্ষ। তাঁরা প্রভাব খাটিয়ে ও অনিয়মের মাধ্যমে লাইসেন্স নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ কারণে কারখানাগুলোয় দুর্ঘটনা কমছে না। অনিয়মকারী ঠিকাদারেরা শ্রমিকদের ঠিকমতো বেতনও দেন না। শ্রমিক সুরক্ষার বিষয়টি তাঁদের কাছে গুরুত্বহীন।

মতবিনিময় সভায় প্রশ্ন তোলা হয়, শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত না করে কীভাবে এসব কারখানা গ্রিন শিপইয়ার্ডের সনদ পায়? দুর্ঘটনার পর যেসব তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়, সেখানে কোনো শ্রমিক প্রতিনিধি থাকেন না। ফলে ভুক্তভোগী শ্রমিকের পরিবারের কথা উঠে আসে না। আরও বলা হয়, সীতাকুণ্ডে অধিকাংশ কারখানা অলস পড়ে আছে। সরকারের উচিত ওই কারখানাগুলোকে সক্ষম মালিকের কাছে ইজারা দেওয়া। তাহলে হাজার হাজার শ্রমিক আর বেকার হতেন না। মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি গত পাঁচ বছরেও কেন বাস্তবায়ন করা হয়নি, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

মতবিনিময় সভাটিতে জাহাজভাঙা কারখানার মালিকদের কোনো প্রতিনিধিকে দেখা যায়নি। আয়োজকেরা জানিয়েছেন, জাহাজভাঙা কারখানার মালিকদের সভায় অংশগ্রহণের বিষয়ে চিঠি দেওয়া হলেও তাঁরা সাড়া দেননি। আমরা জানতে পারছি, জাহাজভাঙা কারখানার সমস্যা নিয়ে কোনো সভা-সেমিনারেই মালিকপক্ষের কেউ আসেন না। ফায়ার সার্ভিসের প্রতিনিধি জানান, দুর্ঘটনার পর সঠিক তথ্য দিতে চায় না মালিকপক্ষ। আবার দুর্ঘটনার তদন্ত করে কারণ জানা গেলে, সেটি সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ না করার জন্য মালিকপক্ষ চাপ প্রয়োগ করে।

বোঝাই যাচ্ছে মালিকপক্ষের অসহযোগিতাই এ শিল্পের বড় একটি সমস্যা। মুনাফাই গুরুত্বপূর্ণ, শ্রমিকদের জীবন নয়, শ্রমিকশোষণের সেই চিরায়ত বাস্তবতাই এখানে হাজির বলা যায়। এখন মালিকদের সহযোগিতা ছাড়া কীভাবে এ শিল্পের উন্নতি সম্ভব?

সভায় সভাপতিত্ব করেন অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তপন দত্ত। আমরা আশা করব, এ কমিশন তাদের প্রতিবেদনে জাহাজভাঙা শিল্পের সমস্যা সমাধানে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেবে। এ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা ও পরিবেশ সুরক্ষা—দুটি দিক বিবেচনা করা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সংবাদপত্রে বিল্‌স

প্রথম আলো • রোববার, ১২ জানুয়ারি ২০২৫,

অধিকারের লড়াইয়ে পরীক্ষিত নেতা ছিলেন সহিদুল্লাহ চৌধুরী

স্মরণসভায় বক্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সহিদুল্লাহ চৌধুরী

শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে পরীক্ষিত নেতা ছিলেন সহিদুল্লাহ চৌধুরী। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শ্রমিকের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করেছেন। সবার মাঝে আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবেন তিনি।

গতকাল শনিবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সহিদুল্লাহ চৌধুরীর স্মরণসভায় তাঁর সহযোদ্ধা ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা এ কথাগুলো বলেন। শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) ও জাতীয় শ্রমিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এই সভার আয়োজন করা হয়।

৩ জানুয়ারি শ্রমিকনেতা ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) উপদেষ্টা সহিদুল্লাহ চৌধুরী (৮৩) ইন্তেকাল করেন। সিপিবির সাবেক সভাপতি সহিদুল্লাহ চৌধুরী ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের (টিইউসি) সভাপতি ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

স্মরণসভায় সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সহিদুল্লাহ চৌধুরী বলেছিলেন, পুঁথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত হলেই অর্থনীতিবিদ হওয়া যায় না। পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেও কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শাকিল আক্তার চৌধুরী বলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শ্রমিকের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করেছেন সহিদুল্লাহ চৌধুরী। অর্থনীতি নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ অর্থনীতিবিদদেরও হার মানাত।

যখনই শ্রমিকেরা সংকটে পড়েছেন, তখনই সহিদুল্লাহ চৌধুরী সামনে এসেছেন জানিয়ে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, সামাজিক সংকট করোনার সময়েও ঘরে বসে থাকেননি তিনি। সভায় শ্রম সংস্কার কমিশন প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দীন আহমেদ বলেন, সহিদুল্লাহ চৌধুরী কোন সংগঠন করতেন, তা মুখ্য ছিল না। যেকোনো অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি অনুপ্রেরণা জোগাত। মৌলিক আদর্শে দৃঢ় থেকে কীভাবে সবার সঙ্গে মেশা যায়, সেই গুণাবলি ছিল তাঁর।

সহিদুল্লাহ চৌধুরী যুক্তি দিয়ে কথা বলতেন বলে মন্তব্য করেন জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি মেজবাহউদ্দিন আহমেদ।

বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সভাপতি শাহ মো. আবু জাফর, সহিদুল্লাহ চৌধুরী আলোকবর্তিকা হয়ে বেঁচে থাকবেন।

স্মরণসভায় সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন বলেন, শ্রমিকদের স্বার্থে কখনোই আপস করেননি সহিদুল্লাহ চৌধুরী। বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ বলেন, মেহনতি মানুষ হারিয়েছে পরীক্ষিত একজন নেতাকে। সহিদুল্লাহ চৌধুরী শ্রমিক-কর্মচারী ও মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন।

সহিদুল্লাহ চৌধুরীর ছেলে প্রকৌশলী তারিকুল ইসলাম চৌধুরী জানান, তাঁর বাবা সারা জীবন শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে ব্যয় করেছেন।

সহিদুল্লাহ চৌধুরীর স্মরণে আয়োজিত সভার শুরুতে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের অর্থ সম্পাদক কাজী রুহুল আমীনের সঞ্চালনায় স্মরণসভায় বক্তৃতা করেন ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ইউনিটি সেন্টারের সভাপতি সুলতানা বেগম, সম্মিলিত গ্রামীণ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি নাজমা আক্তার, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের উপদেষ্টা শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস প্রমুখ।

দেশ রূপান্তর

রবিবার, ৫ জানুয়ারি ২০২৫,

শহিদুল্লাহ চৌধুরীকে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ডেমরায় দাফন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের (টিইউসি) সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদুল্লাহ চৌধুরীকে যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বাদ জোহর জানাজা শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাকে ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। পরে রাজধানীর ডেমরার কামারগোপ কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আনা হয় সর্বস্তরের মানুষের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো জন্য। এ সময় বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন সিপিবির ভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলম, সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এবং সিপিবির অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এ সময় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দীন আহম্মেদ, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) পক্ষে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের পক্ষে আবুল কালাম আজাদসহ স্কপ নেতারা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-আইএলও প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদুল্লাহ চৌধুরীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এর আগে সকাল ৮টায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যালয়ের সামনের অস্থায়ী বেদিতে কমরেড শহিদুল্লাহ চৌধুরীর মরদেহে পার্টির নেতারা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

গত শুক্রবার রাজধানীর ডেমরার নিজ বাসভবনে তিনি মারা যান। তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি স্ত্রী, চার ছেলেসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

প্রথম আলো • সোমবার, ১৩ জানুয়ারি ২০২৫,

সিপিডি আয়োজিত 'শ্রমিকের জীবনমান, কর্মপরিবেশ ও অধিকারসংক্রান্ত সংস্কার উদ্যোগ : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্য প্রস্তাবনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা। গতকাল সিপিডির ঢাকার ধানমন্ডির কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

ন্যূনতম মজুরির বাইরে ১০০ খাত-উপখাত

সিপিডির আলোচনা

বক্তারা শ্রম খাতের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার দাবি জানান। পাল্টা যুক্তিতে বলা হয়, এখনই তা করলে সমস্যা হতে পারে।

- দেশের শ্রমিকেরা সব মিলিয়ে ১৪২টি খাত ও উপখাতে কাজ করে থাকেন।
- মাত্র ৪২টি খাত-উপখাতে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা আছে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

দেশের মোট শ্রমিকশ্রেণির ৮৫ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। তাঁদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়নি। আর দেশের শ্রমিকেরা সব মিলিয়ে ১৪২টি খাত ও উপখাতে কাজ করেন। এর মধ্যে পোশাক ও ট্যানারিসহ মাত্র ৪২টিতে ন্যূনতম মজুরির ঘোষণা আছে। অন্যদিকে হালকা প্রকৌশল, স্টিল রি রোলিং ও শিপ ব্রেকিংসহ ১০০ খাত-উপখাতে এখনো কোনো ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়নি। সেসব খাতের শ্রমিকের জন্য কোনো আইনি সুরক্ষাও নেই।

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) আয়োজিত 'শ্রমিকের জীবনমান, কর্মপরিবেশ ও অধিকারসংক্রান্ত সংস্কার উদ্যোগ : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্য প্রস্তাবনা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় রাজধানীর ধানমন্ডিতে সিপিডি কার্যালয়ে গতকাল রোববার এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এমসিসিআই) সভাপতি কামরান টি রহমান, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) মহাসচিব ফারুক আহমেদ, বাংলাদেশ পোশাকশ্রমিক সংহতির সভাপতি তাসলিমা আক্তার। সভায় সূচনা ও সমাপনী বক্তব্য দেন ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর নুজহাত জাবিন; প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী তামিম আহমেদ।

শ্রমিকশ্রেণির জীবনমান, কারখানার কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকারবিষয়ক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ করা হয় প্রবন্ধে। এসব সুপারিশ হলো আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালনগত; যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব-শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের।

দেশে শিশুশ্রমের পাশাপাশি জোর করে কাজ করানো (ফোর্সড লেবার) হয় বলেও প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়। এই বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন এমসিসিআইর সভাপতি কামরান টি রহমান। তিনি বলেন, দেশ থেকে দক্ষ শ্রমিকের বদলে অদক্ষ শ্রমিক বিদেশে বেশি যান। এ জন্যই প্রবাসী আয় কম আসে। তিনি বলেন, 'আমরা শুধু অধিকারের কথা বলি, দায়িত্বের কথা বলি না। কারখানা লাভ করতে না পারলে বন্ধ হয়ে যাবে। তখন বেকারত্ব বাড়বে।'

সভায় বক্তারা শ্রম খাতের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার দাবি জানান। এ বিষয়ে সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, এখনই তা করলে সমস্যা হতে পারে।

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ জানান, দেশে মোট শ্রমিকের সংখ্যা সাড়ে আট কোটি। আগে যেমন দাসত্ব ছিল, এখনো তা আছে। তবে এখন আছে নতুন ধরনের দাসত্ব। শ্রম সংস্কার কমিশনের কাছে তাঁদের প্রত্যাশা অনেক। এ প্রত্যাশার চাপ ও ৯০ দিনের মধ্যে কমিশনের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকায় সময়ের চাপে আছে কমিশন। তা ছাড়া এ খাতে যথাযথ তথ্য-উপাত্ত নেই।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন বলেন, সর্বজনীন পেনশন স্কিমে হকার, গৃহশ্রমিক ও দিনমজুরের জন্য সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই। শ্রম খাতের সবাইকে নিয়ে সমন্বিত সুপারিশ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য মজুরির মানদণ্ড, সামাজিক সুরক্ষা ও সাংগঠনিক অধিকার থাকা জরুরি। তাহলে গতিশীল অর্থনীতিতে ন্যায্য হিস্যা প্রতিষ্ঠিত হবে।

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান বলেন, পোশাক খাতের পরই বড় হচ্ছে নির্মাণ খাত। অথচ এ খাতে সরাসরি শ্রমিক দেখা যায় না। শ্রমিকদের নিয়োগ দেন ঠিকাদারেরা, যাঁদের সরাসরি দেখা যায় না। শ্রমিকের অধিকার নিয়ে তাহলে কীভাবে কাজ হবে? তাঁর প্রশ্ন, 'শ্রমিককে কেন মজুরি ও অধিকার পেতে রাস্তায় নামতে হবে? গণমাধ্যমকর্মীদের কেন মানবাধিকার থাকবে না?' তিনি মনে করেন, সুপারিশ প্রণয়নই শেষ কাজ নয়, সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে মাঠেও থাকতে হবে।

প্রবাসী শ্রমিকের কথা তুলে ধরে সৈয়দ সুলতান উদ্দিন বলেন, প্রবাসীদের অভিযোগ, তাঁদের টাকায় ব্যালট ছাপানো হয়, অথচ তাঁরা ভোট দিতে পারেন না।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন দেওয়ার পরও যাতে কমিশনের কার্যক্রম কিছুদিন অব্যাহত থাকে, সেটা আমাদের অনুরোধ। সুপারিশ বাস্তবায়নে তাঁদের নজরদারিটা কিছুদিন যেন থাকে। যদি শ্রম-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগওয়ারি সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে সেল গঠন করা যায়, তাহলে বড় কাজ হবে।'

গোলাম মোয়াজ্জেম আরও বলেন, আগামী এক বছরকে 'শ্রমকল্যাণ বছর' ঘোষণা করে প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম বিন্যস্ত করলে অন্তর্বর্তীকালীন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন সহজ হবে। তিনি বলেন, 'আমরা মনে করি না যে উদ্যোক্তারা সব সুপারিশ বাস্তবায়নে এখনই প্রস্তুত রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা প্রস্তুত থাকতে পারেন। কিন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের উদ্যোক্তারা প্রস্তুত নন।'

শ্রম খাতের জন্য জীবন, জীবিকা ও জবানের অধিকারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন পোশাকশ্রমিক সংহতির সভাপতি তাসলিমা আক্তার। বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে শ্রমশক্তির গুরুত্ব ও শ্রমশক্তির মর্যাদা সামনে রেখে কাজ করতে হবে। অনেকেই শ্রমিকদের কাজকে ছোট কাজ মনে করেন। যেমন ঘরে-বাইরে শ্রমিকদের 'তুই' বলে সম্বোধন করা হয়, যা অপমানকর।

শ্রম আদালত থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত আইনের বাংলা ভাষা ব্যবহার করার প্রতি জোর দেন তাসলিমা আক্তার, যাতে শ্রমিকদের বোধগম্য নয়। তিনি বলেন, শ্রমিকের অধিকার নিয়ে শিল্প পুলিশকে ভূমিকা রাখতে দেখা যায় না। শ্রম অসন্তোষ দূর করাই যেন তাঁদের অন্যতম কাজ।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ২৪ জানুয়ারি ২০২৫,

গাজীপুর-সাভারে সাড়ে পাঁচ মাসে বন্ধ ৬৮ কারখানা

শিল্পকারখানা

অর্ধলক্ষাধিক শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। তাঁদের অনেকে কারখানা চালু ও বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলন করছেন।

মাসুদ রানা, *গাজীপুর* ও **শামসুজ্জামান**, *সাভার*

ঢাকার সাভার, আশুলিয়া, ধামরাই ও গাজীপুরে গত সাড়ে পাঁচ মাসে ৬৮টি শিল্পকারখানা বন্ধ হয়েছে। এর মধ্যে ৫৮টি স্থায়ী ও ১০টি অস্থায়ী ভিত্তিতে বন্ধ। এ ছাড়া ছয়টি কারখানা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে কেয়া গ্রুপ। বন্ধ হওয়া কারখানাগুলোর অধিকাংশই তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের।

দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এসব কারখানা বন্ধ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, খেলাপি ঋণ নিয়ে কড়াকড়ি আরোপ করায় অনেক কারখানা খেলাপি হয়ে পড়ে। আবার ক্ষমতাচ্যুত বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ঘনিষ্ঠ অনেক কারখানার মালিক আত্মগোপনে থাকায় কারখানা রুগ্‌ণ হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না কিছু কারখানা।

বন্ধ হওয়া ৬৮ কারখানার মধ্যে ৫১টি গাজীপুরে এবং সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে ১৭টি। এসব কারখানায় কাজ করতেন অর্ধলক্ষাধিক শ্রমিক। বন্ধ হওয়া কারখানার শ্রমিকের অনেকেই কারখানা খুলে দেওয়া ও বকেয়া বেতনের দাবিতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রায়ই বন্ধ থাকছে সড়ক-মহাসড়ক। তাতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। আন্দোলনরত শ্রমিকদের সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। অন্যদিকে কারখানা চালু করতে ঋণসহ বিভিন্ন সহায়তা চাইছে কোনো কোনো কারখানা কর্তৃপক্ষ।

রাজধানীর পার্শ্ববর্তী জেলা গাজীপুর শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত। এ জেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে মোট নিবন্ধিত কারখানা ২ হাজার ১৭৬টি। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি তৈরি পোশাক কারখানা, ১ হাজার ১৫৪টি।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চল পুলিশ জানায়, গাজীপুরের পোশাক কারখানার মধ্যে ৩৫টি এখনো গত নভেম্বরের বেতন দিতে পারেনি। ডিসেম্বরের বেতন এখনো দেয়নি ৪৫ শতাংশ পোশাক কারখানা। বর্তমানে ৫ শতাংশ পোশাক কারখানায় শ্রম অসন্তোষ চলছে। ইনক্রিমেন্ট (বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি) নিয়ে জটিলতা চলছে ৯ শতাংশ পোশাক কারখানায়।

স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বন্ধ তৈরি পোশাক কারখানার মধ্যে রয়েছে গাজীপুর মহানগরীর সারাব এলাকার বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৬টি, টঙ্গীর সাতাইশ এলাকার টিএমএস অ্যাপারেলস, চন্দ্রা এলাকার নায়াগ্রা টেক্সটাইল, মাহমুদ জিনস ও হার্ডি টু এক্সেল, কোনাবাড়ীর পলিকন লিমিটেড, অ্যাপারেল প্লাস, টিআরজেড ও দি ডেল্টা নিট অন্যতম।

মাহমুদ জিনস কারখানায় প্রায় ছয় বছর কাজ করেছেন গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার পারভীন আক্তার। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কারখানা বন্ধ হওয়ার পর পুরুষ শ্রমিকদের অধিকাংশ অন্যত্র চাকরি পেয়েছেন। তবে আমাদের মতো মধ্যবয়সী নারীরা কোথাও চাকরি পাচ্ছি না। এক মাস ধরে অন্তত আটটি কারখানায় যোগাযোগ করেছি। তারপরও চাকরি পাইনি।'

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২-এর পুলিশ সুপার এ কে এম জহিরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, জেলায় ৫১টি কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি কারখানা অস্থায়ীভাবে বন্ধ। তিনি আরও বলেন, কর্মহীন শ্রমিকদের অনেকেই কারখানা খুলে দেওয়া ও বকেয়া বেতনের দাবিতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন। এতে প্রায়ই বন্ধ থাকছে ঢাকা-টাঙ্গাইল, ঢাকা-ময়মনসিংহ ও চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়ক। শ্রমিকদের সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

> **বন্ধ হওয়া কারখানার শ্রমিকের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। কোনো কারখানা শ্রমিকের বকেয়া বেতন ও সার্ভিস বেনিফিট না দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বিক্রি করে হলেও তা পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে।**
>
> সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান

ঢাকার নিকটবর্তী সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে শিল্পকারখানা রয়েছে ১ হাজার ৮৬৩টি। এর মধ্যে তৈরি পোশাক কারখানা ৭৪৫টি। শিল্প পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, তৈরি পোশাকশিল্পের কারখানার মধ্যে গত সাড়ে ৫ মাসে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে ১৭টি। এতে ১০ হাজার ৮১ জন চাকরি হারিয়েছেন। এর মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৫ হাজার ৭৫, পুরুষ শ্রমিক ৪ হাজার ৪১ জন এবং কর্মচারী-কর্মকর্তা রয়েছেন ৯৬৫ জন।

সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় বন্ধ হয়ে যাওয়া জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন কারখানার সুইং অপারেটর আছিয়া আক্তার বলেন, 'অসুস্থ স্বামী আর ছোট দুই সন্তান নিয়া দিন চলে না ভাই। পাঁচ মাস আগে কারখানা বন্ধ কইরা দিছে। এরপর থিকা চাকুরির লিগা অনেক কারখানায় গেছি। চাকরি হয় নাই। ধারদেনা কইরা সংসার চালাইতাছি। পেটের অভাবে কাজ করতাম। এখন আমরা বড় অসহায়।' তিনি আরও বলেন, '১৫ বছর ওই কারখানায় কাজ করছি। বকেয়া বেতনের কিছু টাকা দিছে। অন্যান্য বেনিফিট পাইনি।'

বন্ধের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে

গাজীপুর নগরের জরুন এলাকার কেয়া গ্রুপ দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর ধরে ব্যবসা করে আসছে। ২ জানুয়ারি কর্তৃপক্ষ এক নোটিশে জানায়, আগামী ১ মে থেকে চারটি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হবে। গত মঙ্গলবার তারা আরও দুটি কারখানা বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে।

কেয়া গ্রুপের নোটিশে বলা হয়, বর্তমান বাজার অস্থিতিশীলতা, ব্যাংকের সঙ্গে হিসাবের অমিল, কাঁচামালের অপর্যাপ্ততা ও কারখানার উৎপাদন কার্যক্রমের অপ্রতুলতার জন্য তাদের তৈরি পোশাক ও বস্ত্র কারখানাগুলো স্থায়ীভাবে বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শ্রম আইন অনুযায়ী সব পাওনা কারখানা বন্ধের পরের ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করা হবে।

কেয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান আবদুল খালেক পাঠান গতকাল বৃহস্পতিবার *প্রথম আলোকে* বলেন, ব্যাংকের অসহযোগিতার কারণে দুই বছর ধরে সরাসরি রপ্তানি করা যাচ্ছে না। তারপরও সাবকন্ট্রাক্টিং করে কারখানা চালিয়ে নিচ্ছিলেন। তবে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি জানান, বন্ধ ঘোষণা করা কারখানাগুলোতে ১২ হাজার কর্মী রয়েছেন। এর মধ্যে এক হাজার শ্রবণ ও বাক্‌প্রতিবন্ধী।

আন্দোলনে বেক্সিমকোর শ্রমিক

তৈরি পোশাকের রপ্তানি ক্রয়াদেশ না থাকা ও কাঁচামাল আমদানির জন্য ঋণপত্র খুলতে না পারায় গত ১৫ ডিসেম্বর বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৬টি কারখানা লে-অফ বা বন্ধ ঘোষণা করেছে বেক্সিমকো গ্রুপ কর্তৃপক্ষ। ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের মালিকানাধীন বেক্সিমকো গ্রুপের বন্ধ হওয়া কারখানাগুলোতে কাজ করেন প্রায় ৩০ হাজার পোশাকশ্রমিক।

বেক্সিমকোর কারখানা লে-অফের আগে বেক্সিমকো শিল্পপার্কের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম ও ব্যবসায় পরিস্থিতি পর্যালোচনাবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেয়, শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে আরও দুই মাস জনতা ব্যাংক থেকে ঋণসহায়তা দেওয়া হবে। তারপর আর কোনো সহায়তা নয়। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বেতন দিতে সরকারের নির্দেশে জনতা ব্যাংক ঋণসহায়তা দিয়েছে। বেক্সিমকো গ্রুপের প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার ঋণ রয়েছে।

কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন করছেন বেক্সিমকোর শ্রমিকেরা। বুধবার শ্রমিকদের বিক্ষোভের এক পর্যায়ে চন্দ্রা-নবীনগর সড়কে অর্ধশতাধিক যানবাহন ভাঙচুর করা হয়। একটি মালভর্তি ট্রাক ও তিনটি বাসেও অগ্নিসংযোগ করা হয়। তেঁতুইবাড়িতে 'গ্রামীণ ফেব্রিকস' নামে একটি কারখানার পাঁচতলা ভবনের নিচতলায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তিন সংবাদকর্মী আহত হন।

বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন) এস এম আবদুল লতিফ জানান, 'শ্রমিকেরা মানবেতর জীবন যাপন করছে। কারখানার লে-অফ তুলে নিতে আমরা সরকারের সহযোগিতা চাইছি।'

সচিবালয়ে গতকাল বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি বৈঠক করেছে। বৈঠক শেষে শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাখাওয়াত হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, বেক্সিমকোর কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমিক ও দেশবাসীর অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে মোট ৩২টি কারখানার মধ্যে ১৬টির কোনো অস্তিত্ব নেই। এই ১৬ কোম্পানির বিপরীতেই ১২ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে। আর ১২টি কারখানা লে-অফ করা হয়েছে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে, সরকারের সিদ্ধান্তে নয়।

কারখানা বন্ধের কারণ কী

ঋণখেলাপি, কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংকের অসহযোগিতা, রাজনীতি, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মেলাতে না পারাসহ বিভিন্ন কারণে কারখানা বন্ধ হয়েছে—এমনটাই বলছেন মালিক ও শ্রমিকনেতারা। তাঁরা বলছেন, ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনেক কারখানামালিক সক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি অর্থ ব্যাংকঋণ নিয়েছেন, যা কিনা পরে তাঁদের ডুবিয়েছে।

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোট বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আশরাফুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, একের পর এক কারখানা বন্ধ হচ্ছে, শ্রমিক বেকারত্বও বাড়ছে। তবে কারখানা বন্ধের জন্য শ্রমিক আন্দোলনকে দায়ী করা যাবে না। কারণ, বিগত দিনেও শ্রমিকেরা তাঁদের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে আন্দোলন করলেও এভাবে কারখানা বন্ধ হয়নি। বিগত সরকারের রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত ব্যক্তিরাই বেশি বিপাকে পড়ছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগই তৈরি পোশাক খাত থেকে আসে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর) ১ হাজার ৯৮৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি তার আগের বছরের তুলনায় ১৩ দশমিক ২৮ শতাংশ বেশি।

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সহসভাপতি মাহমুদ হাসান খান *প্রথম আলোকে* বলেন, রাজনৈতিক কারণে কিছু কারখানা বন্ধ হচ্ছে। তার বাইরে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় তাল মেলাতে না পেরে কিছু কারখানা রুগ্‌ণ হয়ে পড়েছে। অবশ্য বন্ধ হওয়া কারখানাগুলোর ক্রয়াদেশ অন্য কারখানা নিতে পারছে। কারণ, অধিকাংশ কারখানার সক্ষমতার তুলনায় কম ক্রয়াদেশ ছিল। এখন বাড়তি ক্রয়াদেশের পাশাপাশি অনেক শ্রমিককেও নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

শ্রমিকের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে

শ্রম অধিকার নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। বর্তমানে তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। কারখানা বন্ধ ও বেকার শ্রমিকদের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বন্ধ হওয়া কারখানার শ্রমিকের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। কোনো কারখানা শ্রমিকের বকেয়া বেতন ও সার্ভিস বেনিফিট না দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বিক্রি করে হলেও তা পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। চাকরি হারানো শ্রমিকদের একটি তালিকা করে তাঁদের দক্ষতা অনুযায়ী অন্য শিল্পে কর্মসংস্থানের উদ্যোগও নিতে পারে সরকার। এ ছাড়া লাভজনক কারখানা কীভাবে চালু করা যায়, সেই চেষ্টাও থাকা দরকার। তিনি আরও বলেন, ব্যবসা ও রাজনীতিকে আলাদা করতে হবে। অস্তিত্বহীন কারখানায় কারা ঋণ দিল, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে।

সময়ের আলো

রোববার। ১২ জানুয়ারি ২০২৫।

১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সুপারিশ জমা দেবে শ্রম সংস্কার কমিশন

● নিজস্ব প্রতিবেদক

শ্রম সংস্কার কমিশনপ্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সুপারিশ ও প্রস্তাবনা জমা দেবেন। এ লক্ষে কাজ চলছে। গতকাল শনিবার ধানমন্ডির বিআইএলএস কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ জানান, কমিশন গঠনের পর এ পর্যন্ত রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার বাইরে প্রায় দুই শতাধিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রায় ৪০টি মতবিনিময় সভা ইতিমধ্যে করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের সব শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশন কাজ করছে। শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবার মতামত নিয়ে মধ্য ফেব্রুয়ারির মধ্যে যাতে শ্রম সংস্কার কমিশন সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে পারে সেই প্রস্তুতি রয়েছে।

শ্রম আইন সংশোধন ও শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি এবং শ্রমিকদের জাতীয় ন্যূনতম মজুরিসহ শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষায় দেশের শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা নিরসনে অন্তর্বর্তী সরকার ১০ সদস্যবিশিষ্ট শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করে। তিনি বলেন, শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নে শ্রম সংস্কার কমিশনকে সংশ্লিষ্ট সব স্টেকহোল্ডারদের মতামত নিয়ে ৯০ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টার কাছে সুপারিশমালা জমা দিতে হবে। এ জন্য সব মহলের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে দেশের সর্বস্তরের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করে পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার
২৯ পৌষ ১৪৩১, ১৩ জানুয়ারি ২০২৫

অভিন্ন জাতীয় মজুরিকাঠামো প্রণয়নের সুপারিশ সিপিডির

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রম খাতের জন্য একটি অভিন্ন জাতীয় মজুরি কাঠামো প্রণয়নের সুপারিশ করেছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। রবিবার 'শ্রমিকের জীবনমান, কর্মপরিবেশ ও অধিকারসংক্রান্ত সংস্কার উদ্যোগ : অন্তর্ববর্তীকালীন সরকারের জন্য প্রস্তাবনা' বিষয়ক আলোচনাসভায় এই প্রস্তাব করে সংস্থাটি। ধানমন্ডিতে সিপিডির কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনাসভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থার জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী তামিম আহমেদ। সিপিডি তার পূর্ববর্তী কাজের আলোকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং সংশ্লিষ্ট শ্রম সংস্কার কমিশনের জন্য প্রস্তুত করা সুপারিশে এ ধরনের বেশ কিছু প্রস্তাব তুলে ধরে। সভায় উপস্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ অন্য প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে দেশে অভিন্ন একটি শ্রম আইন প্রণয়ন। বর্তমান শ্রম আইনে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) অন্তর্ভুক্ত নয়। ইপিজেড আইন নামে সেখানে ভিন্ন আইন রয়েছে। যেখানে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ নেই। এছাড়া শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা অবারিত করতে শ্রমিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সই স্বাক্ষর থাকার শর্ত প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়। ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে নিবন্ধনের জন্য বর্তমানে কারখানার শ্রমিক সংখ্যার বিবেচনায় ২০ শতাংশ শ্রমিকদের স্বাক্ষর থাকার শর্ত রয়েছে। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে ৮৫ ভাগ শ্রমিক রয়েছে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। ৮৫ ভাগ মানে হচ্ছে প্রায় ৬ কোটি শ্রমিক। তাদের কোনোই সুরক্ষা নেই। তাদের আইনের সুরক্ষা, মজুরির মানদণ্ড ও সামাজিক স্বীকৃতিও নেই। আমরা আইন নিয়ে যত আলোচনা করছি, তার মধ্যে রয়েছে মাত্র ৫ ভাগ। গৃহশ্রমিক থেকে শুরু করে সচিবালয় শ্রমিকদের বিবেচনা করেন, তাহলে দেখবেন বৈষম্য কতটা বেড়েছে। নির্মাণকাজে সরাসরি শ্রমিক দেখবেন না। যত শ্রমিক সব নিয়োগ দেওয়া ঠিকাদার, যাদের সরাসরি দেখতে পাবেন না। তাহলে তাদের অধিকার নিয়ে কীভাবে কাজ করবেন? আমাদের সংস্কার করতে হবে, সে কারণে সবাইকে নিয়ে সুপারিশ তৈরি করতে চাই। শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য শ্রমিক নেতা তাসলিমা আক্তার লিমা বলেন, আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে শ্রমশক্তির গুরুত্ব ও শ্রমশক্তির মর্যাদা সেটাকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে।

Labour reform panel receives a dozen recommendations

Among them are recognition as workers, workers' database and registration system

MONIRA MUNNI

The Labour Reform Commission has so far received nearly a dozen key recommendations from over 50 consultation meetings, with common aspirations including formal recognition of workers, the development of a workers' database, and the launch of a registration system.

The commission formed by the interim government on November 18 last has been tasked with recommending required reforms to ensure workers' rights and welfare of the labour sector and submitting a report within 90 days that would end in February.

Most common aspirations extrapolated from consultations included elimination of inequality and discrimination in rights entitlement in the world of work, adequate protection for informal sector workers and developing national minimum wage and wage fixing parameters.

The meetings also recommended measures to ensure social protection including insurance and pension facility for workers, free and fearless environment for trade unions formation and practice and effective social dialogue.

Mostafizur Rahman, associate professor at Jagannath University, disclosed the common aspirations at a meeting held on Wednesday at Srama Bhaban in the city, presided over by the Commission's head Syed Sultan Uddin Ahmed.

Other common demands are to improve institutional efficiency, transparency and accountability of institutions like Department of Labour (DoL), Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) and labour court, he said.

They emphaised effective system for dispute and grievance settlement, measures to bring required change in cultural and social norms and workers' skills, productivity and ensuring fair share.

The other common demands also included eliminating barriers to sustainable business and inclusive development, he noted.

Commission sources said they have already held more than 50 consultations with a number of trade unions, right organisations from different formal and

> *"The picture of discrimination and deprivation that has surfaced in the consultation meetings can't be addressed without a comprehensive transformation of the labour sector*
>
> Commission head
> **Syed Sultan Uddin Ahmed**

informal sectors like readymade garment industry, domestic workers, sanitisation workers, sweeper from city corporation, outsourcing, medical representatives, ride sharing, light transportation, beauty parlour while institutions like DoL, DIFE, human/labour/women rights organisations, development partners like ILO, European Union representatives, multinational companies through their respective workers' organisation.

Talking to the FE, head of Labour Reform Commission Syed Sultan Uddin Ahmed said his commission has been working relentlessly to submit its recommendations within the stipulated time of February 18.

He said the commission has already exchanged views with the representatives of about 200 organisations and institutions.

"The picture of discrimination and deprivation that has surfaced during the consultation meetings can't be addressed without a comprehensive transformation of the labour sector," Mr Ahmed said adding that they are trying to make the recommendations considering those aspects of transformation.

Earlier on January 12, the Centre for Policy Dialogue (CPD) made a number of suggestions for short, mid and long term period that included developing a national minimum wage for all, incorporating

introducing a wage-guarantee insurance scheme.

Regarding wage and its appropriate remunerations for the workers, the CPD suggested introducing a transparent and democratic procedure for selecting employers and workers' representatives on the wage board, mandatory alternative dispute- resolution mechanism and substantially raising the penalty for not paying minimum wage.

The other proposals included declaring the current calendar year as labour-reform year so that these reforms are expedited.

In the short term, the think-tank thinks minimum wages should be guaranteed for all types of contract-based workers, including those temporarily hired through third parties with legal provisions.

In the long term, all industries should be under the MWB coverage, prioritising sectors with a lower presence of trade unions.

Its other recommendations include introducing a new legal provision requiring an additional amount to pay for each day's delay in wage payment, substantially raising the penalty for not paying the minimum wage, especially deliberately, repeatedly.

Also, the CPD suggested making non-payment of overtime a punishable offence by law and brands/buyers accountable in complying with national rules and regulations, including those related to minimum wage and wage- related payments.

Oxfam in Bangladesh in its proposals on December 29 said marginalised workers in various informal sectors, especially domestic and home-based garment, tea plantation and fisherfolk, face severe challenges like lack of fair wages, social protection and basic workplace rights.

Domestic workers earn an average of Tk5,311 monthly, far below their expenses worth Tk10,801, home-based garment workers earn as little as Tk0.50 per piece, with 71 per cent experiencing gender-based discrimination, tea plantation workers earn Tk 170 daily-the lowest globally-leaving 74 per cent below the poverty line with limited access to healthcare and education, according to Oxfam recommendations.